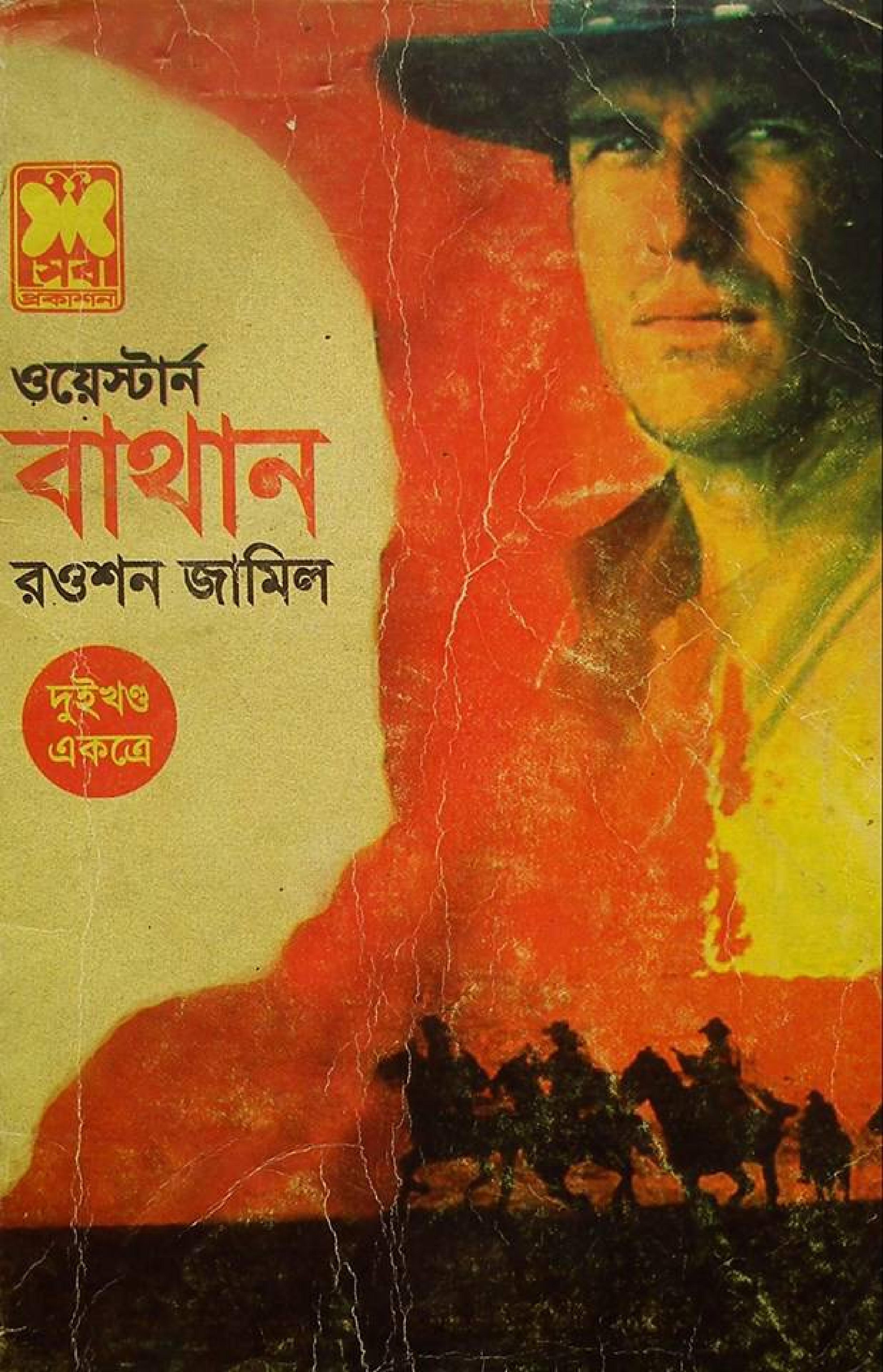


সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

বাথান

রওশন জামিল

দুইখণ্ড একত্রে

বাথান-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

মরুভূমি। বহুদূর বিস্তৃত। কেবল অতি কদাচিৎ উষর ভূমির আগ্রাসী থাবার গতিরোধ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পাহাড়ি খাঁজ আর রোদে জ্বলা পাথুরে টিলা। দৈত্যকায় কঙ্কালের ন্যাড়া হাড়গোড়ের মত মাটি ফুঁড়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে। গাছপালা বলতে, কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেসকিট, সেজঝোপ আর ন্যুজদেহ ক্যাকটাস। অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, বহুকালের তেল-পানি না পড়া খড়ি ওঠা শরীরের মত। এ ছাড়া যতদূর চোখ চলে, শুধু বালু আর বালু। উঁচু-নিচু। ছাই-সাদা। পুরো প্রান্তরে তাপ তরঙ্গ নাচছে। তামাটে আকাশ থেকে গনগনে আগুন নিচের বালুতে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করছে ওই তরঙ্গ। তাকালে চোখে লাগে। মাথা ঝিমঝিম করে।

প্রায় অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগিয়ে এল ক্লান্ত ক্ষুদ্রকায় একটি কাউ-পনি। শ্লথ গতিতে অথচ অবিরাম তপ্ত বালু মাড়িয়ে ছুটে চলল ও। আরোহীর সাহায্য ছাড়াই চিনে নিচ্ছে নিজের পথ। আরোহী কুঁজো হয়ে বসে আছে স্যাডলে। নির্বিকার চেহারা। যেন আশপাশের কোনদিকে তার খেয়াল নেই।

একঘণ্টা পর, হঠাৎ কান খাড়া করল ঘোড়াটা। চলার বেগ বাড়িয়ে দিল সামান্য। বাহনের আকস্মিক মতিপরিবর্তনে সচকিত হয়ে সামনে তাকাল আরোহী এবং দেখতে পেল অবশেষে তার এই দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, একঘেয়ে মরুযাত্রা শেষ হতে চলেছে। দিগন্তে আকাশের উজ্জ্বল নীল এখন প্রায় কালো, খাঁজকাটা একটি রেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। ওর বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওটা পাহাড়ি তৃণভূমি। গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র। এখনও বেশ দূরে রয়েছে পাহাড়গুলো, তবু ওরাই বয়ে আনল আশার আলো। যাত্রী স্পার বসাল ঘোড়ার পেটে।

ধীরে ধীরে বদলে যায় মরুভূমির চরিত্র। বিক্ষিপ্ত খর্বাকৃতি ওক আর জংলাঘাসে ক্রমশ বুটিদার হয়ে উঠল বালুর বুক। মেসকিট ঝোপগুলো এখানে আগের চেয়ে বড়। সংখ্যায়ও বেশি। আরও একটা ঘণ্টা একনাগাড়ে চলার পর, মরুভূমির শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলো যাত্রী। ট্রেইল এবার এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে পাহাড়ি এলাকায়। যেন বালুর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে বাঁচতে চাইছে।

ট্রেইলের পাশে মেসকিট ঝোপের গোড়ায় সাপ দেখা গেল একটা। কটকট শব্দে লেজ নাড়ছে। ফণা ধরে আছে চ্যাপটা মাথা তুলে। চকিতে ছিটকে একপাশে সরে গেল পনি। চারটে পা-ই শক্ত ঋজু লোহার মত একসঙ্গে নেমে এল মাটিতে। আরোহী মোটেও প্রস্তুত ছিল না এর জন্য, পড়ে যাওয়ার দশা হলো, কিন্তু সদা সতর্ক হাঁটু দুটোর সাহায্যে বাহনকে আঁকড়ে ধরে বজায় রাখল নিজের আসন। ওর বাঁ হাত ঝলসে উঠল। বাতাসে তীক্ষ্ণ শিস তুলে ছোবল মারল একটা চারফুটি চাবুক. ধারাল ইস্পাতের ফলার ঘায়ে সাপের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ধড় থেকে।

চাবুকটা গুটিয়ে হাতের তালুতে রাখল আরোহী। তারপর অবাধ্য বাহনকে শান্ত করতে সচেষ্ট হলো। টুপি খুলে পনির দুকানের উপর মৃদু আঘাত করল ওটা দিয়ে। অ্যালক্যালি ধুলোয় ঢেকে গেল কানের লতি।

'এমন করছিস, যেন জীবনে সাপ দেখিসনি?' নরম সুরে টেনে টেনে বলল আরোহী। 'দুষ্টু, ভেবেছিস তোর নষ্টামিতে আমি ঘাবড়ে যাব।'

কথার সাথে আরও একপশলা ধুলো বর্ষিত হলো ঘোড়ার কানে। রণকৌশল বদলে ফেলল পনি। ঘাড় ফিরিয়ে আরোহীর পায়ে কামড় দিতে চেষ্টা করল। চট করে ভারি কাঠের রেকাবটা সজোরে সামনে ঠেলে দিল আরোহী। ঘোড়ার মুখ সশব্দে ঠুকে গেল পা দানির সঙ্গে। ব্যথায় মুখ কোঁচকাল, নাক ঝাড়ল ঘোঁৎ শব্দে, রণেভঙ্গ দিল।

'তোকে এতটা বোকা ভাবিনি আমি,' ভর্ৎসনার সুরে ব্যঙ্গ করল লোকটা। 'অনেক খেলা হয়েছে—নে, এবার চল। আমার অবস্থাও এদিকে শোচনীয়।'

গাছপালার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ওরা। পানির গন্ধ পেয়ে পনি দুলকি চালে ছুটতে শুরু করেছে। সংকীর্ণ গিরিপথ হয়ে ওরা একটা ঝরনাতীরে বেরিয়ে এল। পানি তলায় ঠেকেছে এখন, তবে প্রশস্ত বালুময় ঝরনাবক্ষ দেখে বোঝা যায় একসময় এটা নদী ছিল। বাস্তবিক তাই, পর্বতমালার বরফ যখন গলে যায় টু ফেদার ক্রীক ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ঝরনায় নেমে গিয়ে হাপুস-হুপুস করে পানি খেল ঘোড়াটা। আরোহী আড়চোখে চেয়ে রইল। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'যাক, তবু ভাল,' আপনমনে বলল সে, 'পানির দেখা পেয়েছিস, যদিও আমার চলবে না। তবে আর মাইলখানেকের মধ্যে মনে হয় পেয়ে যাব কিছু একটা।'

পেটে গুঁতো মেরে অনিচ্ছুক বাহনকে রওনা করল লোকটা। ঝরনা পেরিয়ে অপর তীরে উঠে এসে, সহজ ভঙ্গিতে সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। অল্পক্ষণের ভেতর অদূরে একটা কর্দমাক্ত ধূলিধূসর রাস্তার দেখা পেল সে। দুপাশে কিছু কাঠ আর রোদে পোড়া ইটের তৈরি ঘর-বাড়ি।

'ওটাই বোধহয় হ্যাচেট-স্ ফলি,' বিড়বিড় করল লোকটা। 'তাই তো মনে হচ্ছে দেখে।'

বেশ অনেক বছর আগে এক ভবঘুরে প্রসপেক্টর টু ফেদার ক্রীকের ধারে সোনার খোঁজ পেয়ে উল্লসিত হয়ে সবচেয়ে কাছের জনবসতিতে ছুটে যায়। আকণ্ঠ মদ গেলার পর, খোশমেজাজে প্রসপেক্টর দাবি করল সে এক নতুন এলডোরাডোর সন্ধান পেয়েছে। অসংখ্য উৎসাহী ভাগ্যান্বেষী ছুটে এল ওর পেছন পেছন, এবং ব্যাঙের ছাতার গতিতে ওখানে রাতারাতি শহর গজিয়ে উঠল। কিন্তু সোনা সহজলভ্য হলো না; আর যাও-বা পাওয়া গেল—পরিমাণ নিতান্তই অল্প। ভাগ্যান্বেষীদের অধিকাংশই মারা পড়ল নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে, অথবা ইন্ডিয়ান হামলায়। আর যারা বেঁচে রইল তারা আশাহত হয়ে পাড়ি জমাল অন্যত্র। সেই ভবঘুরে প্রসপেক্টরের নামানুসারে শহরের নাম রাখা হয়েছিল টাউন অভ হ্যাচেট। এখন তার নতুন নামকরণ হলো হ্যাচেট-স্ ফলি বা হ্যাচেটের

পাপ। সোনালোভীরা চলে যাওয়ার পর, যেমন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল তেমনিভাবে মরতে বসে শহরটা। কিন্তু গবাদি পশুর আগমন রক্ষা করল একে।

সীমান্তবর্তী জনবসতির চেহারা যেমন হয়, নবাগতের চোখে সেভাবেই ধরা পড়ল জায়গাটা। তেমনি ভাঙাচোরা কুটির, বিয়ারের খালি লিটার ক্যান ছড়ান ছিটান, চওড়া ফুটপাত, এবং চিরস্থায়ী অ্যালক্যালি ধুলো। সবচেয়ে বড় দালানটার মাথায় রঙচঙে সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা:'দ্য ফলি স্যালুন।'

'লাগসই নাম,' ঘোড়া থেকে নেমে হিচিং রেইলে লাগাম বাঁধতে বাঁধতে মন্তব্য করল আগন্তুক। 'শহরটা মরতে বসেছে,' একটু থেমে ফোড়ন কাটল ও। আসলেও যেন তাই, রাস্তার ওপাশে 'হোটেল' লেখা দালানের বানান্দায় বসা দুই রকবাজ ছোকরাকে বাদ দিলে এ মুহূর্তে আর কোন জনমনিষ্যি দেখা যাচ্ছে না আশপাশে।

ফলির বার কামরার পেছন দিকটা দখল করেছে। মুখ দরজার দিকে। চমৎকার কৌশলগত অবস্থান, কোনরকম ঝামেলা বাধার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারবে বারকিপার। সামনের ফাঁকা অংশের দুপ্রান্তে নানাধরনের জুয়ার টেবিল। স্যালুন মালিক নয়তো খদ্দেরদের আগ্রহেই খেলার এই আয়োজন। এ মুহূর্তে এমনি একটা টেবিলে বসে পোকার খেলছে দুজন লোক। পাশে দাঁড়িয়ে একজন ওয়েটার ওদের খেলা দেখছিল। নবাগত আগন্তুক ঘরে ঢোকামাত্র তার মনোযোগ ওর দিকে সরে গেল।

একজন দীর্ঘদেহী একহারা লোককে দেখতে পেল সে। শ্যামবর্ণ। বয়স ত্রিশের নিচে। ক্লিন শেভড মুখখানা রোদে পুড়ে ঝকঝকে তাম্রমুদ্রার রঙ ধারণ করেছে। একজোড়া কঠিন গভীর কালো অন্তর্ভেদী চোখ। চৌকো চিবুকে সংকল্প। চোখ আর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটের কোণে কৌতুকের ঝিলিক। পরনে লেদার চ্যাপ জিনস, নীল শার্ট। গলায় ঢিলেঢালা ব্যান্ডানা। মাথায় চওড়া ব্রিমের স্টেটসন হ্যাট। পায়ে হাই-হিল বুট। এগুলো দেখে মনে হয় লোকটা কাউপাঞ্চার। কিন্তু কোমরে নিচু করে বাঁধা দুই হোলস্টারের পিস্তল দুটো আভাস দিচ্ছে ও গানম্যান হওয়াও বিচিত্র নয়।

আগন্তুক বারের উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার সময় ওর সমস্ত খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য বারকিপারের চোখেও পড়েছিল। বারকিপার লোকটা অল্পতেই বুঝতে পারে সবকিছু—তার পেশায় এটা অপরিহার্য গুণ। টুঁ শব্দ না করে, আগন্তুক একটা ডলার ছুঁড়ে ফেলল বারের ওপর। বারকিপার নীরবে বোতল আর গ্লাস ঠেলে এগিয়ে দিল সামনে।

'না, সিনর,' মৃদু স্বরে বলল খদ্দের। 'আমার একা ড্রিংক করার অভ্যেস নেই। তুমিও খাবে আমার সঙ্গে সি?'

সমঝদারি হাসি ফুটল বারকিপারের মুখে। আর একটা গ্লাস তুলে নিল সে। তারপর পেছনের তাক থেকে নতুন একটা বোতল বের করে আনল। নিজের গ্লাসে তিন আঙুল পরিমাণ পানীয় ঢালল নবাগত, একঢোকে শেষ করে আবার ভরে নিল গ্লাসটা।

'ভাল জিনিস,' তারিফ করল সে। 'কিন্তু তোমার ওই মরুভূমিটা ভয়ঙ্কর।'

'ওটার মালিক অবশ্য আমি নই। তবে হককথাই বলেছ তুমি, জায়গাটা ভয়ঙ্করই বটে,' জবাব দিল অপরজন। 'অনেক দূর থেকে আসছ বুঝি?'

'ঠিক যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম,' উত্তর এল, সঙ্গে টুকরো হাসি। আগন্তুকের কথায় যে ধার ছিল ওই হাসিতে তার বেশিটাই ঢাকা পড়ে গেল।

'এবং গন্তব্যে না পৌঁছা অবধি চলতে থাকবে,' খদ্দেরের রসিকতায় ইন্ধন জোগাল বারকিপার।

'বিলকুল ঠিক,' বলল নবাগত। তারপর হেসে যোগ করল, 'এই দেশটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে বেরিয়েছি আরকি।'

'তা দেখার মতই জায়গা অবশ্য, কোথাও কোথাও, মিস্টর্-কি যেন নাম বললে তোমার?' সুরাবিক্রেতা সুযোগ নিল আর একটা।

'বলিনি,' হাসল আগন্তুক। 'কর্টেয।'

'মেক্সিক্যান? চমৎকার ইংরেজি বল তো তুমি! আমি সাইলাস! চিয়ার্স!'

'হ্যাঁ। আমার মা এ ভাষাটা ভাল জানতেন।'

আবার পান করল ওরা। ধীরে ধীরে আলোচনা মোড় নিল অন্যান্য প্রসঙ্গে। আগন্তুক জানল এখানকার মানুষ শুধু গরু ব্যবসায়ে আগ্রহী। এবং এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে ফ্রাইং প্যান আর ওয়াই যেড নামে দুটো বাথান।

'পাহাড়ের ওপাশেও একটা আছে, ডবল এক্স, তবে ছোট,' ভেঙে বলল সাইলাস। 'তোমার যদি চাকরি দরকার থাকে—ওয়াই যেডে আর একজন পাঞ্চার লাগবে বলে আমি শুনেছি। মালিক বুড়ো ভালই। তবে ফোরম্যানটা, ব্রেইন, হাড় বজ্জাত। ওই যে, ওখানে ওয়াই যেডের একজন খেলছে।'

হাতের ইশারায় সে অপেক্ষাকৃত তরুণ জুয়াড়িকে দেখাল। এখনও পুরোপুরি সাবালক হয়নি ছোকরা। নাকের নিচে সবে গোঁফের রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ ধরে খেলায় হারছে ও। প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে যতই নিজের কষ্টার্জিত ধন জমা হচ্ছে ততই গম্ভীর হয়ে উঠছে ওর মুখ।

একমুহূর্ত খেলোয়াড় দুজনকে মাপল আগন্তুক, তারপর বলল, 'ছোকরা মনে হয় অল্পদিনেই "আরও চালাক" হয়ে উঠবে। তা সঙ্গের শক্তপাল্লাটা কে?'

আগন্তুকের রসিকতায় হাসল বারকিপার। যদিও ঠাট্টাটা ওর কাছে নতুন নয়। যখনই কোন "চালাক" পাঞ্চার শহরে আসে, কথাটা শুনতে পায় সে। মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্নের জবাব দিল, 'ঠিক ধরেছ—শক্তপাল্লাই বটে। ওর নাম পোকার পিট। তাস, পিস্তল দুটোতেই বেশ নামডাক। ওর সাথে লাগতে যেয়ো না। এখানে ওর অনেক ইয়ারবন্ধু।'

'তাই?' নিরুত্তাপ স্বরে বলল অপরজন। 'মনে হচ্ছে, মেলামেশার ব্যাপারে তোমরা খুব উদার।'

নীরবে খেলা দেখতে লাগল ওরা। জুয়াড়ি লোকটা অনবরত জিতে চলেছে। অথচ, মাঝে মাঝে বর্তুল চোখ দুটো জ্বলে ওঠা ছাড়া, ওর মুখ ভাবলেশহীন। দশাসই শরীর, তবে মেদবহুল। পরনে কালো তেল চিটচিটে কোট। ঝুল রীতিমত বেঢপ। এখন প্রায় বুটের গোড়ালি ছুঁয়েছে। প্যান্টের ঘের মুড়ে বুটের ভেতর ঢোকান। মাথায় তোবড়ান টুপি। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছটফটে স্বভাবের। জাত পোকার

খেলুড়ে হতে গেলে চেহারায় যেরকম নির্লিপ্ত ভাব থাকা দরকার, ছোকরার মাঝে তার ঘাটতি আছে। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে কেমন তাস উঠছে বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হচ্ছে না জুয়াড়ির। একসময়, বিড়বিড় করে মুখখিস্তি করে, হাতের তাসগুলো ছুঁড়ে টেবিলের ওপর ফেলে দিল ছোকরা। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'খেল খতম,' বিরক্তির স্বরে চিৎকার করে বলল ও। 'পুরো পালটাই খোঁয়াড়ে তুলেছ তুমি। সেচের খরচা বাদ দিলে, আমার তিন মাসের গোটা বেতন। এরকম ভাগ্য জন্মেও দেখিনি কারো। সাইলাস, আমি ফতুর। একটা ড্রিংক খাওয়াবে?'

'খাও,' বলে বোতল এগিয়ে দিল বার মালিক।

জুয়াড়ি নড়ল না নিজের জায়গা ছেড়ে। মুখে গুমাই এঁটে আছে যেন। তাস শাফল করার ফাঁকে ও চকিতে একবার তাকাল আগন্তুকের পানে। পরোক্ষ আমন্ত্রণ চিনতে কর্টেযের ভুল হলো না।

'আলবত খেলব,' বলে পা বাড়াল সে। কাউবয়ের পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ল।

উপুড় করে সব তাস বিছিয়ে দিল জুয়াড়ি। টানে যার হাত বড় উঠবে সে-ই বাটার সুযোগ পাবে প্রথমে। আগন্তুক জিতে দুবার কাঁচি মারল তাসে, তারপর জুয়াড়ি কেটে দিতে খেলা শুরু হলো। দুজনেই হিসেব করে খেলছে। যাচাই করতে চাইছে একে অন্যের শক্তি। অল্পবাজির খেলা। আধঘন্টা শেষে দেখা গেল জয়ের পাল্লা দুপক্ষেই সমান। এবার, যে লোকটা নিজের নাম বলেছিল কর্টেয সে নিজের হাত তুলে ঠায় সেটা দেখল একটুক্ষণ, তারপর বলল:

'কঞ্জুসি বহুত হলো—এখন দান চড়ান যাক।'

'আমার আপত্তি নেই,' জানাল প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাজির পরিমাণ বাড়ল। আগন্তুক জিততে লাগল একনাগাড়ে। সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে দেখে জুয়াড়ির নিস্পৃহতার মুখোশ খসে পড়ল। উসখুস করতে শুরু করল সে।

'শালার কুফা লেগেছে,' আরও বিশটা ডলার বোর্ডের দিকে ঠেলে দিতে দিতে নাকিকান্না কাঁদল পোকার পিট। 'ঠিক হ্যায়, কুছপরোয়া নেই—তোমাকে আমি ঠিকই পাব।'

একটা ওস্তাদি জবাই দেখার সম্ভাবনা বারের পেছন থেকে টেনে বের করে এনেছে সাইলসাকে। এ মুহূর্তে সে তরুণ পাঞ্চারের পাশে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে খেলা দেখছে। ইতিমধ্যে প্রায় শ-খানেক ডলার খসে গেছে জুয়াড়ির গাঁট থেকে। এবার ওর বাটার পালা। কর্টেয কেটে দিতে ও ধীরে-সুস্থে তাস বাটল। কর্টেয উপুড় করা তাসগুলোর দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল:

'পঞ্চাশ—ব্লাইন্ড।'

'আমিও,' চটপট জবাব এল।

'আবার,' আরও পঞ্চাশ বাড়িয়ে দিল কর্টেয।

'দুশো হলো,' ঠোঁট উলটে প্যাকের দিকে হাত বাড়াল পিট। 'তাস লাগবে?'

'হাত ওপরে তোল!' তীক্ষ্ণ আদেশ এল একটা এবং হতভম্ব জুয়াড়ি পলক তুলতেই নিষ্কম্প কোল্ট মাযলের মুখোমুখি হলো।

'কি ব্যা–' শুরু করল বটে, কিন্তু ওর হাত ঠিকই উঠে গেল ছাতের দিকে: বোধহয় উপলব্ধি করেছে তর্কের জন্য ওটাই হচ্ছে নিরাপদতম অবস্থা।

সামনের দিকে লম্বা হয়ে গেল কর্টেয। বাঁ হাত বাড়িয়ে পিটের বগলতলা থেকে লুকান পিস্তলটা কেড়ে নিল।

'ওপরেই তুলে রাখ ওগুলো,' পিটকে শাসাল ও, তারপর দর্শক দুজনের উদ্দেশে ফিরে বলল, 'দেখ, আমাকে তিনটে সাহেব দিয়েছে'–নিজের তাস মেলে ধরল কর্টেয–'এবং আমার বিশ্বাস, নিজে নিয়েছে তিনটে টেক্কা। ও ভেবেছিল আমি দুটো তাস নেব। তা হলেই বাকি সাহেব আর একটা ছোট তাস গছিয়ে দিতে পারবে আমাকে। ওপরের তাসের নিচেই রয়েছে চার নম্বর টেক্কা–ওটা নেবে ও নিজে। আর এভাবে, আমি তাস নিই বা না নিই, ও আমাকে ঘায়েল করবে। এবার তা হলে'–এই কথাটা বারকিপারকে উদ্দেশ্য করে বলা–প্রথমে ওর হাতটা চিত করে দাও তুমি। তারপর প্যাকের ওপরের তিনটা তাস। যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়, আমি শুকনো মাটি চিবিয়ে খাব, আর বোর্ড পাবে ও। কিন্তু যদি সত্যি–'

সাইলাস ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছিল। একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে মাঝপথে কথা ঝুলিয়ে রাখল কর্টেয, তাকাল টেবিলের দিকে। কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে ওর অনুমান। জোচ্চর নিজেও প্রত্যক্ষ করল তার কুকর্মের সাক্ষ্য। ভয় আর জিঘাংসা একসঙ্গে ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। পরীক্ষার পালা চুকতে কর্টেয ঘৃণার দৃষ্টিতে পিটের দিকে ফিরল। 'সিনর, তুমি একটা চোর,' হুল ফোটাল ওর গলা। 'পোকারের "প"-ও জান না তুমি। আমার দেশের একটা বাচ্চা ছেলেও তোমাকে ঘোলাপানি খাওয়াতে পারবে। ও তোমার কত খসিয়েছে?' এই শেষ কথাটা পূর্ববর্তী খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করে বলল।

'একশ বিশ,' জবাব দিল পাঞ্চার। 'তবে আমি ওটা হেরেছি–'

'এক পয়সাও হারনি,' বলল কর্টেয। 'এর নাম হারা না–ডাকাতি।'

বোর্ডের টাকা থেকে গুনে একশ কুড়ি ডলার আলাদা করে রেখে বাকি টাকা পকেটে পুরল সে, তারপর পিস্তলটা হোলস্টারে রাখল। চকিতে লাফিয়ে উঠল জুয়াড়ি, ডান হাত চলে গেছে গলার কাছে, দ্রুত নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল, আগন্তুকের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ছুরি, কাঠের দেয়ালে বিঁধে তিরতির করে কাঁপতে লাগল। কর্টেয পলক তুলে ওর সম্ভাব্য আততায়ীকে দেখল একবার, তারপর শব্দ করে হাসল।

'তুমি, দেখছি, একেবারেই অকম্মার ঢেঁকি,' বলল ও। 'তোমার পেছনে একটা বুলেট খরচ করাও মস্ত বোকামি...'

মুখ চালু অবস্থায়, আচমকা লাফ দিল কর্টেয, মাঝের বাধাদানকারী টেবিলটা পেরিয়ে ওর পা মেঝে স্পর্শ করামাত্র সর্বশক্তিতে ঘুসি হাঁকাল। থ্যাচ করে একটা শব্দ হলো জুয়াড়ির বাঁ চোয়ালের হাড়ে, পাখা গজাল ওর, উড়ে গিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ল। ওখানেই পড়ে থাকল সে, অসাড় হয়ে গেছে হাত-পা। শুধু ওর চোখে খুনের নেশা বলে দিচ্ছে ও বেঁচে আছে। শাস্তির মাত্রা আর একটু চড়াল কর্টেয।

'ভাগ,' বলল সে। বিড়বিড় করে গাল বকে কোনমতে উঠে দাঁড়াল পিট, টলতে টলতে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। যখন দৃষ্টিপথের আড়াল হলো সে কেবলমাত্র তখনই কর্টেযের চেহারা স্বাভাবিক হলো। 'এখানে খাওয়ার হোটেল কোন্‌টা?' জানতে চাইল ও।

'এস আমার সঙ্গে,' আগে বেড়ে বলল ছোকরা পাঞ্চার। 'খোদার কসম! এত জোরে কেউ ঘুসি মারতে পারে জানতাম না। তোমার শাগরেদ হতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। দূর ছাই'—জিভ কাটল পাঞ্চার—'আমার নামটাই বলা হয়নি। আমি ল্যারি বার্টন।'

ছেলেটার আন্তরিকতার জবাবে স্মিত হাসল কর্টেয। তারপর ওর পনির আর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বুঝে, নতুন বন্ধুর সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকল।

'তোমার যদি এখানে থাকার ইচ্ছে থাকে,' খেতে খেতে বন্ধুকে বলল ল্যারি, 'আগেভাগেই একটা কথা বলে রাখি—পোকার কিন্তু কোনকিছুই ভোলে না কখনও।'

ল্যারির কণ্ঠে ওর ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়ের সুর কর্টেযের কান এড়াল না। জবাব দেয়ার আগে খুব যত্নসহকারে একটা সিগারেট রোল করল ও।

'তা হলে, দেখছি, থেকেই যেতে হয়,' শান্ত গলায় বলল সে। 'কিন্তু সেজন্য একটা চাকরি দরকার—অথচ এ দেশে আমার চেনাজানা কেউ নেই।'

'তাতে কি,' ল্যারি উৎফুল্ল। 'আমার সঙ্গে তুমি ওয়াই যেডে গেলেই হবে। বুড়ো আর একজন পাঞ্চার নেবে বলে শুনেছি। এসব নিশ্চয়ই বোঝ তুমি।'

'একটু-আধটু,' স্মিত জবাব এল।

'তবে তো আর কথাই নেই। ওয়াই যেড সুন্দর জায়গা,' তথ্য জোগাচ্ছে ল্যারি। 'ব্লেইন, আমাদের ফোরম্যান, একটু পাজি। কিন্তু বুড়ো মানুষটা ফেরেশতা। আর ওর মেয়ে, মিস নরি। ওকে দেখলে যেকোন কমবুদ্ধি লোক নিজের জীবনকে বিষ মনে করবে।'

'সুন্দরী বুঝি?'

'বলতে,' উৎসাহিত জবাব মিলল। 'তবে লাভ নেই। বেল পাকলে কাকের কি? আমি একজন তুচ্ছ কাউহ্যান্ড। চল, যাওয়া যাক।'

দুই

ওয়াই যেড বাথানের মালিক সায়মন পিটারকে সচরাচর সবাই বুড়ো সায়মন বলেই সম্বোধন করে। বয়স মধ্য-পঞ্চাশ। পোড় খাওয়া শক্ত পোক্ত চেহারা। মুখখানা সুদর্শন, তবে ডিম্বাকৃতি চিবুকে একধরনের দুর্বলতার আভাস আছে যা ওর খোঁচা খোঁচা দাড়িও ঢাকতে সমর্থ হয়নি। ব্যবসায় বিবেচক লোক হিসেবে সুনাম আছে ওর। প্রতিবেশীরাও ওকে ভালবাসে। এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চ হাউসের চওড়া

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে, ল্যারির নবাগত বন্ধুটিকে জরিপ করছে। ফলিতে কি ঘটেছে তার একটা নাতিদীর্ঘ অথচ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাসহ মালিকের কাছে বড়মুখ করে বন্ধুকে হাজির করেছে ল্যারি।

'পোকার পিট, না?' বলল সায়মন। 'বহুদিন থেকেই এটা পাওনা ছিল ওর। তা তুমিই তা হলে ওর প্রাপ্য ধোলাইটা দিয়ে দিয়েছ ওকে?'

'আসলে বোধহয় আমারই বোঝার ভুল। জানতাম না সাপ নিয়ে খেলছি।' একগাল হাসল কর্টেয।

বক্তার হাসি, আত্মবিশ্বাসী চেহারা দুটোই মনে ধরল সায়মনের।

'চাকরি খুঁজছ?' মূল প্রসঙ্গে ফিরে এল সে।

'ব্যাপারটা ঠিক তা না, সিনর,' হাই তুলল কর্টেয। 'এখনও অতটা ভেঙে পড়িনি আমি—তবে পেলে করব।'

'তোমার নাম?' মালিকের জেরা।

'কর্টেয।'

স্থির সংকুচিত চোখ দুটোর দিকে তাকাল বুড়ো সায়মন, এবং ওর নিজেরটা বারদুয়েক পিটপিট করল। এ দেশে নামে কিছু আসে যায় না। জাতেও না। অমন বহু ভাল ভাল লোকের কথা তার জানা আছে যারা নাম ভাঁড়িয়ে বহাল তবিয়তে কাটিয়ে দিয়েছে সারা জীবন। তা ছাড়া উমেদারের চেহারাই বলে দিচ্ছে ও কাজের। এবং এখনই এমন একজন মানুষ ওর দরকার।

'খোরাকিসহ বেতন মাসে চল্লিশ,' বলল সে। 'ল্যারির সাথে যাও, ও তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার ফোরম্যান, ব্রেইন, বাইরে আছে। ওর কাছে সকালে হাজিরা দিলেই চলবে।'

'বস, আমি ওকে পঞ্চাশের কথা বলেছিলাম,' ওকালতি করল বার্টন।

'তুমি বরাবরই বেশি বকো,' ধমক লাগাল বুড়ো সায়মন। 'নতুনদের জন্য চল্লিশ। না পোষালে রাস্তা মাপ।'

'পোষাবে,' বলল কর্টেয। ঘুরে বার্টনের সঙ্গে ভেতরে রওনা হবে, এমন সময় একটা ঘোড়ার ক্রুদ্ধ চিৎকার স্তব্ধ প্রকৃতিতে ঝড় তুলল।

প্রায় তক্ষুণি জানোয়ারটাকে দেখতে পেল ওরা। কোরাল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছে। বারবার সামনের পা দুটো তুলে দিচ্ছে শূন্যে, ডানে-বাঁয়ে বাঁক নিচ্ছে অনবরত—আরোহীকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে বেগড়া ঘোড়া যেসব অপকৌশল ব্যবহার করে থকে, তার সবই খাটাচ্ছে ও। আর, ঘোরের মধ্যে প্রাণপণে স্যাডল আঁকড়ে ধরে ঝুলছে এক তন্বী। ভয়ে ওর তামাটে মুখ সাদা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে গেছে মাথার কটা চুল। বোঝাই যায়, নিঃশেষিত হয়ে আসছে মেয়েটার শক্তি, যেকোন মুহূর্তে ওকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিষে মারবে হিংস্র জানোয়ারটা।

চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল মেক্সিক্যানের শরীরে। দ্রুত গতিতে সামনে দৌড়ে গিয়ে, আচমকা ঘোড়ার মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সে, বরাতজোরে এড়িয়ে গেল সামনের দুপায়ের উড়ন্ত হামলা, হাত বাড়িয়ে লাগামের খুঁটাটা ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আবার দুপেয়ে জীব হওয়ার প্রয়াস পেল ঘোড়াটা, পেছনে

উলটে পড়তে চাইছে, কিন্তু কর্টেয ওর মাথা টেনে নামিয়ে রাখল। এবার ঘাড় ফিরিয়ে কামড় বসাতে চেষ্টা করল রোয়ান, কর্টেযের ডান হাত ঝলসে উঠল, তর্জনী ও মধ্যমা ঘোড়ার নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়ে পাটা-টা চেপে ধরল সে। যন্ত্রণায় অর্তচিৎকার করে উঠল জানোয়ারটা, কামড় বসানর উন্মত্ত চেষ্টায় মুলোর মত দাঁতগুলো কটাস শব্দে ঠুকে গেল পরস্পর। কিন্তু কর্টেযের মুঠি আরও শক্ত হয়ে চেপে বসতে, আপাতত নতি স্বীকার করে নিল ও, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

'ওকে নামাও, ল্যারি,' স্পষ্ট দ্বিধাহীন আদেশ শোনা গেল।

অর্ধচেতন মেয়েটাকে যখন নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিল ল্যারি, বিন্দুমাত্র দেরি না করে দোল খেয়ে কর্টেয চেপে বসল পরিত্যক্ত স্যাডলে। পিঠে ফের একজন সওয়ার হচ্ছে দেখে নিমেষে সপ্তমে চড়ে গেল ঘোড়ার মেজাজ। লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলার লক্ষ্যে নবোদ্যমে, ল্যারির ভাষায় 'নানান কৌশলে' লম্ফঝম্ফ শুরু করল। আর, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে এই অসম লড়াই দেখতে লাগল তিনজন দর্শক।

'ঘোড়াটা ওকে খুন করে ফেলবে, বস,' একপর্যায়ে বলল ল্যারি।

'ও নিজের কাজ ভালই বোঝে,' জবাব দিল বুড়ো সায়মন। মেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় তখনও টিপটিপ করছে ওর বুক। মুখ ফ্যাকাসে।

ঘোড়াটা ওর জানা সব কৌশল প্রয়োগ করছিল কর্টেযকে খসিয়ে ফেলতে। এমনভাবে দুপায়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ছে কিংবা এঁকেবেঁকে দ্রুত আগুপাছু করছে যে দর্শদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। অথচ আরোহী অনড়। চোয়াল চেপে বসেছে পরস্পর। কপালের দুপাশের রগ লাফাচ্ছে তিড়িক তিড়িক। প্রতিটা ধাক্কায় প্রবলভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে মেক্সিক্যানের লম্বাটে মুখখানা–কিন্তু লাগাম হাতছাড়া করছে না। ফলে কিছুতেই মাথা নোয়াতে পারছে না রোয়ানটা। সম্ভবত এটা বুঝতে পেরেই অন্য রাস্তা ধরল ও। আচমকা দাঁড়িয়ে গেল পেছনের দুপায়ে। আর একটামাত্র মুহূর্ত, তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাবে মাটিতে, আর ওর দেহের নিচে থেঁতলে যাবে আরোহীর শরীর। কিন্তু বুড়ো সায়মনের ধারণাই সত্যি হলো। ঘোড়ার দুকানের লতিতে লাগামের খুঁটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল কর্টেয। এত জোরে যে ঘোড়াটা ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকাল একবার, তারপর আবার খাড়া হতে চেষ্টা করল। এবারও একই দাওয়াই জুটল ওর কপালে। নিষ্ফল আক্রোশে চিৎকার করে উঠে প্রান্তরের উদ্দেশে ছুটে গেল ও।

এতক্ষণে মেয়ের দিকে ঘুরল র‍্যাঞ্চার। এখন অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে নরিন।

'ব্লু ডেভিলের পিঠে কেন উঠেছিলি?' কৈফিয়ত তলব করল সায়মন। 'তোকে মানা করিনি ওর কাছে যেতে?'

'করেছ, বাবা। কিন্তু তুমি তো জান, ঘোড়ায় চড়া আমার শখ, আর তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস হয়নি আমি বশ মানাতে পারব না, এমন ঘোড়াও আছে।'

'বেশ, এখন জানলি। ভবিষ্যতে দূরে থাকবি ওর কাছ থেকে,' মেয়েকে শাসন করল বাবা। 'ও হ্যাঁ, জিন চাপাতে তোকে সাহায্য করেছিল কে?'

'বাবা,' হেসে আদরে গলায় বলল মেয়ে, 'তুমি বুঝি ভেবেছ আমি তার নাম ফাঁস করে দেব?' তারপর, বুড়ো যখন চাপা স্বরে নিজেকেই অভিসম্পাত দিল, বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে নরি যোগ করল, 'কর্মচারীদের ওপর তুমি রাগ কোরো না, বাবা। জানই তো, আমার কথা ওদের না শুনে উপায় থাকে না। আর শুরুতে ব্লু শান্তই ছিল।'

এ কথার জবাবে বাথান মালিক অব্যক্ত স্বরে একবার, 'হুঁ,' বলে খোলা প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ঢাকে বাড়ি দেয়ার মত অশ্বখুরের শব্দ ভেসে আসছিল। একটু বাদে দেখা গেল রোয়ানকে, এখনও জোরেই ছুটছে ও-তবে পুরো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আরোহীর। দেখে মনে হয়, অন্তত এখনকার জন্য হলেও, বশ মেনেছে ঘোড়াটা। এক হাতে লাগাম গুছিয়ে নিয়ে আলতো পায়ে মাটিতে নেমে এল কর্টেয, দুটো সোহাগের চাপড় মারল রোয়ানের মাজায়। সায়মন এগিয়ে গেল।

'তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম,' কোনরকম ভণিতার ধারে কাছে গেল না সে। তারপর ঘাড় কাত করে ব্লু ডেভিলকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বুঝলে?'

'দুর্দান্ত,' একশব্দে সারল কর্টেয। 'তবে মহিলাদের চলবে না।'

'আমার তা ইচ্ছেও না,' চাঁছাছোলা জবাব সায়মনের। 'আমি একবার বলেছিলাম, ওই ঘোড়া যে বশ মানাতে পারবে তাকে দান করে দেব ওটা। আমার মেয়েও বোধহয় সেই লোভেই আমার নিষেধ অমান্য করেছিল। যাই হোক, আজ থেকে ওটা তোমার। আর, শোন নতুনদের জন্যেও ওই পঞ্চাশই-কখনও কখনও। খুশি।'

'সি। আপনার একটা টাকাও ফেলা যাবে না।'

'আমারও উচিত তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া। আ...আমার জীবন বাঁচানোর জন্য।' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল নরিন।

একটুক্ষণ হাতটা ধরে থাকল কর্টেয, গাঢ় নীল চোখজোড়ার দিকে তাকাল গভীরভাবে, তারপর, 'ও কিছু না, সিনোরিটা,' বলে ঘুরে দাঁড়াল।

পেছন থেকে ওর গমন পথের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল নরিন। ল্যারির সাথে কোরালের উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছে কর্টেয। হাতে ব্লু ডেভিলের লাগাম। পাশাপাশি যাচ্ছে ওর পনি। কর্টেয এভাবে বিদায় নেয়ায় খানিকটা অবাকই হয়েছে নরি। ও চিরকাল দেখে আসছে কোন পুরুষ ওর সঙ্গ একবার পেলে সহজে নড়বার নাম করে না। লোকটা অভব্য তাও বলতে পারছে না সে, তবু... বাবার কথায় নরির চমক ভাঙল।

'শোন, মেয়ে, যা বলছি ভাল করে গেঁথে নাও মগজে। আর কখনও আমার অবাধ্য হবে না। সহজে ঘাবড়াবার পাত্র আমি নই-কিন্তু আজ সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, বাবা,' জবাব দিল মেয়ে। 'আমিও ভয় পেয়েছিলাম। ভীষণ। ওই মেক্সিক্যান লোকটা কোত্থেকে আসছে?'

'জানি না,' বলল বুড়ো সায়মন। 'এ দেশে বেশি কৌতূহল দেখান অভদ্রতা। আর লোকটা কাজের।'

'বাবা, তুমি না খুউব ভাল,' স্নেহকাড়া কণ্ঠে বলল নরিন। গলা জড়াজড়ি করে বাপ-বেটি ঢুকে গেল ঘরে।'

বাংকহাউস। ডিনারে বসেছে সবাই। এমন সময় কর্টেযকে সঙ্গে করে ভেতরে ঢুকল ল্যারি। সাড়ম্বরে নতুন বন্ধুর পরিচয় দিল সে:

'আর একজন "চালাক", বন্ধুগণ–নাম কর্টেয। কিন্তু তাই বলে তোমরা যদি কেউ ওকে বোকা ভেবে থাক ঠকবে।'

ল্যারির বলার ঢঙে মজা পেল ওরা। শব্দ করে হেসে উঠল। কেউ কেউ নড় করল কর্টেযকে, অন্যরা কেবল 'ভাল' এটুকু বলে খাওয়ায় মনোনিবেশ করল। লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে দুটো খালি চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল কর্টেয আর ল্যারি। এমন গোগ্রাসে খেতে লাগল ওরা যেন কতকাল খায়নি কিছু।

যখন খাওয়ার পালা শেষ হলো, বাথানকর্মীরা নিজেদের চোয়াল ব্যবহারের আর একটা উপায় বের করে নিল। কর্টেয ওর উদ্দেশে চোরা চাউনি হানতে দেখল ওদেরকে। বুঝতে পারল ওকে 'মাপছে' ওরা, এবং এরপর 'বানাতে' চেষ্টা করবে। ল্যারিও জানে কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ও চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বন্ধু সম্পর্কে কোন আগাম বড়াই করবে না।

ওরা লোক ভাল–বেশির ভাগই, মনে মনে বলল ল্যারি। কর্টেযের সঙ্গে লাগলেই বরং ওর প্রতি ওদের টানটা বাড়বে।

লাল চুল হাসিখুশি চেহারার এক ছোকরা শুরু করল আক্রমণ। সবাই ওকে জিঞ্জার ওরফে আদা বলে ডাকে। কারণ ওই বস্তুটিতে ওর নেহাত অরুচি, এবং সেটা ও নির্বোধের মত বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে।

'হাই, মেক্স। ভালই হয়েছে তুমি এসে পড়ে,' বলল জিঞ্জার। 'আমার খাটুনিটা বাঁচল।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কর্টেয। 'বলে ফেল,' একগাল হেসে বলল।

'শোন,' শুরু করল কাউবয়, 'ওয়াই যেডে একটা ভীষণ বেয়াড়া ঘোড়া আছে। মেক্সিক্যান সীমান্তের এপাশে ওর মত সাড়ে হারামজাদা আর একটাও পাবে না তুমি।' ভূমিকা শেষ করে দম নিতে একটু থামল সে। চোখ কুঁচকে কর্টেযের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল। 'তো এখানকার রীতি হচ্ছে, নতুন যে লোকই বাথানে যোগ দেবে, তার পরে যদি নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে অন্য কেউ না আসে, ওই ঘোড়ায় চাপতে হবে তাকে। আমার সময় ফুরিয়ে আসছিল, এখন তুমি এসে পড়েছ। ঘোড়াটা জাত খুনী–তুমি আসায় তাই আমি রেহাই পাচ্ছি।'

গম্ভীর মুখে ওর বক্তব্য শুনল কর্টেয। জিঞ্জারের শুরুটা জুতসই হয়নি। পরে অবশ্য ও বলেছিল, ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছিল বলে এর চাইতে ভাল কোন মতলব খেলেনি ওর মাথায়। কিন্তু জিঞ্জারের বেলায় হরহামেশা এইরকমটাই ঘটে বলে ওর সাফাই কানে তোলেনি কেউ।

'স্বাভাবিক,' ভাঁজ পড়ল কর্টেযের গালে। 'যে ঘোড়াকে তুমি ভয় পাও তার পিঠে না চড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

বিনামেঘে বাজ পড়ল কাউবয়ের মাথায়। ফাঁদে পড়ে গেছে সে। ওর চুলের

মতই লাল হয়ে গেল ওর মুখ। 'কক্ষনো না,' চেঁচিয়ে উঠল জিঞ্জার। 'আজ পর্যন্ত এমন কোন চারপেয়ে আমি দেখিনি, যাকে ভয় পাব। দুপেয়েও না। কথাটা মনে রেখ, সিনর।'

বন্ধুদের কোরাস হাসি থেকে জিঞ্জার বুঝতে পারল তার পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। কর্টেয এবার ওর কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকল।

'আচ্ছা? আমারও যেন মনে হচ্ছিল, যা বলছ, আমি এসে পড়ায় আসলে ততটা খুশি হতে পারনি তুমি–বেয়াড়া ঘোড়া বশ মানাবার গৌরব থেকে কে বঞ্চিত হতে চায় বল?'

'এক ডলার বাজি হয়ে যাক, জিঞ্জার। আমি এমন দুপেয়ের কথা জানি যাকে তুমি ভয় পাও,' বলল ডার্টি ওরফে নোংরা। সাবান পানি খরচে ওর মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ থেকেই বক্তার এই নামকরণ। বন্ধুদের অভিমত, যার এত ঘন ঘন পরিষ্কার হওয়ার দরকার পড়ে সে নিশ্চয়ই নোংরা।

'বাজি,' অন্ধের মত ফাঁদে পা দিল জিঞ্জার।

'কেন, খুব সোজা,' বলল ডার্টি। হাসি দুকান ছুঁয়েছে। 'মিস নরিকে ভয় পাও না তুমি?'

'কভি–'প্রতিবাদ মাঝপথে ছেঁটে ফেলল জিঞ্জার। জানে, ভয় পায় না বললেই তার প্রমাণ দিতে হবে। তার চেয়ে এক ডলার গচ্চা দেয়াই ভাল।

'অত পিনিক মের না,' বলল ও। 'ভেবেছ ক্যানসাস সিটি থেকে একটা মেয়ে পিস্তল হাতে কাকে তাড়া করেছিল আমরা জানি না?'

প্রথমে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ডার্টি, তারপর হাসল ফিক করে। 'মেয়েটা সত্যি দিওয়ানা হয়ে পড়েছিল আমার জন্য,' মন্তব্য করল ও। 'তবে আমি আর ফিরে যাইনি।'

'দিওয়ানা? তাও তোমার জন্য?' ফুট কাটল জিঞ্জার। 'নিশ্চয় ছিট ছিল ওর মাথায়।'

'প্রেম-ট্রেম আবার আমাদের আদা মিঞা ভাল বোঝে না,' কর্টেযকে ব্যাখ্যা করল ডার্টি। 'ওকে কখনও কোন মেয়ে তাড়া করেনি কিনা?'

কর্টেয ওদের এই রসিকতা উপভোগ করছিল। কিন্তু ওর চোখ ব্যস্ত ছিল যাদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর কাটাতে হবে ওকে তাদের স্বরূপ চিনতে। অল্পক্ষণের ভেতর ওয়াই যেড আউটফিটকে দুভাগে ভাগ করে ফেলল সে। একদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ কাউবয়ের দল। হাসিখুশি, দিলখোলা। নামে এদের অনেককেই এখন সে চেনে। অন্যদিকে, মাঝবয়সী লোকজন। সীমান্তের অভিজ্ঞতায় ভরপুর, কঠিন। এই দ্বিতীয় দলটির দু-একজনের চোখে, পুরোপুরি বৈরী না হলেও, অসন্তোষের ছাপ লক্ষ্য করল কর্টেয। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাল না সে। ওর আত্মবিশ্বাস অগাধ। জানে কোন্ পরিস্থিতিতে কী করতে হয়।

তিন

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে ফোরম্যানকে পেল না কর্টেয। যখন খাওয়া শেষ হলো নিজের স্যাডল কাঁধে ফেলে কোরালে গেল সে। এরই মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেছে বাথানে। কাউহ্যান্ডরা সবাই কোরালে জমায়েত হয়েছে। নিজেদের ঘোড়া বের করে আনছে। আজ কার কি কাজ তার ফিরিস্তি নিচ্ছে ফোরম্যানের কাছ থেকে।

'ওর নামই ব্রেইন,' ফিসফিস করে বলল ল্যারি।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। লম্বা, পেটা শরীর। রোদে পোড়া মুখ। তোবড়ান গাল। দেখে মনে হয় সারাক্ষণই রাজ্যের বিরক্তি ভর করে থাকে ওকে। সাপের মত নিঃশব্দ চলাফেরা। প্রতি কদমে মাথাটা ঝাঁকি খেয়ে এমনভাবে এগিয়ে আসে সামনের দিকে যে সরীসৃপের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যে লোকই ওর নামকরণ র‍্যাটলার করে থাকুক, তার যে দেখবার চোখ ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

দো-আঁশলা, ভাবল কর্টেয। এবং বিষাক্ত।

ও এগিয়ে যেতে সরাসরি ওর পানে তাকাল ফোরম্যান। ওদের দৃষ্টি দ্বন্দ্বযোদ্ধার তরবারির মত পরস্পর ঠুকে গেল। শুরুতেই একে অন্যকে নিজের শত্রু বলে চিনে নিল। প্রেমের মতই, ঘৃণাও বহু সময় প্রথম দর্শনেই জন্মে থাকে। ফোরম্যানই মুখ খুলল আগে:

'কর্টেয, না?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম,' জবাব দিল অপরজন। শেষের শব্দটির ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিল সে। ফলে দর্শক-শ্রোতাদের কেউ কেউ মুখ টিপে হাসল। ব্রেইনেরও চোখে পড়েছিল ওই হাসি। ওর মেজাজ আরও খিচড়ে গেল।

'বুড়ো কেন যে চালচুলোহীন যে-সে লোককে কাজ দেয় বুঝি না!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ও।

'বোধহয় বুঝতে পেরেছে বাথানটা তারই,' পালটা আক্রমণ করল কর্টেয।

এবারকার আঘাতটা সরাসরি। দর্শকদের অনেকেই সশব্দে হেসে উঠল। তর্কে ক্ষতি নিজেরই হচ্ছে টের পেয়ে ঝটপট ভিন্ন রাস্তা ধরল সাপ।

'মজার লোক মনে হচ্ছে?' দাঁত কেলিয়ে হাসল ব্রেইন। 'বেশ, বেশ। দেখা যাক তোমার ওই চোয়ালের মত তোমার হাত দুটোও চালু কিনা। তুমি আর ডুরান একসাথে কাজ করবে আজ। আর হ্যাঁ, ওই রোয়ানটায় চড়বে তুমি।' বুড়ো আঙুল নাচিয়ে কোরালের এককোণে বাঁধা দুর্বৃত্ত ঘোড়াটা দেখাল।

এবার বয়স্ক কর্মচারীদের মধ্যে খুশির ভাব দেখা গেল। যেন বলতে চাইছে এই নতুন ছোকরা একটু ডেঁপো, কিন্তু আমাদের ফোরম্যানও জানে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়।

ভাবলেশহীন চেহারায় কর্টেয জবাব দিল, 'আমি আমার ঘোড়ায় চাপব।'

'যতক্ষণ আমি এই আউটফিটের ফোরম্যান, আমার হুকুমই এখানে আইন,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ব্লেইন।

'আমি আমার নিজের ঘোড়ায়ই চাপব,' পুনরাবৃত্তি করে কোরালে ঢুকে গেল মেক্সিক্যান।

কবজির চকিত মোচড়ে রোয়ানের গলায় দড়ি পরাল সে, তারপর ল্যারির সাহায্যে স্যাডল চাপাল এবং রেকাবে পা রেখে দোল খেয়ে উঠে বসল। ব্লু ডেভিলের মেজাজের কথা বাথানের সকলেই জানে। ওরা ভেবেছিল এক্ষুণি কর্টেযকে ঝেড়ে ফেলবে ও। কিন্তু ওদের তাজ্জব করে দিয়ে প্রথমে আর যেকোন ঘোড়ার মতই মৃদু আপত্তি জানাল রোয়ান তারপর হেলতে-দুলতে বেরিয়ে এল বাইরে। ব্লেইনের মতলব ছিল খুনী ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে কর্টেযের হাড়গোড় ভাঙা, কিন্তু ওর আশার গোড়ায় ছাই পড়ল। তবু দমল না সে—ভিন্ন পথে আত্মতুষ্টির সন্ধান করল।

'আচ্ছা, তা হলে বুঝতে পেরেছ এখানে বস কে,' ভেংচি কাটল ও। 'আমি ভেবেছিলাম ওটা তোমার লোক দেখান—আসলে তুমি অন্য কোন ঘোড়ায় চড়বে।'

'তোমার যা খুশি ভাবতে পার,' বলল কর্টেয। 'বলেছিলাম আমি আমার ঘোড়ায় চড়ব—তাই করেছি।'

ইতিমধ্যে ডুরান বেশ খানিক দূর চলে গেছে। কর্টেয ওর পেছনে ঘোড়া ছোটাল।

র‍্যাটলারের হতভম্ব দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল।

'ব্যাপারটা কি?' বিড়বিড় করল সে।

পলক তুলতেই ওর চোখে পড়ল ফোরম্যানের হেনস্তায় মহা পুলকিত হয়েছে ল্যারি, এবং সেটা গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'কেন, র‍্যাটলার, শোননি তুমি—কাল রাতে ঘোড়াটা ওকে দান করেছে বুড়ো?' প্রশ্ন করল কাউবয়।

'না। বুড়োর নিশ্চয় ভীমরতি ধরেছে। নইলে বাথানের সেরা ঘোড়াটা কেউ রাস্তার লোককে দান করে,' গজগজ করল ফোরম্যান। 'কারণটা কি?'

ব্লেইনের দুরবস্থা উপভোগ করছিল ল্যারি। ব্লু ডেভিলের মালিকানা বদলের কারণ সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করল। সব শুনে ভীষণ হয়ে উঠল ফোরম্যানের চেহারা। যখন কাহিনী বলা শেষ হলো, কোনরকম মন্তব্য করা ছাড়াই স্থান ত্যাগ করল সে। কিন্তু ল্যারির যদি মানুষের আঁত বোঝার ক্ষমতা থাকত, তা হলে বুঝতে পারত ওর বন্ধুর বিপদ এ কথায় আরও বেড়ে গেছে।

দাওয়াইটা মোক্ষম হয়েছে, স্যাডলে চেপে ভাবল ল্যারি।

ওয়াই যেড র‍্যাঞ্চ এবং এর ভাবী মালিক নরিনকে ঘিরে মনে মনে একটা স্বপ্ন লালন করে ব্লেইন। অধস্তন কর্মচারীদের সামনে কর্টেযের হাতে অপদস্থ হওয়া, এবং তারপর রোয়ানের ব্যাপারে ল্যারির বক্তব্য—একদিনে দুটো ধাক্কা হজম করা শক্ত হলো ওর পক্ষে। হনহন করে র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে এগোল সে, রাগে শরীর জ্বলছে। বারান্দায় উঠতেই বুড়ো মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর।

'শুনলাম, ঘোড়াটা দান করেছেন,' মুখ বাঁকাল র‍্যাটলার।

'আমার মেয়েকে আর একটু হলেই খুন করেছিল শয়তানটা। 'হ্যাঁ, দিয়েছি,' জবাব দিল সায়মন। 'কেন?'

'ওটাই আমাদের সেরা ঘোড়া,' বলল ব্লেইন। 'কেবল একটু বশ মানানর দরকার ছিল।'

'তা হলে অ্যাদ্দিন তাই করনি কেন?' ঝাঁঝিয়ে উঠল বাথান মালিক। 'মাস কয়েক আগেই আমি ঘোষণা দিয়েছি, যে ওই ঘোড়া বশ মানাতে পারবে তাকে আমি ওটা দিয়ে দেব। তোমরা সবাই চেষ্টা করেছ—কিন্তু একজনও সফল হওনি। তারপর নরি, বোকার মত মরতে বসেছিল। ব্যাপার কি? নতুন লোকটার ওপর তোমার এত রাগ কেন?'

'ওর ভাবসাব আমার ভাল ঠেকেনি,' গোমড়া মুখে বলল ফোরম্যান। রোয়ানের কাছে তার পরাজিত হওয়ার ঘটনাটা মালিক উল্লেখ করায় ব্লেইনের জ্বলুনি আরও বেড়ে গেছে। সে একা নয়, বাথানের প্রত্যেকেই নাজেহাল হয়েছে ওই বজ্জাতটার কাছে, তবু একজন নতুন লোক টেক্কা মারবে তার ওপর, তাও সে কিনা আবার মেক্সিক্যান, এটা কিছুতেই মানতে পারছে না সে।

'আমার ধারণা ওর কাজ ও ভালই বোঝে,' অল্প কথায় নিজের মনোভাব জানাল বুড়ো।

'হয়তো,' স্বীকার করল ব্লেইন। মালিকের সামনে কতটা ঔদ্ধত্য দেখান চলে ও জানে, সীমা লংঘন করতে চাইল না। 'আমার কথা হচ্ছে—হালে রোজই আমাদের গরু চুরি যাচ্ছে। এ সময় অচেনা লোককে বিশ্বাস করা ঠিক না। আপনি জানছেন কিভাবে লুটেরাদের সাথে ওর বখরা নেই?'

'তোমরাও যে ওদের দলে নেই তারই-বা কি গ্যারান্টি আছে?' ঝামটা মারল সায়মন। এমনিতেই ক্রমান্বয়ে গরু হারিয়ে তার মন মেজাজ ভাল নেই, এখন ফোরম্যানের বেয়াদপি তাতে ঘি ঢালল। 'তোমরা চোর ধরার ব্যাপারে নিজেদের যোগ্যতা দেখাতে পারনি।'

অতি কষ্টে রাগ চাপল ব্লেইন। 'নিজের লোকদের সম্পর্কে এভাবে বলবেন না আপনি,' প্রতিবাদ করল সে। 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এরকম পাহাড়ি দেশে ইন্ডিয়ানদের ধরা কঠিন।'

'হাহ্! তোমার বুঝি এখনও ধারণা কাজটা অ্যাপাচিদের?' বলল সায়মন। 'ভুল, ব্লেইন, ভুল। ইন্ডিয়ানরা মাংসের লোভে এক-আধটা গরুবাছুর ধরে নিয়ে যেতে পারে—কিন্তু পালসমেত কখনই লুট করবে না। এটা অবশ্যই কোন সংঘবদ্ধ রাসলারদের কাজ। আর তোমার দায়িত্ব তাদের পাকড়াও করা।'

ঘুরে ভেতরে চলে গেল র‍্যাঞ্চার। পেছন থেকে ফোরম্যানের অশুভ দৃষ্টি বিদ্ধ করল তাকে। পরমুহূর্তে, যখন দেখল নরিন বেরিয়ে আসছে, জাদুবলে হেসে উঠল ওর চেহারা।

'মর্নিং, মিস নরি। কাল রাতে ওরকম একটা ঝড় গেল—তাসত্ত্বেও কিন্তু সুন্দর লাগছে তোমাকে।'

'চোট পাইনি—তবে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম,' স্বীকার করল মালিক দুহিতা।

'আমার কপালটাই মন্দ। তখন ছিলাম না,' দুঃখ প্রকাশ করল ফোরম্যান।

ওর নজর কোন্ দিকে টের পেয়ে নরিন মুখ ফিরিয়ে নিল। 'নতুন লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়?' ফোরম্যান কৌতূহলী।

'ওর প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল নরি। 'বেশ যোগ্য, এবং'—একটু রুক্ষভাবে যোগ করল—'ভদ্র।'

ভ্রূ কোঁচকাল ব্লেইন। এরকম জবাব আশা করেনি ও।

'চেহারা থেকে মানুষ চেনা যায় না। আমি এমন বহু গরুচোর দেখেছি যারা দেখতে ওই লোকের চেয়ে শতগুণে ভাল। যাকগে, বুড়ো মালিককে আমি বলেছি যে হারে গরু খোয়া যাচ্ছে আমাদের তাতে কোন অবস্থাতেই অচেনা লোককে এখন বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তা উনি বলেছেন, উনি নজর রাখবেন ওর ওপর।

'আমি ভাবছি লোকটা বিবাহিত কিনা,' ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলল নরি।

'হাহ্! দেখ, সারা দেশেই হয়তো দুই গণ্ডা বউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে—এধরনের লোকেরা তাই করে থাকে,' ফোরম্যানের গলায় ঝাঁঝ।

'লোকটা মেক্সিক্যান, কিন্তু ওকে আমার তেমন মনে হয়নি। তবু, ব্লেইন, তুমি যখন এত করে বলছ—ওর ওপর নজর রাখব আমি।' দুষ্টু হাসিতে ভরে উঠল মালিক দুহিতার মুখ, ঘুরে দাঁড়াল।

মেয়েটার হাসি ঘাই মারল সাপের বুকে। নরিন শব্দের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর ক্ষিপ্ত স্বরে গাল বকল। স্পষ্টতই আজকের সকালটা ওর জন্য শুভ নয়। শিগ্‌গিরই ডুরানের পাশে চলে এল কর্টেয। সঙ্গীর বাহনটা দেখে কপালে উঠল ডুরানের চোখ। কোরালের ঘটনাটা চাক্ষুষ করেনি ও, ছিল না সেখানে।

'ওই শয়তানের পিঠে তুমি কিভাবে?' কৌতূহল দেখাল ডুরান।

'উঠে পড়লাম,' কর্টেয হালকা চালে বলল।

'আমরা অনেকেই চেষ্টা করেছি—কেউ পারিনি,' জবাব এল। 'তুমি নিশ্চয়ই ঘোড়ার ওঝা।'

'আমি ওদের ভালবাসি,' কর্টেয জানাল।

অনুচ্চ স্বরে ডুরান বলল কিছু একটা। তারপর মাইল কয়েক নীরবে ছুটে চলল দুজনা। পুষ্ট ঘাসে সারা প্রান্তর সবুজ—বাথান ব্যবসার পক্ষে আদর্শ জায়গা। কর্টেয লক্ষ করল ওর সঙ্গী চুপ করে থাকলেও, আড়চোখে মাপছে ওকে।

'চমৎকার ঘাস,' বলল মেক্সিক্যান। 'পুরো এলাকাটাই যদি এমন হয়, ওয়াই যেডের পাল বেশ বড় হওয়ারই কথা।'

'সবটাই এমন না, তবে হাজার কয়েক গরু চরার জন্য যথেষ্ট,' জানাল ডুরান। 'মালিক ব্যবসা বুঝলে বাথান বড় করা খুবই সম্ভব।'

'কেন, আমি শুনলাম পাকা ব্যাবাসায়ী ও,' বলল কর্টেয।

'ঠিকই শুনেছ—একসময় তাই ছিল। এখন বয়সের ভারে আর কুলিয়ে উঠছে না। হামেশা গরু চুরি হচ্ছে, অথচ কিছুই করতে পারছে না সে। র‍্যাটলার আছে তাই, নইলে অ্যাদ্দিনে একটা রক্তারক্তি হয়ে যেত।'

'র‍্যাটলার বেশ ভাল লোক, না?' কৌতূহল প্রকাশ করল কর্টেয।

'তুমি-ই বললে কথাটা,' জবাব দিল ডুরান, নির্লিপ্ত স্বর। 'বলতে পার কাজের লোক। ও একদিন এই বাথানটার মালিক হলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না। আমার বিশ্বাস, এখনও সেই আশাতেই এখানে টিকে আছে ও।'

ইতিমধ্যে ওরা সমতল প্রান্তর পেরিয়ে এসেছিল। ভাঙাচোরা পাহাড়ি রেঞ্জে ঢুকছে। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। ভেংচি কাটছে দাঁত বের করে। নিচে মাটি মিশ্র চরিত্রের। কোথাও অনুর্বর, বালুময়। শুধুই ক্যাকটাসের ঝাড়। মরু-আগাছা ভরাট করে দিয়েছে ঝরনার পানি নিষ্কাশনের নালাগুলো। আবার কোন কোন জায়গায় সবুজ ঘাসে মোড়ান উপত্যকা বিশেষ। পাহাড়ি ঝরনা সেচের পানি জোগাচ্ছে। বিক্ষিপ্ত কিছু ক্যানিয়ন রয়েছে। বড় বড় পাথরচাঁই ছড়ান ছিটান। দেখে মনে হয় যেন কোন অতিকায় হাতের কারসাজি, দূর থেকে বয়ে এনেছে। সব মিলিয়ে একটা গোলকধাঁধা। আর এর পেছনে, পাহাড়ের ঢালে ঘন নিবিড় পাইনবন।

'চোখ খোলা রেখ, একলা হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে,' সাবধান করল ডুরান। 'আমরা এটাকে গোলকধাঁধা বলি—বেরোনোর চেয়ে ঢোকা ঢের সহজ। বিশেষ করে নতুন মানুষের জন্য।'

'ঠিক,' একমত হলো কর্টেয। 'ওই পর্বতমালাটার নাম কি?'

'বিগ চীফ রেঞ্জ,' জানাল ডুরান। 'ভয়ঙ্কর জায়গা। তবে ইন্ডিয়ান আর ছিনতাইবাজদের পক্ষে আদর্শ।'

এখন এখানে সেখানে দলছুট গবাদি পশুর ট্র্যাক চোখে পড়ছে ওদের। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বের করে ওগুলোকে উলটো রাস্তায় ফেরত পাঠাচ্ছে আবার। কর্টেয অচিরেই লক্ষ্য করল তার ঘোড়াটা এ কাজে নতুন হলেও, কাউ-পনির সহজাত গুণাবলী রয়েছে ওর মধ্যে, অল্পতেই বুঝে নেয়।

'আমাদের বন্ধুত্ব মনে হয় ভালই জমবে, ব্লু,' একটা বুনো ষাঁড়ের গলায় দড়ি পরান শেষ করে স্বগতোক্তি করল কর্টেয। এরকম আরও কিছু বকনা গরু বাঁধতে হলো ওদের। দলছুট পশুদের একটা বড় অংশ এখনও পোষ মানেনি, সুযোগ পেলেই পালানর উপক্রম করছিল ওরা।

কটনউড গাছে ঘেরা ছোট্ট একফালি ঘেসো জমি পার হওয়ার সময় আচমকা থমকে দাঁড়াল কর্টেয। অদূরে একটা মরা গরু পড়ে আছে। এর কয়েক গজ দূরে ক্যাম্পফায়ারের ছাই। ওর হাঁকে ডুরান ঘটনাস্থলে হাজির হলো।

'অ্যাপাচি,' একনজর তাকিয়েই বলল ও। একটা ভাঙা পালক দেখাল। শবদেহের পাশে এমনভাবে পড়ে রয়েছে যেন মালিকের অজান্তে তার মাথার টুপি থেকে ঝরে পড়েছে। কর্টেয এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা, উলটে পালটে দেখল।

'ইন্ডিয়ানরা এভাবে নিজেদের অপকীর্তির সাক্ষ্য ফেলে যায় না কখনও,' ধীর গলায় বলল সে। 'মাংস তো নয়ই।'

'হাহ্! পাহারাদারেরা এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি পালাতে বাধ্য হয়েছে,' নিজের অভিমত প্রকাশ করল ডুরান।

মরা গরুটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল কর্টেয। মাথায় গুলি লেগেছে। বুলেটের গোল গর্তে তাতান লোহা ঢোকান হয়েছিল।

'ওরা, দেখছি, নিজের নামধাম জাহির করার জন্য খেপে উঠেছিল,' আস্তে আস্তে মন্তব্য করল সে। 'নাহ্, ব্যাপারটা মিলছে না।'

'কি জানি, বাপু,' হাই তুলল ডুরান, 'পালক দেখে যা বোঝার আমি বুঝে গেছি। সত্যি কখনও গোপন থাকে না।'

সঙ্গীর চিন্তাভাবনা সরলরেখায় চলে উপলব্ধি করে কর্টেয ওখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানল। তবে একটা ব্যাপার ওর নজর এড়াল না, দিনের বাকি সময়টা ছটফট করে কাটাল ডুরান, পারতপক্ষে কথাই বলছে না। বোঝা যায়, তার বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় সে ক্ষুব্ধ।

যখন বাথানে ফিরে এল ওরা প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সারা দিনের ধকলে খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড। তবু কর্টেয বাংকহাউসকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি মালিকের বাসস্থান অভিমুখে এগিয়ে গেল। বারান্দায় বসেছিল বুড়ো সায়মন। নতুন কর্মচারীর বিবরণ আগাগোড়া মন দিয়ে শুনল সে, পালকটা দেখল, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কিছু বুঝতে পারলে?'

'অ্যাপাচিদের কাজ না। কিন্তু লুটেরারা চাইছে আমরা যেন সেটাই মনে করি,' কর্টেয জবাব দিল। 'পালকের ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর—রিজার্ভেশনের লোকেরাও এতটা অসতর্ক হয় না। আগুনটারই বা কি প্রয়োজন ছিল? ইন্ডিয়ানরা চলার পথে কাবাবের শিক রাখে না সঙ্গে। তা ছাড়া ওদের ঘোড়ার পায়ে নাল ছিল—ঘাসে ঢাকা ট্রেইলও তা লুকাতে পারেনি।'

'তুমি পিছু নাওনি?'

'না,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয। 'ডুরানকে উৎসাহী মনে হয়নি। আর তা ছাড়া, আমি এখানে নতুন, হুকুম পাইনি।'

বাথান মালিক কিছুক্ষণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল ওকে। তারপর বলল, 'এখন পাচ্ছ। আমি এই চুরির শেষ দেখতে চাই। কিভাবে বন্ধ করবে—সেটা তোমার ব্যাপার।'

'আর কারোকে জানিয়ে দরকার নেই,' পরামর্শ দিল কর্টেয।

'আচ্ছা। শুধু ব্লেইনকে বলে দেব, আমি তোমাকে বিশেষ একটা কাজের ভার দিয়েছি—আপাতত তুমি তাতে ব্যস্ত থাকবে,' বলল র‍্যাঞ্চার।

কর্টেয নিশ্চিত ছিল মালিকের সঙ্গে ওর মাখামাখি সুনজরে দেখবে না ব্লেইন। একটু বাদে যখন ফোরম্যান এসে হাজির হলো ওখানে, ওর ধারণা নির্ভুল প্রমাণিত হলো। বিজয়গর্বিত স্বরে ফোরম্যান বলল:

'বস, ডুরান বলছে আজও সে নাকি গরু চোরদের ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে। এবং লোকগুলো যে ইন্ডিয়ান তার কিছু আলামতও পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই এরপর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।'

'কর্টেযও সেই কথাই বলেছিল আমাকে, ট্র্যাকগুলো ও দেখেছে,' শান্ত গলায় বলল বুড়ো সায়মন।

'ও, হ্যাঁ। ওরা দুজন তো একসাথেই ছিল,' মেক্সিক্যানকে চোখের আগুনে ভস্ম করে জবাব দিল সাপ। 'অবশ্য ডুরান আমি ফোরম্যান বলে আমাকেই

জানিয়েছে আগে। এবং সেটাই নিয়ম।'

'কর্টেয আমার সঙ্গে একমত, কাজটা ইন্ডিয়ানদের নয়,' বলল বাথান মালিক। 'আমার ধারণা ওর কথা ঠিক।'

'আমি হলেও তাই বলতাম,' ঠোঁট ওলটাল ব্রেইন। 'যদি আমি নতুন লোক হতাম আর নিজের কাজ বজায় রাখতে চাইতাম, সবসময় সুর মেলাতাম বসের সুরে।'

কথাগুলোর সঙ্গে একপশলা কুৎসিত হাসিও বর্ষিত হলো। কিন্তু কর্টেয গায়ে মাখল না অপমান, চেহারা শিলার মত কঠিন, নির্বিকার। বুড়ো সায়মন শুধু হাসল শব্দ করে।

'বেশ তো, তোমার কথাই রইল, ব্রেইন। তুমি বলছ কাজটা ইন্ডিয়ানদের। ঠিক আছে, ধরে আন ওদের, আমি মেনে নেব। ভাল কথা, আপাতত কিছুদিন কর্টেয সরাসরি আমার তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। আচ্ছা?'

মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান, এবং দুই বাথানকর্মী বাংকহাউসের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল। ফোরম্যানই নীরবতা ভাঙল প্রথম।

'তোমার কপালটা খুব ভাল,' কণ্ঠে বিষ ঢেলে মন্তব্য করল সে। 'কাল ঘোড়া, তারপর এখন আরামের কাজ।'

'বুড়ো কি তোমাকে বলেছে কাজটা আরামের?' গলায় মধু ঢালল কর্টেয।

'চোর ধরার ভান করাকে আমি অন্তত তাই বলি,' ব্রেইনের কণ্ঠে শ্লেষ।

'আমিও,' জবাব দিল অপরজন। 'কিন্তু যেখানে চোরেরই পাত্তা নেই কোন, তখন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়াটাও শক্ত হবে। তুমি বলছ রিজার্ভেশন ইন্ডিয়ানরা ওয়াই যেডের গরু লুট করেছে। তা লোক পাঠাচ্ছ না কেন ওখানে?'

ব্রেইন আমল দিল না মেক্সিক্যানের বিদ্রূপে। ওরা যখন বাংকহাউসে ঢুকল সবার রাতের খাওয়া প্রায় সারা। কিন্তু ফোরম্যানের হাঁড়িপনা মুখ দেখেই বিপদের আভাস পেল বাবুর্চি, বিনা প্রতিবাদে নতুন করে খাবার গরম করে আনল। একটু বাদেই কর্টেয টের পেল তার হাতে পোকার পিট ধোলাই হওয়ার খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে এবং ঘটনাটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে বাথানে। যারা তরুণ, তাদের অনেকেই এতে খুশি, এবং সেটা তারা রাখঢাকের চেষ্টা করল না।

'তোমার ভয়ে বেজন্মাটা এখন না ভাগলেই বাঁচোয়া,' মন্তব্য করল ডার্টি। 'ওর কাছে প্রচুর টাকা পাই আমি।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল প্রবীণদের একজন। লোকটা দোআঁশলা ইন্ডিয়ান এবং গায়ের রঙ কালো বলে সহকর্মীরা ওর নাম দিয়েছে 'নিগার'। 'পিট কারো পাওনা ফেলে রাখে না।'

কথাগুলো বলার সময় কর্টেযের দিকে বাঁকা দৃষ্টি হেনেছিল বক্তা। কিন্তু মেক্সিক্যানকে দেখে বোঝার উপায় নেই খাওয়া ছাড়া জগতের আর কোনদিকে তার খেয়াল আছে। তবু, ও শুনতে ঠিকই পেয়েছে। এবং এও বুঝেছে হুমকিটা প্রকারান্তরে ওকেই দেয়া হলো। 'ধেৎ! আমার বিশ্বাস ও ভাগবে,' বলল তরুণ দলের আর একজন। ওই কাউবয়ের নাম সায়মন। কিন্তু মালিকের নামের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সঙ্গীরা ওর নতুন নামকরণ করেছে 'সিম্পল'।

বিতর্ক চলতে লাগল এবং ক্রমশ একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল ওয়াই যেড আউটফিটে জুয়াড়ি পিটের বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী আছে। কর্টেয ইচ্ছে করেই আলোচনা থেকে দূরে সরে রইল। যখন খাওয়া শেষ হলো, একটা সিগারেট রোল করে বাইরে চলে গেল সে। আসার পথে একবার আড়চোখে তাকাল ল্যারির দিকে। হাঁটতে হাঁটতে কোরালের ধারে গেল ও, রেইলের ওপর চড়ে বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল। খানিক বাদে বার্টন যোগ দিল ওর সঙ্গে।

'কেমন বুঝছ?' বন্ধুর পাশে বসতে বসতে সহকর্মীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল সে।

'সকালের ঘটনাটা শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'হ্যাঁ,' বলল ল্যারি। 'তা হলে তোমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে চোর ধরার?'

'কার কাছে শুনলে?' চট করে জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'কেন, র‍্যাটলার। ও লুকোছাপার চেষ্টাই করেনি,' জবাব এল। 'আমার যেন মনে হচ্ছে ও সহ্য করতে পারছে না তোমাকে।'

'আমারও তাই সন্দেহ,' স্বাভাবিক গলায় বলল মেক্সিক্যান। 'তবে ঘুম হারাম হওয়ার মত কিছু না।'

'বুড়ো যদি আমাকেও অনুমতি দিত তোমার সঙ্গে থাকতে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ল্যারি। 'এলাকাটা আমার চেনা—তোমার না। আমার বিশ্বাস আমি তোমার কাজে আসব।'

'নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, যদি কখনও সাহায্যের দরকার হয়, আমি তোমাকে চেয়ে নেবখন,' বলল কর্টেয। 'এর মাঝে তুমি একটু চোখ-কান খোলা রাখবে। ওই বাংকহাউসের যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে বা শুনতে পাও—আমি আশ্চর্য হব না।'

চার

পরদিন সকালে রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল কর্টেয এবং মরা গরুটাকে যেখানে আবিষ্কার করেছিল ট্রেইল করার জন্য সেখানে গেল। জায়গায় পৌঁছে অবাক হয়ে গেল সে। শবদেহটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। মূল ট্র্যাকের সঙ্গে চারপাশ থেকে আরও অজস্র ট্র্যাক এসে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে একটা হেঁয়ালি।

'আমার নতুন দায়িত্বের কথা ওরা তা হলে খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল ও।

স্যাডলে বসে বিমূঢ় দৃষ্টিতে ঘটনাস্থল জরিপ করছিল কর্টেয। হঠাৎ একটা তীর ছুটে এসে ওর সমব্রেরোটা মাথা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। যে ঝোপের ভেতর থেকে আপাতদৃষ্টিতে ওটা এসেছে বলে সন্দেহ করল ও, চোখের পলকে ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে; ডাল ভাঙার আওয়াজ, একটা চিৎকার এবং তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনে পাঞ্চার বুঝতে পারল

গুপ্তঘাতক পালিয়ে গেছে। টুপির কাছে ফিরে এল সে, তুলে নিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করল।

'ঠিক, অস্ত্রটা অ্যাপাচিই বটে,' মন্তব্য করল কর্টেয। 'কিন্তু এই দূরত্বে ওর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উঁহু, ওই রেডস্কিন থিওরি মানতে পারছি না আমি।'

যে ঝোপ থেকে তীরটা উড়ে এসেছিল তার পেছনে গিয়ে বেশ কিছু সিগারেটের গোড়া আবিষ্কার করল সে। ঘাসের ডগা পায়ের চাপে থেঁতলে গেছে। সন্দেহ নেই, গুপ্তঘাতক অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছিল ওখানে, এবং সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ওর পালানর চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। ওগুলো থেকেও আর একটা সত্য বোঝা যায়।

'না, সিনর, এরকম জঙ্গলে ইন্ডিয়ানরা বুট পায়ে দেয় না,' স্বগতোক্তি করল কর্টেয।

ঘোড়ার লাগামে ধরে ট্রেইল অনুসরণ করে তিন-চারশ গজ এগিয়ে গেল ও। এরপর শেষ হয়ে গেছে ট্রেইল। খুরের চিহ্নগুলো বলে দিচ্ছে অজ্ঞাতনামা আততায়ী এখানে এসে ঘোড়ায় চেপে পাথুরে পথে সটকে পড়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অমানুষিক চেষ্টা চালাল কর্টেয, কিন্তু কোন ট্র্যাক দেখতে পেল না। এরপর সে বিগ চীফ রেঞ্জের পাইন আবৃত ঢালের উদ্দেশে রওনা হলো।

দুপুর নাগাদ ও এক ভীষণ দুর্গম অঞ্চলে এসে পড়ল। এমন গহিন জায়গা নিজের দেশেও ও খুব কমই দেখেছে। এখন কর্টেয উপলব্ধি করছে তার দায়িত্বটা কত কঠিন। গভীর অরণ্য, পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে গাছপালা। জায়গায় জায়গায় কোমর সমান ঘাস। পাহাড়ি খাঁজগুলোর মাথায় সারিবদ্ধ পাইন। পুরো এলাকাটাই এত দুস্তর আর আঁকাবাঁকা যে পথ করে এগোন রীতিমত দুরূহ ব্যাপার।

'কঠিন কাজ,' বলল কর্টেয। 'বিরাট একটা বাহিনী অনায়াসে লুকিয়ে ফেলা যায় এখানে।'

আরও এক-দেড় ঘণ্টা ছোটার পর ও ক্ষুদ্র একটা ঝরনার দেখা পেল। পাড়ে একটা কাঠের নড়বড়ে কেবিন। ওপরে ছন। ক্ষীণ ধোঁয়া উড়ছে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ফাঁকায় বেরিয়ে এসেছে কর্টেয। বুঝতে পারছে ঘরে যে-ই থাকুক নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পেয়েছে। তাই ও এবার একটু সাহসী পদক্ষেপ নিল। এগিয়ে গেল দরজা অবধি।

'কেউ আছে!' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

প্রায় তক্ষুণি একজন লোক দেখা দিল দোরগোড়ায়। হাতে রাইফেল। কঠিন চেহারা, কাল কোটরগত চোখজোড়া জরিপ করছে আগন্তুকের আপাদমস্তক। দৃষ্টিতে সন্দেহ।

'হাউডি,' বলে অপেক্ষা করতে লাগল লোকটা।

'আমি ওয়াই যেডে কাজ করি,' বলল কর্টেয। জানে, রোয়ানের মার্কা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে দিয়েছে ওর পরিচয়।

'আমার চোখ আছে,' শ্লেষভরা কণ্ঠ। 'নতুন লোক। তোমার রেঞ্জ থেকে

একটু বেশি দূরে এসে পড়েছ না?'

'পথ হারিয়ে ফেলেছি,' হাসল কর্টেয।

'এস, খাবে কিছু,' আমন্ত্রণ জানাল অপরজন।

বাইরের মতই কেবিনের ভেতরটাও মান্ধাতা আমলের। আসবাব বলতে একটা নড়বড়ে আনাড়ি হাতে বানান টেবিল, গোটা দু-তিনেক টুল আর একটা খড়ের জাজিমের বিছানা। এককোণে শাবল, গাঁইতি আর সোনার গুঁড়ো ছাঁকার চালুনি রাখা।

'সোনা?' চোখের ইশারায় জিনিসগুলো দেখাল কর্টেয। 'পাও?'

'ফলাও করে বলার মত না,' জবাব দিল লোকটা, 'তবে গরুর গায়ে মার্কা দেয়ার চেয়ে লাভজনক।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' ভাঁজ পড়ল মেক্সিক্যানের গালে। 'লোকজন বিশেষ আসে না মনে হচ্ছে?'

'গেল দুহপ্তায় তুমিই প্রথম,' জবাব এল।

খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ ওরা নীরবে ধূমপান করল। তারপর কর্টেয হালকাভাবে মন্তব্য করল:

'ইন্ডিয়ানরা জ্বালাতন করে না তোমাকে?'

চকিতে ছোট হয়ে এল লোকটার চোখ, তারপর সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'নাহ্। ওদের ঘাঁটাই না আমি। কখনও সখনও দেখা যায় দু-চারজনকে—বোধহয় তোমাদের গরু চুরির মতলবেই আসে। তবে ওটা তোমাদের সমস্যা।'

'ঠিক,' একমত হলো কর্টেয। তারপর হেসে যোগ করল, 'আমার মত লোকের পক্ষে কঠিন কাজই, কি বল?'

'অবশ্যই।' দেঁতো হাসি হাসল অপরজন।

'ধর্মযাজকেরা বলেন সব সৃষ্টির পেছনেই কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। এমনকি সাপেরও নাকি দরকার আছে। যদিও আমি ওদের মধ্যে কোন উপকারিতা খুঁজে পাইনি,' মন্তব্য করল কর্টেয। তারপর যেন কথাচ্ছলেই বলা এমনভাবে যোগ করল, 'শুনেছি এদিকেই কোথায় নাকি আর একটা বাথান আছে—ডবল এক্স।'

মুহূর্তের জন্য গৃহস্বামীর অপরিচ্ছন্ন চেহারায় সতর্কতার ছাপ ফুটে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে বলল:

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি; তবে যাইনি কখনও। এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, পাহাড়ের ওপাশে—আর তা ছাড়া, এ মুহূর্তে আমারও গরুর ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই।'

আরও কিছু মামুলি কথাবার্তার পর উঠে দাঁড়াল পাঞ্চার। বলল, 'আমাকে তা হলে যেতে হয় এবার। তা ওয়াই যেডের সোজা পথ কোনটা?'

'ঝরনা পার হয়ে সোজা দক্ষিণে চলে যাবে। আধঘণ্টার মধ্যেই হ্যাচেটের রাস্তা পড়বে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে স্যাডলে চাপল কর্টেয এবং ঝরনা পার হলো। জঙ্গলে ঢোকার মুখে পেছন ফিরল সে। মাইনার তাকিয়েছিল ওর দিকে, হাত নাড়ল।

'আমি বিদায় নিইনি, বুড়ো খোকা,' আপনমনে বিড়বিড় করল কর্টেয। 'আমার অনুমান ভুল না হলে, শিগগিরই আবার দেখা হচ্ছে আমাদের। তোমার ওই শাবল গাঁইতিগুলো মরচে-পড়া। তুমি যে একতিল সোনাও পাও না তাতে আমার সন্দেহ নেই।'

ট্রেইলে উঠে ব্লু ডেভিলের রাশ আলগা করে দিল ও; র‍্যাঞ্চের দিকে উড়ে চলল। বেশ লম্বা পথ। কর্টেয যখন ঘোড়া কোরালে রেখে বাংকহাউসে এসে ঢুকল বেলা ডুবে গেছে। রাতের আহারে বসেছে সবাই। যেমনটা আশা করেছিল সে-ফোরম্যান, ডুরান এবং আরও কয়েকজন বয়স্ক কাউহ্যান্ড চমকে উঠল ওকে দেখে।

'হাউডি, কর্টেয,' হৈ-হৈ করে উঠল ল্যারি। 'র‍্যাটলার বলছিল হয় তুমি পথ হারিয়েছ, নয়তো–'

'কোন সাদা তীর আমার দফা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে,' হাসতে হাসতে বলল মেক্সিক্যান। 'না হে, আসলেই পথ গোলমাল করে ফেলেছিলাম। নতুন লোকের জন্য জায়গাটা ভয়ঙ্করই বটে।'

'যারা অন্যের পেছনে লাগে তাদের অমন হালই হয়,' ফোড়ন কাটল ব্লেইন। 'তা, পেলে তোমার কোন লুটেরার খবর?'

কাঁধ ঝাঁকাল কর্টেয। 'একটাও না, সিনর। সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। অবশ্য একজন মাইনারের দেখা পেয়েছি।'

চকিতে সন্দেহের ছাপ ফুটল ফোরম্যানের চেহারায়, তারপর তাচ্ছিল্যের সাথে বলল:

'বুড়ো নাগেট, নিশ্চয়ই। অকম্মার ঢেঁকি। তুমি বুঝি ওর কেবিন তল্লাশি করে দেখেছ কোন চোরাই গরু-টরু মেলে কিনা?'

ফোরম্যানের রসিকতায় আমোদ পেল বাথান কর্মীরা। একচোট হাসল প্রাণখুলে। কর্টেযও যোগ দিল ওদের আনন্দে; এখনই ব্লেইনের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে চায় না। পরে, সুযোগ বুঝে, ওই প্রসপেক্টর সম্পর্কে ও ল্যারির কাছে জানতে চাইল।

'ঢোঁড়া সাপ,' অবজ্ঞার স্বরে বলল ল্যারি। 'অনেকদিন হলো চেষ্টা করছে, কালেভদ্রে যদি কখনও এক-আধটু সোনা পায়–বর্তে যায়। আমাদের এখানে ওকে দেখিনি কখনও, তবে রসদ আনতে শহরে যায়। আর হ্যাঁ, পোকার পিটের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছি। তবে ও কিছু না–সে তো আমরা সবাই করেছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল কর্টেয, তারপর যখন বুঝল ল্যারিকে বিশ্বাস করা যায়, গরুর লাশ গায়েব হয়ে যাওয়া আর অ্যামবুশের কথা জানাল ওকে। শুনতে শুনতে ছানাবড়া হয়ে গেল ল্যারির চোখ।

'কি সাংঘাতিক না?' আঁতকে উঠল ল্যারি। 'একজন নয়, আরও বহু লোকের হাত আছে এর মধ্যে। বুড়ো মালিককে বলে আমাকে তোমার পার্টনার করে নিচ্ছ না কেন?'

মাথা নাড়ল কর্টেয। 'আপাতত আমি রয়ে-সয়ে এগোতে চাই। তোমাকে যা বললাম কেউ যেন জানতে না পারে,' বলল ও। 'তোমার ওপর বহু কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু আমাদের কাজের ক্ষেত্র হবে আলাদা। আর একটা কথা: আমার

সাথে তোমার খুব খাতির এটা কারোকে বুঝতে দিও না। তা হলে তোমাকেও সন্দেহ করতে শুরু করবে।'

'র‍্যাটলার এমনিতেও দেখতে পারে না আমাকে,' ল্যারি বলল। 'বহু আগেই কাজ ছেড়ে দিতাম, কেবল–'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। শুনলে আমি হয়তো আবার ভিরমিখাব,' স্মিত হেসে অসমবয়সী বন্ধুকে বাধা দিল মেক্সিক্যান। 'এখনই এত উতলা হয়ো না। না দেখা পর্যন্ত কি তাস উঠেছে কিছুই বলা যায় না।'

'কারো কারো জন্য হয়তো শক্ত। কিন্তু আমার ধারণা তুমি সবই পার,' ঠাট্টা করল ল্যারি।

'পোকার পিটের মত আনাড়িকে বোঝা এক কথা। আর মেয়েদের আর এক। যাকগে, সায়মনের ব্যাপারে জানতে পারলে কিছু?'

'অল্পই,' জবাব এল। 'সোনার খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরপরই মেয়েকে নিয়ে বসত করেছে এখানে এসে। তাও আজ প্রায় আঠার বছর আগের কথা।'

'বাপের সঙ্গে বোধহয় খুব একটা মিল নেই মেয়ের?' কর্টেয বলল।

'মিল?' বিস্ময় প্রকাশ করল ল্যারি। 'একেবারে রাত-দিন তফাত। আর মিল থাকবেই বা কেন? বুড়ো তো মানুষ না–পাথরের মূর্তি। ভুল করেও কখনও হাসে না!'

এতক্ষণের চেপে রাখা হাসিটা এবার উগলে দিল কর্টেয। 'হুম্, পুষ্পশর মনে হয় তোমাকে ভালই ঘায়েল করেছে।' [২]

'কথাটা তোমার বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে, বন্ধু। তবে সাবধান, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে,' পরিহাস তরল গলায় বলল ল্যারি। ওর রক্তিম মুখ দেখে বোঝা যায় কর্টেযের ঢিল জায়গামতই লেগেছে। 'ঠাট্টা না, কর্টেয, তোমার সাথে ওর সম্পর্ক হলে আমি বিন্দুমাত্র কষ্ট পাব না।'

'বলা সহজ,' খোঁচা মারল কর্টেয। বন্ধুকে চটিয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছে।

'সময়েই দেখা যাবে সেটা,' জবাব দিল ল্যারি।

এরপর আলোচনা আজকের মত মুলতুবি করল ওরা। পৃথক পৃথকভাবে বাংকহাউসে ফিরে গিয়ে ঘুমানর আয়োজন করল।

বিছানায় শুয়ে কর্টেযের ঘুম এল না। বাথানকে ঘিরে যে রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে যদি তার সামান্যতম কূলকিনারাও পাওয়া যায় এই আশায় দিনের সমস্ত ঘটনা এক এক করে খতিয়ে বিচার করতে শুরু করল ও। তলে তলে ফোরম্যান যে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতলবে আছে সে বিষয়ে ও নিশ্চিত। কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই ওর কাছে আর ও জানে প্রমাণ করাটা নেহাত সহজ হবে না। এমন নয় যে ব্যাপারটা ওকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে; ইতিপূর্বে এর চেয়ে কঠিনতর বিপদের মোকাবেলা করেছে সে। নিজের দেশে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তো বটেই, মার্কিন মুলুকে পা রাখার অব্যবহিত পরেই ও জড়িয়ে পড়েছিল এক প্রাণঘাতী সংঘর্ষে।

---

[২] দ্রষ্টব্য : 'প্রত্যয়'।

সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়ার পরিষ্কার মনে আছে। বুড়ো আংকল হ্যাপ আর শেরিফ জো টম্পসনের স্মৃতি ভুলতে পারেনি ও। যেমন পারেনি তার এক সময়ের বিপ্লবী সাথী জর্জ. লুতেরো আর লুইয়ের কথা। আংকল হ্যাপ ওকে বলেছিল ওর চাবুকটা যেন ও পারতপক্ষে কারো সামনে বের না করে–ওটা কেউ দেখলেই তার কাছে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে। বুড়োর সেই উপদেশ সাবাডিয়া মেনে চলতে চেষ্টা করে।

নাগেট যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকে, ওর সফরের কথা বন্ধুদের কাছে জানাবে সে, অনুমান করল কর্টেয। সিদ্ধান্ত নিল, পরদিন ভোরে ওই মাইনারের ডেরায় সংগোপনে ঢুঁ মারবে ও। পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির হয়ে যেতে মাথা হালকা হয়ে এল সাবাডিয়ার। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে সবার আগে বিছানা ছাড়ল সে। কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে কাপড়চোপড় পরল, তারপর বাবুর্চির ঘরে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানাল বাথান মালিকের একটা জরুরি কাজে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে ওকে, সুতরাং বাবুর্চি যেন ওর সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাওয়ার একটা ব্যবস্থা ঝটপট করে দেয়। কাক-ভোরে জাগিয়ে দেয়ায় মহা ব্যাজার হলো লোকটা। কিন্তু যেহেতু মনিবের কাজ, কর্টেযের খাবারদাবার গরম করে এগিয়ে দিল।

'তোমরা সবাই যদি এভাবে নিজেদের মর্জি অনুযায়ী একেক সময় খেতে শুরু কর,' গজগজ করে উঠল সে, 'আমি কাজ ছেড়ে দেব। এই বাথানের হয়েছেটা কি? আধঘণ্টা আগে র‍্যাটলার এসে নাস্তা চাইল–তারপর এখন তুমি?'

এটা কর্টেযের জন্য একটা তাজা খবর, র‍্যাটলার ওর আগেই বেরিয়ে গেছে। সাপ কোথায় যেতে পারে জিজ্ঞেস করায় মুখ ঝামটা মারল বাবুর্চি।

'তার আমি কি জানি? ও কারোকে কিছু জানিয়ে করে বলে তোমার মনে হয়? তোমার ব্যাপারেও তুমি কিছু বলনি আমাকে।'

'আমিও প্রচার পছন্দ করি না,' মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ল কর্টেয। পেছনে নাখোশ বাবুর্চি শাসাচ্ছে এরপর যদি আবার কেউ অসময়ে খাবার চায় তার একটা দফারফা করবে সে।

ফোরম্যানও একই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকবে অনুমান করে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলো কর্টেয। সম্ভব হলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলছে, ঢাল বা টিলার মাথা এড়িয়ে যাচ্ছে। পথে কোথাও ব্লেইনের টিকিটাও দেখতে পেল না ও। অবশেষে যখন মাইনারের কেবিনের কাছাকাছি এসে পড়ল, একটা ঝোপের ভেতর থেকে সাবধানে গলা বাড়াল। দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ একটা ঘোড়া চোখে পড়ল ওর। ছাড়া অবস্থায় রয়েছে। বুকে ওখানে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গেল কর্টেয, ঘোড়ার নিতম্বে ওয়াই যেডের মার্কা দেখতে পেল।

এদিক-ওদিক তাকাতে ঝরনাটার যে অংশ খুব সরু, সেখানে একটা ভাঙা গাছ ওর চোখে পড়ল। সাময়িক সেতু রচনা করেছে। সেতুটা পার হলো সে। কেবিনের এপাশে কোন জানালা নেই। ইন্ডিয়ানদের মত করে বুকে হেঁটে দেয়ালের ধারে গিয়ে আড়ি পাতল কর্টেয। মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ভেতরে–ফোরম্যান আর বুড়ো মাইনারের।

'এখন তুমি জানলে, নাগেট,' বলছে ব্লেইন। 'ও থাকুক আমরা তা চাই না। অতএব, ফের যদি কখনও আসে এদিকে–গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেবে। কেউ জিজ্ঞেস করতেও আসবে না; আর যদি আসেও, তুমি একটু হুঁশিয়ার থাকলেই, ব্যাপারটাকে ইন্ডিয়ানদের অপকীর্তি বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

ফোরম্যানের কথায় শব্দ করে হাসল নাগেট। ব্লেইন শিগ্গিরই বিদায় নেবে বুঝতে পেরে সাবাডিয়া আগের জায়গায় ফিরে এল। একটু বাদে দেখা গেল সাপকে, স্যাডলে চেপে রওনা হয়ে গেল বাথান অভিমুখে। ধৈর্য ধরে ওখানেই বসে রইল কর্টেয। প্রায় আধঘণ্টা পর নাগেট বেরিয়ে এল। হাতে স্যাডল আর ল্যারিয়েট। কেবিন থেকে খানিক দূরে গাছপালার মাঝে ছোট্ট কোরাল। একটামাত্র ঘোড়া রয়েছে ভেতরে। কুৎসিত চেহারার কাউ-পনি। ওটার পিঠে চেপে একটা ভাঙাচোরা পাহাড়ি ট্রেইল ধরল নাগেট।

'ব্যাটা ডবল এক্সে যাচ্ছে,' স্বগতোক্তি করল কর্টেয। 'যাই অনুসরণ করি ওকে।'

বহুদূর থেকে, সামনের লোকটার পিছু নিল সে। বিসর্পিল বন্ধুর ট্রেইল। পথের এখানে সেখানে ঘন আগাছার প্রতিবন্ধক। বোঝা যায়, ট্রেইলটা বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে নাগেট। একবার কর্টেয আর একটু হলেই ওর ঘাড়ের ওপর উঠে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি রাশ টেনে ধরল সে। শিকার হারাবার ভয় ও করছে না। কারণ নরম মাটিতে পনির খুরের ছাপ রয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে চলার পর একটা গভীর উপত্যকার কিনারে এসে থামল কর্টেয। কাছেপিঠে গাছপালা নেই। প্রান্তরকে মনে হয় সবুজ কার্পেট। দীর্ঘ ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় নাগেটকে দেখতে পেল সে, হেলেদুলে উপত্যকার ওপাশে এগিয়ে যাচ্ছে। নাগেট দিগন্তে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কর্টেয, তারপর অনুসরণ করল জোর কদমে।

যা ধারণা করেছিল সে, গায়েব হয়ে গেছে মাইনার, কিন্তু পাইন আর আগাছা পরিপূর্ণ দীর্ঘ চড়াইতে ওর ট্রেইল ফুটে আছে। ছোটার বেগ বাড়াল কর্টেয, উপত্যকায় যেটুকু সময় অপচয় হয়েছে সেটা পুষিয়ে নিতে চাইছে। একটা টিলার পাশ কাটিয়েই আচমকা রাশ টানল সে। সামনে, হাতের ডানে চওড়া ট্রেইল। তাতে অসংখ্য গরুবাছুর আর ঘোড়ার ট্র্যাক। ফলে নাগেটের ঘোড়ার ছাপ আর আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না। কপাল চাপড়াল কর্টেয।

'নিকুচি করি!' বলল সে। 'ব্লু, আমাদের এখন আন্দাজে এগোতে হবে। কিন্তু এই জায়গায় এত ট্র্যাক কেন?'

ডানে মোড় নিল রোয়ান। ঘোড়ার ইচ্ছাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল ওর মনিব। কর্টেয যুক্তিতে বিশ্বাসী হলেও, কিছু কিছু সংস্কার মানে। এবং একজন জুয়াড়ির যেমন থাকে, ওরও পরিস্থিতি বোঝার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। জানে, এসব ক্ষেত্রে ঘোড়ার ওপর নির্ভর করলে সচরাচর ঠকতে হয় না। মাইলের পর মাইল ট্রেইল ধরে ছুটে চলল ওরা। থেকে থেকে ছোটখাট টিলা বা গাছগাছালির ভিতর দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। অজস্র চড়াই-উতরাই।

'ইচ্ছে করলেই যে কেউ গরু পাচার করতে পারবে এই পথে,' বিড়বিড় করল

মেক্সিক্যান। 'এবং প্রচুর পরিমাণে।'

ঘণ্টাখানেক অবিরাম-ছোটার পরেও নাগেটের সন্ধান পেল না কর্টেয। উপরন্তু, ক্যাটল ট্রেইলটা একটা প্রশস্ত অথচ অগভীর ঝরনার পাড়ে এসে শেষ হয়ে গেল। ঝরনাটা নেমে এসেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু এক ক্যানিয়ন থেকে। ওই ক্যানিয়নের ভেতর কিছুদূর এগিয়ে গেল কর্টেয। পর্যবেক্ষণ করল ঝরনার পাড়। কিন্তু কোন ঘোড়া বা গরুবাছুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেল না। ঝরনার দুই তীরেই পাথরচাঁই ছড়ান ছিটান। বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালাও রয়েছে। সামনে নাক বরাবর সোজা আকাশমুখী উঠে গেছে খাড়া দেয়াল। পাঞ্চার বুঝতে পারল ক্যানিয়নটা কানা।

'গরুর তো ডানা থাকে না,' আপনমনে বলল সে।

ট্রেইলটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ফিরে গেল ও। ঝরনা অতিক্রম করে নুড়ি বিছান জমিতে উঠল। মাইল দেড়েক চওড়া, তার ওপাশে আবার ট্র্যাকের দেখা পেল কর্টেয।

অনুসরণ করল সে। এখন গভীর বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর খোলামেলা ঘেসো জমিতে নেমে এল। তারপর ফের উঁচু-নিচু ট্রেইল। মাঝে মাঝে নিরেট পাথুরে গলিপথ। আবার কোন কোন গলিপথে দু-চারটে জংলা গাছের দেখা মেলে। এরকম একটা গলি থেকে বেরোতেই বেশ বড়সড় একটা চারণভূমির দেখা পেল কর্টেয। পাহাড়ে ঘেরা। ঢালে সারি সারি গাছ। নানান জাতের। তৃণভূমির একপ্রান্তে গুটিকতক কাঠের বাড়িঘর আর কোরাল। দূরে অনেকগুলো সাদা-কালো বিন্দু চোখে পড়ল ওর। বুঝতে পারল ঘেসো জমিতে গরু চরছে।

প্রথম দর্শনে মনে হলো কোন লোকজন নেই। তারপর ও যখন এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে ভেতরে কেউ আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে নিল দোরগোড়ায় আবির্ভূত হলো এক লোক। ওর স্বাভাবিক চেহারা দেখে কর্টেয বুঝতে পারল পথেই ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে। স্বাস্থ্যবান। পুরু ঠোঁট। এক চোখে কাল পট্টি। লোকটার চেহারায় একধরনের ধূর্ততার ছাপ এনে দিয়েছে ওটা। কোমরের হোলস্টারে রিভলভার আলতোভাবে রাখা। বুটের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছুরির বাঁট।

'আফটারনুন, সিনর,' অভিবাদন জানাল কর্টেয। 'এটাই বোধহয় ডবল এক্স র‍্যাঞ্চ।'

'তাই,' সংক্ষেপে সারল অপরিজন। 'আর তুমি নিশ্চয়ই ওয়াই যেডের সেই নতুন লোক, যার সঙ্গে গোলমাল হয়েছে পোকার পিটের।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাকাল কর্টেয, হাসছে। 'জোচ্চুরি জিনিসটা আমার একদম সহ্য হয় না,' বলল ও। 'আশ্চর্য, বাতাসের আগে ছড়ায় এসব কথা।'

'কাল আমি শহরে গিয়েছিলাম,' তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করল কালপট্টি। কর্টেয মনে মনে হাসল। 'তা এতদূরে কি মনে করে?'

'হারান গরু খুঁজতে বেরিয়ে এখন নিজেই পথ হারিয়ে ফেলেছি,' বলল কর্টেয।

শব্দ করে হাসল লোকটা। 'এভাবে চলতে থাকলে ওয়াই যেড়ে পৌঁছুতে সারা মুল্লুক চক্কর দিতে হবে।'

'তাই?' অবাক হওয়ার ভান করল কর্টেয। 'নাহ্, জায়গাটাই কেমন যেন খাপছাড়া। এই নিয়ে পরপর দুদিন পথ হারালাম।'

পাঞ্চারের ব্যাখ্যা কালপট্টি যদি বিশ্বাস নাও করে থাকে, ওর চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। 'এস, গলা ভেজাবে,' আমন্ত্রণ জানাল ও। 'অন্যকিছু খাওয়াতে পারছি না; ফুরিয়ে গেছে। বাথানে এখন কেউ নেই, কাল আমি যেসব মালের ফরমাস দিয়ে এসেছি সেগুলো আনতে হ্যাচেটে গেছে।'

তথ্যটা জোগান দিয়ে একচোখে অতিথিকে মাপল সে। কর্টেয ওপর নিচ মাথা ঝাঁকিয়ে স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়া বাঁধল। ছেড়ে রাখলে ব্লু পালিয়ে যাবে না এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত নয় এখনও। চোখ কুঁচকে ওকে জরিপ করল লোকটা।

'ভাল ঘোড়া,' মন্তব্য করল। 'অনেক দিন হলো আছে তোমার কাছে?'

'না,' উত্তর দিল কর্টেয। 'বলতে পার একরকম নতুনই।'

বিরাট একটা কামরায় ঢুকল ওরা। কাঠের মেঝে। মাঝখানে লম্বা টেবিল। খানকতক চেয়ার আর বেঞ্চ। বেশির ভাগই দখল করে আছে স্যাডল; গানবেল্ট বা ক্যাম্প করা যায় এধরনের টুকিটাকি জিনিস। ঘরের শেষপ্রান্তে দুটো দরজা—একতলা দালানটার অন্যান্য অংশে যাওয়ার জন্য। ওগুলোরই একটার পেছনে মানুষের উপস্থিতির টের পেল কর্টেয। হেঁড়ে গলায় গান গাইছে কেউ।

'আমার বাবুর্চি—নিজেকে ও একজন উঁচুদরের গায়ক ভাবে,' ব্যাখ্যা করল গৃহস্বামী। 'দাঁড়াও, থামতে বলে আসি।' দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'অ্যাই, কেয়ারসো, তোমার গান থামাও—আমার পাগলা ঘোড়াটা আবার ছুটে আসবে।'

থেমে গেল গান। দরজা বন্ধ করে গৃহস্বামী আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসল। 'আমার কর্মচারীরা ওকে ভীষণ জ্বালাতন করে যদিও এমনিতে বেশ সদ্ভাব ওদের মধ্যে। কিন্তু আমার ভয় হয়, এরকম করলে কোন্ দিন না আবার নিজেকেই হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হয়।'

বোতল আর গ্লাস বের করল লোকটা। ভর্তি করে ঢালল। 'নাও, শুরু কর,' বলল সে। 'আমার নাম ডেক্সটার। এই বাথানটা আমার।'

কর্টেয নিজের নাম জানিয়ে বলল: 'তোমার এই জায়গাটা চমৎকার। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ দেশে গরুর ব্যবসা জমবে না।'

'যা বলেছ,' জবাব এল। 'আমাদেরও অনেক খোয়া গেছে।'

'চোর?' কর্টেয কৌতূহলী।

মেঝেতে এক দলা থুতু ফেলল ডেক্সটার। 'হ্যাঁ। রিজার্ভেশনের এই পাহাড়ের ওপাশেই থাকে। শালারা এখানে ঢোকার সব রাস্তা চেনে। ভূতের মত আসে, চুরি করে, পালিয়ে যায়। কোন চিহ্ন রেখে যায় না পেছনে।'

'তবে তো ট্রেইল করা কঠিন,' বলল কর্টেয।

'কঠিন?' ডেক্সটার অবাক। 'মাঝে মাঝে এমনভাবে পালিয়ে যায় যেন উড়তে জানে। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। তবে আমার বাথানের আশপাশে যদি দেখতে

পাই কারোকে—তার কপালে দুঃখ আছে।'

'আমিও দুচোখে দেখতে পারি না ইন্ডিয়ানদের,' কর্টেয একমত হলো ওর সঙ্গে।

সন্ধ্যের আগেই ওয়াই যেডে ফিরতে হবে এই অজুহাতে দ্বিতীয় দফা ড্রিংকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে। তারপর পথের হদিস জানতে চাইল। ও যে পথে এসেছে সেটার বদলে ডেক্সটার যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রাস্তা বাতলাল মোটেই অবাক হলো না সে।

'উপত্যকাটা পার হলেই নচ; তারপর হ্যাচেটের ট্রেইল। পথে যদি আমার লোকেদের দেখা পাও, ঘোড়া চালিয়ে আসতে বল। আচ্ছা, আজ তা হলে এ পর্যন্তই। আবার যদি কখনও এদিকে আস, দেখা করে যেয়ো।'

বিদায় নিয়ে কর্টেয ঘোড়ায় চাপল। ডেক্সটারের নির্দেশিত পথ ধরতে উপত্যকার উলটো দিকে রওনা হলো। মাইনারকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছে সে, যদিও ওর দৃঢ় বিশ্বাস ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে নাগেট—সামনে আসেনি। ডবল এক্সের মালিক লোকটাকে পছন্দ হয়নি ওর। কিন্তু এমন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি সে যার ভিত্তিতে লুটেরাদের সঙ্গে ডেক্সটারের যোগসাজশ প্রমাণ করা যায়। সন্দেহের মধ্যে কেবল এটুকুই, এ লোকও রেডস্কিন থিওরির পক্ষে ওকালতি করছে। অবশ্য এটাও হতে পারে যে সত্যি সত্যি গরু চুরি যাচ্ছে ওর এবং সেজন্য ইন্ডিয়ানদেরকেই দায়ী করছে ও।

উপত্যকা পেরিয়ে ইচ্ছে করেই চারণভূমি হয়ে এগোল কর্টেয। গতি কমাল না কারণ তাতে অপরপক্ষের সন্দেহের উদ্রেক হবে, কিন্তু এমনভাবে একদল গরুর পাশ ঘেঁষে এল যেন ওদের মার্কা সহজেই পড়তে পারে। পাশাপাশি দুটো ইংরেজির 'এক্স' আঁকা। আনাড়ি হাতের কাজ, তবে ছাপগুলো আসল বলেই মনে হলো ওর। তবু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না সে, ঠিক করল অবসর সময়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখবে কেন মালিক এরকম জোড়া এক্স মার্কা বেছে নিয়েছে। পাহাড়ের কিনারে নচের কাছে পৌঁছাল কর্টেয। পাথুরে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই, যেমনটা ডেক্সটার বলেছিল, ট্রেইল দেখতে পেল একটা। মাইল কয়েক যাওয়ার পর অদূরে কোরাস গানের আওয়াজ পেল সে। তারপর একটা বাঁকের মাথায় একটা ওয়াগন চোখে পড়ল—একজন চালাচ্ছে আর বাকি তিন অশ্বারোহী দুপাশ থেকে পাহারা দিয়ে এগোচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে একজন লোক দেখে চমকে উঠল চালক, ওয়াগন থামাল। পাহারাদারদের ডান হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে।

'হাউডি, সিনরস,' অমায়িক সুরে বলল কর্টেয। 'আমি তোমাদের বাথান থেকেই আসছি। ডেক্সটার আমায় বলেছিল তোমাদের দেখতে পেলে আমি যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিই তোমাদের—খিদে আর সহ্য করতে পারছে না ও।'

হেসে উঠল একজন। এতে গুমট পরিবেশ হালকা হলো কিছুটা। চারজনের কেউই অপরিণত নয়, শক্তসমর্থ জোয়ান।

'আজ রাতে খাওয়া পাচ্ছে এটাই তো ডেক্সের তিন পুরুষের ভাগ্যি,' ফোড়ন কাটল ওয়াগন চালক। 'পিট শহরে থাকলে কোনমতেই কাল সকালের আগে

ফিরতে পারতাম না।'

কর্টেয আন্দাজ করল ওর পরিচয় ওরা জানে এবং ইচ্ছে করেই জুয়াড়িটার নাম উল্লেখ করেছে। কিন্তু ও সিদ্ধান্ত নিল না বোঝার ভান করবে।

'তো,' আড়মোড়া ভাঙল পাঞ্চার, 'আমি তাহলে আসি; নাহলে রাতের খাওয়া পাব না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ওয়াই যেড আউটফিটের জুড়ি নেই।'

কর্টেযের এই এড়িয়ে যাওয়া ভাবটাকে ওরা ভীরুতা বলে ভুল করল এবং হাবভাবে তা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না। মুচকি হেসে 'আ-সি,' বলে পাশ কাটাল লোকগুলো। কর্টেয নিজের যাত্রা শুরু করল আবার। সেও হাসছে।

'ওরা ভাবছে ফলির ঘটনাটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে, আসলে আমার সাহস নেই। ভালই। আমিও চাই ওরা এটাই মনে করুক,' স্বগতোক্তি করল সে।

তবু একটা কথা স্বীকার না করে পারল না পাঞ্চার, আজকের দিনটা মাটি হয়েছে–রহস্যভেদের ব্যাপারে একটু অগ্রসর হতে পারেনি।

পাঁচ

এক হপ্তা কেটে গেল। বাথানের নৈমিত্তিক কাজে ব্যাঘাত ঘটানর মত কোনকিছু ঘটেনি এর মাঝে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে কর্টেয। প্রতিদিন আশপাশের এলাকা জরিপ করছে। কিন্তু কোথায় কি আছে না আছে সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয়নি। সুযোগ পেলেই ফোরম্যান এবং বাথানের অন্যান্য বয়স্ক কর্মচারীরা আজকাল প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ওকে। পোকার পিটকে পিটুনি দিয়ে ওদের মনে যে ভয় জাগিয়েছিল সে, তা এখন প্রায় কেটে গেছে। মাঝে মাঝে ওরা এতখানি সীমা ছাড়িয়ে যায় যে নিজেকে সামলাতে কর্টেযের বেগ পেতে হয়। ওর সাগরেদ, ল্যারি, ওস্তাদের এই ঔদাসীন্যের কারণ বুঝে উঠতে পারে না।

'তুমি দেখতে পাচ্ছ না,' একদিন প্রশ্ন করায় কর্টেয ওকে বলল, 'ওদের খেলাটাই খেলছি আমি? এখনও মোকাবেলা করার অবস্থা আসেনি।'

বাথানের আর একজন অসন্তুষ্ট সদস্য–নরিন। এ যাবৎকাল পুরুষ জাতের কাছ থেকে সে অন্ধ স্তুতি লাভ করে এসেছে। ফলে তার প্রতি নবাগতের ঔদাসীনতায় কিছুটা মর্মাহত সে। নরির পক্ষে ব্যাপারটা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে যখন সে, যদিও স্বীকার যায় না কারো কাছে, অন্তর থেকে উপলব্ধি করে মেক্সিক্যান লোকটার প্রতি তার নিজের দুর্বলতার কথা। ওর উপস্থিতিতে লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী, আশ্চর্যরকমের নিরুত্তাপ–যেন আবেগের কোন বালাই নেই ওর ভেতর। অথচ, নরি জানে, ল্যারি কিংবা বাথানের আরও দু-চাজন তরুণ কাউহ্যান্ডের সঙ্গে কর্টেয ভীষণ প্রাণোচ্ছল, প্রায়শ একাই মাতিয়ে রাখে আসর।

মেয়ে মাত্রেরই যা ঘটে, কর্টেয ওর চোখে এক দুর্জ্ঞেয় চরিত্র হয়ে ধরা পড়েছে। শিহরণ জেগেছে ভাঙা হৃদয়ে, কর্টেযকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে। নিজের

সম্পর্কে মুখ খোলার জন্য বার দুয়েক লোকটাকে যেচে পড়ে সুযোগ করে দিয়েছে সে, কিন্তু প্রতিবারই ওর আকার-ইঙ্গিত না বোঝার ভান করেছে কর্টেয। একদিন বাগে পেয়ে ল্যারিকে জেরা করল নরি—বলাই বাহুল্য, লাভ হলো না।

'আমার বিশ্বাস ও বোধহয় কোন ঝামেলায় আছে,' বলল ল্যারি। 'হয়তো কোন শেরিফ খুঁজছে ওকে। তবে আমি যদি ওই শেরিফ হতাম, সাত হাত তফাতে থাকতাম। পিস্তলে ওর হাত মারাত্মক চালু।'

কিন্তু বাথানের বয়স্ক কাউহ্যান্ডদের সমাজে কর্টেযের প্রভাব বিশেষ নেই। কেউ কেউ এও বলে, জুয়াড়ির সঙ্গে ওর গোলমাল এবং তাকে ধোলাই দেয়া নেহাত আকস্মিক ব্যাপার। নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এরা বলে রোজ ঝরনার পানি ছাঁকলে হঠাৎ করেই এক-আধটু সোনা পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, এটাও তেমনি। বহুবার নানাভাবে ওকে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে ওরা কারণ নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা এই ভিনদেশী লোকটার কতটুকু আছে তা জানার জন্য ওদের কৌতূহলের অন্ত নেই। দুটো রিভলভার ঝোলায় কর্টেয, অথচ একটাও ওকে ব্যবহার করতে কেউ দেখেনি কোনদিন। কর্টেযকে যাচাই করে দেখার ব্যাপারে ওদের পরিকল্পনার কথা ঘটনাচক্রে ল্যারিই প্রথম জানতে পেল। কাউহ্যান্ডের সাবধানবানী শুনে শেষোক্তজন কেবল মুচকি হাসল একটু।

'ওরা তোমার পেছনে স্ন্যাপ ল্যুন্টকে লেলিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে,' বলল ল্যারি। 'স্ন্যাপ জাত খুনী—পিস্তলের হাতও ভাল।'

সম্প্রতি বাথানে ফিরে এসেছে ল্যুন্ট। কর্টেয যখন এখানে প্রথম আসে তখন সে লাইন-রাইডিং অর্থাৎ বাথানের সীমান্ত পাহারায় ছিল। ছোটখাট গড়নের মানুষ এই স্ন্যাপ ল্যুন্ট। নেকড়ের মত লম্বাটে হাড়িডসার মুখ। চ্যাপটা শরীর। দীর্ঘকাল ধরে বেশিরভাগ সময় স্যাডলে কাটানর ফলে হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটো সামান্য বাঁকা হয়ে গেছে। কোল্ট ব্যবহারে দক্ষ বলে গর্ব বোধ করে সে। এবং তাবৎ গানম্যানদের মধ্যে মাত্র একজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে। ওর এই স্বীকারোক্তি অন্যদের কাছে একটা শোনার মতই খবর। একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বন্দুক আর বন্দুকবাজদের বিষয় আলোচনা করছিল ওরা, তখন কথাটা জানাল ল্যুন্ট।

'লোকটা কে, স্ন্যাপ?' জিজ্ঞেস করল সিম্পল।

'সাবাডিয়া,' জবাব দিল বন্দুকবাজ। 'না, আমার সাথে মোকাবেলা হয়নি—হলে আজ আমি এখানে থাকতাম না। তবে বছরখানেক আগে একবার ওর অ্যাকশন দেখেছি। ডেডওঅটরের এক স্যালুনে বসে ড্রিঙ্ক করছিল সাবাডিয়া। বারকিপার লোকটা ছিল ভালমানুষ। ও হুঁশিয়ার করে দিল বাইরে সাবাডিয়ার জন্য তিনজন ভাড়াটে খুনী ওত পেতে রয়েছে।

' "পেছন দরজা দিয়ে কেটে পড়," পরামর্শ দিল বারকিপার। "ওরা তিনজন, তুমি একা—পালালে কেউ তোমার দোষ ধরবে না।"

' "জানি। সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ," বলে রাস্তার উদ্দেশে পা বাড়াল সাবাডিয়া। স্বাভাবিক চেহারা, যেন কিছুই জানে না।

'ওই তিন শকুন বিশ কদম দূরে অপেক্ষা করছিল। রাস্তার ওপাশে দুজন।

আর এদিকের ফুটপাতে, স্যালুনের কয়েকটা বাড়ি পর অন্যজন। হাতেই ছিল ওদের অস্ত্র। তবু পারেনি। গুলি ছোঁড়ার আগেই খতম হয়ে গেল ওই ফুটপাতের দুজন। অপরজন একটাই সুযোগ পায় ট্রিগার টেপার, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাবাডিয়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে। সেই দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, তবে আমি দেখলাম লোকটা একটুক্ষণ সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল, তারপর দৌড়ে পালাল। বাকি দুজনকে বুটহিলে কবর দিতে হয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার ক্ষিপ্রতা তো এখন বেড়েছে?' বলল নিগার।

'তা বেড়েছে। কিন্তু সেটা তো ওরও বেড়েছে, তাই না?' হুল ফোটাল বন্দুকবাজ। 'আর তা যদি নাও হয়, তবু সাবাডিয়ার সঙ্গে আমার তুলনা চলে না।'

সাবাডিয়ার নাম ওয়াই যেড বাথানের সকলেই শুনেছে। জানে মেক্সিকোতে এই বিপ্লবীর মাথার দাম দশ হাজার ডলার। সেখানকার সামরিক জান্তা ওকে আউট-ল ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে রিও গ্র্যান্ডের এপারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নানান রটনার জন্ম হয়েছে ওকে ঘিরে। বিভিন্ন ডাকাতির জন্য দায়ী করা হয় ওকে। কেউ বলে লুণ্ঠিত অর্থ দিয়ে সাবাডিয়া ওর বিপ্লবী বন্ধুদের সাহায্য করে। আবার কারো কারো মতে ও একজন সাধারণ আউট-ল ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্য এসব কথাবার্তা উচ্চারিত হয় মূলত ধনী মহল থেকে।

এরকম একটা অভিযোগ প্রসঙ্গে স্ন্যাপ ল্যুন্ট বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, যেসব জায়গায় ওই সমস্ত ডাকাতি হয়েছে, তার অন্তত একশো মাইলের মধ্যে সাবাডিয়া ছিল না তখন। আসলে একবার কারো বদনাম হয়ে গেলে, সব চুরি-ডাকাতির জন্যই তাকে দায়ী করা লোকের স্বভাব। তাছাড়া অনেকেরই লোভ পুরস্কারের টাকার দিকে, কোনমতে ওকে ধরিয়ে দিয়ে কিংবা খুন করে মেক্সিক্যান সরকারের কাছ থেকে যদি ওটা বাগাতে পারে।' কথাগুলো বলার সময় ল্যুন্টের গলায় ঝাঁঝ ফুটে উঠল। 'অনেক সময় ভুল করে বিপথে যায় মানুষ। তারপর যখনই জানাজানি হয়ে যায় পিস্তলে ওর হাত ভাল, আর একজন ভেবে বসে "আমিই বা কম কিসে"। লড়তে ছুটে আসে সে–এবং যথারীতি মারা পড়ে। এবং ক্রমাগত আসতে থাকে আরও। দেশে এসব মাথা গরম নির্বোধ লোকের সংখ্যাই বেশি। সবাই নামের পাগল। তবে যাই হোক, কর্টেয বিপ্লবী না আউট-ল তা নিয়ে তর্কে আমি যাব না। শুধু এটুকু বলতে পারি–কখনও পিঠে গুলি করে না ও। যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওর শত্রুরা চেষ্টা করেছে।'

মুহূর্তের জন্য থ হয়ে গেল অন্যরা; যে লোককে ওরা এতদিন বিকারশূন্য খুনী বলে ভেবে এসেছে, মানুষকে মেরেই যার আনন্দ, তার সম্পর্কে নতুন তথ্য জানছে। ওরা উপলব্ধি করছে স্ন্যাপ ল্যুন্ট আসলে, প্রকারান্তরে নিজের জীবনকাহিনীই শোনাচ্ছে। র‍্যাটলারই প্রথম এই সম্মোহনের ঘোর ভাঙল; ওর ফন্দিমাফিক ব্যাপারটা এগোচ্ছে না।

'হতে পারে, সাবাডিয়া সম্পর্কে তুমি যা বললে, স্ন্যাপ, সবই সত্যি। কিন্তু এমন লোকও আছে যে দুটো পিস্তল ঝোলায় বটে, অথচ ব্যবহার করতে ঠ্যাং কাঁপে।

'মানে?' খাদে নেমে গেল ল্যুন্টের গলা।

'না, মানে, আমি তোমার কথা বলছি না, স্ন্যাপ,' তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বন্দুকবাজকে শান্ত করার প্রয়াস পেল ফোরম্যান। 'তোমার সাহস আমরা সবাই জানি; দুটো কেন তুমি আরও পিস্তল ঝোলালেও প্রশ্ন তুলবে না কেউ।'

'কেউ যদি ওজন সামলাতে পারে আমি এতে কারো আপত্তি করার কারণ দেখি না,' কঠোর জবাব এল। 'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও, র‍্যাটলার।'

ফোরম্যানের সমর্থকরা চমকে উঠে ল্যান্টের দিকে তাকাল। ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে ওরা। ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে ওদের হাবভাব লক্ষ্য করছিল কর্টেয। ও ভালো করেই জানে ওর বিরুদ্ধে ল্যান্টকে উসকে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে ফোরম্যান। কিন্তু ল্যান্ট স্পষ্টতই ব্যবহৃত হতে রাজি নয়। এই খর্বকায় বন্দুকবাজের জন্য কর্টেযের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগল।

ভেতরে ভেতরে জ্বলছে ফোরম্যান। স্ন্যাপ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে তার ঘৃণিত কাজ তাকেই সারতে হবে। সে ভীরু নয়, কিন্তু মাঠে নামার আগ্রহ বোধ করছে না। পয়েন্ট ফোর ফাইভে তার নিজের হাতও চালু, কিন্তু প্রতিপক্ষের ক্ষমতা সে জানে না। তাছাড়া, ও ঠাওর করতে পারছে না ল্যান্ট দমে গেল কেন। এবার কর্টেয স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এল ওকে উদ্ধার করতে।

'এখানে কোনরকম গোলাগুলি হবে না, সিনর,' হিসহিসিয়ে উঠল ওর গলা। 'তেমন অবস্থা হলে আমি ব্যবহার করব আমার পিস্তল। আর তোমার যদি বিশ্বাস করতে বাধে'–সামনে ঝুঁকে এল সে, হাত নিশপিশ করছে কোমরের কাছে। চোখজোড়া ছোট ছোট ও সতর্ক– 'উঠাও তোমার বন্দুক।'

থমথমে হয়ে গেল পরিবেশ। একটা পিন পড়লেও বুঝি শোনা যাবে। এরকম আচমকা চ্যালেঞ্জের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ব্লেইন; সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করল। হোলস্টারের দিকে সামান্য এগিয়ে গেল হাত, তারপর–জোর করে হেসে উঠল সে।

'তুমি ভীষণ রগচটা মানুষ, কর্টেয–একটু তামাশাও বোঝ না,' বলল সাপ। 'চোর ধরতে গিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছ মনে হচ্ছে।'

কর্টেয হাসল, মুচকি হাসি। নীরবে অপমান শিরোধার্য করে নিল ফোরম্যান। এরপর আবার স্বাভাবিক পথে এগোল আলোচনা, তখনকার মত শেষ হলো রেষারেষি। পরে, ল্যান্টের সঙ্গে কথা বলল ব্লেইন।

'তোমাকে তো কখনও পিছিয়ে যেতে দেখিনি, স্ন্যাপ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ব্যাপার কি?'

'মোটেই পিছিয়ে যাইনি,' জবাব এল। 'ওই লোকের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। তুমি লাগলে না কেন?'

'আমি হচ্ছি ফোরম্যান; আমার লাগাটা শোভা পায় না,' গোমড়া মুখে জবাব দিল র‍্যাটলার।

'হাহ্! আত্মসংযম?' ব্যঙ্গ ঝরল বন্দুকবাজের গলায়।

অতি কষ্টে নিজের রাগ দমন করল ফোরম্যান। 'আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি,' বলল সে। 'তোমার সাহায্য পেলাম না, এটাই যা দুঃখ।'

'কাজের বেলায় আমার সাহায্য ঠিকই পাবে। তবে নোংরামি তার মধ্যে পড়ে

না,' মুখের ওপর বলে দিয়ে ওখান থেকে সরে এল বেঁটে বন্দুকবাজ।

বাংকহাউসে ফেরার পথে ল্যুন্ট দেখল কর্টেয আর ল্যারি গল্প করতে করতে ওইদিকেই আসছে। শুধু একটিমাত্র কথা বলার জন্য থমকে দাঁড়াল ও, 'বন্দুকে একজনের হাত যত পাকাই হোক, কর্টেয, তাকেও কিন্তু ধরাশায়ী করা যায়—পেছন থেকে।'

'লোকটা এ কথায় কি বোঝাল?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বন্দুকবাজ বাংকহাউসে ঢুকে যাওয়ার পর, ল্যারি জিজ্ঞেস করল।

'অনেক কিছু,' জবাব দিল কর্টেয। 'আমার মনে হয় ও লোক হিসেবে ততটা খারাপ না, ল্যারি।'

'হ্যাঁ, তখন র‍্যাটলারের মুখ একেবারে চুন করে দিয়েছে,' একমত হলো ল্যারি। 'ঘটনাটা মনে রাখার মত।'

'আলবত। ল্যারি, আমাকে কি তুমি কিছু বলবে?'

'না, তেমন কিছু না,' হতাশ জবাব এল। 'এই ডার্টি, জিঞ্জার আর সিম্পল এ খেলায় আমাদের পক্ষে আছে।'

'এটাও কিন্তু কম না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখনও খেলা শুরু করার মত কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে। ডবল এক্স র‍্যাঞ্চটা কদ্দিন আগে চালু হয়েছে জান?'

'দু-তিন বছর। ডেক্সের কাছে গরু বিশেষ নেই।'

'লোক?'

'সাত কি আট, বাবুর্চিসহ।'

'সামান্য কটা গরু সামলাতে এত লোক?'

'তাই তো! আগে খেয়াল করিনি। ওদের কাজও খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। তুমি কি সন্দেহজনক কিছু দেখেছ?'

কর্টেয এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়াল। 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' বলল। 'ভাল কথা, সুন্দরীর খবর কি?'

ও লক্ষ্য করেছে র‍্যাঞ্চার দুহিতার প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটির এই তরুণ ভক্তের মুখ লাল হয়ে যায়। ল্যারিও পালটা আক্রমণ চালাল।

'আমার বিশ্বাস উনি ইদানীং একজন রহস্যময় মেক্সিক্যানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন,' বলল বার্টন। 'তোমার সম্পর্কে জেরা করেছে আমাকে।'

'আর তুমিও ফাঁস করে দিয়েছ?'

'যা জানি।'

স্মিত হাসিতে ভরে গেল কর্টেযের মুখ। 'নিশ্চয়ই অনেক সময় লেগেছে বলতে,' পরিহাস তরল গলায় মন্তব্য করল সে।

'তা আর বলতে,' ল্যারিও হাসল। 'বলেছি তোমার বউ তোমার দুই ছেলেকে নিয়ে অন্যের সাথে ভেগেছে। কিছুকাল মদে চুর থাকতে তুমি—'

'ওরে খুদে শয়তান—' বেদনায় বিকৃত হয়ে গেল কর্টেযের গলা, কথা শেষ করতে পারল না।

ল্যারি উপলব্ধি করল তার এই মেক্সিক্যান বন্ধুটির কোন গোপন ব্যথা আছে।

ঠাট্টা করতে গিয়ে ও নিজের অজান্তেই ঘা দিয়ে ফেলেছে সেখানে। তাড়াতাড়ি পরিবেশ হালকা করার প্রয়াস পেল সে। 'ওস্তাদ, বল দেখি কবে তুমি ধরবে ওই শয়তানগুলোকে? আমার যে তর সইছে না।'

'ধরতে না পারি, কিন্তু ভয় তো পাইয়ে দিয়েছি,' তর্ক জুড়ল কর্টেয। 'এক হপ্তা হলো ওরা একদম স্পিকটি নট।'

পরদিন খুব ভোরে একটা চিৎকারের শব্দে বাংকহাউস বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াহুড়ো করে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ওরা বাইরে এসে দেখল বিধ্বস্ত অবস্থায় স্যাডল থেকে নামছে ডুরান, ওর পনিটার হাল মনিবের চেয়েও শোচনীয়। রেঞ্জের সীমান্তে লাইন-রাইডারদের কেবিন। সেখান থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ও। র‍্যাটলার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

'কি ব্যাপার, ডুরান?' জিজ্ঞেস করল সে।

'লুটেরা,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কাউপাঞ্চার। 'কাল রাতে অন্ধকার নামার দু-তিন ঘণ্টা পর জনা আষ্টেক লোক বাড আর আমাকে আক্রমণ করে। বাডকে শুরুতেই খতম করেছে ওরা। তারপর আমার ঘোড়াকে। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাইনি, তবে মনে হয় ওদের একটাকে জখম করেছি আমি। এটা বাডের পনি; প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর, ট্রেইলের একপাশে পেয়েছি ওকে এবং সেই থেকেই আমি ওর পিঠে।'

'চিনতে পারনি কারোকে?' প্রশ্ন করল ফোরম্যান।

'মুখে রঙ ছিল সবার,' প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল ডুরান। চকিতে ব্লেইন বিজয়গর্বিত দৃষ্টিতে একবার তাকাল কর্টেযের দিকে। খবরটা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বাথানকর্মীরা, অভিশাপ দিল অজ্ঞাতনামা লুটেরাদের।

একটা মুহূর্ত নষ্ট করল না কেউ। গোগ্রাসে নাস্তা গিলে আধঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল বারজন বাছাই করা অশ্বারোহী। বাথানের সেরা ঘোড়াগুলো সঙ্গে নিয়েছে ওরা এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র। কর্টেয আর ল্যারিও আছে ওই দলে। গতরাতের আলাপের কথা মনে পড়তে, বন্ধুকে খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না তরুণ কাউবয়।

'হ্যাঁ, সত্যিই ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি,' বিড়বিড় করল সে।

'চুপ!' শাগরেদকে তিরস্কার করল ওস্তাদ। 'ঠিক এটারই প্রত্যাশায় ছিলাম আমি। কিন্তু...আচ্ছা, বাডের সঙ্গে ফোরম্যানের সম্পর্ক কেমন ছিল—বন্ধুত্ব?'

বার্টন মাথা নাড়াল। 'না, যদিও দুজনার মধ্যে কোনরকম বিবাদ আছে বলে শুনিনি। জিঞ্জার আর বাড পাশাপশি বাংকে থাকত। ওর চেহারাটা দেখ।'

ওদের কয়েক গজ তফাতে ছুটছে লালচুল পাঞ্চার। পাথর হয়ে আছে মুখ, চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো জ্বলছে ধিকিধিকি। হঠাৎ বলে উঠল সে:

'খোদার কসম!' ওরা যদি বাডের লাশ নষ্ট করে থাকে, ওর প্রতিটা আঙুলের জন্য আমি একটা করে গর্দান নেব। এর জন্য যদি আমাকে রিজার্ভেশনে যেতে হয় তাও যাব।'

প্রতিহিংসার শপথ এমন সরবে উচ্চারিত হলো যেন আবেগের যাতনা সইতে

পারছিল না বক্তা। তরুণদের অনেকেই হৈ-হৈ করে সায় জানাল ওকে। কিন্তু জিঞ্জারকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে একবার মেপে নিয়ে মুখ খুলল শুধু ফোরম্যান। ব্লেইনের চাউনিটা ভাল ঠেকল না কর্টেযের।

'এখনই এতটা উত্তেজিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না, জিঞ্জার,' বলল ব্লেইন। 'সবকিছু দেখার আগেই যদি ঠাণ্ডা হয়ে যাও, তাহলে বদলা নেবে কেমন করে? দোয়া কর, অন্তত ওর লাশটা যেন অক্ষত অবস্থায় পাই আমরা।'

দুর্বার গতিতে রওনা হয়েছিল পোসি বাহিনী, কিন্তু এখন তা মন্থর হয়ে এসেছে অনেকটা। কদম চালে ছুটছে ওরা যেন কয়েক ক্রোশ পাড়ি দিতে হলেও ঘোড়ার দম ফুরিয়ে না যায়। সমতল প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে ওরা। ফলে পথ একটু ঘোরা হলেও, বাধাবিঘ্ন না থাকায় এগোন সহজে হচ্ছে। মাঝে-মধ্যে গরুর পাল চোখে পড়ছে ওদের, ঘেসো জমিতে চরছে। বাথানের এই অংশটাই কেবল দেখা বাকি ছিল কর্টেযের। ও লক্ষ্য করল জায়গাটা বিগ চীফ পর্বতমালার লাগোয়া, তৃণভূমিতে যেতে হলে অজস্র পাথরচাঁই আর ছোটখাট টিলার বেষ্টনী পেরোতে হয়। এক কথায় বলা চলে দুর্গম।

'প্রথম যখন গরু খোয়া যেতে শুরু করে,' জানাল ল্যারি, 'বুড়ো সায়মন ভেবেছিল ওরা দলছুট হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই কেবিন বানাল, ব্যবস্থা করল সীমানা পাহারার—কিন্তু ফুটো বন্ধ হল না তাতে।'

ডুরানের ওপর চোরা নজর রাখছিল কর্টেয। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও, একরকম জেদ করেই পোসি দলের সঙ্গে এসেছে সে। এ মুহূর্তে ও ফোরম্যানের পাশাপাশি ছুটছে এবং কোন শলাপরামর্শে বিভোর হয়ে আছে দুজন। কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে কর্টেয। পুরো ব্যাপারটাই যদি সাজা হয়ে থাকে, এই লোকগুলো যে পাকা অভিনেতা তাতে সন্দেহ নেই। বাডের নিহত হওয়ার ঘটনাটা ওর কাছে পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত। অকুস্থলে না গিয়েও সে নিশ্চিত বুঝতে পারছে বাড বেঁচে নেই। কোন প্রয়োজনই ছিল না এর। কর্টেযের বিশ্বাস করতে বাধছে এই হত্যাকাণ্ডটা মূল পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। দুর্ঘটনা? নাকি সত্যি সত্যি জরুরি হয়ে উঠেছিল ওকে সরিয়ে ফেলা? বাকি পথটুকুতে ওর মুখ থেকে একটি শব্দও আদায় করতে পারল না ল্যারি। বার কয়েক আলাপ জমানর ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল সে এবং গন্তব্যে না পৌঁছা অবধি চুপ করে রইল।

'ওই যে কেবিন!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যারি।

ছোট, তবে শক্ত মোটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। দেয়ালে কাদামাটির প্রলেপ। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে শান্তই মনে হয় পরিবেশ। কিন্তু বাস্তব নিষ্ঠুর: বিয়োগান্তক ঘটনাটা এখানেই ঘটেছে। জিঞ্জারই সবার আগে সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর বন্ধুর দেহটা দেখল। ঘোড়া থেকে নেমে টুপি খুলে অপলক দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে রইল সে। কেবিন থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে, ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের শরীর। একনজরেই নিষ্ঠুরতম সত্যটা সে জেনে ফেলেছে।

একে একে মাটিতে নামল সবাই, টুপি খুলে নিহত সাথীর মরদেহের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। লাশ পরীক্ষা করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল

ফোরম্যান। খুলিতে আঁচড় কেটেছে একটা বুলেট এবং বুকের বাঁ পাশে জমাট বাঁধা রক্ত দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহ স্পর্শ করল না র‍্যাটলার, চোখ বুলিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'মারা গেছে,' ঘোষণা করল সে। 'দুটো গুলি লেগেছে। তোমাদের মধ্যে দুজন ওকে নিয়ে যাও কেবিনে। ফিরে গিয়ে আমরা ওয়াগন পাঠিয়ে দেব। এখন ছড়িয়ে পড় সবাই–ট্রেইল করতে হবে।'

এবার কর্টেয নাক গলাল। 'এক মিনিট, সিনর।' ঝুঁকে পড়ে সাবধানে নিহত লোকের ঘাড়ের কাছে শার্টের কলারটা সরাল সে, আর সেই সাথে কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নিচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে পড়ল। 'মাথার আঁচড়টা কিছুই নয়, যদিও সম্ভবত ওটার জন্যই মাটিতে পড়ে যায় ও,' খেই ধরল কর্টেয। 'ওর মারা যাওয়ার আসল কারণ এটা–ছোরা।'

মৃতদেহের অদূরে পড়েছিল বাডের রিভলভার, সেটা কুড়িয়ে নিল সে। একটাও গুলি ছোঁড়া হয়নি। ঘটনাস্থলে ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে: ঘাস থেঁতলান, এক জায়গায় গভীরভাবে ফুটে আছে কাউবয়ের হাই-হিল বুটের দাগ। বোধহয় উঠে দাঁড়ানর প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিল।

'কিভাবে ঘটেছে জেনে কি লাভ এখন?' বিরক্তির সঙ্গে বলল ফোরম্যান। 'ও নেই এটুকুই যথেষ্ট; কাজটা যাদের আমরা এবার তাদের পিছু নেব।'

উত্তর দিল না কর্টেয। ইতিমধ্যে লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করছে ও। অন্যরা হামলাকারীদের ট্রেইল খুঁজছে। সহসা ঘাসের মধ্যে চকচকে একটা বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। উবু হয়ে ওটা সে পকেটে পুরল।

হাঁটতে হাঁটতে কেবিনে গেল কর্টেয। একটাই কামরা। আসবাবের মধ্যে দুটো বাংক, একটা টেবিল, খানদুয়েক চেয়ার, এবং একটা চুলো। তাকের ওপর কিছু গোলাবারুদ, তামাক আর খাবার রাখা। দেখে মনে হয় এগুলো ছোঁয়নি কেউ। ওদিকের একটা বাংকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে বাডের মরদেহ। মোটা কম্বল দিয়ে ওকে ঢেকে দিল জিঞ্জার। ওর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানা থমথমে, ভয়াল দেখাচ্ছে: এর আগেও মানুষের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে সে, কিন্তু এবার তার বীভৎসতা স্পর্শ করেছে ওকে। ওর কাঁধে হাত রাখল কর্টেয।

'জিঞ্জার,' গাঢ় স্বরে বলল সে, 'রিজার্ভেশনে যাওয়ার জন্য এখনই উতলা হয়ো না।'

পাঁই করে ঘুরল কাউবয়, ওর সংকুচিত অশ্রুসজল চোখজোড়া যেন ভেদ করল অপরজনের খুলি। 'কর্টেয,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ও, 'তোমার যদি কিছু জানা থাকে–'

'জানি না, তবে সন্দেহ করছি,' শান্ত জবাব এল। 'যখন প্রমাণ পাব, তোমার হাতে তুলে দেব ওকে, তা সে যে-ই হোক না কেন, ওয়াদা।'

হাত বাড়াল জিঞ্জার এবং আন্তরিকভাবে ওরা করমর্দন করল। তারপর, আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা মানুষটার দিকে ফিরে, ধরা গলায় শপথ করল সে, 'আমি তোমার খুনের বদলা নেব, দোস্ত, কিচ্ছু ভেব না তুমি।' হনহন করে ওখান থেকে চলে গেল কাউবয়।

কর্টেয এগোল ওর পেছন পেছন, ঘোড়ায় চেপে মিলিত হলো অন্যদের সঙ্গে। একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল হানাদারদের ট্রেইল। কেবিনের কাছেই যে কটনউড ঝোপের ভেতর ওত পেতে ওরা দুই বাথানকর্মীর অপেক্ষায় বসেছিল সেটাও দেখতে পেল ওরা। সবকটা নাল পরান ঘোড়া। কেবল এই তথ্যটা ছাড়া ট্র্যাক থেকে আর কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি হলো না ব্লেইন।

'চল, ভাইসব, পিছু নিই।' ওর নির্দেশে সবাই জোর কদমে ছুটল চোরাই গরুর ফেলে যাওয়া ট্রেইল ধরে।

'অনেক গরু,' ট্র্যাকগুলো লক্ষ্য করে বলল ল্যারি। 'কম হলেও তিন-চার কুড়ি হবে।'

'চারের বেশি,' জানাল কর্টেয। 'এবং বেশ জোরে ছুটিয়েছে।'

ছাপের গভীরতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা, তবে পরের দিকে, যখন ট্রেইল পাথুরে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, গতিবেগ হ্রাস পেয়ে থাকাই স্বাভাবিক। এক ঘণ্টার মাথায় পোসি বাহিনী ভয়ঙ্কর উঁচু-নিচু, ভাঙাচোরা এলাকায় এসে পড়ল। চারদিকে অজস্র পাথর ছড়ান ছিটান, আগাছা পরিপূর্ণ ঢাল, কোথাও কোথাও কটনউড আর দেবদারুর ঝাড়। খুব দ্রুত এগোতে না পারলেও গরুচোরদের চেয়ে জোরে ছুটছে ওরা এটা বুঝতে পেরে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে পোসি বাহিনী। কিছুক্ষণ পর এল বিপদসংকেত: আচমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল এবং উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল তার বেগ। ওরা আঁচ করল এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে। কাল হয়ে গেছে আকাশ। আবহাওয়া শীতল।

'শালার ঝড় আসছে,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল র‍্যাটলার। 'আমাদের থামতে হয়।'

ঝটপট মাটিতে নেমে পড়ল সকলে, স্লিকারে আপাদমস্তক শরীর ঢেকে নিয়ে বাতাসের দিকে পেছন ফিরিয়ে ঘোড়া বাঁধল, তারপর আশ্রয়ের সন্ধান করল নিজেদের জন্য। পাথরচাঁই অথবা মোটাসোটা বৃক্ষকাণ্ডের পাশে জড়সড় হয়ে অনিবার্য দুর্ভোগ পোয়ানর অপেক্ষায় রইল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর প্রচণ্ড ঝড় এসে চড়াও হলো ওদের ওপর। সাঁই-সাঁই বাতাস ছিনিয়ে নিতে চাইছে পরনের কাপড়, চোখে-মুখে সুচের মত হুল ফোটাচ্ছে অজস্র বালুকণা। বর্ষাতিতে মুখ ঢেকে রয়েছে ওরা, তবু বাধা মানছে না হাওয়াই হামলা। ঘোড়াগুলোও অশান্ত হয়ে উঠেছে, দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওদেরকে এভাবে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে ঝড় থেমে গেল। স্যাডল আর স্লিকারের ওপর বন্ধ হলো বালুর অবিশ্রাম দাপাদাপি। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল সকলে, কাঙালের মত হাত বাড়াল ক্যান্টিনের দিকে।

'বাপস্, ঝড় বটে!' মন্তব্য করল ডার্টি, পানি খাওয়ার পর ফের চালু হয়ে গেছে গলা। 'কিন্তু এত বালু এল কোত্থেকে?'

'হাহ্! এটা আবার একটা চিন্তার বিষয় হলো নাকি,' ফোরম্যান বিরক্ত। 'মরুভূমি থেকে। আর এই ট্রেইল যদি ওদিকেই গিয়ে থাকে—এবং আমার বিশ্বাস তাই গেছে—কোন ট্র্যাকই পাওয়া যাবে না। এতক্ষণে মুছে গেছে।'

আধঘণ্টা পর বোঝা গেল ব্লেইনের সংশয় অমূলক নয়। মরুভূমির কিনারে এসে শেষ হয়ে গেছে ক্যাটল ট্র্যাক। কিছুক্ষণ আগের ঝড়ে বালুর বুক সমান, মসৃণ। হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল ফোরম্যান।

'হারামিগুলোর কপাল,' বলল সে। 'তো আর এগিয়ে লাভ নেই। ট্র্যাক ছাড়া মরুভূমিতে গরু খোঁজা আর অমাবস্যার চাঁদ দেখা একই কথা।'

নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। তরুণরা স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ, হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবটা মনঃপূত হয়নি। কিন্তু ব্লেইন অনড়। কর্টেয নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল।

'শোন, ব্লেইন, স্বীকার করছি এরকম অবস্থায় খোঁজা বৃথা,' বলল সে, 'তবু আর একজন কারোকে সাথে নিয়ে আমি না হয় একটু ঘুরে-ফিরে দেখি যদি কোন ট্রেইল চোখে পড়ে।'

মুখ বাঁকাল সাপ। 'ঠিক আছে, দায়িত্বটা যখন তোমারই, যাও। তা আবার একজন সহকারী চাইছ কেন—বিনয়?'

নির্বিকার রইল কর্টেয। 'লোক চাইছি কারণ ট্রেইলটা যদি পেয়েই যাই, তোমাদের ডেকে আনতে পাঠিয়ে দেব ওকে, আর আমি ওদের পেছনে লেগে থাকতে পারব,' ব্যাখ্যা করল সে। 'বার্টনকে নেব আমি—ওর ঘোড়াটা জোরে ছুটতে পারে।'

বিরস মুখে মাথা ঝাঁকাল ব্লেইন। 'এমনিতেই আমাদের লোক কম, তার ওপর এখন ফালতু কাজে যাবেন দুজন। একা গেলেই পারতে।'

এর বেশি আর কিছু বলল না সে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একা হয়ে গেল কর্টেয আর ল্যারি। দায়িত্বটা ও পাওয়ায় গোটা দলের মধ্যে একমাত্র জিঞ্জারেরই হিংসা হলো। ছাড়াছাড়ির সময় ও বলল, 'ট্রেইল খুঁজে বের কর, তারপর আমরা উড়ে চলে আসব।'

'চমৎকার ইন্ডিয়ান কৌশল, মরুভূমি পেরোন,' মন্তব্য করল ল্যারি।

'ইন্ডিয়ান কৌশল না ছাই,' তিরস্কার করল কর্টেয। 'তুমি নিশ্চয় রেডস্কিন থিওরি বিশ্বাস কর না?'

'কিন্তু ডুরান যে বলল—'

'ডুরান বলল! কেন, ডুরান কি ফেরেশতা? সদা সত্য কথা বলে। বোঝার চেষ্টা কর, মাথাটা ঘামাও একটু। জীবনে শুনেছ, সুযোগ পেয়েও দু-দুটো রাইফেল, গোলাবারুদ কখনও ফেলে গেছে ইন্ডিয়ানরা?'

ভাঁজ পড়ল ল্যারির কপালে। 'ঠিক, ব্যাপারটা মিলছে না,' স্বীকার করল সে।

'এবং এটাও মেলে না,' বলে লাশের পাশে যে জিনিসটা পড়ে পেয়েছিল কর্টেয সেটা বের করল।

'কি ওটা?' ল্যারি কৌতূহলী।

'একটা পকেট মেশিন—সিগারেট বানানর। এই যে দেখ, কিভাবে কাজ করে যন্ত্রটা।'

তামাক আর কাগজ বের করল কর্টেয। অল্পক্ষণের ভেতর তৈরি হয়ে গেল একটা সিগারেট। চোখ কপালে তুলে ল্যারি দেখল পুরো ব্যাপারটা।

'নিশ্চয়ই এটা বাডের নয়?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'না, বাড হাতে রোল করত,' জানাল ল্যারি। তারপর যোগ করল, 'ভাল সূত্র পাওয়া গেছে। জিনিসটা কার জানতে পারলেই—'

'তাকে তুলে দেব জিঞ্জারের হাতে,' ল্যারির মুখের কথা কেড়ে নিল কর্টেয। 'কিন্তু তার আগে আমাদের ওই ট্রেইলটা খুঁজে বের করতে হবে। এই মরুভূমি কেমন চেন তুমি?'

'মোটামুটি। একবার অতিক্রম করেছি। খুব বড় না, তবে কোনরকম ট্র্যাক ছাড়া এগোন মুশকিল। আমার মনে হয় আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে ডান প্রান্ত ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখা কোন ট্রেইল ওদিক দিয়ে বেরিয়েছে কিনা।'

'তা হলে যত শিগ্‌গির শুরু করা যায় ততই ভাল,' বলল কর্টেয। 'এস।'

যতটা পারা যায় মরুভূমির কিনার ঘেঁষে রওনা হলো ওরা। বাডের হত্যাকাণ্ড ভাবিয়ে তুলেছে কর্টেযকে। যদি গুলিতে মারা যেত অনায়াসে এটাকে হামলার ফল বলে মেনে নেয়া যেত। কিন্তু ছোরার ক্ষতটা একটা কদর্য ইঙ্গিত দিচ্ছে। কর্টেযের দৃঢ় বিশ্বাস, হানাদারদের কারোকে চিনে ফেলেছিল বাড, এবং বেফাঁস বলে ফেলে সেটা। ডুরান বলছে শুরুতেই বাডকে ধরাশায়ী হতে দেখে সে এবং ও মারা গেছে বুঝতে পেরে নিজে সরে যায় ওখান থেকে। তখন ওর লক্ষ্য ছিল একটাই—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবরটা বাথানে পৌঁছান। একে মিথ্যা প্রমাণিত করে এরকম কোন সূত্র নেই কর্টেযের হাতে, অথচ তবু এটা সে বিশ্বাসও করতে পারছে না।

ছয়

ওয়াই যেড বাথানের বিশাল লিভিং রুমে বসে বুড়ো সায়মন আর তার মেয়ে ফোরম্যানের মুখ থেকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলো। বাডের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জেনে নরিনের চোখ ভিজে উঠল। বাড ছিল বাথানের কনিষ্ঠতম কর্মচারী। সর্বদা হাসি-খুশি থাকত, একাই মাতিয়ে রাখত সবাইকে। থমথমে মুখে পুরো ঘটনাটা শুনল সায়মন, দাড়ির ফাঁক দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল অজ্ঞাতনামা আততায়ীর উদ্দেশে।

'তোমার কি ধারণা, ব্লেইন?' বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

'বরাবরই যা বলে আসছি আপনাকে, বস,' জবাব দিল অপরজন। প্রচ্ছন্ন বিজয়ের সুর ধ্বনিত হচ্ছে কণ্ঠে। 'ডুরান বলেছে ওদের সকলের মুখে রঙ মাখা ছিল।'

'আশ্চর্য, কেবিনটা লুট করেনি,' বিস্ময় প্রকাশ করল বুড়ো। 'ইন্ডিয়ানরা এই সুযোগ হাতছাড়া করে না।'

'হাহ্! বোধহয় মাথায় আসেনি। গরুর পাল নিয়ে সটকে পড়েই সন্তুষ্ট থেকেছে,' সমাধান দিল র‍্যাটলার।

'এবারের লোকসানটাই সবচেয়ে মারাত্মক। প্রায় আশিটা হবে বললে না?'
ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান। 'জি।'

'কর্টেয আর বার্টনকে রেখে এসেছ আর একটু ঘুরে ফিরে তল্লাশি করতে?'

'জি, এ ছাড়া আর কী-বা করবার ছিল। অযথা সবাই থাকার মানে হয় না। আমি বলব কাজ দেখাবার এমন চমৎকার সুযোগ মেক্সিক্যানটা আর পাবে না। অবশ্য ইতিমধ্যেই যদি সে অন্যরকম কিছু করে না থাকে।'

ঝট করে চোখ তুলল বুড়ো সায়মন। 'স্পষ্ট করে বল,' বলল সে। 'তুমি কি মনে কর—'

'ম্, আমিই যে ঠিক, তা দাবি করছি না,' ঢিমে তালে শুরু করল ব্রেইন। 'কিন্তু একটিবার ভেবে দেখুন। লোকটা সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। আপনিই ওকে কাজে লাগিয়েছেন এবং নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। অথচ চুরি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক—ক্রমশ বাড়ছে।'

'অর্থাৎ, তুমি বলছ সেও জড়িত এতে?'

শ্রাগ করল ফোরম্যান। আড়চোখে একবার তাকাল মালিক দুহিতার দিকে।

'ঠিক তা না,' কৌশলের আশ্রয় নিল সে, 'তবে এরকমটাও হতে পারে।'

'তা যদি হয়, তা হলে অ্যাপাচিদের লোক ও,' থমথমে গলায় বলল নরিন। 'কিন্তু মনে রাখা দরকার, ও একজন শ্বেতাঙ্গ—এবং শ্বেতাঙ্গদের অ্যাপাচিরা বিশ্বাস করে না।'

'হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা বটে,' কর্টেযকে খাট করতে গিয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে উপলব্ধি করে মুখরক্ষা করার প্রয়াস পেল র‍্যাটলার। 'তবু কোনকিছুই হলফ করে বলা যায় না। আর তাছাড়া, তুমিও নিশ্চয় একমত হবে আমার সঙ্গে, এপর্যন্ত মেক্সিক্যানটা কোন কাজই দেখাতে পারেনি।'

'তার চেয়ে বরং এক কাজ করা যাক,' বলল নরিন, 'আমরা সবাই কামনা করি ট্রেইলটা যেন আবার খুঁজে পায় ও। এতগুলো গরু, বেমালুম হওয়ায় উবে যেতে পারে না।'

'ঝড় আসাতেই বেঁচে গেল ওরা,' অজুহাত দেখাল ফোরম্যান। 'কর্মচারীদের আমি বলেছি তৈরি থাকতে, কর্টেযের সংকেত পেলেই যাতে রওনা দেয়া যায়।'

বিদায় নিল র‍্যাটলার। কিছু সময়ের জন্য নীরবতা নামল ঘরে। তারপর নরিন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল:

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কি বিশ্বাস করিস না, মা?' ওর বাবার প্রশ্ন।

'এই—লুটেরাদের হয়ে কাজ করছে কর্টেয। ওকে আমার এতটা নীচ বলে মনে হয়নি।'

'সংসারটা বড্ড কঠিন, মা, শুধু চেহারা থেকে কিছুই বোঝা যায় না,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সায়মন। 'তবে কেন যেন আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না এটা। যাকগে, দায়িত্ব এখন পুরোপুরি কর্টেযের একার—ওর সততার প্রমাণ ওকেই দিতে হবে।'

*

বিকাল নাগাদ কর্টেযের হাঁক শুনে ওর পাশে চলে এল বার্টন। এতক্ষণ সে মরুভূমির অন্য পাশে ট্র্যাকের সন্ধান করছিল। ওদের সামনেই একটা ক্ষুদ্র নালা, মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। উঁচু পাড় থাকায় বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, ফলে বালুর ওপর গরু আর ঘোড়ার ট্র্যাক রয়ে গেছে।

'আউ!' উল্লাসধ্বনি করল ল্যারি। 'এখানে এসে সরে গেছে মরুভূমি থেকে।'

'হুঁ,' সংক্ষেপে সায় জানাল কর্টেয। ট্রেইলটা আরও কাছ থেকে জরিপ করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া হাঁটিয়ে নালায় নেমে গেল সে। 'কি বুঝছ?'

বন্ধুর দেখান জিনিসটা লক্ষ্য করল ল্যারি। শিস বাজাল সুর করে। 'মাটিতে নেমেছিল একজন, পায়ে বুট ছিল–আমাদের মত বুট।'

ট্র্যাক থেকে বোঝা যায় কাউবয়েরা যে ধরনের বুট কাজের সময় পরে থাকে এটাও ছিল তেমনি চোখা জাতের। এ জিনিস ওরা শখ করে ব্যবহার করে না, ওদের যা কাজ তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেই বুট পরা অপরিহার্য–খালি পায়ে ছোটাছুটি করে গরু বা ঘোড়ার গলায় দড়ি পরানর কথা পশ্চিমে কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

'একজন সাদা চামড়া আছে ওদের সঙ্গে,' রায় দিল ল্যারি।

'মোটে একজন?' কর্টেযের চোখে কৌতুক। 'নাহ্! যা ভেবেছিলাম, ততটা চালাক নয় ওরা। আমি ইন্ডিয়ান সাজতে চাইলে, প্রথমেই যেটা বাদ দিতাম, তা হচ্ছে বুট।'

ল্যারির চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তার মানে রাসলাররা আসলে শ্বেতাঙ্গ–কিন্তু ইন্ডিয়ান সেজে আসছে?'

'আলবত,' দৃঢ় জবাব এল। 'বার্ডের দুর্ভাগ্য; ও চিনে ফেলেছিল, তাই ওর মুখ বন্ধ করে দিতে হয়েছে ওদের।'

'ঠিক, ঠিক।' খানিক চিন্তা করে সায় দিল ল্যারি।

'নাও, অনেক কথা হলো,' তাড়া লাগাল কর্টেয, 'এবার রওনা হই। বেলা থাকতে থাকতেই দেখা যাক আমাদের কোথায় নিয়ে যায় এই ট্রেইল।'

স্বচ্ছন্দে এগোতে পারছে দুজন। স্পষ্ট ট্রেইল, গরুচোরেরা যেখানেই বাধা পেয়েছে ঘুরে গেছে। তবে খুব বেশি দূর যেতে পারল না ওরা, অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় বাধ্য হলো যাত্রাবিরতি করতে। ছোটখাট একটা বালুর ঢিবির আড়ালে ক্যাম্প করল ওরা যেন আগুন জ্বালালে দূর থেকে সহজে কারো চোখে পড়ে না যায়। সঙ্গে খাবার ছিল ওদের, খেয়ে দুজনেই ঢুকে পড়ল কম্বলের নিচে, এবং মড়ার মত ঘুমাল। সূর্যোদয়ের সময় বিছানা ছাড়ল ওরা, নাস্তা সেরে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল।

'তুমি ওয়াই যেডে ফিরে গিয়ে লোকজন ডেকে আন,' বলল কর্টেয। 'ব্লুকে নিয়ে বেরোন উচিত ছিল আমার; তাড়াতাড়ি তুমি বাথানে পৌঁছাতে পারতে।' হ্যাচেট-স্ ফলিতে প্রথম যে পনিতে চেপে এসেছিল কর্টেয, এখন সেটাই রয়েছে ওর সঙ্গে।

'তাই?' বলল বার্টন। বন্ধুর ঠাট্টা ও ঠিকই ধরতে পেরেছে।

'কোন আগ্নেয়গিরির পিঠে চড়ার শখ আমার নেই। তোমার ওই ঘোড়াটা তো—ভিসুভিয়াস। আমার, বাপু, এই ছোট ঘোড়াই ভাল, হুঁহ্!'

'বেশ,' বলল কর্টেয। 'তবে—'

'যাও, তুমি খুঁজে বের কর ওদের,' ঘোড়া ঘুরিয়ে বলল ল্যারি, 'আমি এই এলাম বলে।' তারপর খানিক দূর গিয়ে চিৎকার করে যোগ করল, 'দেখ আমরা আসার আগেই যেন সব মজা শেষ করে দিও না।'

'তোমার জন্য থাকবে,' বলল কর্টেয। 'আর শোন, কারোকে কিছু ভেঙে বলার দরকার নেই—স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে।'

শ্রাগ করে ল্যারি রওনা হয়ে গেল বাথান অভিমুখে। উপদেশ দেয়ায় ওর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে, বুঝতে পারল কর্টেয। ছেলেটা ভাল, ও ভাবল, কিন্তু এখনও শেখার অনেক বাকি আছে।

ঘণ্টা দেড়েক ট্র্যাক করার পর কর্টেয দেখল এক জায়গায় এসে ওর ট্রেইলটা আরও বড় এবং অপেক্ষাকৃত পুরান একটা ট্রেইলের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেছে ট্র্যাকগুলো। আলাদাভাবে কোনটাকে চেনা যাচ্ছে না। কর্টেযের মনে হলো ইতিপূর্বে ডবল এক্সগামী যে ট্রেইলটার সন্ধান পেয়েছিল সে এটার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। আরও দু-তিন মাইল এগোনর পর দেখা গেল ওর অনুমান ঠিক। একটা ব্লাইন্ড ক্যানিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। গতবার এর ভেতরেই ও তল্লাশি চালিয়েছিল। ক্যানিয়ন থেকে নেমে এসেছে একটা ক্ষুদ্র ঝরনা। তার ওপাশে পাথুরে জমি, এবং তারপর আবার ট্রেইল, সোজা চলে গেছে ডবল এক্সে। চোরাই গরুগুলো কি তবে ওই বাথানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে? পরক্ষণেই সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল সে। ওর মন খুঁতখুঁত করছে।

ক্যানিয়নটা বোধহয় আর একবার ঘুরে-ফিরে দেখা উচিত, ও ভাবল।

ঝরনায় নামল কর্টেয, মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে এগোল উজানে, ট্র্যাকের খোঁজে দু-তীরে নজর বোলাচ্ছে। হঠাৎ, থমকে দাঁড়াল সে। এক জায়গায় পাড় থেকে ছোট্ট একটা ট্রেইল ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর চলে গেছে। দেয়ালের গায়ে ফাটল। বালুর ওপর ফুটে আছে ঘোড়ার পায়ের ছাপ। হোলস্টারের পিস্তল দুটো ঢিলে করে দিয়ে, ওদিকে এগোল পাঞ্চার। প্রথম দর্শনে যা ভেবেছিল, ফাটলটা তার চেয়ে বড়, ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা হলেও অনায়াসে যাতায়াত করা যায় ভেতরে। সাবধানে এগোচ্ছে ও, মাথা নুয়ে রেখেছে যেন গাছের ডালে ধাক্কা না খায়। যত ওপরে উঠছে ও ততই ঘন হচ্ছে গাছপালা।

আচমকা একটা শক্ত দড়ির ফাঁস নেমে এল ওর ঘাড়ের ওপর, হ্যাঁচকা টানে স্যাডলচ্যুত করল ওকে। এরকম অতর্কিত হামলায় ঘাবড়ে গেল ওর ঘোড়াটা, চিঁ-চিঁ করে সোজা হলো পেছনের দুই পায়ে, ভারসাম্য হারিয়ে ট্রেইল থেকে পড়ে গেল নীচের ঝোপে। ওদিকে কর্টেয চিত হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ামাত্র দুজন লোক লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ওরা হাত বাঁধা থাকলেও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সহজ হবে না। ডান পা ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলে চকিতে লাথি ঝাড়ল কর্টেয, একজনের তলপেটে আঘাত হানল ওর বুটের হিল, পিছিয়ে গেল লোকটা, অঁক করে গোঙানির শব্দ বেরোল গলা থেকে,

ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। অপরজন সরে গেল একপাশে, তারপর বন্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার আরও দুজন লোক আবির্ভূত হলো মঞ্চে, ওদের সাহায্যে কর্টেযকে উপুড় করল সে, কবজি দুটো বাঁকিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধল।

'বাঁচতে চাইলে হাঁট, নইলে এখানেই জ্যান্ত গোর দেব তোমাকে,' হুঙ্কার ছাড়ল দুর্বৃত্তদের একজন।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল কর্টেয, বিনা প্রতিবাদে অনুসরণ করল। দুর্বৃত্তরা চারজনের একটা দল। প্রত্যেকের পরনেই কাউবয়ের পোশাক, মুখ রুমালে ঢাকা, কেবল চোখের জায়গায় ছোট্ট দুটো ফুটো। টুপির কারনিস কপালের ওপর টেনে নামিয়ে দিয়েছে যেন পরিচয়ের বাকি চিহ্নগুলোও ঢাকা পড়ে যায়। কর্টেয যে লোকটাকে লাথি মেরেছিল সেই থেকে ব্যথায় কোকাচ্ছিল সে।

'আহ্, তুমি থামবে,' বিরক্ত প্রকাশ করল একজন। 'দোষ তোমারই, যেমন সামনে থেকে আক্রমণ করতে গেছ।'

জবাবে খিস্তি করল আহত লোকটা, আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে টলতে টলতে এগোল। ফাটল গলে দেয়ালের ওপাশে গিয়ে থামল ওরা। কর্টেয দেখল সামনে একফালি ঘেসো জমি, এবং শেষ প্রান্তে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। এর আগে ওর সঙ্গে কথা বলেছিল যে লোকটা এখন সে আবার মুখ খুলল:

'নিচের ওই ট্র্যাকগুলো ইচ্ছে করেই তৈরি করেছি,' ভেংচি কাটল, 'আর তুমিও সুন্দরভাবে পা দিয়েছ ফাঁদে। এই দেশটা দেখা বোধহয় তোমার খুব সাধ, তাই আমরা ঠিক করেছি তোমার সেই সাধ পূরণ করব। পাহাড়ের কিনার থেকে তোমাকে ঝুলিয়ে দেব। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে দেখে দেখে, হাঁক দিও, কেউ না কেউ শুনতে পাবে তোমার গলা।'

দলপতির কথায় আমোদ পেল ওরা, খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল। যে লোকটা লাথি খেয়েছিল সে যোগ করল, 'আশা করি এতে তোমার পরের ব্যাপারে নাক গলানর স্বভাব ঘুচবে।'

'পা বললেই ঠিক হত না, স্নাব?' সঙ্গীর কাটা ঘায়ে নুন ছিটাল অন্য একজন, তারপর নিজের অসাবধানতার কারণে জিভ কাটল।

'রাগ কোরো না, মরা মানুষ কথা বলতে পারে না,' ওজর দেখাল সে।

'হয়তো; কিন্তু তাই বলে তোমার দোষ মাফ হয় না,' ক্রুদ্ধ উত্তর এল।

শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্টেয। নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পারছে—এখানে প্রতিবাদ নিরর্থক। এই লোকগুলো যে বাথান হামলার সঙ্গে জড়িত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, লুটের মাল নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে ওরা ফাঁদ পেতেছে ওর জন্য—আর সে ওই ফাঁদে ধরা দিয়েছে। প্রয়োজনে নিজেদের পথের কাঁটা সরাতে এরা কুণ্ঠিত হবে না, বাডের হত্যাকাণ্ডে প্রমাণ হয়ে গেছে তা। ওর সহকর্মীরা ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে এমন আশা করা বোকামি: ক্যানিয়নে ঢোকার আগে ট্রেইল গোপন করে ও নিজেই তার পথ বন্ধ করে এসেছে।

'কিছু বলবে?' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'তাড়াতাড়ি খুনটা করে তোমাদের কাজ সার।'

'খুন?' ভেংচি কাটল অপরজন। 'কেন, আমরা তেমন কিছু করতে যাচ্ছি না তোমাকে। অবশ্য তুমি যদি অনন্তকাল ঝুলে থাকতে চাও, তোমার খিদে লাগবে–তবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার অভিরুচি।'

দলপতির ইশারায় ল্যাসোর ফাঁসটা একজন কর্টেযের দুই বগলের নিচে আটকে দিল, আর একজন কাছাকাছি একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধল দড়ির মাথা। বাকি দুজন মার্চ করে পাহাড়ের কিনারে নিয়ে গেল ওকে, আচমকা লাথি মেরে ওর পা দুটো সরিয়ে দিল মাটি থেকে। কর্টেয অনুমান করল ওরা দড়ি টেনে ধরে থাকায় তার কোনরকম ঝাঁকি লাগল না। দেয়ালের গায়ে ওকে ঝুলিয়ে রেখে বিদায় নিল লোকগুলো, স্যাডলে চেপে উধাও হওয়ার আগে বিদ্রূপ করে 'অ্যাডিওস' বলতে ভুলল না।

সাবাডিয়া অনুভব করছে তার উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। দুর্গম এক অঞ্চলে রয়েছে সে। এরকম এলাকায় কালেভদ্রে মানুষ আসে, সুতরাং সহসাই আজ কেউ এসে পড়বে তার সম্ভাবনা কম। বহু নিচে ক্যানিয়নের তলদেশ আবছা আবছা চোখে পড়ছে ওর, মাথা পেছনে হেলিয়ে দেখতে পেল পাহাড়ের প্রান্ত বড়জোর দশ ফুট দূরে রয়েছে। মাত্র দশটা ফুট, কিন্তু যেহেতু ওর হাত বাঁধা দূরত্বটা দশ হাজার হলেও ক্ষতি ছিল না। কবজিতে চাপ প্রয়োগ করল কর্টেয, লাভ নেই–মজবুত পাকা চামড়ার দড়ি।

খাদ্য, পানি ছাড়া কতদিন বাঁচে মানুষ ধারণা করতে চেষ্টা করল সে। অনেক দিন, সন্দেহ নেই–অবর্ণনীয় যন্ত্রণাকাতর অনেক-কটা দিন ধুঁকে ধুঁকে একসময় শেষ হয়ে যায়। এখনই গনগনে সূর্য তার শরীরের সমস্ত জলীয় উপাদান যেন শুষে নিচ্ছে। পিপাসা পেয়েছে ওর। মানুষকে পিপাসায় মারা পড়তে দেখেছে ও। কর্টেয বুঝল ওর চিন্তাশক্তি জট পাকিয়ে যাচ্ছে, অথচ এ সময় কোনমতেই বুদ্ধি হারালে চলবে না। তাই এবার সে ঘাড় ফিরিয়ে আশেপাশে তাকাল। অন্য সময়ে, এই ভয়াল প্রকৃতির সৌন্দর্য মুগ্ধ করত ওকে। বিগ চীফ রেঞ্জ বহু শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে ওয়াই যেড বাথানের দিকে। এত অসংখ্য চূড়া, খাদ আর আগাছা পরিপূর্ণ খাঁজ যে গুনে শেষ করা যায় না। পাহাড়ের পর সীমাহীন উপত্যকা। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপন জেগেছে ঘাসের ডগায়। এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ঝরণা, রোদ পড়ে মনে হচ্ছে যেন চকচকে রূপার-ফিতে। বাঁয়ে, গাছপালাহীন একটা হলুদ ছোপ। ও অনুমান করল ওটাই মরুভূমি, স্থানীয় কাউবয়দের ভাষায় স্যান্ডি পারলার।

দূর-আকাশে একটা সঞ্চরমাণ কাল বিন্দু চোখে পড়ল ওর। শুরুতে ঈর্ষা জাগল মনে–পাখিটা স্বাধীন, যেখানে খুশি যেতে পারে। তারপর দ্বিতীয় একটা বিন্দু যোগ হলো প্রথমটার সঙ্গে, এবং তারপর আর একটা। অপলকে ওদের পানে তাকিয়ে রইল সে; ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে ওরা, মনে হয় সরাসরি ক্যানিয়ন অভিমুখেই আসছে।

শকুন! আঁতকে উঠল কর্টেয। কি দেখছে ব্যাটারা? পরক্ষণেই বুঝতে পারল–সে নিজেই ওদের লক্ষ্যবস্তু। 'খোদা!' বলল কর্টেয। বাঁচার সহজাত তাগিদে পাহাড়ের গা খামচে ধরল। 'জেনে-শুনেই হায়েনার দল পিস্তল কেড়ে

নেয়নি, ওগুলোর ভার কাজটা আরও কঠিন করে তুলবে আমার জন্য।'

সহসা টানটান হয়ে গেল ওর সমস্ত শরীর: পাহাড়ের গা অমসৃণ, মোটামুটি ধারাল একটা কোণের ওপর গিয়ে পড়েছে হাত, ঘষে বাঁধন কাটতে পারবে। দুরুদুরু বুকে কাজ শুরু করল কর্টেয, হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর শ্রমসাধ্য কাজ, শক্তি খাটাতে পারছে না, অথচ এটাই ওর একমাত্র সুযোগ। শকুনের সংখ্যা ইতিমধ্যে বেড়েছে, এখন কাল কাল ডানা মেলে ধীর গতিতে অথচ একনাগাড়ে এগিয়ে আসছে ছয়টা।

এখনও ওরা বাগে পায়নি আমাকে। দাঁতে দাঁত ঘষল কর্টেয। কিন্তু শুধু চিৎকার করে কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?

নিবিষ্ট মনে ফের ও নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। এত অবসন্ন লাগছে একেকবার মনে হয় এখুনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এদিকে পাখিগুলো আরও কাছে এসে পড়েছে, মাথার ওপর ক্রুদ্ধ চিৎকার আর ডানা ঝাপটানর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই নেমে এসে ওরা হামলা করবে, ও নিশ্চিত। ওদের সেই বিশাল বাঁকান নিষ্ঠুর ঠোঁট আর নিজের অরক্ষিত চোখজোড়ার কথা মনে হতেই কর্টেযের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

অলস চক্রে নেমে আসছে মরুভূমির হিংস্র শবভুকেরা। হঠাৎ একটু বেশি মাত্রায় সাহস দেখাল একটা, গোঁত্তা মেরে নেমে এল শিকার লক্ষ্য করে। ওকে আসতে দেখে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কর্টেয। আচমকা মহাশূন্যে বিজাতীয় শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল হানাদার পাখিটা এবং তখনকার মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল অন্যরা। কিন্তু আবার আসবে ওরা, সে জানে, মরিয়াভাবে হাত ঘষে চলল।

শিগ্গিরই বাস্তবে পরিণত হলো ওর আশঙ্কা। ঘের ছোট করে আনছে শকুনগুলো, সেই সাথে বাড়ছে ওদের পাখসাটের আওয়াজ। আবার একটা শকুন ছোঁ মারল ওর মুখ বরাবর, কিন্তু কর্টেয চেঁচিয়ে উঠতে পালিয়ে গেল। তবু, এত কাছে দিয়ে পাশ কাটাল যে ডানার ঝাপটায় ছড়ে গেল ওর গাল। পুরো ঝাঁকটাই এখন বিপজ্জনকরকমের সামনে এসে পড়েছে—একযোগে আক্রমণ শুরু করলে খেলা সাঙ্গ হতে সময় নেবে না।

অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করল কর্টেয এবং টের পেল সামান্য ঢিলে হয়ে গেছে বাঁধন। পরের চেষ্টায় ওর কবজির হাড় নড়ে যাওয়ার দশা হলো, তারপর ছিঁড়ে গেল দড়িটা। অসাড় হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত হাত দুটো, কিছুক্ষণ মুঠি খোলা-বন্ধ করে স্বাভাবিক করে আনল ওগুলো। তারপর একটা রিভলভার বের করে হামলা আসার অপেক্ষায় রইল। মোক্ষম সময়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সে, কারণ শকুনগুলো ওর অসহায়ত্বের কথা টের পেয়ে এবার জোট বেঁধে আক্রমণ করেছে। ওরা পুরোপুরি নাগালের ভেতর না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরল কর্টেয, তারপর ঝাঁক লক্ষ্য করে পরপর চারটে গুলি ছুঁড়ল। আর্তচিৎকার করে তিনটা হারিয়ে গেল নিচের অতল খাদে, বাকিগুলো সোজা উঠে গেল ওপরে। একটু বাদে ফের একাট্টা হলো।

রিভলভারে আবার গুলি ভরে ওটা হোলস্টারে রেখে দিল কর্টেয। তারপর পাহাড়ে চড়ার প্রস্তুতি হিসেবে অসাড় হাত দুটোকে মালিশ করল। আড়ষ্টতা কেটে

যেতে ঘুরে পাহাড়ের মুখোমুখি হলো সে, দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। নতুন জীবন পেয়ে কর্টেযের সাহস, শক্তি যেন বেড়ে গেছে শতগুণ, তবু নেহাত সহজসাধ্য হলো না কাজটা।

'ভাগ্যিস দড়িটা নতুন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। ক্যানিয়নের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে উঠে আসছে ধীরে ধীরে। 'পুরান হলে আর দেখতে হত না...'

একটু একটু করে ওপরে উঠছে ও। পাহাড়ের গা মোটামুটি এবড়োখেবড়ো, ফলে মাঝে-মধ্যে থেমে জিরিয়ে নিতে পারছে। তবু শেষপর্যন্ত নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে যখন টেনে হিঁচড়ে পাড়ে তুলল সে আর এক ফোঁটা দম রইল না ওর। হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল কর্টেয, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে, জিভ বেরিয়ে এসেছে। প্রায় মিনিট দশেক কিংবা তার সামান্য কিছু বেশি হবে ওভাবেই নিঃসাড়ে পড়ে রইল, তারপর উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

আবার শক্ত জমির ওপর দাঁড়াতে পেরে স্বস্তি পেল সে। ঘোড়াটা কোথায় পালিয়েছে ভাবতে চেষ্টা করল। জিভের তলায় দুআঙুল রেখে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল। কোন ফল না পেয়ে দড়িটা গুটিয়ে ফেলল কর্টেয, শুরু করল নামতে। যেখানে সে বন্দী হয়েছিল সেখানে পৌঁছে আর একবার শিস বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত, তারপর দুড়দাড় শব্দ শোনা গেল ঝোপের ভেতর এবং ওর পনিটা বেরিয়ে মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল।

'পাজি কোথাকার,' কপট রাগে ঘোড়াকে ভর্ৎসনা করল কর্টেয। 'তবু ভাল, তোর প্রশিক্ষণটা একেবারে মাঠেমারা যায়নি।'

ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা করল সে, তারপর আক্রমণকারীদের ট্রেইল করার আশায় স্যাডলে চেপে পাহাড়চূড়ায় ফিরে গেল। সফল হলো ওর প্রচেষ্টা, কয়েক মাইল ট্রেইলটা অনুসরণ করল ও, তারপর ওটা আরও চওড়া একটা ক্যাটল ট্রেইলের মাঝে হারিয়ে গেল। এই ট্রেইলটা ডবল এক্সের দিকে গেছে বলে সন্দেহ করল সে, কিন্তু ঘোড়সওয়ারেরা বাথানে গেছে না অন্য কোথাও তা বুঝতে পারল না।

আজকের মত তল্লাশিতে ক্ষান্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কর্টেয এবং ঘোড়া ঘুরিয়ে বাথানের উদ্দেশে রওনা হলো।

কোরালে ল্যারির দেখা পেল সে। ওর মুখেই জানল বাথানকর্মীরাও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ওকে অনুসরণ করে ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে যায় ওরা, তারপর ঝরনা আর পাথুরে প্রান্তর অতিক্রম করে বড় ট্রেইলে গিয়ে ওঠে। এখানে এসে ফোরম্যান রায় দেয় আর খুঁজে লাভ নেই এবং বাথানে ফিরে আসে সবাই।

'তোমার জন্য ভয়ানক চিন্তায় ছিলাম আমরা—বিশেষ করে র‍্যাটলার,' বলল ল্যারি। 'কোথায় ছিলে?'

'এই, কাছেপিঠেই,' জবাব দিল কর্টেয। 'স্নাব নামে কোন লোককে চেন?'

'হ্যাঁ। ডবল এক্সে কাজ করে। আলাপ নেই। তুমি কি—'

'তাই, করি,' হাসল কর্টেয। 'অবাক হওয়ার কিছু নেই, পৃথিবীতে সবই সম্ভব বলে একবার ভাবতে শিখলে কিছুই আর বিচলিত করতে পারবে না তোমাকে।'

'আচ্ছা,' বলল ল্যারি। 'ভাল কথা, আর একটু হলেই ভুলে বসেছিলাম–বুড়ো খোঁজ করছে তোমার। এইমাত্র সুন্দরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে-ই জানাল।'

'আর তুমি কিনা সুন্দরীর বার্তাটাই ভুলতে বসেছিলে।' চোখ টিপল কর্টেয।

'আহ্, চুলোয় যাও–' কিন্তু কর্টেয ততক্ষণে র‍্যাঞ্চ-হাউস অভিমুখে হাঁটা দিয়েছে।

সায়মনকে বারান্দায় পেয়ে গেল সে। নরিন আর ব্লেইন বসে আছে দুপাশে। মালিকের অনুরোধে ওর কি হাল হয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা দিল কর্টেয। যখন শেষ হলো ওর বলা, অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল ফোরম্যান, কিন্তু নরির ধমকে চেপে যেতে বাধ্য হলো।

'এর মধ্যে হাসির কি আছে শুনি? ঠাণ্ডামাথায় খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল ওকে।'

'ওহ্, মিস নরিন, ভুল করছ তুমি,' প্রতিবাদ জানাল র‍্যাটলার। 'ডবল এক্সের কর্মীরা–অবশ্যি সত্যি যদি তা-ই হয়ে থাকে ওই লোকগুলো–তামাশা করছিল ওর সঙ্গে। ঘণ্টা দুয়েক ওকে সূর্যস্নানের জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিল ওখানে, পরে টেনে তুলত। তুমি বোধহয় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, কর্টেয?'

'ঘাবড়ে? আর একটু হলেই কাবাব হয়ে যেতাম,' বলে মুচকি হাসল কর্টেয। 'তোমার বিশ্বাস এটা তামাশা ছিল?'

'আলবত,' জবাব দিল ফোরম্যান।

'কি জানি, আমার চেয়ে তুমিই বলতে পারবে ভাল,' অর্থপূর্ণ জবাব এল। 'শোন এরপর যদি কখনও তোমার বন্ধু স্নাবের দেখা পাও তাকে বলে দিও সাহস থাকলে তামাশাটা সামনাসামনি করতে।'

'ভুল,' চটে উঠল ফোরম্যান। 'ডবল এক্সে আমার কোন বন্ধু নেই, তবু স্নাবের সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয়–জানিয়ে দেব তোমার কথা।'

'তামাশা!' ঘৃণা ঝরল নরিনের কণ্ঠে, 'শকুনগুলোর কথা ভাবলেই আমার গা ভয়েই কাঁটা দিচ্ছে।'

'ওরা নিশ্চয় ওদের বলতে ভুলে গিয়েছিল আসলে এটা একটা তামাশা,' মুখ ঝাঁকাল কর্টেয, তারপর নরিনের পরবর্তী কথায় ফোরম্যানের মুখ কাল হয়ে যেতে দেখে পুলকিত হলো সে।

'এবারও বোধহয় ট্রেইল হারিয়ে ফেলছ তুমি?' হাসি-হাসি মুখ করে বলল মালিক দুহিতা।

'যদ্দূর সম্ভব অনুসরণ করেছিলাম আমরা, কিন্তু,' অজুহাত দেখাল অপরজন, ট্র্যাক না থাকলে সেটা আমার দোষ না। সবাই বলে এ তল্লাটে আমার সমান ট্র্যাকার আর কেউ নেই–কিন্তু যেখানে কোন ছাপই নেই, সেখানেও আমাকে সফল হতে হবে এ কেমন দাবি?'

'বাদ দাও, কথা বাড়ালেই বাড়ে,' এবার হাল ধরল বুড়ো সায়মন। 'ব্লেইন, তুমি বরং আরাম কর গিয়ে; তোমার ওপর দিয়ে প্রচুর ধকল গেছে আজ।'

তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে বুঝতে পেরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিল ফোরম্যান। যখন চলে গেল র‍্যাটলার, কেবলমাত্র তখনই বাথান মালিক

কর্টেযের দিকে ফিরল।

'তোমার বিশ্বাস এটা তামাশা ছিল না?'

কর্টেয হাসল। 'আমার রসবোধ সম্ভবত কম,' বলল।

'ডবল এক্স এই চুরির সঙ্গে জড়িত?'

'ঠিক জানি না, কোন প্রমাণ পাইনি—এখনও; তবে ডবল এক্স মার্কার সুবিধাটা কোথায় একবার তলিয়ে ভেবেছেন কখনও? এদিকে দেখুন।'

পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিল বের করল কর্টেয। কিছু আঁক কষে ফলাফলটা মালিকের হাতে তুলে দিল। 'এটা আপনার মার্কা,' বলল ও। 'আর পাশেরটা হচ্ছে তাতান লোহা আর ভেজা কম্বলের সাহায্যে আপনার মার্কাকে কি করা সম্ভব তার নমুনা।'

বাথান মালিক একনজর দেখল কাগজটা, তারপর নিচু স্বরে খিস্তি করল। 'খোদার কসম, পানি খাওয়ার মতই সোজা ব্যাপার। কাল সকালে ডেক্সটারকে ডেকে পাঠাতে হয়।'

'কোন লাভ হবে না,' সায়মনকে বোঝাল কর্টেয। 'ওরা যদি কাজটা করেও থাকে, কুকর্মের সাক্ষ্য রাখেনি। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতে ওরা একা না—আরও লোক আছে। আরও সাবুদ জোগাড় করতে হবে আমাদের; এভাবে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে কোন ফল পাবেন না।'

'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক,' সায় জানাল বুড়ো সায়মন। 'কাজটা তাহলে শ্বেতাঙ্গরাই করছে—কিন্তু ইন্ডিয়ান সেজে? ব্লেইনকেও, তাহলে, সন্দেহ থেকে দূরে রাখা যায় না।'

'এটা আমার নিছক অনুমান, তবে আপাতত কথাটা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে,' জবাব দিল কর্টেয। 'কাছেপিঠে আর কোন বাথান আছে যাদের গরুও চুরি যাচ্ছে?'

'এদিকে বাথান আর একটাই: ফ্রাইং প্যান, এখান থেকে ত্রিশ মাইল পশ্চিমে। মালিকের নাম লিমিং। হপ্তাখানেক আগে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে হ্যাচেটে—তখন এরকম কিছু শুনিনি।'

আলাপের সময় নিজের অজান্তেই বারবার নরিনের ওপর কর্টেযের চোখ পড়ছিল। প্রত্যেকবারই ও দেখতে পেল অনিমেষে ওকে লক্ষ্য করছে মেয়েটা। আবছা আলোয় পটে আঁকা ছবি মনে হচ্ছে ওকে—যেকোন পুরুষ হৃদয়ে দোলা জাগাবার মত। সাম্প্রতিক শোকাবহ ঘটনা তার ছাপ ফেলে গেছে ওর চেহারায়। সদা-লাস্যময়ী একজন তরুণীর পরিবর্তে ওর মাঝে এখন সে এক ভাবগম্ভীর স্নিগ্ধশ্রী রমণীকে আবিষ্কার করল। তেরেসার মুখ মনে পড়ল ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কর্টেযের বুক চিরে। 'এ মেয়েকে পেলে ল্যারি সুখী হবে,' ভাবল সে।

'এবার তবে আমি আসি,' চেয়ার ছেড়ে বলল কর্টেয। 'নতুন কিছু ঘটলে জানাব আপনাকে।'

'বাবা, মিস্টার কর্টেযকে একজন সহকারীর ব্যবস্থা করে দিলে হয় না?' শান্ত কণ্ঠে প্রস্তাব দিল নরিন।

'ভাল বলেছিস, মা,' মেয়ের সঙ্গে একমত হলো বাবা। 'তোমার সহকর্মীদের কারোকে বললে কেমন হয়, কর্টেয?'

'মিস নরিনের প্রস্তাবটা চমৎকার সন্দেহ নেই। আমারও ধারণা এমন সময় আসছে যখন সাহায্যে দরকার হবে আমার–তবে আপাতত আমি একাই কাজ করতে চাই,' জবাব দিল কর্টেয। 'আমার বিশ্বাস, বললে বার্টন এককথায় রাজি হয়ে যাবে। আর তুমিও হয়তো ওর নামটাই ভাবছ, মিস নরি?' কর্টেযের চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

'না, নির্দিষ্ট কারো কথা ভাবিনি,' জানাল নরিন। 'ল্যারিকে আমার অনভিজ্ঞ মনে হয়েছে–ছেলেমানুষ।'

'কাজের ছেলে,' শাগরেদের প্রশংসা করল ওস্তাদ। 'অত ভাল সহকারী আমি আর পাব না; আর তাছাড়া, বয়সটা কম মনে হলেও, আমার বিশ্বাস–যোগ্য হাতের ছোঁয়া পেলেই তাড়াতাড়ি সাবালক হয়ে যাবে।'

কর্টেযের এই রূপ নরিনের অজানা, ওর মনে ল্যারির প্রতি অপার স্নেহ জমা রয়েছে অনুভব করে বিস্মিত হলো সে। 'ওহ্, হ্যাঁ, তাতো বটেই,' স্বীকার করল মালিক দুহিতা।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মত,' সায়মনের কণ্ঠে প্রশ্রয়। 'যাই হোক, কর্টেয, তোমার যখন খুশি চেয়ে নিয়ো ওকে।'

বাংকহাউসে ফেরার পথে নরিনের কথাগুলো মনে মনে বাজিয়ে দেখল কর্টেয। ল্যারিকে ছেলেমানুষ মনে করে মেয়েটা। কিছুক্ষণ আগে ওকে জড়িয়ে ল্যারির ভাগ্য সম্পর্কে যে কথাটা ভেবেছিল ও এখন তা সংশোধন করল। ল্যারির সঙ্গে মিল হবে না নরির। সত্যি, মেয়েরা তাদের বয়সের তুলনায় মানসিকভাবে অনেক বেশি পরিপক্ব হয়ে ওঠে। কতই-বা বয়স হবে ওই মেয়ের, ল্যারির চাইতে কমপক্ষে বছর চারেকের ছোট তো বটেই। অথচ ল্যারিকে ছেলেমানুষ মনে করে।

ও বাংকহাউসে ঢুকতেই বয়স্ক কাউবয়েরা বিদ্রূপের হুল ফোটাল। কর্টেয বুঝে গেল ওর অপদস্থ হবার খবরটা ফোরম্যান ফাঁস করে দিয়েছে। ডুরানই আক্রমণ শানাল সকলের আগে।

'তোমার দেশ দেখার কথা আমরা শুনেছি, কর্টেয,' একগাল হেসে বলল সে।

'এবং চোরদের আস্তানা খুঁজে পেয়েছ তুমি সেটাও,' আস্তানা শব্দটার ওপর অনাবশ্যক জোর দিয়ে যোগ করল নিগার।

'আমার আঙিনায় এস, মাকড়সা ডাকে মাছিকে,' বেসুরো গলায় গান ধরল আর একজন। 'মাছিটির আর ওড়া হলো না।'

ঘর ফাটান একটা হাসি অভিনন্দিত করল গায়েনকে। ডুরান ওর পিঠ চাপড়ে দিল। 'বেড়ে বলেছ, বেন্ট,' হৈ-হৈ করে উঠল সে। 'মাকড়সা–হা, হা! আর আঙিনাটা নিশ্চয় বালুর?'

'হুম্,' দাঁত দেখাল বেন্ট। 'আর মাছি–মেক্সিক্যান কাঁচপোকা।'

আবার হাসির তুফান ছুটল ঘরে। হাসির চোটে চোখে পানি এসে গিয়েছিল ডুরানের। পেট খামচে ধরে ও বলল, 'উফ্! বেন্ট, থামাও, আমাকে তুমি মেরে ফেলবে।'

যাকে উদ্দেশ করে ওদের এত উপহাস সে এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে নজর বোলাচ্ছিল সকলের ওপর। ওর চোখে পড়েছে ল্যারি যোগ দেয়নি রগড়ে। আর অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছে স্ন্যাপ ল্যুন্ট। খর্বকায় বন্দুকবাজকে উল্লসিত না দেখালেও তার চেহারায় কৌতূহলের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে। এবার ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে পালটা আক্রমণ শানাল কর্টেয।

'এত ভীতু আউটফিট আর কোথাও আমি দেখিনি,' ধার প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। 'এটা যদি আমার দেশের কোন বাথান হত, এমন তামাশা কেউ করলে—সাথে সাথে যুদ্ধ। এখন বুঝতে পারছি, খামোকা তোমাদের বুদ্ধু বলে না লোকে, আচ্ছা মালই পেয়েছে ডবল এক্স।'

ওদের জন্য এটা অপ্রত্যাশিত হামলা। সবচেয়ে জোরে হাসছিল যে লোকটা সেও থমত খেয়ে গেল। আর তরুণদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। তড়াক করে সিধে হলো জিঞ্জার। চোখে আগুন ছুটিয়ে বলল:

'কভি নেহি। কারো যদি সন্দেহ থাকে, এখুনি দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ডবল এক্সে যেতে পারি আমি—সবকটাকে লটকে তবে ফিরব।'

কর্টেয হাসল। 'কিন্তু সেটাও আর এক বোকামি হবে, জিঞ্জার,' তিরস্কার করল সে। 'ওই ভাঁড়গুলোর ব্যাপারে চিন্তা কোরো না, ওদের শাস্তি তোলা আছে। বজ্জাত ঘোড়া কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। এখন, তোমাদের ওপর এর চেয়েও গুরুদায়িত্ব আসছে—ইন্ডিয়ান গরুচোরদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমি জানতাম ওটা তোমার কাজ,' মুখিয়ে উঠল ব্রেইন।

'কেন, আমার সামনেই দায়িত্বটা তোমাকে দিয়েছেন বস,' সমান তালে জবাব দিল কর্টেয। 'আর আমি আমার কাজ করব।'

'মাকড়সার খোঁজ,' ফুট কাটল ডুরান।

'ঠিক তাই। কথাটা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, ডুরান,' কর্টেযের গালে ভাঁজ পড়ল। বক্তার প্রতি ফোরম্যানের ভ্রূকুটি ওর নজর এড়ায়নি।

সাত

পরদিন সকালে হ্যাচেট-স্ ফলির প্রধান ও একমাত্র রাস্তায় জনৈক অশ্বারোহীকে দেখা গেল। দিনের এ সময়টায় রোজ যা হয়, দু-একটা ঘেয়ো কুকুর ছাড়া রাস্তায় আর কেউ নেই। অনলবর্ষী সূর্যের অত্যাচার থেকে বাঁচতে একটুখানি ছায়ার সন্ধান করছে ওরা। আচমকা লাগাম টেনে ফলি স্যালুনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল অশ্বারোহী। একরাশ ধুলো উড়ল খুরের ঘষায়। লোকটার বয়স ত্রিশের কোঠায়। বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। রোদে ঝলসে লালচে হয়ে গেছে চুল। নাকটা বোঁচা এবং নরম তুলতুলে, অল্প ঠাণ্ডাতেই এর মালিককে দারুণ ভোগায়।

মাটিতে নামল সে। পনিটা হিচ রেইলে বেঁধে স্যালুনে ঢুকল। বাইরের রাস্তার মত ভেতরটাও প্রায় ফাঁকা। কোণের একটা টেবিলে বসে অগোছালভাবে তাস

খেলছে দুজন লোক। বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন, সাইলাসের সঙ্গে কথা বলছে। ওর হাবভাবে এক ধরনের উগ্রতা ফুটে রয়েছে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল নবাগত খদ্দের, ইতস্তত করতে লাগল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে; কিন্তু ততক্ষণে ওর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে: বারকিপারের চোখ পড়েছে ওর ওপর।

'আরে, স্নাব! ভেতরে এস,' আমন্ত্রণ জানাল সে। 'তোমার আবার এ রোগ হলো কবে?'

'কোন্ রোগ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল অপরজন।

'মদে অরুচি,' জবাব এল।

'কই, না তো,' বলল নবাগত খদ্দের। 'রোদে চোখ জ্বালা করছিল, তাই অন্ধকারে সইয়ে নিলাম আর কি।'

নামটা কানে যেতেই ঝট করে লোকটার দিকে একবার তাকিয়েছিল কর্টেয, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ওর ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ দেখায়নি। বাকি দুই খদ্দেরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল স্নাব, তারপর সাইলাসের বাড়িয়ে দেয়া বোতল থেকে গ্লাস ভরে পানীয় ঢালল।

'কেমন চলছে ডবল এক্স?' প্রশ্ন করল সাইলাস।

'মোটামুটি। ইন্ডিয়ানরা আবার আধডজন গরু ধরে নিয়ে গেছে, চুরি থামাতে না পেরে রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিড়ছে ডেক্স,' জবাব দিল পাঞ্চার। আড়চোখে কর্টেযকে লক্ষ্য করছে সে। ব্যাটা কি চিনে ফেলেছে ওকে? মনে হয় না। নেহাত বেফাঁস ওর ডাকনামটা উচ্চারিত হয়েছিল ক্যানিয়নে, বন্দীর সেটা খেয়াল না করাই স্বাভাবিক। পাশে দাঁড়ান লোকটার চেহারায় এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও যা থেকে সন্দেহ জাগতে পারে মনে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল স্নাব, স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল। সিগারেট বানিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল সে, ফস করে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল। সিগারেটটা ধরাতে যাবে এমন সময় আচমকা গুলির শব্দ শোনা গেল, জ্বলন্ত কাঠিটা ওর দুই আঙুলের ফাঁক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বুলেট। পরক্ষণে ছুটে এল আর একটা গুলি, এবার সিগারেটের অর্ধেকটা উড়ে গেল, তারপর তৃতীয়টা বাকি অংশটুকু ধসিয়ে দিল, কেবল অল্প কিছু কাগজ আর তামাক লেপটে রইল ওর ঠোঁটে।

'কি ব্যাপার?' আঁতকে উঠল স্নাব, চোখ কপালে তুলে দেখছে অলসভঙ্গিতে দাঁড়ান মেক্সিক্যানকে। ওর চোখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি, কোমরের কাছ থেকে নীলচে ধোঁয়া উড়ছে।

'তামাশা—স্রেফ তামাশা, বন্ধু—আমার অভ্যেস বলতে পার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কর্টেয। 'তোমার সিগারেটটা নষ্ট করে ফেললাম, কিছু মনে নিয়ো না—আমি নাহয় একটা সিগার কিনে দিই।'

সাইলাসকে ইশারা করে কাউন্টারের ওপর পয়সা ছুঁড়ে দিল সে, নির্বিকারভাবে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল। ওই মুহূর্তে সহজ টার্গেট ছিল ওর চওড়া পিঠ-টা, কিন্তু স্নাব মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে চেয়ে দেখল ওর চলে যাওয়া।

'খোদা!' ঘোর কাটতে ভয়ার্ত গলায় বলল সে। 'তিনটে গুলি, কোমরের কাছ

থেকে। ওর দিকে তাকিয়েছিলাম আমি—অথচ নড়াচড়ার আভাসমাত্র পাইনি। লোকটা কে?'

'ওয়াই যেডের নতুন পাঞ্চার,' বলল বারকিপার। ওর ঠোঁটে বাঁকা হাসি, স্নাব লাঞ্ছিত হওয়ায় মোটেও অখুশি হয়নি।

'জানি। ঠিক জায়গাতেই কাজ নিয়েছে। কিন্তু লোকটা কে?' আবার কথাগুলো আউড়াল তামাশার শিকার। তারপর, অপ্রতিভভাবে হেসে যোগ করল, 'হ্যাহ, পোকার বলছে ওই লোককে সে নাকি একদিন খাবে। তা খাক—সবটাই—ওর হাড়, মাংস, চামড়া—কিন্তু আমি আর এসবের মধ্যে নেই।'

'তোমার নাকটা যে বোঁচা, এজন্য তোমার শোকর আদায় করা উচিত,' একগাল হেসে বলল সাইলাস। 'তুমি ইহুদি হলে ওই শেষ গুলিতে তোমার ঘ্রাণশক্তিটাই যেত।'

'ঠিক বলেছ,' আর একটা গলা পাওয়া গেল, তারপর স্ন্যাপ ল্যান্ট যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'হ্যালো, সাইলাস। তারপর, স্নাব, কেমন আছ? তোমাকে বিধ্বস্ত লাগছে, যেন দুঃস্বপ্ন দেখেছ।'

'স্ন্যাপ, তুমি দেখনি?' প্রশ্ন করল বারকিপার।

'দেখেছি, দোরগোড়াতেই ছিলাম,' জবাব মিলল। 'চমৎকার শুটিং।'

'চমৎকার শুটিং?' পুনরাবৃত্তি করল অপদস্থ পাঞ্চার। 'আমার বিশ্বাস, তুমিও পারবে না, স্ন্যাপ।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল বন্দুকবাজ, মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'বানাও আর একটা; দেখি একবার চেষ্টা করে।'

'ঢের হয়েছে, আর না,' তাড়াতাড়ি সামলে নিল স্নাব। 'আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি পারবে—ঢের ভাল পারবে। আর প্রমাণ করতে হবে না। দাও, সাইলাস, আমাদের এই রক্ত-পিপাসু বন্ধুকে তার মাথাটা ঠাণ্ডা করতে - অন্যকিছু দাও। শালা, বলে গেল এটা নাকি ঠাট্টা, স্ন্যাপ। শুনলে কথা?'

'আমি হলে ওর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতাম না—যখন ওর ওই ঠাট্টার শখ চাপত,' ল্যান্ট জবাব দিল।

এদিকে যাকে নিয়ে ওদের এত সরস আলোচনা, স্যালুন থেকে বেরিয়ে শহরের একমাত্র মনোহারি দোকানে ঢুকেছে সে। দোকানটা রাস্তার উল্টো দিকে, হোটেলের লাগোয়া। স্ন্যাপকে লক্ষ্য করেনি ও। বন্দুকবাজ ওকে বেরিয়ে আসতে দেখেই দালানের কোনা ঘুরে গা ঢাকা দিয়েছিল। দোকানি লোকটাকে খুঁজে নিল কর্টেযের চোখ। বছর ষাটেক বয়স। অনর্গল খই ফুটছে মুখে।

'স্যালুনে গোলাগুলির আওয়াজ শুনলাম?' জিজ্ঞেস করল দোকানি।

'ওই এক পাঞ্চারের পাগলামি। কোন ক্ষতি হয়নি,' কর্টেয অভয় দিল ওকে। 'দুবাক্স ফোর ফাইভ গুলি দাও। আর খানিকটা তামাক। তোমরা বোধহয় সিগারেট বানানর যন্ত্র বিক্রি কর না, না?'

'নামই শুনিনি,' বলল ব্যবসায়ী। 'এখানকার লোকেরা হাতেই বানায়।'

'কদ্দিন হলো আছ এখানে—অনেকদিন?' মাল বুঝে নিতে নিতে প্রশ্ন করল কর্টেয।

'একেবারে শুরু থেকে—খোদ হ্যাচেটের সঙ্গে এসেছিলাম। জি, স্যার, আমরা তো ভেবেছিলাম বুঝি বড়লোক হয়ে গেলাম। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন আরকি। হাহ্! প্রচুর টাকা লগ্নি করা হয়েছিল—লাভ হয়নি কানাকড়িও। জায়গাটা ভাল লেগে গেল—তাই রয়ে গেছি।'

'আচ্ছা, তা হলে বুড়ো সায়মন যখন প্রথম এল তখন তুমি এখানে—কোথেকে যেন ও এসেছে শুনলাম?'

'টেক্সাস। জায়গাটার নাম আজ আর মনে নেই। হ্যাঁ, তা প্রায় আঠার বছর হবে। আসলে ও আসাতেই রয়ে গেছি আমি। আজব লোক, এই বুড়ো সায়মন। সবতাতেই রাখ-ঢাক। আমার মনে হয় এখানে লুকিয়ে আছে ব্যাটা।'

'কি রকম?' কর্টেযের কণ্ঠে আগ্রহ।

'অবশ্য এটা আমার বোঝার ভুলও হতে পারে; তবে শুরুতে, যখন প্রায়ই আসত আমার দোকানে, দেখতাম কোন অচেনা লোক শহরে এলে, ওর চেহারা ভাল করে না দেখে রাস্তায় বেরোত না সায়মন।'

'ওর বউকে দেখনি?'

'নাহ্। একাই এসেছে। কেবল ওর মেয়েটা ছিল। আর একজন ইন্ডিয়ান ঝি, রান্নাবান্নার কাজ করত।'

দরজার বাইরে তাকাতে কর্টেযের চোখে পড়ল ডবল এক্সের পাঞ্চার রাস্তা পার হয়ে হোটেলের দিকে এগোচ্ছে। বারান্দায় জুয়াড়ি পোকার পিটের সঙ্গে মিলিত হলো। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিসফাস করল ওরা, তারপর কাউবয় স্যাডলে চেপে তার বাথান অভিমুখে রওনা দিল। আর ওর সাথী আবার হোটেলে ফিরে গেল। স্টোরকিপারের দিকে ফিরল কর্টেয।

'ওই জোচ্চরটা, পিট, কদ্দিন হলো ঘুরঘুর করছে এখানে?' প্রশ্ন করল মেক্সিক্যান।

ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বক্তাকে সতর্ক করল বুড়ো। 'তোমার আল্লার দোহাই, কথাটা চেঁচিয়ে বোলো না,' পরামর্শ দিল সে। তারপর নিচু স্বরে যোগ করল, 'ব্যাটা আস্ত কেউটে। এখানে ওর অনেক ক্ষমতা। যে-ই ওর বিরুদ্ধে যায় তার আয়ু কমে যায়। এদিককার লোক না—দুবছর হলো প্রায়ই এখানে দেখা যাচ্ছে ওকে। হোটেলে থাকে।'

'হুম্, ভয়ের কথা,' জিনিসের দাম চুকিয়ে আকর্ণ হাসল খদ্দের। 'চলি, বন্ধু।'

রাস্তা পেরিয়ে ঘোড়ায় চাপল কর্টেয। অনুভব করছে কমপক্ষে চার গণ্ডা লোক লক্ষ্য করছে ওকে। স্নাবের সঙ্গে ওর তামাশার ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, যারা গোলাগুলি চাক্ষুষ করেনি তারা ওই ঘটনার নায়ককে একনজর দেখতে চাইছে। হোটেলের বিপরীত পাশে রাশ টেনে থামল কর্টেয, স্যাডলে বসে তাকিয়ে রইল দালানটার দিকে। 'শকুনটা যেন অন্তত এ কথা বলতে না পারে আমি একটা সুযোগ দিইনি ওকে,' আপন মনে বিড়বিড় করল সে। কিন্তু জুয়াড়ির ছায়াটিও দেখা গেল না কোথাও। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর, চলতে শুরু করল কর্টেয।

শহরের তিন মাইল দূরে দুভাগ হয়ে গেছে ট্রেইল। একটা গেছে ওয়াই

যেডের দিকে, অন্যটা ডবল এক্সে। ওখানে থেমে ক্ষণিকের জন্য ইতস্তত করল কর্টেয, তারপর দ্বিতীয় পথটা বেছে নিল। সংকীর্ণ বিসর্পিল গিরিসংকটের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা অস্পষ্ট একটা আওয়াজ, অনেকটা পাথরের সাথে ধাতব বস্তুর ঘষা খাওয়ার মত শব্দ কানে গেল ওর। সন্দেহ করল ওর পেছনে কেউ আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে কোনকিছু দেখতে পেল না সে, কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না বোধ করে ট্রেইল থেকে আনুমানিক দশ গজ দূরে স্ক্রাব ওক ঝোপের ভেতর ঝটপট লুকিয়ে পড়ল। একটু বাদেই এক অশ্বারোহীকে দেখা গেল বাঁকের মুখে, তাড়াতাড়ি পনির মুখ চেপে ধরল কর্টেয, যেন ঘোড়াটা বেমক্কা আওয়াজ করতে না পারে। ওর অনুমান ঠিক, লোকটা পোকার পিট। আপনমনে শিস বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে চলে গেল সে, ঝোপের ভেতরে কেউ আছে সন্দেহ করেনি, কুঁজো হয়ে বসে আছে স্যাডলে।

'যাচ্ছে কোথায়?' আঁচ করার প্রয়াস পেল কর্টেয। 'আমাকে অনুসরণ করছে না–আমি অন্য ট্রেইলে গেছি এটাই ধরে নেবে। যাক, বের করার একটা রাস্তাই আছে।'

ঘোড়ায় চেপে বহুদূর থেকে সন্তর্পণে জুয়াড়িকে অনুসরণ করল সে, অপেক্ষাকৃত নরম এলাকা দিয়ে চলছে যেন অগ্রবর্তী লোকটার কানে খুরের শব্দ না যায়। ট্রেইলে অসংখ্য বাঁক আর মোচড় থাকায় লুকিয়ে চলতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না ওর। একটা অপ্রত্যাশিত মোড়ের মাথায় এসে কর্টেয ওর কৌতূহলের বস্তুটিকে হারিয়ে ফেলল। কাছপিঠে কোথাও দেখা যাচ্ছে না জুয়াড়িকে, অথচ সামনে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলা প্রান্তর, গতি যথেষ্ট না বাড়ালে এত অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ওর গায়েব হয়ে যাওয়ার পেছনে এবার অন্য ব্যাখ্যার সন্ধান করল কর্টেয। একটা ভাঙা গাছের ডাল সেই প্রয়োজনীয় সূত্রটি জোগাল ওকে। ট্রেইলের বাঁ পাশে সংকীর্ণ নালা, তার মুখে পড়ে রয়েছে ডালটা। নালার বুকে অস্পষ্ট ট্রেইল দেখতে পেল সে, ঝোপঝাড়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর ডান পাড়ের কাছে ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়ল ওর, কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর একজনের গলা শুনতে পেল:

'হ্যালো, পিট। অনেক দেরি করলে আসতে।'

স্যাডল থেকে পিছলে নামল কর্টেয। ঝোপের ভেতর পনিকে বেঁধে রেখে নালার পাড় বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে। গুটি গুটি এগোচ্ছে সে, তারপর যখন ঘন ঘাসঝোপের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার উৎসটা চোখে পড়ল তখন থেমে গেল। ছোট্ট একটা অগ্নিকুণ্ডের ধারে মুখোমুখি মাটিতে বসে আছে স্নাব আর পোকার পিট। একটা তোবড়ান পাত্র থেকে দুটো টিনের মগে ধূমায়িত কফি ঢালছে ডবল এক্সের কাউবয়। ওদের কথোপকথনের খানিকটা শুনতে পায়নি কর্টেয, তবে শিগ্‌গিরই বুঝতে পারল পিট রেগে কাঁই হয়ে আছে।

'তোমরা চারজন, তারপরেও কিভাবে পালাল ও?' গজগজ করছে সে। 'ইয়ার্কি করার দরকার ছিল কোন–জ্যান্ত পুঁতে ফেললেই পারতে?'

'সব আটঘাট বেঁধে দিয়েছিলাম,' অজুহাত দেখাল অপরজন। 'আমি আশ্চর্য

হচ্ছি ছাড়া পেল কিভাবে–ব্যাটা নিশ্চয় জিন।'

বিরক্তির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জুয়াড়ি। 'তোমার মুণ্ডু। আশপাশে ওর কোন সাথী ছিল, তার সাহায্যেই তোমাদের কলা দেখিয়েছে।'

'তাই হবে। আর দড়িটাও ছিল মজবুত,' একগাল হেসে এক মত হলো পাঞ্চার।

ওর হাসি দেখে পিটের পিত্তি জ্বলে গেল। 'একটা কথা কিছুতেই ঢুকছে না তোমাদের মগজে, এ লোক ভয়ঙ্কর–আমি বলছি, ভয়ঙ্কর,' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'হায় আল্লা, তোমার মুখে এ কথা! আমি কিন্তু ধরতেই পারিনি,' ন্যাকা সাজল অপরজন।

'তারপর কপালগুণে ফলিতে আর একটা মওকা পেয়েছিলে তুমি,' বলে চলল জুয়াড়ি। 'ও যখন তোমার দিকে পেছন ফিরল, তুমি গুলি করতে পারতে; তা না–হাবার মত দাঁড়িয়েছিলে।'

'ব্যাপারটা দেখেছ তুমি?' প্রশ্ন করল স্নাব।

'যারা দেখেছে তাদের কাছে শুনেছি,' জবাব দিল পিট। 'ওরা বলেছে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলে তুমি।'

'ঠিকই বলেছে,' স্বীকার করল স্নাব। 'সুযোগ নেয়ার ইচ্ছে আমার খুব ছিল, কিন্তু কি করব–কোন সুযোগই পাইনি। আমি যদি পিস্তল বের করতাম এখন আর আমাকে এখানে কথা বলতে হত না তোমার সঙ্গে–মিস করতাম তা ভেব না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও আমাকে চিনে ফেলেছে, এবং চাইছে আমি যেন পিস্তলটা বের করি–ওটা ছিল ফাঁদ। আমার জীবনটা এত সস্তা নয়।'

'ফুঃ! এমন পিস্তলবাজ আমি আজতক দেখিনি যাকে কাবু করা যায় না,' খেঁকিয়ে উঠল পিট। 'অবশ্য তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক–'

'পেয়েছি,' বলল স্নাব। 'তবে তাই বলে সবাইকে নয়। তুমি যদি ভেবে থাক আমাকে হারাতে–'

আক্রোশে বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ, হোলস্টারের কাছে নিশপিশ করছে ডান হাত। আগুনের ওপাশে বসা লোকটার মুখে ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

'গর্দভ, তোমার সাথে আমি লাগতে যাব কোন্ দুঃখে,' বলল সে। 'একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের । আর এই লোক তাতে নাক গলাচ্ছে–অতএব...' গলার কাছে ডান হাতটা এনে ক্ষুর চালানর ভঙ্গি করল জুয়াড়ি, সেই সঙ্গে দাঁত আর জিভের ফাঁক দিয়ে একটা চিড়িক শব্দ।

'ভাল বলেছ! অনেক কিছুই বোঝায় এতে,' পাঞ্চার হাসল। 'বেশ, কাজটা তা হলে তুমিই কর, পিট। আমার দোয়া রইল তোমার জন্য। আর বিশেষ পছন্দের কোন জায়গা যদি থাকে সেটাও বলে যাও–কবর দেব তোমাকে। একবার তো তুমি ওকে প্রায় খতম করে দিয়েছিলে, তাই না?'

জঘন্য গালাগাল বেরোল জুয়াড়ির মুখ থেকে, বগলের নীচে লুকান পিস্তলটা বের করে সামনে উপবিষ্ট বেয়াদপ সঙ্গীকে মেরে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে আঙুলগুলো। অবশ্য শেষপর্যন্ত দীর্ঘকালের পেশাদারী সংযমের বলে নিজের মনোভাব গোপন করতে সমর্থ হলো।

'আমার কপাল খারাপ,' শান্ত স্বরে বলল পিট। 'তবে খেলা শেষ হয়নি এখনও।'

'তুমি বরং মাকড়সাকে বল—পাঞ্চার শুরু করছিল।'

'চুপ কর!' সঙ্গে সঙ্গে কড়া ধমক লাগাল অপরজন। সন্দিহান চোখে তাকাল ডাইনে-বাঁয়ে। 'নাম না বলে থাকা যায় না?'

'আরে, এই তেপান্তরে আবার কে শুনতে যাচ্ছে?' বিরস বদনে প্রতিবাদ করল পাঞ্চার। 'ঘোড়া কথা বলতে পারে এটা নিশ্চয় বিশ্বাস কর না তুমি—ন্যাকি কর?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জুয়াড়ি। 'নাহ, আমি, দেখছি, একগাদা গর্দভকে নিয়ে পড়েছি,' অবজ্ঞার স্বরে বলল। 'নিজে যে কাজটা না করব সেটাই ভণ্ডুল করে ছাড়বে। বাডকে মেরেছে কোন্ হতভাগা? না—আর বলতে হবে না। বেশ দেখতে পাচ্ছি, ঠিক ওই কাজটাই তুমি করতে যাচ্ছ।' উঠে পড়ল পিট, ধীর কদমে হেঁটে ওর ঘোড়ার কাছে গেল। 'যাও, তোমাকে যা বললাম, অন্যদের গিয়ে জানাও। আর, আল্লার ওয়াস্তে, তোমার মুখের ওই হাঁ-টা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখ।' কথা শেষ করে স্যাডলে চাপল জুয়াড়ি, হেলেদুলে রওনা হলো ফিরতি পথে। পেছন থেকে স্নাব ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ওর গমন পথের দিকে।

'শালা, গিরগিটির বাচ্চা, আর একটু হলেই দিতাম তোকে শেষ করে,' হুঙ্কার ছাড়ল কাউবয়। 'শকুনের খোরাক হয়ে যেতিস তুই।'

জুয়াড়ির পথ ধরে স্নাব নালা থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে রইল কর্টেয। এতক্ষণ যা শুনেছে তাই মনে মনে বিচার করে দেখছে ও। গরু চুরির কীর্তিটা যে শ্বেতাঙ্গদের এখন আর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ডবল এক্স আউটফিটের অন্তত বেশ কজন জড়িত আছে। এর সঙ্গে। জুয়াড়ি বাগড়া দেয়ায় একটুর জন্য বাডের হত্যাকারীর নামটা জানতে পেল না সে। তবে অন্য-একটা নাম কানে এসেছে ওর—মাকড়সা। পাহাড়ে ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বাংকহাউসে ওকে বিদ্রূপ করার সময় বেন্ট যে কবিতাটা আউড়েছিল এখন চকিতে সেটা মনে পড়ে গেল কর্টেযের। রসবোধের ছিটেফোঁটাও ছিল না ওই কবিতায়, অথচ ডুরান তারই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। কিনারা করতে হবে এমন আর একটা রহস্যের গন্ধ এখানে পাচ্ছে সে।

বেশ ভাল জট পাকিয়ে উঠেছে, স্যাডলে চেপে নালা থেকে বেরিয়ে আপনমনে ভাবল কর্টেয। ট্রেইলটা যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে সেখানে এসে বাঁক ঘুরল সে, ওয়াই যেডের উদ্দেশে রওনা হলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় গন্তব্যে এসে পড়ল ও, কিন্তু মনের ভেতর তোলপাড় করা রহস্যের কোন মীমাংসাই করতে পারল না। রাস্তাটা এক জায়গায় উঁচু হয়ে পাহাড়ি খাঁজের দিকে চলে গেছে। ওখানে পৌঁছে হঠাৎ কান খাড়া করল ওর ঘোড়া, মাটিতে পা ঠুকল অশান্ত ভাবে। চোখ তুলল কর্টেয, দেখল ট্রেইলের একপাশে দাঁড়িয়ে আপনমনে ঘাস খাচ্ছে একটা স্যাডল হর্স, লাগামটা হর্নের সাথে বাঁধা। ঘোড়াটা পিন্টো, অর্থাৎ গায়ে সাদা-কালো বুটি আছে। ওকে চিনতে পারল কর্টেয, হরহামেশা র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে চড়তে দেখেছে। প্রথমে ঘোড়া পাকড়াও করল ও, তারপর গলা ফাটিয়ে

নরিনের নাম ধরে ডাকতে 'বাঁচাও' রবে অস্পষ্ট একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল।

যেদিক থেকে চিৎকারটা এসেছে বলে ওর অনুমান, ঝোপের সেই অংশে কিছুদূর নেমে গিয়ে আবার হাঁক দিল সে। আর একবার সাড়া এল, তবে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে। এবার দ্রুত পা চালাল সে। অচিরেই ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট একটা মালভূমির দেখা পেল কর্টেয। কিনার থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। মালভূমির একটা পাড় এমনভাবে ধসে পড়েছে যেন ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাতে ও দেখতে পেল মেয়েটাকে, আনুমানিক ত্রিশ ফুট নীচে প্রাণপণে একটা গাছ আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। পায়ের তলায় সরু কারনিস থাকায় কোনমতে ভর রাখার সুবিধে পাচ্ছে ও, কিন্তু বোঝাই যায় ওর শক্তি শেষ হয়ে এসেছে–এভাবে আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।

'ধরে থাক; আমি আসছি,' চেঁচিয়ে বলল কর্টেয।

জবাব দেয়ার শক্তি নেই নরিনের, তবে ওপর-নিচ মাথা নাড়ান থেকে কর্টেয বুঝতে পারল ও শুনতে পেয়েছে। ত্বরিতে দড়ির কুণ্ডলীটা খুলে স্যাডলহর্নের সঙ্গে বাঁধল সে। আজ ব্লুর পিঠে চড়েনি বলে ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে, এখনও সম্পূর্ণ বশ মানেনি ঘোড়াটা। দড়ির ফাঁস দুই বগলের নীচে আটকাবার সময় এই বিপদের মুখেও হাসি পেল ওর–এবার সে নিজেই নিজেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের ওপর থেকে। দড়িতে হঠাৎ টান পড়তে শক্ত হয়ে জায়গায় জমে গেল ক্ষুদ্রকায় কাউ-পনি, প্রস্তুত হলো ভার সইবার জন্য; ও জানে কি প্রত্যাশা করা হচ্ছে ওর কাছে, নিজের দায়িত্ব পালনে এতটুকু গাফিলতি করবে না। নরিন যেখান থেকে কিনার ধসে পড়ে গেছে তার অনতিদূরে একটা জায়গা বাছাই করল কর্টেয। কারণ সরাসরি নামলে বিপদের আশঙ্কা আছে, ওর পায়ের ধাক্কায় আলগা পাথরখণ্ড মেয়েটার মাথায় খসে পড়তে পারে। দড়ি আঁকড়ে ধরে নামতে শুরু করল ও, তারপর যখন নরিনের সমান্তরালে চলে এল দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে সরু কারনিসটার দিকে এগোল যেখানে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে মেয়েটা। পায়ের পাতায় ভর রেখে কারনিসের ওপর দাঁড়াল কর্টেয, ঝুঁকে ডান হাত বাড়িয়ে তুলে নিল র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে।

'শক্ত করে আমার গলা জড়িয়ে ধর,' আদেশ করল ও। 'ঘোড়াটা আমাদের টেনে তুলবে।'

মুখ তুলে পরিচিত একটা শব্দ করল পাঞ্চার, তারপর দড়িটা বাহুর সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল ভাল করে। ঝাঁকুনি খেয়ে টানটান হয়ে গেল দড়ি, কারনিস ছেড়ে শূন্যে ঝুলে রইল ওরা। পায়ে পায়ে পিছু হঠছে পনি, ওরা শম্বুক গতিতে ওপরে উঠে আসছে। পাহাড়ের দেয়ালটা অমসৃণ, এখানে সেখানে মুখ বের করে রয়েছে চোখা পাথর। বাঁ কনুই আর দুই পায়ের সাহায্যে যথাসম্ভব ওগুলো এড়িয়ে চলার প্রয়াস পাচ্ছিল কর্টেয। কিন্তু তবু মালভূমিতে উঠে আসার পর দেখা গেল ওদের দুজনেরই হাত-পা ছড়ে গেছে, শ্বাস চলতে চাইছে না। মেয়েটার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। ফাঁস খুলে ফেলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল কর্টেয, এগিয়ে গিয়ে পমেলে ঝোলান ক্যান্টিনটা নিয়ে এল। চোখে মুখে পানির ছিটা দেয়ার একটু

বাদেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলল নরিন।

'আমি কোথায়?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল ও, তারপর শিউরে উঠল। 'ওহ্, মনে পড়েছে! আমি কিনারে গিয়ে বসতেই মাটি ধসে পড়ল। বোধহয় অনেক নিচে পড়ে গিয়েছিলাম। খুঁজে পেলে কিভাবে?'

'তোমার পনিটা দেখতে পেয়েছিলাম। ভাগ্যিস বেঁধে রাখতে ভুলে গিয়েছিলে, নইলে জায়গা ছেড়ে নড়তে পারত না,' জবাব দিল কর্টেয। 'পারবে দাঁড়াতে?'

কর্টেযের হাঁটুতে শরীরের ভর রেখে বসেছিল ও। পাঞ্চারই তা আগে লক্ষ্য করেছে এটা উপলব্ধি করে ওর মুখে আবীর ছড়াল। 'এখন আমি সুস্থ,' কোনমতে বলেই উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাকে উদ্ধার করলে কিভাবে?'

'ঘোড়াটাই দুজনকে একসঙ্গে টেনে তুলেছে,' ভাবলেশহীন মুখে বলল কর্টেয। 'এবং আমরা দুজনই চোট পেয়েছি অল্পবিস্তর।'

মেয়েটার জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে সাহায্য করল ও, তারপর ওর পনিটা নিয়ে এল। কর্টেযের নির্লিপ্ত আচরণ, তার প্রতি ওর ঔদাসীন্য রীতিমত বিদ্রোহী করে তুলেছে নরিনকে; বিপরীত লিঙ্গের কাছে এরকম ব্যবহার পেয়ে ও অভ্যস্ত নয়। বাথানের আর কোন ছোকরা হলে–পরক্ষণে মনে মনে লজ্জিত হলো সে, অকৃতজ্ঞের মত কি যা-তা ভাবছে। আরক্ত মুখে কর্টেযের উদ্দেশে ফিরে তাকাল।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানান হয়নি, আবারও আমার প্রাণ বাঁচালে তুমি,' বলল ও। 'এখন থেকে হয়তো আমাকে তুমি একটা মূর্তিমান সমস্যা বলে ভাবতে শুরু করবে।'

চকিতে স্পার দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারল কর্টেয। পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে তারস্বরে প্রতিবাদ জানাল অবলা জীবটি। আরোহী যখন এই উত্তেজনাকে প্রশমিত করে আনল তখন উত্তরটাও তার ভাবা হয়ে গেছে।

'কেন, এটা নিছক দৈবাৎ, আর কিছু না,' গাঢ় স্বরে বলল ও।

'আমি বলব দৈব কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সহায় হয়েছে,' জবাব দিল নরিন। 'তুমি না এলে এতক্ষণে আমি–' ভয়াবহ পরিণতির চিত্রটা কল্পনা করে আর একবার শিউরে উঠল ও, মাথা নাড়াল প্রবলভাবে, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ আছে।'

'সম্ভব হলে রক্ষা করব,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল কর্টেয।

'মানে এই–দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বাবাকে–জানাবে না। বাবা আমার ঘোড়ায় চড়া বন্ধ করে দেবেন তাই নিতান্ত নিজের স্বার্থের কথাই ভাবছি তা না। এমনিতেই আমাকে নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই, তার ওপর এখন তিনি নানান ঝামেলায় বিব্রত–এ অবস্থায় আমি আর তাই বাবার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাই না।'

'না বললেও চলত,' আস্তে করে বলল কর্টেয। পরমুহূর্তে ওর মনে হলো মেয়েটা কি ওকে ভুল বুঝল? ও কি ভাবছে মালিকের কাছে গিয়ে সে বড়াই করবে?

ওর মনের কথা যেন পড়তে পারল নরিন। অপ্রতিভভাবে বলল, 'জানই তো, আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই।'

'মাকে বোধহয় তোমার মনে পড়ে না,' বলল কর্টেয, প্রসঙ্গ পালটাচ্ছে।

'না, কখনও দেখেছি কিনা তাও বলতে পারব না,' উত্তর দিল ও। 'আমার বিশ্বাস, মায়ের সামান্য স্মৃতিও একজন মেয়ের কাছে অনেক।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল কর্টেয। 'তবু তো তোমার বাবাকে পেয়েছ তুমি,' খেই ধরল সে। 'বাবা মা থাকা একটা বিরাট ব্যাপার: আমার মনে হয় যার কেউ নেই, এতিম হয়ে জীবন শুরু করেছে–বেশির ভাগ সময় সংসারটা তার কাছে দুর্বিষহ ঠেকে।'

ওর গলায় এরকম কিছু প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল যে নরিনের মনে হলো কর্টেয নিজের জীবনের কথাই বলছে। 'তা কিছুটা সমস্যা হয় বৈকি,' একমত হলো সে। 'তোমার বুঝি–'

ঘাড় নাড়ল কর্টেয। 'না, ল্যারির। বাবা-মায়ের কথা ও মনেই করতে পারে না। জ্ঞান হওয়া থেকেই জেনে এসেছে সে এতিমখানায় মানুষ। পরে এক দয়ালু নিঃসন্তান ভদ্রলোক, নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন ওকে।'

'কি হলো সেই ভদ্রলোকের–মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, ওর বয়স যখন বার। তখন থেকে ও–একা। নিজের রুটিরুজি নিজেকেই করতে হয়েছে। ছেলেটা ভাল, সৎ। যে এক আধটু ছেলেমানুষি আছে–সময়ে ঠিক হয়ে যাবে।'

একটুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল নরিন, দৃষ্টি সুদূরে হারিয়ে গেছে। তারপর একসময় ডাগর কালো চোখ দুটো তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'আর–আর–তোমার ব্যাপারে বললে না কিছু? কেন এরকম ছন্নছাড়া?'

'ওহ, আমার,' লাজুকভাবে হাসতে চেষ্টা করল কর্টেয। 'আমার বাড়ি মেক্সিকো, জানই। তবে জন্ম মেরিল্যান্ডে, পরে দেশে চলে যাই। মাকে হারিয়েছি কৈশোরে, একটু বড় হয়ে বাবাকে। সংসার পাতার ইচ্ছা ছিল–পারিনি। দেশে যদ্দিন ছিলাম···থাক ওসব কথা,' হঠাৎ করে মাঝপথে ছেদ টানল কর্টেয।

নিজের অজান্তেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল নরিন। অনুভব করতে পারছে ওদের এই নবাগত পাঞ্চারের জীবনে এমন কোন গোপন বেদনা আছে যা সে ইচ্ছে করেই লোকসমক্ষে আড়াল করে রাখে। লোকটার প্রতি সমবেদনায় আপ্লুত হলো ওর মন। ওর চেহারায় এখন সে ঘৃণা আর যন্ত্রণার সহাবস্থান দেখতে পাচ্ছে।

আবার অসীম নীরবতা গ্রাস করল ওদের। কর্টেযের যন্ত্রণার স্বরূপটিকে যেন এখন চিনতে পারছে নরিন। একটা দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে ফিরছে ওকে, এবং তা সম্বল করেই ও বেঁচে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর কর্টেযের কথায় ওর চমক ভাঙল।

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মিস নরিন,' অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল পাঞ্চার। 'জানি না, হঠাৎ কেন আজ আমার অতীতের কথা বলে বিরক্ত করলাম তোমাকে। তুমি হয়তো খুব ছোট ভাবছ আমাকে।'

'মোটেই না, বরং শুনতে ইচ্ছা করছিল। কামনা করি, অতীতকে যেন ভুলতে পার।'

'তাহলে সেটাই হবে আমার নির্বাসন,' হাসতে গিয়ে কর্টেযের মুখ টসটস করে উঠল, তারপর আবার সেই দরাজ গলার নিচে প্রচ্ছন্ন ইস্পাতকঠিন চরিত্রের

আভাস পেল নরিন। 'আমরা র‍্যাঞ্চে এসে পড়লাম বলে; তুমি বরং আগে চলে যাও।'

হাত নাড়াল নরিন, ফের ধন্যবাদ জানাল ওকে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। দুজনের কেউই লক্ষ্য করল না অদূরবর্তী ঘন ঝোপের ভেতর থেকে একটা কুৎসিত মুখ এক জোড়া কুঁতকুঁতে প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ মেলে দেখছে ওদের। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কর্টেয, তারপর ধীরে-সুস্থে রওনা হলো বাথানের উদ্দেশে।

নরিন বাথানে প্রত্যাবর্তনের একটু বাদেই বাইরে থেকে থমথমে মুখে ঘরে ফিরল সায়মন। কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, অনুমান করল মেয়ে। বৃদ্ধকে স্পষ্টতই বিরক্ত দেখাচ্ছে, তারপর কথায় রূঢ়তা প্রকাশ পেল।

'শুনলাম কর্টেযের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলি তুই।'

'কে বলল?' জিজ্ঞেস করল মেয়ে।

'তা জেনে দরকার নেই,' জবাব দিল বাবা। 'আমি তোকে প্রশ্ন করেছি।'

'আমি একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, ফেরার পথে কর্টেযের সঙ্গে দেখা। কিছুদূর আমাকে সঙ্গ দিয়েছে ও,' বলল নরিন। 'কর্মচারীদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলে, আমি যদি কথা বলি, তুমি কি রাগ কর?'

'না, কখনই না। আমাকে ভুল বুঝছিস তুই,' সায়মন অস্বস্তি বোধ করছে। 'এ লোকটা নতুন। আর এইমাত্র ব্লেইন আমাকে যা বলল, নিজের সম্পর্কে ও আমাদের কিছুই জানায়নি।'

'অ, তাহলে ব্লেইনই মজার তথ্যটা জুগিয়েছে তোমাকে?' রাগে নরিনের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল।

'ওর ওপর খামোকা রাগ করিস না তুই। ও ফোরম্যান, যদি মনে করে কোন কথা আমার জানা দরকার, সেটা আমাকে জানান ওর দায়িত্ব।'

'তাই বলে আমার ওপর সর্দারি ফলানর অধিকার নেই ওর। এসব বেয়াদপি সহ্য করব না আমি, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার!' ঝাঁঝিয়ে উঠল মেয়ে। 'কর্টেযের অন্তত সৌজন্যবোধটুকু আছে। আর ওর সম্পর্কে জানার কথা বলছ–কর্টেয ওর জীবনের বহু কিছুই আজ বলেছে আমাকে।'

নবাগত কর্মচারীর অতীত সম্পর্কে অল্পক্ষণ আগে যা জেনেছে সে তার ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বাবার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল নরিন। সায়মনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে।

'কি হয়েছে, বাবা?' জিজ্ঞেস করল নরিন।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল বুড়ো, তারপর জবাব দিল মেয়ের প্রশ্নের। 'কিছু না, মা, বাতের ব্যথা–আজকাল যখন-তখন আক্রমণ করছে। বয়স হচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কি যেন নাম ছোকরার–কর্টেয। আমারও মনে হয় লোকটা ভালই, পথ চলতে যদি দেখা হয়ে যায়ই কথা বলাটা দোষের নয়। তবে আমি চাই না ওদের কারো সঙ্গে তোর বেশি মাখামাখি হোক। বুঝেছিস? হাজার হলেও, দুদিন আগে বা পরে, তুই হবি ওদের মনিব। ওদেরকে তোর হুকুম দিতে হবে।'

'এখনই আমি সেটা করি,' বলল মেয়ে।

'জানি, সে তো তুই তোর এই বুড়োকেও শাসন করিস,' বাবা হাসল।

'আমাকে ভুল বুঝিস না, লক্ষ্মীটি, তোর মনে আঘাত দেয়া আমার ইচ্ছা না। সময়টা আসলে এখন খারাপ যাচ্ছে। বল, তুই আমার ওপর রাগ করে নেই?'

বাবার কপালে সস্নেহে চুমু খেল নরিন। 'অবশ্যই না, বাবা,' বলল ও, তারপর মনে মনে যোগ করল, 'তবে সেটা তোমার বেলায় প্রযোজ্য নয়, মিস্টার র‍্যাটলার ব্লেইন।'

আজ রাতে ঘুম আসছিল না কর্টেযের। চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে চুপচাপ অন্ধকারের ভেতর ছাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিকেলে নরিনের সঙ্গে কথোপকথনের রেশ উথালপাতাল করছে ওর মন। পরিষ্কার বুঝতে পারছে মেয়েটা ওকে ভালবেসে ফেলেছে। নিজের চারপাশে নিস্পৃহতার দুর্ভেদ্য বর্ম এঁটে ওকে নিরাশ করার প্রয়াস পেয়েছে ও। কিন্তু এতে কি শেষরক্ষা হবে? সে, হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া কি পারবে ওই শ্যামল তন্বীর হৃদয়ের নিঃশব্দ অথচ দুর্নিবার আহ্বান উপেক্ষা করতে? তার জীবনও তো বুভুক্ষু; ওই মরুভূমির মতই বিশুষ্ক এবং খররৌদ্রক্লান্ত। আর কতকাল নিজেকে সে এভাবে সুখ-বঞ্চিত করে রাখবে, ছুটে বেড়াবে এখানে সেখানে?

অনন্তকাল। কে? চমকে উঠে অন্ধকারের ভেতর আশপাশে তাকাল কর্টেয। কেউ নেই। ওর মগ্নচেতনা থেকে উচ্চারিত হয়েছে ওই অমোঘ সত্যটি।

পাশ ফিরল কর্টেয। কিন্তু ঘুম এল না, জ্বালা করছে চোখের পাতা। এখন তার স্মৃতির পর্দায় চেনামুখের মিছিল দেখতে পাচ্ছে সে। তার আরাধ্য কাজ শেষ হয়নি এখনও। হবে কি? কখনও–কোনও দিন? মনে হয় না। যুগে যুগে অন্যায় অপরাধের চেহারা বদলেছে। কিন্তু অন্যায়, অবিচার রয়ে গেছে ঠিকই। নতুন কায়দায়, নতুন ছলচাতুরীতে শক্তিমান শোষণ করে চলেছে হীনবলকে। নিজের দেশে কাজটা তার জন্য, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, এক অর্থে, অনেক সহজ ছিল। শত্রুকে চিনত সে। অসুবিধে হয়নি কোলিতেও। কিন্তু এখানে সমস্যাটা জটিলতর। অপরাধ সংঘটনের হাতিয়ার কারা এখন সে মোটামুটিভাবে জানে। কিন্তু পালের গোদাটি এখনও রয়ে গেছে পর্দার অন্তরালে। অন্ধকারে হাতড়ে এগোতে হচ্ছে তাকে। তবু, এর শেষ না দেখে সে ছাড়বে না।

এবার সব মুখ মিলিয়ে গিয়ে একটিমাত্র মুখ জেগে রইল ওর চেতনায়। সে মুখ–তেরেসার। ফেডারেল সেনার অত্যাচার থেকে তেরেসাও রেহাই পায়নি। ওকে সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না। না, বিয়ে, সংসার এগুলো ওর জন্য নয়। ওর পথ ভিন্ন; রূঢ় বন্ধুর। এ পথে একাকী চলতে হয়, এটাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখানে পথিককে চলার শক্তি জোগায়।

বিয়ে, সংসার এসব কিছুই তার জন্য নয়, কথাটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখল কর্টেয। তাই কি?

একটা সন্দেহ নিয়েই আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

আট

বুড়ো নাগেটের কেবিনে মন্ত্রণাসভা বসেছে। নাগেটসহ নড়বড়ে টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে ছজন লোক। ধূমপান আর ড্রিংকের ফাঁকে ফাঁকে নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছে ওরা। আড়চোখে সবাইকে লক্ষ্য করছে পোকার পিট। আজকের সভায় সে-ই প্রধান বক্তা। দেখে মনে হয়, ডবল এক্স থেকে আগত ডেক্সটার এবং ওর যথেষ্ট কর্তৃত্ব রয়েছে অন্যদের ওপর।

'শোন, র‍্যাটলার, যদ্দিন না এই কর্টেয ব্যাটার একটা রফা হচ্ছে, তোমার বাথানে কোনরকম গোলমাল করা চলবে না,' সাফ-সাফ জানিয়ে দিল পিট। 'আর ঝুঁকি নেয়া সম্ভব না আমাদের পক্ষে। এবার বরং ফ্রাইং প্যানে হানা দাও, ওদের ওখানে বেশ কিছু নাদুসনুদুস গরু আছে।'

'তা আছে বটে—কালই কয়েকটাকে দেখেছি আমি,' সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ডেক্সটারের। তারপর জুয়াড়িকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে দেখে যোগ করল, 'না, আমাকে দেখতে পায়নি এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, বুড়ো খোকা।'

'গরুগুলো আমরা ওয়াই যেডে নিয়ে যেতে পারি—সরাসরি। বুড়ো সায়মন দেখলেই খেদিয়ে দেবে—তারপর আগের নিয়মেই পারলার হয়ে—' অর্থপূর্ণ মন্তব্য করল অস্বাভাবিকরকমের লিকলিকে এক তরুণ পাঞ্চার। ওর নাম অ্যাডামস, তবে ডবল এক্সের সবাই ডাকে পোস্ট বা খুঁটি বলে।

'লিমিং ভাববে সায়মনেরও সায় আছে এতে,' বলল আর এক কুচক্রী।

এ কথায় সকলে হেসে উঠল সমস্বরে। ওদের হাসির মাঝখানেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল আর একজন অতিথি। তার নাম স্ন্যাপ ল্যান্ট।

'হ্যালো, স্ন্যাপ। বসে পড় একটা চেয়ার টেনে,' আমন্ত্রণ জানাল পিট।

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না,' জবাব দিল বন্দুকবাজ। নিমেষে থমথমে নীরবতা নামল ঘরে; উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারছে এই নবাগত লোকটা বন্ধুত্বের টানে আসেনি। 'শুধু একটা কথা জানাতে এসেছি—আমি আর তোমাদের সাথে নেই,' ইতি টানল স্ন্যাপ।

ওর এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার আশায় দাঁড়িয়ে রইল ও, হাত দুটো স্থিরভাবে ঝুলছে দুপাশে, কনুইয়ের কাছ থেকে বাঁকা হয়ে আছে ঈষৎ। ও ভাল করেই জানে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর ঝুলছে ওর জীবন। পিস্তলে ওর দক্ষতা সন্দেহাতীত—সর্বজনবিদিত এই সত্যটি ওকে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও। তাছাড়া, ইচ্ছে করেই সকলের শেষে এসেছে ও এবং ওর পিঠ আধখোলা দরজার দিকে রয়েছে। ফলে প্রয়োজন দেখা দিলে বেরিয়ে যেতে পারবে ঝট করে—এবং অন্যরা সামনে রয়েছে বলে ওদের সমস্ত কার্যকলাপই সে দেখতে পাবে।

'অনুশোচনা, স্ন্যাপ?' শ্লেষের স্বরে বলল পোকার পিট।

'হতে পারে,' জবাব দিল অপরজন। 'আমি অন্যদের চেয়ে ভাল এই দাবি করছি না। কিন্তু নিজের লোকের পিঠে ছুরি মারা, কিংবা শকুনের খোরাক হওয়ার জন্য কারোকে পাহাড় থেকে ঝুলিয়ে দেয়া এগুলো অন্তত করি না-না, আমি নেই এর মধ্যে।'

'অ, বাডের ব্যাপারটা ছিল একটা নিছক দুর্ঘটনা, আর ওই লোকটার সঙ্গে আমরা একটু রগড় করছিলাম আরকি,' প্রতিবাদ করল ডেক্সটার, যদিও ওর হাসি দুকানে গিয়ে ঠেকল।

ক্রোধে বেঁকে গেল খর্বকায় বন্দুকবাজের ঠোঁট। 'ওসব ফালতু প্যাচালে কাজ হবে না, ডেক্স,' বলল সে। 'বোঝা গেছে, আমি আর নেই। কারো কিছু বলার আছে?'

স্ন্যাপের কথায় প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে এটা ওদের বুঝতে না পারার কথা নয়। ফলাফল দেখার অপেক্ষায় রয়েছে ও, চোখ দুটো সংকুচিত হয়ে গেছে, পাঞ্জা ছড়ান ও সতর্ক। আর অন্যরা এ মুহূর্তে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা আছে তাই বিচার করছে মনে মনে। ওকে হত্যা করতে পারবে ওরা, সন্দেহ নেই, কিন্তু জানে ওর থাবা-সদৃশ হাত দুটো ভেলকি দেখাতে শুরু করার আগে কোনমতেই সম্ভব হবে না সেটা। এবং এর ফলে তাদের কারো কারো জীবনে আর একটা সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য আর কোনদিন হবে না। ক্ষণকালের জন্য মৃত্যু ইতস্তত করল ঘরটিতে, তারপর বিদায় নিল। সামান্য মাথা ঝাঁকাল জুয়াড়ি, যেন নিজের ভাবনার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে, তারপর বলল:

'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, অবশ্যই আমরা দুঃখ পাব, স্ন্যাপ। তবে এটা স্বাধীন দেশ, প্রত্যেকেরই নিজের রাস্তায় চলার অধিকার আছে। এ আশাটুকু করতে পারি নিশ্চয়, বেঈমানি করবে না তুমি?'

'অবশ্যই। ব্যাপারটাকে তুমি সহজভাবে নিয়েছ সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় বলল স্ন্যাপ। 'বেঈমানি জিনিসটা আমি কোনদিন করিনি কারো সাথে-এবং আজ বা ভবিষ্যতেও করার ইচ্ছে নেই। তোমাদের গোপন কথা আমার কাছে গোপনই থাকবে।'

'তাহলে কি আমরা ধরে নেব তুমি আমাদের বিপক্ষে থাকছ?' মুখ খুলল ব্লেইন।

'যার নিমক খাই তার পক্ষে থাকব; এখন এর অর্থ তুমি যা-ই কর,' জবাব এল।

'তোমার কি একটা ধর্ম নেই, স্ন্যাপ,' বিদ্রূপ করল পোস্ট অ্যাডামস।

'আলবত আছে। এটাই আমার বাইবেল। কেন, পাঠ নেবে তুমি?'

নিচু করে বাঁধা দুই হোলস্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা ওয়ালনাটের বাঁট দুটোর ওপর বিদ্যুৎগতিতে চলে গেল ওর হাত। কোমরের কাছ থেকে এমনভাবে বাঁকা হয়ে গেছে খর্বকায় বন্দুকবাজের শরীরের যেন এখুনি লাফিয়ে পড়বে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শেষোক্ত বক্তার দিকে তাকিয়ে আছে ও, নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠেছে মুখে। পিটই শেষ পর্যন্ত আসন্ন প্রলয়টা ঠেকাল। বহু বন্দুকবাজি দেখেছে সে, জানে

একধরনের খুনে আছে যারা তাদের লক্ষ্যবস্তুতে চূড়ান্ত আঘাত হানার আগে নিজেকে ক্রোধের আগুনে ঝলসে নেয়–ভাবী কাজটা সম্পর্কে তার মনের কাছ থেকে অনুমতি পাবার জন্য।

'কোনরকম গোলাগুলি হবে না এখানে,' বলল সে। 'যে আগে পিস্তল বের করবে আমি নিজেই তাকে খুন করব। না, তোমার কাছ থেকে আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না, পোস্ট। আগেই বলেছি এটা স্বাধীন দেশ, স্ন্যাপের যদি এ খেলায় অংশ নেয়ার ইচ্ছে না থাকে–নেবে না। আর কিছু, ল্যুন্ট? আমাদের কিছু জরুরি আলাপ আছে...'

'ব্যস, এটুকুই,' বলল স্ন্যাপ, 'এরপরেও যদি এ ব্যাপারে আমাকে কারো কিছু বলার থাকে–জানাই আছে তোমাদের, কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে।'

কথাগুলো বলার সময় ওর সংকুচিত চোখজোড়া অ্যাডামসকে জরিপ করছিল। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে কার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছে চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ডবল এক্সের পাঞ্চার নিরুত্তর রইল; সাহস তার আছে, কিন্তু খর্বকায় বন্দুকবাজটির সঙ্গে লাগতে যাওয়ার অর্থ নিপট মূর্খতা। আরও কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল স্ন্যাপ, তারপর অবজ্ঞার হাসি হেসে ধীর কদমে পিছিয়ে গেল দরজার কাছে, বাইরে গিয়ে টেনে বন্ধ করে দিল পাল্লা। ঝরনার বুকে ওর ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে না পাওয়া অবধি মুখ খুলতে সাহস পেল না কেউ।

'একটা কাজের লোককে হারালাম,' বলল ডেক্সটার। 'ওকে বিশ্বাস করাটা কি নিরাপদ?'

'আমি বলছি–না। ঠিকই ফাঁস করে দেবে,' বলল অ্যাডামস। 'ওকে শেষ করে দেয়া উচিত ছিল। তুমি নিষেধ করে ভুল করলে, পিট।'

'তাই?' ভেংচি কাটল জুয়াড়ি। 'ওই বোকামিটা করলে এতক্ষণে এখানে চার পাঁচটা লাশ পড়ে থাকত। স্ন্যাপ আমাদের যে কারো চেয়ে চালু, এবং গোলমালের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল। ঠিক আছে, তোমরা যদি মনে কর ওর মুখ বন্ধ করে দেয়া দরকার, হবে তার ব্যবস্থা। ওয়াই যেড়ে যাচ্ছে ও, আমার মনে হয় না এমন কিছু তাড়াও আছে ফেরার। ট্রেইলটা যেখানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়েছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে ওর আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে তোমরা। সহজ টার্গেট। আমি, আমি মোটেও চিন্তিত নই। জানি না, কেন সরে গেল ও, তবে আমার বিশ্বাস বেঈমানিটা অন্তত করবে না।'

এভাবেই একঢিলে দুই পাখি মারল পোকারপিট। হত্যাকাণ্ডের দায়ভাগ থেকে পরিষ্কার রাখল নিজের হাত। আবার, সেই সাথে, কাজটাকে সমর্থনও করল এবং, এমনকি, সেটা সমাধা করতে উসকে দিল অন্যদের। যেমনটি আশা করেছিল ও, তড়াক করে নিজের চেয়ার ছাড়ল পোস্ট অ্যাডামস; তখন বন্দুকবাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করে প্রকাশ্যে হেয় হতে হয়েছে তাকে, এখন আড়াল থেকে তার ঝাল মেটাবে।

'পরে পস্তানর চেয়ে আগেভাগেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা ভাল,' বলল সে। 'আর কে আসবে?'

'আমি, পোস্ট। ছুঁচোটাকে কখনই ভাল লাগেনি আমার,' বলল ডবল এক্সের

আর একজন। লম্বা-তাগড়া জোয়ান। নাম, ডাচ।

'আর কেউ?' জিজ্ঞেস করল পোস্ট, চোখ বোলাচ্ছে অন্যদের ওপর।

'পেছন থেকে একটা লোককে ঘায়েল করতে দুজনেও কুলাবে না?' ঠোঁট ওলটাল র‍্যাটলার। 'কার ভয় করছ?'

'অন্তত তোমার না,' বলে মেদিনী কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাডামস, পেছন পেছন ডাচ।

রাইফেলের ভোঁতা গর্জনে চমকে উঠে রাশ টানল কর্টেয। প্রথমে একটা, তার একমুহূর্ত পর দ্বিতীয় ও তৃতীয়। পাহাড়ি খাঁজ ধরে চলছিল কর্টেয, গুলির আওয়াজে নেমে এল ঢালের নিচে; উন্মুক্ত আকাশের পটভূমিতে থাকলে শত্রুপক্ষের সহজ নিশানা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার তিনটে গুলির শব্দ শোনা গেল, দ্বিতীয়টার প্রায় অব্যবহিত পরেই হলো তৃতীয় গুলি।

দুজনের বিপক্ষে একজন, অনুমান করল কর্টেয। এক নম্বর শুরু করছে, তারপর নিঃসঙ্গ লোকটা যখন জবাব দিচ্ছে, তার ধোঁয়া তাক করে গুলি ছুঁড়ছে দুই নম্বর। ব্যাপারটা দেখা দরকার, ভাবল ও।

মাটিতে নেমে ঝোপের ভেতর ঘোড়া বাঁধল সে। স্যাডল থেকে রাইফেলটা নিয়ে, নিঃসঙ্গ লোকটা যেখানে আছে বলে আন্দাজ করছে খাড়া চড়াই বেয়ে সেদিকে এগোল। অল্পটাক যেতেই একটা ঘোড়ার দেখা পেল ও, কটনউড ঝোপের সাথে বাঁধা, গায়ে ওয়াই যেড মার্কা। এর অদূরে, একটা ছোট পাথরচাঁইয়ের আড়ালে একজন লোক শুয়ে আছে উপুড় হয়ে, কাঁধে উইনচেস্টার রিপিটারের কুঁদো ঠেকান। একনজরেই ওকে চিনতে পারল সে, স্ন্যাপ ল্যান্ট। ওর মাথায় টুপি নেই, অবিশ্রাম খিস্তি করে চলেছে।

'হ্যালো, স্ন্যাপ। ব্যাপার কি?' কর্টেয প্রশ্ন করল।

উপুড় হয়ে শোয়া লোকটার মাথা ঘুরে গেল চকিতে, বাঁ হাত পড়ল কোমরে, তারপর বক্তাকে চিনতে সরিয়ে নিল। স্মিত হাসল সে।

'ট্রেইল ধরে আসছিলাম, দুই শকুন পেছন থেকে আক্রমণ করেছে,' ব্যাখ্যা করল স্ন্যাপ। 'একজন আমার টুপি উড়িয়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস, আমি বেঁটে, আর কয়েক ইঞ্চি লম্বা হলে দেখতে হত না-এতক্ষণে নরকে পৌঁছে যেতাম।'

'চেন?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'একেবারে নিশ্চিত নই, তবে অনুমান করছি,' জবাব দিল বন্দুকবাজ। 'ওপাশে আর একটা পাথর আছে, তুমি থাকতে চাইলে ওখানে জমে যাও। অবশ্য জোর করছি না, এটা তোমার লড়াই না।'

'থাকতে চাই,' গড়িয়ে নির্দেশিত পাথরটার পেছনে চলে গিয়ে উত্তর দিল কর্টেয। 'দুজনের বিরুদ্ধে একা ন্যায্য হয় না। তাছাড়া, অ্যামবুশ ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ না।'

'ঠিক,' সমর্থন করল স্ন্যাপ। 'নেকড়েগুলোকে আমরা একটু চমকে দেব। আমার ধোঁয়া লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা; দুই নম্বর গুলি করবে, একটা উচিতশিক্ষা দিয়ে দিও বাছাধনকে।'

অবতল একটা জায়গায় শুয়ে আছে ওরা। বিশ গজ নিচেই বাথানের রাস্তা। তার ওপাশে একফালি সমতল ঘেসো জমি, তিন-চারশ গজ চওড়া। ঘেসো জমির শেষপ্রান্ত আবার উঁচু হয়ে গেছে এবং সেখানে কিছু ভাঙাচোরা পাথরখণ্ড আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল রয়েছে। ওত পেতে থাকার জন্য আদর্শ স্থান। গুপ্তঘাতক ব্যর্থ হলেও, নির্ভয়ে এগোন সম্ভব নয় তার দিকে, এবং ইচ্ছে করলেই যে কোন সময় চুপিসারে সটকে পড়তে পারবে সে।

কর্টেযের নাক বরাবর একটা ঝোপের ভেতর কান ফাটান আওয়াজ শোনা গেল এবার, ধোঁয়া উড়ল খানিকটা। স্ন্যাপ জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে আনুমানিক দশ গজ ডানের ঝোপ থেকে ছুটে এল আর একটা গুলি। স্ন্যাপ যে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে বুলেটের ঘষায় তার চলটা উঠে গেল। দুই নম্বর আততায়ীর উদ্দেশে পরপর দুবার গুলি বর্ষণ করল কর্টেয। পরক্ষণে অস্ফুট একটা কাতরানির শব্দ শোনা গেল।

'কি হলো—লেগেছে?' খরখরে গলায় প্রশ্ন করল কেউ একজন।

'কানের লতিটা পুড়িয়ে দিয়েছে। খতম কর বেজন্মাটাকে!' জবাব এল। 'ব্যাটা গেল কিভাবে ওখানে? ফড়িং নাকি!'

'ওটা সম্ভবত ডাচ। অন্যজন পোস্ট অ্যাডামস। ওর খোনা গলা আমি শুনলেই চিনতে পারি,' মন্তব্য করল স্ন্যাপ। 'হুঁশিয়ার, আবার শুরু করছি আমি।'

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পালটা জবাব এল দুবার। হাতের বাঁয়ে যে গুপ্তঘাতক বসে রয়েছে, তার ধোঁয়া লক্ষ্য করে একটা বুলেট ছুঁড়ল কর্টেয। আর এক দফা খিস্তি শোনা গেল এবং উদ্বিগ্ন স্বরে সঙ্গীর কুশল জানতে চাইল অপরজন।

'আবার তোমাকে ঘায়েল করেছে ও?'

'ও?' রাগে গরগর করে উঠল আহত লোকটা। 'কাকে তুমি ও বলছ? ওরা দুজন—এই গুলিটা অন্তত বিশ গজ তফাত থেকে এসেছে। কই, ফালতু বকবক না করে এখানে এসে আমার হাতটা বেঁধে দাও।'

'ডাচ মিঞাকে বোধহয় আমি একটু বেকাদায়ই ফেলে দিয়েছি,' কর্টেয হাসল। 'লোকটা মনে হয় ছিচকাঁদুনে?'

'একবার দেখতে পেলে হয়, জীবনের তরে ঠাণ্ডা করে দেব,' রায় ঘোষণা করল স্ন্যাপ। 'শালারা এখন নির্ঘাত পালাবে।'

পনেরো মিনিট কেটে গেছে। নতুন কিছু ঘটেনি। এবার স্ন্যাপ গুলি করল, কিন্তু কোন জবাব নেই বিপক্ষ দলের। অনড়ভাবে নিজেদের জায়গায় শুয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা, তারপর আবার গুলি ছুঁড়ল স্ন্যাপ।

'ভেগেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল সে, রাইফেল তৈরি, সতর্ক চোখে দেখছে উপত্যকার উলটো দিকে কোন নড়াচড়ার আভাস মেলে কিনা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না ও। শত্রু পালিয়ে গেছে বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়ল স্ন্যাপ, ধীরে-সুস্থে নিচের ট্রেইলে নেমে গিয়ে ওর টুপি কুড়িয়ে নিল। চূড়ার কাছে বুলেটের আঘাতে ছ্যাদা হয়ে গেছে দুজায়গায়।

'প্রচুর হাওয়া খেলবে,' ক্ষতিগ্রস্ত টুপিটা মাথায় চাপিয়ে মন্তব্য করল বন্দুকবাজ। 'তবে আমার মত মাথাগরম লোকের পক্ষে ভালই।' জোর করে

হাসতে চেষ্টা করল ও, তারপর সঙ্গীর দিকে ঘুরে মৃদু কণ্ঠে যোগ করল, 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'ধেৎ! এর কোন প্রয়োজন নেই, স্ন্যাপ,' লজ্জা পাচ্ছে কর্টেয। 'তোমার সাথে কিসের শত্রুতা ওদের?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল বন্দুকবাজ। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি: আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পার,' বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল স্ন্যাপ। কর্টেয উপলব্ধি করল সে একজন প্রভাবশালী লোকের বন্ধুত্ব অর্জন করতে পেরেছে।

'ধন্যবাদ,' সংক্ষেপে সারল ও।

স্যাডলে চেপে নীরবে বাথানের পথ ধরল ওরা। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী খর্বকায় লোকটার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে কর্টেয। ও শুধু একটিবার মুখ খুললেই কাজটা পানির মত সহজ হয়ে যেত ওর পক্ষে। কিন্তু জানে, কাপুরুষের মত ওর প্রাণনাশের চেষ্টা সত্ত্বেও, স্ন্যাপ মুখ খুলবে না। প্রাক্তন সহযোগীদের প্রতি বন্দুকবাজের এই আনুগত্যের কারণে ওর ওপর কর্টেযের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। বাথানের বিরুদ্ধে যে দলটা কাজ করছে, কর্টেয নিশ্চিত, স্ন্যাপের যোগসাজশ ছিল তাদের সঙ্গে এবং এখন, বিশেষ কোন কারণে, সেই আঁতাত ছিন্ন করেছে।

ওরা যখন বাংকহাউসে পৌঁছাল রাতের আহারপর্ব চলছে। সঙ্গীর পেছন পেছন ভেতরে ঢোকার সময় ফোরম্যানের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করল কর্টেয। দেখল, প্রথমে ঈষৎ বিস্মিত হলো সে, তারপর কুৎসিত হাসিতে মুখ ভরে গেল। একটু বাদেই বোঝা গেল, স্ন্যাপের চোখেও পরিবর্তনটা ধরা পড়েছিল।

'বুঝলে, জঙ্গলের এপাশটা খুব গরম হয়ে উঠছে,' একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে হালকা চালে সকলের উদ্দেশে বলল সে। 'আজ বিকেলে পাহাড়ের কাছে ডবল এক্সের দুই লোক অ্যামবুশ করেছিল আমাকে।'

'কী! কারা?' প্রশ্ন করল সিম্পল।

'পোস্ট অ্যাডামস আর ডাচ,' জবাব দিল ল্যান্ট।

'কিভাবে জানলে? দেখেছ?' জেরা করল সাপ।

'গলা শুনেছি,' সংক্ষেপে বলল ল্যান্ট। 'মনে হয় ডাচকে খানিকটা জখমও করতে পেরেছি। ওদের একজন আমার টুপির চাঁদি খারাপ করে দিয়েছে। শালা!'

'তোমার হায়াত বাড়ল,' মন্তব্য করল ডার্টি। 'কিন্তু হঠাৎ ওরা এরকম করতে গেল কেন, স্ন্যাপ?'

বন্দুকবাজ এবার সরাসরি ফোরম্যানের চোখে চোখ রাখল। 'হুকুম, বোধহয়,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল সে। 'নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ করার সাহস ওই দুটোর একটারও নেই।'

'ডবল এক্স বাড়াবাড়ি শুরু করেছে,' হুঙ্কার দিল ডার্টি। 'ওদের একটা শিক্ষা পাওনা হয়েছে।'

'এখানে ওসব চলবে না, ডার্টি,' বাদ সাধল ফোরম্যান ব্লেইন। 'এমনিতেই অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি আমরা। স্ন্যাপের সমস্যা স্ন্যাপ একাই সামলাতে পারবে।'

'আলবত। এবং যখন নেকড়ের সাথে লাগতে চাইবে ও—আমাকে [illegible]

পাবে,' জবাব দিল ঠোঁটকাটা পাঞ্চার।

আহারের পর বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল কর্টেয, অলসভাবে হাঁটতে হাঁটতে কোরালের ধারে চলে এল। রেইলে চড়ে বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল আয়েস করে। চাঁদ নেই, তবু আকাশটা অসংখ্য হীরকখচিত মখমলের চাঁদোয়া মনে হয়। মৃদুমন্দ পাহাড়ি হাওয়ায় পাইনসুরভি ভাসছে। বাংকহাউসের অস্পষ্ট মৃদু কলরব শোনা যাচ্ছে এখানে বসেও, থেকে থেকে জোরে হেসে উঠছে কেউ কেউ। ওর পেছনে নড়াচড়া করছে স্টলে বাঁধা ঘোড়াগুলো, ঘাস চিবোচ্ছে ওরা। চমৎকার শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, অথচ এরই মাঝে ডাকাতি আর হত্যার পরিকল্পনা আঁটছে মানুষ এবং তা বাস্তবায়িতও হচ্ছে। র‍্যাঞ্চ-হাউসের আলোকিত জানালাগুলোর ওপর চোখ পড়তে আনমনা হয়ে গেল সে; ভাবতে চেষ্টা করছে নরিন কি করছে এখন। লক্ষ্য করল না ঠিক ওই সময়েই আস্তাবলের বেড়া ঘেঁষে নিঃসাড়ে একটা ছায়া এগিয়ে আসছে।

'নড়বে না,' ধমকে উঠল কেউ একজন। সহজাত অভ্যাসবসে জমে গেল কর্টেয, তারপর ঘাড় ফেরাতে একটা নিকষ কালো গান মাযলের মুখোমুখি হলো, ওটার পেছনে মিটমিটি হাসছে ল্যারি। 'বল, রাগ করনি,' আমুদে গলায় যোগ করল যুবক।

'করিনি,' জবাব দিল কর্টেয। রেইলের সাথে বাঁ পায়ের গোড়ালি আংটার মত করে বাধিয়ে রেখেছিল ও, আলগোছে সরিয়ে আনল। সাপের ছোবলের মত আচমকা আঘাত হানল ওর বুটের ডগা, লাথি মেরে শূন্যে পাঠিয়ে দিল আলতোভাবে ধরে থাকা পিস্তলটা। তারপর অনুপ্রবেশকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, এবং দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল একসাথে, নিচে ল্যারি।

'করিনি,' পুনরাবৃত্তি করল কর্টেয। 'রাগ করব কেন—খুশি হয়েছি,' বলে নতুন উদ্যমে নরম খড়ের গাদায় শিষ্যের মুখখানা ঠেসে ধরল।

'ছাড়, ছাড়—লাগছে,' দুর্বলভাবে মেঝেতে ডানা ঝাপটাল ল্যারি। 'ঘাট মানছি, বুড়ো খোকা, আর করব না।'

শিষ্যকে নিষ্কৃতি দিয়ে উঠে দাঁড়াল কর্টেয। নিজের গায়ের ধুলো ঝাড়ল প্রথমে, তারপর অন্যজনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল। এত জোরে যে আবার ঝড় বইল প্রতিবাদের।

'থাক, থাক। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না,' বলল ল্যারি। 'আমি কার্পেট নই। কি দিয়ে ঝাড়ছ—মুগুর?'

'হাত,' জবাব এল।

'হাত!' আঁতকে উঠল ল্যারি। 'এবার থেকে খুঁটির ময়লা ঝেড়।' পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে হোলস্টারে গুঁজে রাখল পাঞ্চার। একটা সিগারেট বানাল সে, ধরিয়ে রেইলে উঠে আস্তাবলের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসল। 'এরপর আর ঘুষ দিলেও আমি কোন খবর দিচ্ছি না তোমাকে,' কপট রাগে ঘোষণা করল ল্যারি।

ওর পাশে এসে বসল কর্টেয। 'বলে ফেল,' তাড়া লাগাল সে, 'নইলে আবার কিন্তু দলাইমলাই শুরু করব।'

একটু তফাতে সরে গেল কাউবয়। 'চুরি রহস্য ভেদ করেছি,' সাড়ম্বরে শুরু

করল ও। 'গাছের পাতারা করছে—যখনই ঝড় ওঠে।' বাউলি কেটে উলটো হাতের চড় এড়িয়ে গেল ল্যারি। তারপর যোগ করল, 'সুন্দরীর সঙ্গে কাল বেড়িয়েছ তুমি। এখন থেকে, ঠিক করেছি, ডন বলে ডাকব তোমাকে। ডন জুয়ানের সংক্ষেপ, বুঝলে?'

'রসিকতা রাখ; এখন আর তুমি ছেলেমানুষটি নও,' তিরস্কার করল ওস্তাদ। 'সে তোমার যে নামে ইচ্ছে হয় ডাকবে—কিন্তু তার আগে বল, কথাটা শুনলে কোথায়।'

'র‍্যাটলার। সব্বাইকে বলেছে। তোমাকে ছোট করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে ব্যাটা।'

চুপ করে আছে কর্টেয—ভাবছে। বুঝতে পারছে ল্যারিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে। প্রথম সাক্ষাতেই ওকে ভাল লেগে গিয়েছিল ওর। তখন থেকেই ওরা বন্ধু। শ্লেষ, হাসিঠাট্টার আড়ালে আন্তরিক টান অনুভব করে একে অন্যের প্রতি—যদিও দুজনের কেউই তা স্বীকার করবে না প্রকাশ্যে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কর্টেয।

'তোমাকে আমার কিছু জানাবার আছে,' বলল ও।

'বলে ফেল, ওস্তাদ; আমার তর সইছে না,' ল্যারি ফুটছে টগবগিয়ে।

'আহ্, কাছে এস,' একগাল হাসল কর্টেয। 'বাগড়া দেবে না মাঝখানে; চুপচাপ শুনে যাবে।'

নিচু স্বরে স্নাবের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাটা বয়ান করল সে। ওর সহকর্মীদের কাছে এটা গরম খবর। জুয়াড়ির মুখ থেকে ব্রেইন ব্যাপারটা শুনলেও বেমালুম চেপে গেছে। অন্যদের মধ্যে কেবল স্ন্যাপই গিয়েছিল শহরে, কিন্তু বেশি কথা বলা ওর ধাতের বাইরে। সোৎসাহে পুরোটা শুনল ল্যারি, যদিও ফোড়ন কাটল মাঝে-মধ্যে। তারপর কর্টেয যখন নরিনের উদ্ধারপর্বের ঘটনা বলতে নিল, একদম গুম মেরে গেল। কাহিনী বলা শেষ হলে, ধীরে ধীরে, প্রায় স্বগতোক্তির ঢঙে ও বলল:

'তোমার ভাগ্যটাই ভাল। আমি ফোরম্যানের দায়িত্বের কথা বলছি, খুব শিগ্গিরই পেয়ে যাবে।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ওর বন্ধু।

'কেন,' জবাব দিল ল্যারি, 'বইতে হামেশা এরকমটাই ঘটে। সুদর্শন নায়ক ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করে অশ্রুসজল নায়িকার কোমল নাজুক দেহ—'

'এরপর কিন্তু তোমার চোখ থেকেই পানি ঝরবে,' মাঝপথে বাধা দিল কর্টেয। 'এখন স্ন্যাপের ঘটনাটা থেকে কি বুঝতে পারলে?' ওই প্রসঙ্গে ওর নিজের ভূমিকার কথাও খুলে বলল ও।

'মিলছে না ঠিক,' একটুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিল ল্যারি। 'ভাবছি, ওদের বিচ্ছেদটা হলো কেন? দুঃখের বিষয়: মুখ খুলবে না ও; তবে লোকটা কিন্তু বিশ্বস্ত, স্ন্যাপের কথা বলছি; ওকে আমার বরাবরই খুব পছন্দ।'

'এর পেছনে আরও গভীর কোন রহস্য আছে,' চিন্তাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'এটা স্রেফ গরু চুরির ব্যাপার না। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের হাতে কোন প্রমাণ

নেই। যাকগে, শুধু শুধু মাথা নষ্ট করে লাভ নেই।'

'ঠিক,' সায় দিল ল্যারি, তারপর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একটা মন্তব্য জুড়ল, 'মিস্টার ডন, আমি দোয়া করি তুমি ওকে পাও।'

'নাহ্, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হবে,' হাই তুলল কর্টেয। 'কেবল এটুকু জেনে রাখ, মেয়েদের দিকে তাকাবার সময় আমার এখন নেই। এই ঝামেলাটা চুকলেই, এমন কিছুতে হাত দেব যেটা শেষ হতে বহু সময় লাগে।'

'কাজটা যদি দুজনে করা সম্ভব হয়, আমার কথাটা স্মরণ রেখ,' অনুরোধ করল ল্যারি।

'অবশ্যই,' অন্তর থেকে জবাব দিল ওর বন্ধু।

'চলি তাহলে,' আড়মোড়া ভাঙল ল্যারি। 'ঘুমাব।'

অগ্রজতুল্য বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কাউবয়। কোরালের রেলিংয়ে চুপচাপ বসে থাকে কর্টেয। মনটা বিক্ষিপ্ত লাগছে ওর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, র‍্যাঞ্চ-হাউসের আলোকিত জানালাগুলোর দিকে ওর দৃষ্টি ঘুরে গেল। এও কি হয় কখনও? ভাবতেও অবাক লাগছে কর্টেযের ওরকম একটা মেয়ে ওর মত ছন্নছাড়া মানুষকে ভালবাসতে পারে। অথচ এখানে সেটাই ঘটেছে। অবস্থার গতিকেই মেয়েটাকে কাল পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে আনতে হয়েছিল। তখন অচেতন ছিল ও, কিছুই টের পায়নি। কর্টেযের মনে হয় ওর ঘাড়ে মেয়েটার হাতের ছোঁয়া এখনও যেন লেগে রয়েছে। এরকম হয় মাঝে-সাঝে। চিরবাউন্ডেলে নিঃসঙ্গ লোকদেরও কখনও কখনও ইচ্ছা জাগে নীড় বাঁধার। স্বপ্ন দেখে স্ত্রী-সন্তানসন্ততিতে ভরে উঠেছে তার ঘর।

তাপর একরকম ঝেঁটিয়ে চিন্তাটা দূর করল ও। আর কতবার বলব এ পথ তোমার নয়, নিজেকে শাসন করল কর্টেয। রেইল থেকে নেমে বাংকহাউসের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল। টের পেল না, কথাটা সে অন্তর থেকে বলেনি।

নয়

ফ্রাইং প্যান র‍্যাঞ্চ ওয়াই যেডের পশ্চিমে অবস্থিত। সরু একফালি পাহাড়ি জমি বিভক্ত করে রেখেছে দুই রেঞ্জের সীমানা। ভয়ঙ্কর দুর্গম জায়গা, পারাপার হওয়া কঠিন। তবু, এই বাধার মাঝেও, দু-এক জায়গায় সমতল মেঠোপথ রয়েছে। এর একটা বাড়কে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেই কেবিন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এই ফাঁকগুলো বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল ধরেই স্বীকার করে আসছে দুই মালিক, কিন্তু লাইন-রাইডারদের নিয়ত অভিযোগ সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি।

গেল হপ্তাখানেক ধরে ভীষণ কর্মব্যস্ততা যাচ্ছে ফ্রাইং প্যান আউটফিটের। পুবে চালান দেয়ার লক্ষ্যে গরু জড় করছে। ইতিমধ্যেই প্রায় শ-পাঁচেক ধরা হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চ-হাউস থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তরতাজা পুষ্ট ঘেসো

জমিতে অপেক্ষা করছে ওরা, চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর ওয়াগন ধরতে সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। গুটিকতক তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কেবল। নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটছে পশুগুলো। জমির সীমানায় টহল দিচ্ছে একজন নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার। অন্ধকারের ভেতর আবছাভাবে ওর কাঠামোটাই চোখে পড়ছে শুধু। দেখলে গা ছমছম করে ওঠে। নিজের একাকিত্ব ঢাকতে, কিংবা হয়তো ভয় কাটাতেই, একঘেয়ে সুরে গান ধরেছে পাহারাদার। কাউবয় সমাজে প্রচলিত অথচ অশ্রাব্য, ছাপার অযোগ্য প্রেমসংগীত। হঠাৎ একটা কয়োটের ডাক ভেসে এল। চমকে উঠে রাশ টানল অশ্বারোহী, চোখ পিটপিট করে অন্ধকারের ভেতর তাকাল। মনে হলো আওয়াজটা ওর সামনের দিক থেকে এসেছে; একমুহূর্ত পর ভেসে এল আর একটা চিৎকার, এবার পেছন থেকে।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করে বলল টহলদার। নিশ্চয় দুটো। একটার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করা সম্ভব না। ডাকের ধরনটাও আলাদা। আয়, তোদের চামড়া দিয়ে আজ ডুগডুগি বানাব।'

হোলস্টারের পিস্তলটা ঢিলে করে দিল সে, ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। অন্ধকারের ভেতর আর একজন অশ্বারোহীকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। অভ্যাসবশত কাউবয়ের ডান হাত চলে গেল সিক্সগুটারের কাছে।

'কে—লাকি?' জিজ্ঞেস করল সে। কোন উত্তর না পাওয়ায় যোগ করল, 'কি ব্যাপার, কথা বলছ না যে? ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার ভয় করছ নাকি?'

জবাবে মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল, হাত নাড়ল ছায়ামূর্তি। মৃদু শিসের আওয়াজ পাওয়া গেল একটা, সরে যাওয়ার ফুরসত পেল না কাউবয়, ঝুপ করে দড়ির ফাঁস ওর কাঁধ গলে কোমরের কাছে এঁটে বসল এবং হ্যাঁচকা টান মেরে স্যাডল থেকে ফেলে দিল ওকে। তবু, পতনকালেও বুদ্ধি হারাল না সে, চকিতে পিস্তল বের করেই দ্রুত পরপর দুবার গুলি ছুঁড়ল শূন্যে। পরমুহূর্তে কপালে বন্দুকের নলের বাড়ি পড়তে জ্ঞান হারাল। এবার অন্যান্য অশ্বারোহী বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে।

'জলদি কর,' নির্দেশ দিল ওদের একজন। 'যেকটা সামলাতে পারবে নিয়ে বাকিগুলোকে উলটো দিকে তাড়িয়ে দাও। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের: হারামিটা সংকেত দিয়েছে, এখুনি ছুটে আসবে সবাই,' বলে অচেতন কাউবয়ের পাঁজরে সজোরে লাথি মারল গরুচোর।

হানাদারেরা সকলেই নিজেদের কাজে পটু। দ্রুত হাত চালিয়ে মূল পাল থেকে বেশ কিছু গরু আলাদা করে ফেলল ওরা, উত্তর-পূর্ব দিকে রওনা করে দিল। একপাল শান্ত গরুবাছুরকে মুহূর্তের ভেতর ক্ষিপ্ত, ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা যে এমন কিছু শক্ত নয় ছিনতাইবাজদের তা ভালই জানা আছে। চোরাই জানোয়ারগুলো যখন যথেষ্ট দূরে চলে গেল তখন আবার ফিরে এল দুজন হানাদার। সচিৎকারে স্যাডল ব্ল্যাংকেটের বাড়ি দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ত্রস্ত পালটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিল ওরা, বিকট রবে ছুটতে শুরু করল গরুগুলো। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে দুই হানাদার এমন সময় মাটিতে ছুটন্ত খুরের শব্দ তুলে

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো আর একজন অশ্বারোহী।

'চার্লি, তুমি কোথায়?' হাঁক দিল সে। 'তোমার সংকেত পেয়েই এসেছি। ব্যাপার কি?'

তারপর সহসাই গোলমালটা কোথায় বুঝতে পারল কাউবয়, নিচুস্বরে গাল বকে পিস্তল বের করল সে, গুলি ছুঁড়ল। অগ্নিশিখার ঝলকানিতে চিরে গেল আঁধার, একজন হামলাকারী ককিয়ে উঠল। ওর সঙ্গী নিজের কম্বলখানা ফেলে দিয়ে কিছু একটা তুলে নিল স্যাডল থেকে। পটাং করে আজব ধরনের একটা আওয়াজ শোনা গেল, একবার খাবি খেল কাউবয়, ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়ার দশা হলো। কিন্তু যে লোক তার জাগ্রত মুহূর্তগুলোর বেশিটাই ব্যয় করেছে স্যাডলে চেপে, দুঃসময়ে তার সেই অভিজ্ঞতাই উদ্ধার করতে এগিয়ে এল তাকে। দুর্বল হাঁটুদ্বয়ের সাহায্যে আঁকড়ে ধরে পনি ঘুরিয়ে ফেলল ও, ঊর্ধ্বশ্বাসে বাথানের উদ্দেশে ছুটল।

'বেশিদূর যেতে পারবে না,' বলল একজন হানাদার। 'লেগেছে তোমার?'

'কাঁধের চামড়া তুলে ফেলেছে, উফ্! রক্ত পড়ছে, তবে ওটা পরে দেখলেও চলবে; আপাতত ভাগতে হবে আমাদের। এল।'

ডাকাত দলের বাকি সদস্যরা যেদিকে গেছে পেটে স্পার মেরে নিজেদের ঘোড়া সেদিকে ছোটাল ওরা, মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

ওদিকে ক্ষুদ্রকায় সাহসী কাউ-পনি পিঠে প্রায় সংজ্ঞাহীন একটা বোঝা নিয়ে সরাসরি ছুটে চলেছে বাড়ির দিকে, তাড়াতাড়ি পৌছান দরকার এটা উপলব্ধি করেই যেন বাংকহাউসের দোরগোড়ায় এসে আচমকা থেমে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গতিবেগ কোথাও একবিন্দু কমাল না ও। খুরের শব্দ শুনে ভেতরের বাসিন্দাদের একজন কে এসেছে দেখতে বেরিয়ে এল বাইরে। ওরি হাঁকডাকে ছুটে বেরোল অন্যরা। স্যাডল হর্নের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহটাকে সবাই মিলে ধরাধরি করে নামিয়ে বাংকহাউসে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বেঞ্চের ওপর। একজন ছুটল মনিবকে ডেকে আনতে।

'হায় খোদা, লাকির এ হাল করল কে?' চেঁচিয়ে উঠল এক সহকর্মী। 'কাঁধে তীর বিঁধেছে। ব্যাপারটা কি?'

খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল লিমিং, ফ্রাইং প্যানের মালিক। 'কার চোট লেগেছে? কি হয়েছে?' একনিশ্বাসে দুটো প্রশ্ন করল সে।

'লোমাসের আচ্ছা বিপদই মনে হয়,' জবাব দিল ওর ফোরম্যান, ডার্ক আইডন। আহত লোকটার ওপর ঝুঁকে আছে সে।

শার্ট আর গেঞ্জি ছিঁড়ে ক্ষতস্থানটা উন্মুক্ত করে রাখল ও। একটা তীর মাংস এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঢুকে গেছে। কণ্ঠার হাড়ের ঠিক নিচেই দেখা যাচ্ছে পালকখচিত শেষমাথা, পিঠের দিকে বেরিয়ে আছে তারকাঁটা লাগান হিংস্র ফলা।

'অ্যাপাচি শর,' বলল ডার্ক।

অত্যন্ত সাবধানে পালকের নিচ থেকে শরদণ্ডটা ভেঙে ফেলল সে, আহত কাউবয়কে কাত করে দুআঙুলে তীরের ফলা চেপে ধরে ধীরে ধীরে টেনে ক্ষতস্থান থেকে বের করল ওটা। তারপর একজন দক্ষ ডাক্তারের মতই নৈপুণ্যের সঙ্গে

শার্টের ছেঁড়া টুকরো দিয়ে রক্ত মুছে যত্ন সহকারে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। ডার্ক জীবনে বহু জখমের পরিচর্যা করেছে, দুরন্ত যৌবনের টানে ও পশ্চিমে চলে আসার ফলে পুবের বহুলোক হারিয়েছে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে। 'লাকি ওর নামের মর্যাদা রেখেছে,' নিজের হাতের কাজ পরীক্ষা করে মন্তব্য করল ফোরম্যান। 'আর দু-এক ইঞ্চি নিচে লাগলে ফুসফুসটাই যেত। এখন হপ্তা দু-তিনেকের ভেতর একদম ভাল হয়ে যাবে। ঘোড়ার পিঠে ও এতক্ষণ বসে থাকল কিভাবে সেটাই অবাক কাণ্ড।'

অসুস্থ কাউবয়ের চোখের পাতা কেঁপে উঠল মৃদু, তারপর তাকাল ধীরে ধীরে; উঠে বসতে চাইছিল, পারল না, দুর্বলভাবে শুয়ে পড়ল আবার। ফোরম্যান একটা গ্লাসে করে তিন আউন্স পরিমাণ হুইস্কি ধরিয়ে দিল ওর হাতে, তারপর সেটা উঁচু করে ধরল ঠোঁটের কাছে।

'কি হয়েছে লাকি, সম্ভব হলে খুলে বল আমাদের,' বলল সে।

কড়া নির্জলা স্পিরিট আর তার ফোরম্যানের পরিচিত কণ্ঠ বাস্তবে ফিরিয়ে আনল কাউবয়কে, কথা বলার শক্তি জোগাল।

'ইনজুন,' জানাল সে। 'গরু চুরি করেছে। খুব সম্ভব মারা গেছে বুড়ো চার্লি। গুলির আওয়াজ পেয়ে আমি ওদের মাঝে গিয়ে পড়ি; বোধহয় জখম করেছি একটাকে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে ফের শুয়ে পড়ল লাকি লোমাস, ওর দেয়া তথ্য সহকর্মীদের ভেতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে লক্ষ্য করল না। প্রত্যেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু জব লিমিংয়ের ক্রোধ সকলকে ছাপিয়ে গেল। কাটখোট্টা লোক লিমিং। খিটখিটে স্বভাবের কারণে স্থানীয় সমাজে দুর্নাম আছে ওর। আড়ালে লোকে ওকে বদমেজাজ বলে সম্বোধনা করে। এই মেজাজের ব্যাপারটা বাদ দিলে, এমনিতে ও একজন সৎ ব্যবসায়ী, মালিক হিসেবে সুবিবেচক। এ মুহূর্তে তার মাথার ঠিক নেই।

'ঝাঁপিয়ে পড়,' হুঙ্কার দিল সে। 'সবাই যে যার বন্দুক আর ঘোড়া বের কর। বাবুর্চি—ও ব্যাটা আবার গেল কোন চুলোয়? ওহ্, এই যে তুমি। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আস না কেন? খাবার জড় কর কিছু, এক্ষুণি, তারপর লোমাসের দিকে খেয়াল রাখবে। ওই খুনী কুত্তাগুলোকে ধরতে দরকার হলে নরক অবধি ধাওয়া করব আমরা।'

'অবশ্যই ওদের ধরব আমরা,' বলল ডার্ক। 'এবং লাকির গলায় নরমুণ্ডের মালা দেব।'

পনের মিনিটের মধ্যে বারজন ঘোড়সওয়ার গরুর পাল যেখানে রাখা হয়েছিল তার উদ্দেশে ছুটল। শিগগিরই গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা, ছড়িয়ে পড়ল নিখোঁজ কাউবয়ের সন্ধানে। ডার্কই প্রথম দেখতে পেল মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দেহটা: ওর ডাকে লিমিং এবং অন্যরা দৌড়ে এল হাঁটু গেড়ে আহত লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখল ফোরম্যান, কপালে হাত বুলাতে ওর আঙুলে চটচটে রক্ত লেগে গেল।

'কেউ একটা আলো জ্বালাও,' নির্দেশ দিল সে।

বেশ কয়েকটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল চারপাশ থেকে, তার আলোয় বোঝা

গেল জখমের পরিমাণ।

'ল্যাসোর ফাঁস আটকে ফেলে দিয়েছে মাটিতে, মাথায় পিস্তলের বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেছে,' জানাল ডার্ক। 'তেমন মারাত্মক চোট না–ওর মাথাটা মনে হয় পাথরের। আমি যতটা পারি করব।'

আইডনের শুশ্রূষায় অল্পক্ষণের ভেতর জ্ঞান ফিরে এল রোগীর, দুর্বল স্বরে দুর্ঘটনা সম্পর্কে তার ফোরম্যানের বক্তব্যই সমর্থন করল সে। 'আমার মনে হলো মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল,' বলল কাউবয়। 'খালি তারা দেখছিলাম চোখে।'

সঙ্গে লোক দিয়ে ওকেও পাঠিয়ে দেয়া হলো র‍্যাঞ্চ-হাউসে, সেখানে বাবুর্চির তত্ত্বাবধানে থাকবে। আহত কর্মচারীর সেবাযত্নের ব্যবস্থা যখন সারা হলো, লিমিং তার নিজের সমস্যার প্রতি মনোযোগ ফেরাল। এবং এখানেই দেখা দিল আর এক সমস্যা। ধলপ্রহরের ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না কি ঘটেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে মালিককে সেটাই সংক্ষেপে জানাল ডার্ক।

'কিছু গরু নিয়ে উত্তর-পুবে গেছে ওরা, পাহাড়ে যাচ্ছে। বাকিগুলো উলটো দিকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হয় যা চুরি করেছে, ফেলে গেছে তার চার গুণ। এখন এর কি করবেন আপনি?'

'দুটো দল কর,' বলল লিমিং। 'পাঁচজনকে সঙ্গে করে তুমি অ্যাপাচিদের পিছু নেবে; আর আমরা ছত্রভঙ্গ গরু ধরে আনব। আমিও আসতাম তোমার সঙ্গে, কিন্তু দুজনেরই র‍্যাঞ্চ ফেলে যাওয়া উচিত হবে না, আর তাছাড়া ট্র্যাক পড়ার জন্য তুমি একাই একশ। কতগুলো চুরি গেছে বলে তোমার ধারণা?'

'অনেক ছিল–তা একশটার মত হবে,' জবাব দিল ডার্ক। 'আর একটা ব্যাপার–অত গরু নিয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারবে না ওরা, এগিয়ে আছে, তবু আমরা হয়তো পথেই ওদের দেখা পেয়ে যাব।'

'দেখামাত্র প্রত্যেকটা হারামিকে গুলি করে মারবে,' নির্দেশ দিয়ে ঘুরে ছত্রভঙ্গ গরু জড় করতে সদলবলে অন্য পথে রওনা হয়ে গেল বাথান মালিক। এখন তাকে একজন ক্রুদ্ধ মানুষ বলা হলে সেটা কমিয়েই বলা হয়। একটা হপ্তার হাড়ভাঙা খাটুনি মিসমার হয়ে গেছে একরাত্তিরে। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে সব, উপরন্তু পাঁচ কুড়ি গরু খোয়ানর শোক। মন মানতে চায় না, কিন্তু লিমিংয়েরও সন্দেহ আছে বলদগুলো উদ্ধার হবে কিনা আদৌ। এই পাহাড়ি দেশটা সে ভালই চেনে; জানে এরকম বহু জায়গা আছে যেখানে লুটের মাল লুকিয়ে রাখলে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

ওর প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যা ঘটছে, এই হামলাও যে তেমনি ইন্ডিয়ানদেরই কুকীর্তি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই তার মনে। ইন্ডিয়ানদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের জাতক্রোধ রয়েছে, লিমিংয়ের বেলায় সেটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

একদিন পর। বিকেলের দিকে ওয়াই যেডের ফোরম্যান হনহন করে বাংকহাউসে ঢুকল। চাপা বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাস খেলা করছে তার চোখে-মুখে।

'কর্টেয, বস ডাকছেন তোমাকে, জলদি,' বলল সে। 'ইন্ডিয়ানরা ফ্রাইং

প্যানের অনেকগুলো গরু চুরি করে নিয়ে গেছে। বুড়ো বদমেজাজ আগুন হয়ে গেছে খেপে, সেও আছে ওখানে।'

ও ভেবেছিল বিশদ জানতে মেক্সিক্যান কাউপাঞ্চার প্রশ্ন করবে; কিন্তু কর্টেয নিরাশ করল ওকে; কেবল দায়সারাভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। র‍্যাঞ্চ হাউসের বিশাল লিভিংরুমে সায়মন আর লিমিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ওর। দ্বিতীয়জন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘরময়, বোঝাই যায় মেজাজ বিস্ফোরনুখ। কোন রকম ভণিতা না করে, সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সায়মন।

'কর্টেয,' বলল সে। 'ইনি মিস্টার লিমিং, ফ্রাইং প্যানের মালিক। শুনেছ, ওঁর ওখানে হামলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র ব্লেইন সেরকমই কি যেন বলছিল; তবে বিশেষ কিছু না,' অতিথিকে আদাব জানিয়ে জবাব দিল কর্টেয।

'পরশু রাতের ঘটনা। আমার আউটফিটের দুজনকে আহত করেছে, গরু নিয়ে গেছে প্রায় একশটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লিমিং। 'এ ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?'

'কপাল মন্দ,' বলল কর্টেয, নিরীহ গলায়।

'কপাল মন্দ,' খেঁকিয়ে উঠল লিমিং। 'কপাল মন্দ? বলে কি ছোকরা? তুমি কিনা বন্ধ করবে চুরি; হাহ্! তুমি আসার পর থেকেই অবস্থা বরং আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। একটা খোঁড়াও তোমার চেয়ে ভাল কাজ দেখাবে।'

চকিতে লাল হয়ে গেল কর্টেযের তামাটে মুখ, চোয়াল চেপে বসল পরস্পর, দীর্ঘ কটুভাষণ শুনতে শুনতে চোখ দুটো সংকুচিত হয়ে গেল। তখনও মেঝে কাঁপিয়ে সারা ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে লিমিং, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। কিন্তু যে ব্যক্তিটি ওর সমস্ত তিরস্কারের লক্ষ্য সে, বাহ্যত, শান্ত।

'আমার বেতনটা কি আপনি দিচ্ছেন, সিনর?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

বন্দুকের গুলির মত বিস্ফোরিত হলো সাদামাঠা প্রশ্নটা, ক্রুদ্ধ গরু ব্যবসায়ীর ভিত সম্পূর্ণ নাড়িয়ে দিল। কিন্তু অন্ধ ক্রোধের কারণে তা সে উপলব্ধি করতে পারল না।

'তার মানে?' ব্যাখ্যা দাবি করল জব।

'সোজা,' ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল কর্টেয। 'আমাকে গাল-মন্দ করার অধিকার মাত্র একজনের–যিনি আমার বেতন দেন।'

একলয়ে আবেগহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল কথাগুলো, কিন্তু নিচু স্বরে তারই এক মারাত্মক অর্থ প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠল। পায়চারি থামিয়ে কর্টেযের মুখোমুখি হলো লিমিং।

'তোমার সাহস আছে মানতে হবে,' বলল সে। 'দুপয়সার জন্য তোমাকে আমি–'

পকেটে হাত ঢোকাল কর্টেয, চাহিদামাফিক দুটো মুদ্রা বের করে বিনাবাক্যব্যয়ে রাখল টেবিলে। চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার এর চাইতে স্পষ্টতর পন্থা আর হয় না। নিমেষে শরীরের সমস্ত রক্ত জমা হলো লিমিংয়ের মুখে এসে, কিন্তু সে কোনকিছু বলতে পারার আগেই হাল ধরল বুড়ো সায়মন।

'যথেষ্ট হয়েছে,' রুক্ষভাবে বলল সে। 'জব, একটা-কথা তোমার মনে রাখা দরকার, এটা আমার বাড়ি এবং আমারই কর্মচারীর সঙ্গে তুমি কথা বলছ। এখানে এসব ঝামেলা সহ্য করব না আমি। তোমার ওই রাগ যদি সামলাতে না পার, এর জন্য একদিন তোমাকে পস্তাতে হবে।'

মুহূর্তের জন্য ক্রুদ্ধ মানুষটাকে আরও ক্ষিপ্ত দেখাল, তারপর হঠাৎ করেই বদলে গেল মুখভঙ্গি এবং হাসল মন খুলে।

'দুঃখিত, সায়মন,' বলল গরু ব্যবসায়ী। 'তোমার কথাই ঠিক। খামোকা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। তোমাদের কারোকেই আঘাত দিতে চাইনি। আসলে আমার এই হতচ্ছাড়া রাগটাই– সামলাতেও পারি না–বরাবর এরকম–বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি যখন আমার দাঁত ওঠেনি, সেই তখন থেকেই নাকি রেগে গেলে আমার দাই মাকে আমি কামড় বসাতাম। ফ্রাইং প্যানের ছোকরাগুলো বোঝে–সামনে চুপ করে থেকে, আমার আড়ালে হাসে, হতভাগার দল।' কর্টেযের দিকে তাকাল লিমিং। 'রাগ নেই, আশা করি?'

'সি।' ফ্রাইং প্যান মালিককে আন্তরিক হাসি উপহার দিল মেক্সিক্যান পাঞ্চার।

বাস্তবিক তাই, ঘরের পরিবেশ এত আচমকা সম্পূর্ণ বদলে গেল যে গোটা ব্যাপারটাকেই সবাই ধরে নিল একটা নিছক কৌতুক বলে। তবু প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছে কোনক্রমেই এই আকস্মিক মতপরিবর্তনকে ভীরুতা বলা যাবে না; যথেষ্ট সাহস আছে লিমিংয়ের, যেরকম অনায়াসে দুঃখ প্রকাশ করেছে, তেমনি হাসতে হাসতে কাউবয়ের সঙ্গে লড়তে দ্বিধা করত না। কর্টেযও বোঝে এটা, এবং সেজন্যই ফ্রাইং প্যান মালিকের প্রতি আরও সমীহ জাগল ওর মনে।

'তাহলে তো আর কথাই নেই,' বলল সায়মন, আপসে ঝামেলা চুকে যাওয়ায় হালকা বোধ করছে। 'সবকিছু ওকে খুলে বল, জব।'

ডাকাতির ঘটনা বিস্তারিত বলল লিমিং। তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্টেয চুপচাপ শুনে গেল। তারপর শুরু করল প্রশ্ন।

'আপনি বলছেন ওরা উত্তর-পুবে বিগ চীফের দিকে গেছে? সেক্ষেত্রে লাইন-হাউসের পাশ দিয়ে ওয়াই যেডকে ডিঙাতে হয়েছে ওদের।' সায়মনের উদ্দেশে ফিরল ও। 'আপনি জানেন, পরশু রাতে আমাদের কে পাহারায় ছিল ওখানে?'

'ব্লেনকেও ঠিক এ কথাই জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, তা ও ডুরান আর নিগারের নাম করল; দুজনেই অভিজ্ঞ লোক,' লিমিংকে জানাল ওয়াই যেড মালিক।

'আমার দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে,' দ্ব্যর্থবোধক উক্তি করল লিমিং।

'এবং আপনার ফোরম্যান স্যান্ডি পারলারে ট্রেইল হারিয়ে ফেলে?' আবার প্রশ্ন করল কাউপাঞ্চার।

'হ্যাঁ। ও খুব ভাল ট্র্যাকার–তবে মরুভূমি আর ইন্ডিয়ান দুয়ে মিলে আরও শক্ত প্রতিপক্ষ।'

'লালচামড়াদের আপনি বাদ দিতে পারেন–গরু চুরিতে ওদের কোন হাত নেই।'

'কিন্তু আমার লোকেরা দেখেছে ওদের, আর লাকির কাঁধের তীরটাও নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়,' প্রতিবাদ করল গরু ব্যবসায়ী।

'কর্টেযের ধারণা এটা শ্বেতাঙ্গদের কাজ, আমাদের ধোঁকা দিতে ইন্ডিয়ান সাজছে,' ব্যাখ্যা করল সায়মন। 'আমার মনে হয় ওর কথায় যুক্তি আছে।'

'ধারণা নয়, আমি জানি,' বলল কর্টেয, 'তবে এখুনি প্রকাশ করছি না।'

'আচ্ছা,' একমত হলো লিমিং। 'আমাদেরকে তোমার আর কিছু বলার আছে?'

মাথা নাড়াল অপরজন। 'প্রমাণ করতে পারব না,' বলল ও। 'সাবুদ পেলেই সব জানতে পাবেন আপনারা। আপাতত শুধু এটুকু বলছি এটা ছিঁচকে চুরি না; কোন বড় সংঘবদ্ধ দলের কাজ, এবং পেছন থেকে কেউ একজন সুতো টানছে।'

'এরকম ভাববার কারণ?' জিজ্ঞেস করল সায়মন।

'এই ভাসা-ভাসা কিছু কথা শুনে ফেলেছি,' জবাব মিলল। 'আপনি ঠিক জানেন, আপনার কর্মচারীরা সকলেই বিশ্বস্ত?'

প্রশ্নটা ফ্রাইং প্যান মালিকের উদ্দেশে করা, এবং এর উত্তরও পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ওদের প্রত্যেককে জানি,' প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল লিমিং। 'তুমি কি বলতে চাও—?'

'আমি কেবল জানতে চাইছি,' বলল কর্টেয। 'ওদেরকে আমি চিনি না। তাছাড়া, সেরা দড়িতেও কিছু পচা আঁশ অনেক সময় থাকে। ডবল এক্সের ডেক্সটারকে কেমন মনে হয়?'

'পছন্দ করি না—কেন তা বলতে পারব না, তবে করি না,' অকপট জবাব। 'তুমি কিছু জান?'

'না,' স্বীকার করতে হলো কর্টেযকে, 'তবে ওর দলেরই একজন পাহাড়চূড়া থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমাকে—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন—তামাশা, তাই না?'

'হ্যাঁ, এবং স্নাবকে তুমি যে পালটা খেলাটা দেখিয়েছ সেটাও,' হাসল লিমিং। 'সাইলাস বলেছে আমাকে, স্নাব পাথর হয়ে গিয়েছিল ওই সময়।'

'তা বটে, একটু ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল বেচারা,' স্বীকার করল কর্টেয, তখনকার স্মৃতি মনে পড়তে সকৌতুকে ঈষৎ নেচে উঠল ওর চোখ। 'ওই দলেরই আরও দুজন ল্যান্টকে অ্যামবুশ করে।'

ফ্রাইং প্যান মালিকের কাছে এটা অজানা তথ্য। 'বল কি?' চোখ কপালে তুলল সে। 'নিশ্চয় ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল ওরা; আমার রাগের চাইতেও স্ন্যাপের হাত কয়েক গুণ চালু। ওর পেছনে লাগতে যাওয়ার কারণ?'

'জানি না, মনে হয় কেউ হয়তো চায় না আমরা এখানে থাকি,' জবাব দিল কর্টেয। 'কিন্তু আমিও ঠিক করেছি—থাকব।'

ও যখন বিদায় নিল, অতিথির উদ্দেশে ঘুরে সায়মন জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বুঝলে লোকটাকে?'

'ম্, আমি তো ওকে আমার পক্ষেই পেতে চাইব বেশি করে,' জব রায় দিল। 'কিছু জান ওর ব্যাপারে?'

'কিস্যু না,' বলল সায়মন। 'পোকার পিটকে পিটিয়ে তক্তা বানাবার পর বার্টন

ওকে সাথে করে আনে। বলল চাকরি খুঁজছে। লোকটা কাজের সন্দেহ নেই, তবে আমি এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। ব্লেইনের ধারণা, ছিনতাইবাজদের সঙ্গে ওর আঁতাত থাকা অসম্ভব না।'

'তার মানে তোমার ফোরম্যান ওকে পছন্দ করে না,' ধূর্ত হাসি ফুটল লিমিংয়ের ঠোঁটে।

'কাকে পছন্দ করেন না আমাদের মাননীয় ফোরম্যান সাহেব?' প্রশ্ন করল একটা নবীন কণ্ঠ।

'হ্যালো, মিস নরি,' করমর্দনের জন্য মেয়েটার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়িয়ে আন্তরিক সুরে চেঁচিয়ে উঠল জব। মাত্র ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে ফিরছে ও। রক্তিম গণ্ডদেশ, পরিহাস-তরল চোখ আর ছিমছাম গড়ন দেখে উপভোগ করবার মত। 'যখনই দেখা হয়, আগের চেয়ে সুন্দর লাগে তোমাকে। তা, তুমি ফ্রাইং প্যানের কর্তৃত্ব বুঝে নিতে কবে আসছ বল?'

ওদের একটা প্রিয় রসিকতা এটা। লিমিং চিরকুমার। বিয়ের জন্য কেউ পীড়াপীড়ি করলেই বলে নরিনের পথ চেয়ে আছে সে।

'যদ্দিন না ওয়াই যেড আমাকে বিদায় দিচ্ছে,' হাসল নরিন, তারপর আমুদে গলায় যোগ করল, 'কিন্তু তোমার ওই রাগকে আমার বড্ড ভয়।'

'হারিয়ে ফেলেছি, নরি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিমিং।

'কী, আবারও,' কপট রাগে চোখ পাকাল সুন্দরী, তারপর বলল, 'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি এখনও।'

'ওই নতুন লোক—কর্টেযের ব্যাপারেই আলাপ করছিলাম,' ব্যাখ্যা করল জব। 'তোমার কি মনে হয় ওকে?'

'আমার বিপদে ও আমাকে উদ্ধার করেছে, সুতরাং আমার বক্তব্য একপেশে হওয়াই স্বাভাবিক,' নম্র কণ্ঠে জবাব দিল নরিন। 'তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত লোকটা সৎ—এবং ভদ্র।'

দশ

হ্যাচেট-স্ ফলিতে অতিথি অভ্যাগতদের সমাগম ঘটে কদাচিৎ, সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাদর পায়; আর দেদার টাকা উড়াবার মত অতিথি যেহেতু প্রায় আসেই না, তুলনামূলকভাবে ওদের সমাদরও হয় বেশি'। তাই, মিস্টার জো টারম্যান আর তার বন্ধু ও সহচর, মিস্টার সেথ লাবান যখন উপস্থিত হলো স্বাভাবিকভাবেই তাদের অভ্যর্থনায় কোনরকম ত্রুটি খুঁজে পেল না তারা। প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি, বস্তুত, যেকোন জায়গাতেই সমাদর পাবে। কারণ তার প্রতিটি চালচলনে প্রাচুর্যের প্রমাণ মেলে। দরাজ হাতে খরচ করে প্রথম চোটেই শহরের সবকটা রকবাজ ছোকরাকে নিজের পকেটে পুরল সে।

প্রকাণ্ড শরীর তার। ছয় ফুটের ওপর লম্বা। চওড়া, পেশীবহুল কাঠামো সাক্ষ্য

দেয় ওর শক্তি এমনকি সমান উচ্চতাসম্পন্ন গড়পড়তা লোকের চেয়ে বেশি। অথচ বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। সুবিন্যস্ত চুল, লোমশ ভুরু আর সযত্নে ছাঁটা দাড়ি সবকিছুই মিশকাল রঙের, এবং এগুলোই আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ওর ব্যক্তিত্বকে। কোন কোন নিন্দুক সমালোচক হয়তো-বা তর্ক জুড়বে মুখখানা একটু বেশিমাত্রায় থলথলে এবং তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট চোখ দুটো বড্ড বেশিরকমের কাছাকাছি। তবু, শতকরা নিরানব্বইজন মহিলাই একবাক্যে রায় দেবে জো টারম্যান সুদর্শন পুরুষ।

এইক্ষেত্রে সে তার সঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত: সেথ লাবান কোনরকম আত্মশ্লাঘায় ভোগে না। কৃশকায় গড়ন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে কোথাও আটকে আছে বয়স, পিঠের ওপর একটা ঢাউস কুঁজ থাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেঁটে দেখায়। নাকটা লম্বা, কপাল ও চিবুক হ্রস্ব, আর চোখজোড়া কুঁতকুঁতে—দেখলেই ছুঁচোর কথা মনে পড়ে যায়। বৌদ্ধ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীজনদের ধারণা পূর্বজন্মে ও নিশ্চয়ই ইঁদুর ছিল, আর অন্যরা, যারা একটু কঠোরপ্রকৃতির, তারা হয়তো বলবে এখনও সে ইঁদুরই—এবং সেটাও কুলিনকুলোদ্ভব নয়।

হোটেলে নিজেদের মালপত্র রেখেই একদঙ্গল স্থানীয় বাসিন্দাসহ ফলিতে এসে অধিষ্ঠান হলো এই বিসদৃশ মানিকজোড়। বারটেন্ডারের কাছে নিজের ও সঙ্গীর পরিচয় দিয়ে সকলের জন্য ড্রিংকসের ফরমাস দিল টারম্যান। তার হ্যাচেটে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরকম রাখঢাকের মধ্যে গেল না সে।

'অনেকদিন থাকবেন?' প্রশ্ন করল সাইলাস।

'পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে,' বলল ধনকুবের। 'আমি এদিকটা ঘুরে-ফিরে দেখতে এসেছি। শুনেছি জায়গটা নাকি গরু ব্যবসার জন্য ভাল, আর সব গরু তো আমার দেশ থেকেই আসে। আমি নিজেও অবশ্য ব্যবসাটা করেছি অল্পবিস্তর—সেথ, তুমি কি বল?'

'মনে হয়,' জবাব দিল লাবান, কথাশেষে মুখখানা এমনভাবে বিকৃত করল যে অনায়াসে তাকে একধরনের হাসি বলেও চালিয়ে দেয়া যায়।

'হ্যাঁ, গরু পালার জন্য জায়গাটা সত্যিই চমৎকার, তবে কিনা ভরাট হয়ে গেছে,' জানাল সাইলাস। 'কোন মালিক বেচে দিচ্ছে বলেও শুনিনি।'

'দাম থাকতে থাকতেই ঝেড়ে দিলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে; এরপর তো আর কিছুই পাবে না,' টিপ্পনী কাটল জনতার একজন।

'কেন, তা কেন?' জিজ্ঞেস করল অতিথি।

'ছিনতাই,' সংক্ষিপ্ত জবাব।

টারম্যান হাসল শব্দ করে। 'আমি অমন অনেক ছিনতাইবাজকেও ঠেঙিয়েছি, তাই না, সেথ?'

'মনে হয়,' উত্তর এল, সঙ্গে হুবহু তেমনি হাসির প্যারডি।

'ছিনতাই বন্ধ করার ওষুধ আমার জানা আছে,' বক্তৃতার ঢঙে চালিয়ে গেল ধনকুবের। 'হ্যাঁ, ভাইসব, একেবারে মোক্ষম দাওয়াই—কখনও ব্যর্থ হতে দেখিনি: দড়ি আর গাছের ডাল—এই দুটো এক হলে মিস্টার ছিনতাইবাজ হার মানতে বাধ্য।'

'আগে ওদেরকে ধরা চাই,' ইতিপূর্বে যে লোকটা মুখ খুলেছিল সে-ই বলল আবার। 'ইন্ডিয়ানরা ভীষণ চালাক, আর এই পোড়া দেশটাও তেমনি।'

'ইন্ডিয়ানদের আমি একদম সহ্য করতে পারি না; কোন উপকার হয় না ওদের দিয়ে,' ফোড়ন কাটল আর একজন।

'না, আমি কিন্তু এটা মানতে পারলাম না,' হাসল টারম্যান। 'ওদের দিয়েও বহু সময় উপকার পেয়েছি আমি, তাই না, সেথ?'

'মনে হয়,' শোনা গেল অবধারিত জবাব।

কথাবার্তা এখন সাধারণ খাতে বইছে, কিন্তু টারম্যান খুব সামান্যই অংশ নিচ্ছে তাতে; স্যালুনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, ধূলিধূসর রাস্তার ওপাশের একটা কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ। ও দেখতে পাচ্ছে একটি মেয়ে তার পনির পিঠে সাবলীল ভঙ্গিতে বসে আছে, কাউবয় ফ্যাশনে, অর্থাৎ একরকম দাঁড়িয়েই আছে রেকাবের ওপর। নিখুঁত ছাঁটের ব্লাউজ, চেরা স্কার্ট, আঁটসাঁট হাই-বুট, আর চিবুকের সাথে ফিতে দিয়ে বাঁধা নরম সমব্রেরোতে ওকে, পশ্চিমের বিশিষ্ট ভাষায় বলা যায় 'প্রিয়দর্শিনী মনে হচ্ছে। দীর্ঘদেহী এক কাউবয়ের সঙ্গে কথা বলছে ও। মেয়েটির পাশেই টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর বাহনটাও দেখবার মত, একটা রাজকীয় চেহারার রোয়ান। টারম্যান মনস্থির করে ফেলল, ওই মেয়ে আর ঘোড়া দুটোই তার চাই।

'মহিলাটি কে?' রাস্তার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে সাইলাসকে জিজ্ঞেস করল ও।

'নরিন পিটার, ওয়াই যেডের মালিক বুড়ো সায়মনের মেয়ে,' জবাব দিল বারম্যান। 'আর যার সঙ্গে কথা বলছে, ওদের আউটফিটেই কাজ করে—কর্টেয—অল্পদিন হয় এসেছে।'

ধনকুবেরের চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর হলো না এই তথ্যে।

কেবল বলল, 'দেখতে বেশ।' কিন্তু খোলাদরজা থেকে কিছুতেই অন্যদিকে সরাতে পারল না ওর দৃষ্টি।

যাদের নিয়ে এই আলোচনা তারা রাজপথে নিজেদের আলাপেই মগ্ন, জানেও না ওদের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেছে কেউ। নরিনের জানা ছিল না কর্টেয শহরে আছে। তাই যখন দেখতে পেল স্যালুনের উলটো দিকে রোয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, একমুহূর্ত থেমে ভাবল পাশ কাটিয়ে চলে যাবে কি না, তারপর সংকল্পের ভ্রূকুটি করে ওর পাশে গিয়ে রাশ টানল, অভিবাদন জানাল স্মিতমুখে। ওর দ্বিধা কর্টেযের নজর এড়ায়নি, টুপি খুলে মৃদু হাসল সে।

'করলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'কি করলাম না?' পালটা প্রশ্ন করল নরিন, যদিও জানে কি বোঝাতে চেয়েছে পাঞ্চার।

'এই যে, আমাকে না দেখার ভান করা,' বলল কর্টেয।

আরক্ত হলো তরুণীর মুখ। 'কক্ষনো অমনটা মনে হয়নি আমার,' প্রতিবাদ করল সে। 'দাঁড়াব না ভেবেছিলাম কারণ—'একটু থামল নরিন, তারপর যোগ করল, 'সেদিন এক ছুঁচো আমাদের দেখে বাবার কান ভারি করেছে, আমরা নাকি বেড়াচ্ছিলাম একসাথে; কথাটা শুনে আহত হয়েছেন বাবা।'

'স্বাভাবিক। কোন বাথান মালিক বাবাই চাইবেন না তার মেয়ে একজন নগণ্য কাউবয়ের সঙ্গে মেলামেশা করুক,' কর্টেযের কণ্ঠে তিক্ত শ্লেষ।

'না-না, ব্যাপারটা ওরকম কিছু ছিল না,' তাড়াতাড়ি বলল তরুণী। 'কেন, বাবা নিজেও একসময় কাউবয় ছিলেন–সরাসরি কারো কথা বলেননি তিনি, বাথানের সবার বেলায়ই এটা প্রযোজ্য।'

'এবং এও নিশ্চয় বলেছেন, আমার সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত কোন কথাই বলিনি তোমাদের,' প্যাঁচ কষল কর্টেয, তবে ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

স্নিগ্ধ হাসি হাসল মেয়েটা, মেঘ সরে গেছে বলে আনন্দিত বোধ করছে। 'তোমার ব্যাপারে আমরা বিশেষ কিছু জানি না সেটা অবশ্য বলেছেন,' স্বীকার করল ও। 'তবে উনি তো আর জানেন না, আবারও তাঁর মেয়েকে রক্ষা করেছ তুমি।'

'জানুন এটাও চাই না আমি; ব্যাপারটা তোমাকেও ভুলে যেতে অনুরোধ করছি,' তড়িঘড়ি বলল কর্টেয। 'ভুলবে না?'

মাথা নাড়াল নরিন। 'উপকার ভোলা আমার স্বভাব না,' জবাব দিল। 'বাবাকেও জানাব একদিন, এবং আমার বিশ্বাস তিনিও ভুলবেন না। ভালোমানুষ বুড়ো বাবা আমার, আসলে উনি আমার জন্য চিন্তিত। তুমি ওঁর ওপর রাগ কোরো না।'

'আমি কিন্তু এখনও বলব, তোমার বাবার কথাই ঠিক,' বলল পাঞ্চার। 'আমার সাথে বেশি মাখামাখি করা তোমার উচিত হবে না।' কর্টেযের চোখে এমন কিছু ছিল যা লক্ষ্য করে ধড়াস করে উঠল নরিনের বুকের ভেতর, শিরায় শিরায় উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল।

'সুন্দর না?' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটাতে, সামনে ঝুঁকে রোয়ানের ঘাড়ে দস্তানাপরা হাত দিয়ে আদর করল ও। 'আশা করি ওর সব তেজ শেষ করে ফেলনি এরই মধ্যে।'

'নাহ, বজ্জাতি যায়নি এখনও,' হাসল পাঞ্চার। 'আমাকে বোঝে, তাই অসুবিধে হয় না। কিন্তু আর কেউ চড়তে পারবে কিনা সন্দেহ। ল্যারি এর মাঝে একদিন চেষ্টা করেছিল, এক মিনিটও টেকেনি; ও-ও কিন্তু দক্ষ ঘোড়সওয়ার।'

এই পর্যায়ে ব্যাহত হলো আলাপ। ওপাশের স্যালুনের দরজা থেকে এগিয়ে এল টারম্যান, সঙ্গে রায়ান। এখানকার হোটেলটা ও-ই চালায়, নরিনের পূর্বপরিচিত। হাত নেড়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল সে।

'মর্নিং, মিস নরি,' বলল। 'এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান–মিস্টার জোসেফ টারম্যান, বেড়াতে এসেছেন আমাদের এই অখ্যাত শহরে।'

সরল মনে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা, তার ওপর প্রায় আনত কুর্নিশ করে ধনকুবের বলল, 'এভাবে গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম বলে আমি দুঃখিত, মিস নরি। আসলে তোমার পরিচয় জানার পর মনে হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেনাজানাটা সেরে ফেলা দরকার। শিগ্‌গিরই আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।'

ওর নির্লজ্জ চোখে মেয়েটার খুঁটিনাটি সমস্ত অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে।

টারম্যানের কর্তৃত্বসুলভ আচরণে শুরুতেই নরিনের যে প্রতিক্রিয়া হলো তা বিদ্রোহের।

'আমার বাবা, হ্যাঁ, উনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হবেন,' বলল ও।

'আমার মত এতটা না,' উৎফুল্ল গলায় সাড়া দিল টারম্যান। 'প্রথমেই আমি যেটা জানতে চাইব তা হচ্ছে, ওই রোয়ানটার জন্য কত দাম হাঁকবেন উনি। ওর গায়ে তোমাদের মার্কা আমার চোখে পড়েছে। এত সুন্দর জিনিস—মাত্র একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, আর কখনও আমি দেখিনি।'

কথা শেষ করে চওড়া একটা হাসি উপহার দিল ধনকুবের, সবকটা শক্ত সাদা ঝকঝকে দাঁত একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। নরিন মফস্বলের মেয়ে, তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারই স্তুতি গেয়েছে লোকটা।

'গায়ে আমাদের মার্কা থাকলেও ঘোড়াটা আমার বাবার না,' শীতল কণ্ঠে বলল ও। 'ওর মালিক এই ভদ্রলোক।'

কর্টেযের প্রতি ইঙ্গিত করল সে, এতক্ষণ যে একবারও মুখ খোলেনি, ওদের বাধাপ্রাপ্ত আলাপ আবার শুরু হওয়ার আশায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল একপাশে। অনেকটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে কাউবয়ের আপাদমস্তক জরিপ করল টারম্যান।

'একশ ডলার দেব,' বলল সে।

'না,' চাঁছাছোলা জবাব পেল।

'দুশ,' এবং তারপর কাউবয়কে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াতে দেখে, 'তিনশ।'

বিস্ময়ে খাবি কেল দর্শকদের কেউ কেউ, ওই মহার্ঘ জীবটির মালিকের প্রতি ঈর্ষা বোধ করল। উৎকৃষ্ট ঘোড়ার মাংসই যে দেশে সস্তা, সেখানে ওদের বিবেচনায় চড়াদামেই নিজের প্রস্তাব রেখেছে ক্রেতা। 'খোদা! আমি যদি ঘোড়াটার মালিক হতাম,' এক চাতক আত্মা তিনশ ডলারে কত গ্লাস মদ পাওয়া যাবে তার খোয়াব দেখে বিড়বিড় করে বলল। 'একশ ডলার বাজি, ও বিক্রি করছে।' লোকটার প্রতিবেশী ঘোড়ার মালিককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। 'বাজি,' বিনা দ্বিধায় বলল সে। কর্টেযকে ভাবী ক্রেতার দিকে তাকাতে দেখেই বাজি লড়েছিল সে, কিন্তু পাঞ্চার নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল:

'এ ঘোড়া বিক্রির জন্য নয়।'

চকিতে থ হয়ে গেল টারম্যান; ও নিশ্চিত ছিল একদানে সাত মাসের বেতনের চেয়েও বেশি টাকা রোজগারের সুযোগ পেলে যে কোন কাউবয়ই রাজি হয়ে যাবে তার প্রিয় বাহনকে হাতছাড়া করতে; কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়বে না ও। কোন জিনিস একবার হস্তগত করতে চাইলে ওর জেদ চড়ে যায়। শুধু টাকার জোরে কাজ হবে না উপলব্ধি করে, নতুন রাস্তা ধরল ধনকুবের।

'বাহ!' বলল সে। 'কাউবয়কে বেশ পাকা খেলুড়ে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে চারশ ডলারেই সই। যেকোন খেলায় আমার সঙ্গে অংশ নিতে পার তুমি। যদি আমি জিতি ঘোড়াটা আমার হবে, টাকা তোমার। আর তুমি জিতলে—দুটোই তোমার। কি, রাজি?'

'বললাম তো, ঘোড়া আমি বেচব না,' জবাব দিল কর্টেয, 'তবে,'—অপরজনের মুখে এরপরেও উত্তরোত্তর অবিশ্বাসের ছাপ বাড়তে দেখে

কর্কশ হয়ে উঠল ওর গলা—'দান করতে পারি, একশর্তে, ওর পিঠে পাঁচ মিনিট টিকে থাকতে হবে তোমাকে—ঘড়ি ধরে।'

প্রশংসার গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। কোন মানুষ যখন রিক্তপ্রায় হয়ে যায়, নিজ বাসভূমের প্রতি তার ঐকান্তিক আনুগত্যই হয়ে ওঠে তখন তার একমাত্র ঐশ্বর্য। ওদের প্রশংসা সেই আনুগত্য উৎসারিত। আপাতদৃষ্টিতে নবাগত আগন্তুককে যা মনে হয় হয়তো সে সত্যিই তাই, ধনাঢ্য এবং বন্ধুপ্রিয়, কিন্তু জনসমর্থন, এ মুহূর্তে, কাউবয়ের দিকে রয়েছে। খেলোয়াড়ীসুলভ প্রস্তাব দিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছে সে। এতে যে কেবলমাত্র উত্তেজনার খোরাক পাচ্ছে ওরা তা নয়, গোটা সমাজের মান-মর্যাদাও বেড়ে গেছে। রোয়ানের কুখ্যাতির কথা সকলেই জানে, ফলে হিড়িক পড়ে গেল বাজি ধরার। অভ্যাগতের পক্ষেও এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করা অসম্ভব—এবং সেরকম কোন ইচ্ছাও তার ছিল না।

'বেশ,' হাসল সে, 'তবে কোন অচেনা লোকের কাছ থেকে উপহার নিই না আমি, কাজেই যদি আমি জিতি—আর যদি কেন অবশ্যই জিতব, আজ পর্যন্ত এমন চারপেয়ে আমি দেখিনি যাকে চালাতে পারব না—দাম নিতে হবে তোমাকে, তিনশ ডলার।'

'সে তোমার যেমন খুশি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল পাঞ্চার।

শহরের অধিকাংশ পুরুষ বাসিন্দাই একটা উত্তেজনাকর দৃশ্য দেখার আশায় ভিড় জমিয়েছিল রাস্তায়, এবার তারা কর্টেয, তার রোয়ান এবং নবাগত আগন্তুককে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সাইডওয়াকে উঠে দোরগোড়াগুলো দখল করল। মুষ্টিমেয় যে কজন ভাগ্যবানের ঘড়ি আছে তারা প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বকাল বিচারের উদ্দেশ্যে ঝটপট পকেট থেকে বের করল সেগুলো; যাদের টাকা রয়েছে তারা বাজির অঙ্ক চড়াতে লাগল।

'পারবে, তোমার বন্ধু জিততে?' লাবানকে প্রশ্ন করল একজন।

'মনে হয়,' বাঁধা জবাব এল। বিরক্তির সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রশ্নকর্তা, বিড়বিড় করে বলল, 'তোতাপাখি। দুটো শব্দই কেবল শিখেছে। শালা, চামচার একশেষ!'

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না ধনকুবের। রাস্তা ফাঁকা হতেই এগিয়ে গিয়ে কর্টেযের হাত থেকে লাগামটা নিল সে, তারপর ওর মত দশাসই ওজনের যেকোন মানুষের তুলনায় ঝটিতি লাফ দিয়ে স্যাডলে চড়ে পা দুটো রেকাবে রাখল। সেকেন্ড পাঁচেক অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানোয়ারটা, তারপর তারস্বরে একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার দিয়ে শুরু করল ওর প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা। ঘাড় কাত করে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বারবার শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, ইস্পাত দণ্ডের মত শক্ত করে চারটে পা-ই নামিয়ে দিচ্ছে একত্রে, ক্ষণিকের তরে স্বস্তি পাচ্ছে না আরোহী, একটা ধাক্কা সামলাবার আগেই আসছে পরেরটা। একজায়গায় দাঁড়িয়ে লাফান বললে যা বোঝায় ব্যাপারটা তাই, বিশেষ কোন কৌশল খাটাচ্ছে না, তবু ওর ক্ষিপ্রতার কারণেই অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

'খোদা! ও কি ছুটছে জানে না?' সভয়ে বলল একজন দর্শক। 'দশ-এক,

ঘোড়ার ওপর,' কিন্তু কেউ আগ্রহী হলো না ওর সঙ্গে বাজি লড়তে।

তবে টারম্যান নাছোড়বান্দা, চোখ দুটো জ্বলছে, মুখ মড়ার মত সাদা, পরস্পর শক্ত হয়ে এঁটে বসা ঠোঁট থেকে ক্ষীণ রক্তের ধারা গড়াচ্ছে। অব্যাহত প্রবল ঝাঁকুনির চোটে প্রায় বিকারহীন মানুষে পরিণত হয়েছে ও, অবিরাম দোল খাচ্ছে স্যাডলে, এমনভাবে সামনে-পেছনে হেলে পড়ছে মাথাটা যেন ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে ওর ঘাড়। তবে, পাশাপাশি, এটাও স্পষ্ট বোঝা যায় স্পর্ধা ও শক্তি দুটোই ওর আছে।

তবু একটিমাত্র পরিণতিই ঘটে থাকে এসব ক্ষেত্রে, এবং অচিরেই তা ঘটল। ক্ষিপ্ত জানোয়ারটা ফের সবেগে উঠে গেল ওপরে, কিন্তু এবার নামবার সময় শূন্যেই সুকৌশলে শরীরটা বাঁকিয়ে ফেলে আরোহীর নাজুক ভারসাম্য বিনষ্ট করে দিল পুরোপুরি, একপাশে কাত হয়ে গেল সে। তারপর যখন ওর চারটে পা স্পর্শ করল মাটি, আচমকা উঠে গেল পেছনটা, আর টারম্যান গুলতি ছেঁড়া প্রস্তরখণ্ডের মত নিক্ষিপ্ত হলো হাওয়ায়, তারপর পথের ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ল।

'পঁচাত্তর সেকেন্ড,' ঘড়ি পকেটে চালান করতে করতে শান্ত গলায় বলল কর্টেয, দ্রুত এগিয়ে গেল ঘোড়ার লাগামটা ধরতে। এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা, শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক আর পেট, পা কাঁপছে থরথরিয়ে।

বন্ধুকে সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছিল সেথ, কিন্তু ধনকুবেরের খিস্তি আর হাতের ঝটকায় নিরাশ হতে হলো। কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছে টারম্যান। সম্পূর্ণ বদলে গেছে মানুষটা; রক্তাক্ত মুখে হাসিখুশি বন্ধুবৎসল অভিব্যক্তির স্থান করে নিয়েছে দানবীয় ক্রোধ। অশ্রাব্য গাল বকছে অনবরত, রাগে কাঁপতে কাঁপতে স্থানচ্যুত হোলস্টারটা আঁকড়ে ধরেছে। ওর মতলব স্পষ্ট; ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে।

'খবরদার,' চাপা অথচ কঠোর কণ্ঠ শোনা গেল একটা। ধনকুবের চোখ তুলেই দেখতে পেল কাউবয়ের হিমশীতল বন্দুকের নল চেয়ে আছে ওর পানে।

অতি কষ্টে আবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল সে, যদিও আক্রোশ তখনও ফুঁসছে ওর ভেতরে। 'পাঁচশ ডলারই পাবে—কেবল, ওর ঘাড়টা ভেঙে ফেলব আমি,' ক্রোধোন্মত্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল টারম্যান।

'তোমার সবকিছুর বিনিময়েও তুমি কিনতে পারনি ওকে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কর্টেয। 'তোমার—সুযোগ—তুমি—পেয়েছ।'

লাঞ্ছিত লোকটার দিকে আর একটিবারও না তাকিয়ে একলাফে স্যাডলে চাপল সে, ঘোড়াটা ওকেও ছুঁড়ে ফেলার মৃদু প্রয়াস চালাতে আদরে চড় মারল ওর ঘাড়ে, তারপর ধীর কদমে শহরের বাইরে রওনা হলো।

মেয়েটাকে খুঁজছিল টারম্যানের চোখ কিন্তু দেখতে পেল না কোথাও। ও নিশ্চিত মেয়েটা প্রত্যক্ষ করেছে ওর পরাজয়, তবে সেজন্য তার রাগ আর নতুন করে উসকে উঠল না। এখন নিজেকে সামলে নিয়েছে সে, গায়ের জামাকাপড় থেকে ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে ম্লান হেসে বলল:

'বন্ধুগণ, সবদিন জো টারম্যান হারে না, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আমার

স্বীকার না করে উপায় নেই। ঘোড়াটা সত্যি সত্যি আমাকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে। এই প্রথম আমার এরকম অবস্থা হলো। জীবনে বহু বজ্জাত ঘোড়ায় চড়েছি, কিন্তু ওই রোয়ানটা যেন নরকের পেয়াদা। ধেত্তেরি! গুচ্ছেরখানেক ধুলো গিলে ফেলেছি মনে হচ্ছে. একটু সেচ আর সঙ্গে ছোটখাট খেলার আয়োজন করলে কেমন হয়?'

তৃষ্ণার্ত জনতা সাদরে গ্রহণ করল প্রস্তাব। যথাসময়ে পোকার পিট সশরীরে হাজির থাকায় তড়িঘড়ি মিস্টার টারম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওর এবং অল্পক্ষণের ভেতর শুরু হয়ে গেল খেলা। পোকারে প্রায় শ-খানেক ডলার হারল টারম্যান, অধিকাংশই জুয়াড়িটার কাছে। একদিনে দ্বিতীয় দফা নিজের পরাজয় হাসিমুখে স্বীকার করে নিল সে, এবং সেটা উপভোগ করতে ঢালাওভাবে ড্রিংকসের ফরমাস দিল সকলের জন্য। এর ফলে উদার মানুষ হিসেবে জনসমক্ষে পরিচিতি পেল সে, এবং তার জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তবু, কিছু কিছু লোক একটি দৃশ্যের কথা ভুলতে পারল না: ধূলিমলিন রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াবার পর ওর চেহারা কেমন হয়েছিল সেটা মনে পড়ল ওদের। উপলব্ধি করল এই অভ্যাগতটিকে, তার অমায়িক ব্যবহার সত্ত্বেও, কোনমতেই ঘাঁটান চলবে না।

চিন্তাচ্ছন্ন মনে বাসায় ফিরছে নরিন। নবাগত অতিথি ও কাউপাঞ্চারের মধ্যে বচসার শুরুতেই একটু তফাতে সরে যায় ও, যদিও ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখার কৌতূহল দমাতে পারেনি। পশ্চিমের পথে কর্টেযকে শহর ত্যাগ করতে দেখেছে ও, এবং অনুমান করে নিয়েছে ওকে আর বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলাই এর লক্ষ্য। উদ্দেশ্যটি মহৎ নরিনের সন্দেহ নেই; তবু ভেতরে ভেতরে সে খানিকটা হতাশাও বোধ করেছে।

টারম্যান সম্পর্কে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে পারেনি ও; লোকটা ওকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটোই করছে একসঙ্গে। সংসার সম্বন্ধে ওর ধারণা সীমাবদ্ধ, তথাপি ওর মাঝে মহিলাদের প্রভাবিত করবার মত গুণাবলী সে আবিষ্কার করেছে। পৌরুষ আছে লোকটার, কিন্তু তাই বলে জীবনের পেলব দিকগুলোকে উপেক্ষা করেনি। পরিপাটি বেশভূষা, অথচ ফুলবাবু বলবার জো নেই। উৎকৃষ্ট টুইডের সুট, যার প্যান্টের ঘের নিখুঁতভাবে মুড়িয়ে আঁট-সাঁট রাইডিং-বুটের ভেতর গুঁজে দিয়েছিল, নরম কলারের সিল্কের শার্ট আর ঢেউ খেলান টাই আর দামী স্টেটসন টুপিতে হ্যাচেট-স্ ফলির সাদামাঠা পোশাক পরা লোকের ভিড়ে অতি সহজেই আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছিল ওকে।

লোকটার অন্তর কেমন সে ব্যাপারে নরিনের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই, তবে ঘোড়াটা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার পর ও যখন ধুলোবালি থেকে স্খলিতপায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল ওর তখনকার সেই মূর্তি মনে পড়তে নরিন শিউরে উঠল। সন্দেহ নেই লাঞ্ছনাটা খুবই নিষ্ঠুর হয়েছে, তবু—পাঞ্চার ওই জায়গায় এরকম পরাজয়কে কিভাবে গ্রহণ করত ভাবতে চেষ্টা করে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিল ও; মানুষ ক্রুদ্ধ হলে তার চেহারা আমূল বদলে যায়। তবে কেন যেন ওর মনে হলো, আর যাই হোক, কর্টেয খুন করতে চাইত না ঘোড়াটাকে—বরং ওর বিজয়ের কারণে ওকে শ্রদ্ধা করত। ও আর টারম্যান ভিন্ন ধাতুতে গড়া, উপলব্ধি করল নরিন, এবং আপাতত ওখানেই ইতি টানল ভাবনার।

*

যা অনুমান করেছে মেয়েটা, ওকে এড়াবার জন্য কর্টেয সচেতনভাবেই পশ্চিমের ট্রেইল ধরে শহর ছেড়েছে। হ্যাচেটের রাস্তায় ওর সঙ্গে কথা বলায় কারো কিছু যায় আসবে না, পরিচিত পথচারীরা ধরে নেবে ওর বাবার কোন নির্দেশই হয়তো ওকে জানাচ্ছে মেয়েটা; কিন্তু বুড়ো সায়মনের মনোভাব জানার পর কোন অবস্থায়ই আর ওদের একসাথে পথ চলা উচিত নয়। আর তাছাড়া বাথান মালিককে অযথা উত্যক্ত না করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে কর্টেযের। শহরের শেষ দালানটা পেরিয়ে এসেই ও ঘুরে পুব দিকে রওনা হলো, কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটাই ভাবছে। সোহাগ করে রোয়ানের কান মলে দিল ও, জবাবে ওকে একটা কাঁটাঝোপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল জানোয়ারটা।

'বুড়ো দস্যি,' বিদ্রোহ দমন করে ঠাট্টাচ্ছলে তিরস্কার করল মনিব। 'জানিস না, কে আছে তোর পিঠে? তবে ওই ভদ্রলোককে কিন্তু তোর ওভাবে ময়লার মধ্যে ফেলে দেয়া ঠিক হয়নি, বেচারার কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে গেল।' দৃশ্যটা মনে করে অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখ। 'কিন্তু, সাবধান, আর কক্ষনো ওর কাছে যাবি না। আজ একটুর জন্য বেঁচে গেছিস। পিস্তলটা হাতে পেলেই ও তোকে খুন করত, বুদ্ধু। আরও একটা ফাঁড়া অবশ্য এসেছিল তোর, সুন্দরী যখন তোকে আদর দিচ্ছিল, সে সময় তুই একটু বেচাল হলেই—আমি তোকে খুন করতাম।' আবার কান টানল সে, কিন্তু এবারে আর কোনরকম প্রতিবাদ উঠল না। 'এই তো বুঝেছিস, বুড়ো খোকা,' বলল পাঞ্চার। 'আর একটা কথা শুনে রাখ, আমরা কেউই এখানে খুব একটা জনপ্রিয় নই, কাজেই একটু সমঝে চলতে হবে আমাদের। আর ওই টারম্যান আর তার ছুঁচোটার দিকেও নজর রাখতে হবে।'

শেষের কথাটা বলার সময়ে আবার কঠোর হয়ে গেল ওর গলা। ওই দুই অভ্যাগত সম্পর্কে কিছুই জানে না সে, ইতিপূর্বে কখনও দেখেওনি ওদের কারোকে, তবু প্রথম দৃষ্টিতে ও ধনকুবেরের চোখে বৈরিতা-লক্ষ্য করেছে। অতীতে বহুবার এধরনের অনুভূতি হয়েছে কর্টেযের এবং কোনবারই তাকে ঠকতে হয়নি; প্রথম দর্শনে যাদের বিশ্বাস করেছে, তারা তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে—আর যাদের বিশ্বাস করেনি, দুদিন আগে বা পরে, সত্যি হয়েছে তার সন্দেহ। লোক চেনার ব্যাপারে এই সহজাত ক্ষমতাকে কদর করে ও। নরিনের হাস্যোজ্জ্বল অভিবাদনের কথা মনে পড়তেই আবার নরম হয়ে এল কর্টেযের চেহারা। ওর বাবার নির্দেশ সত্ত্বেও, ওকে পাশ কাটিয়ে যায়নি মেয়েটা।

'সত্যি, মরুভূমিকে সিক্ত করার ক্ষমতা আছে ওর,' নিজেকে বলল ও।

এগারো

আর যাই হোক সে, মিস্টার জোসেফ টারম্যান, নিঃসন্দেহে করিৎকর্মা লোক। তাই যখন নরিনকে ও জানিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে 'শিগ্‌গিরই' দেখা করবে, যথার্থেই সেটা বলেছিল। ফলে ওইদিন বিকেলেই দেখা গেল বামনাকৃতি দোসর সেথ লাবানকে সঙ্গে করে সে ওয়াই যেড বাথানের ট্রেইল ধরেছে। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধাতস্থ হয়েছে সে।

'এই গহিন জায়গায় এসে আমরা মনে হয় খুব বুদ্ধিমানের কাজই করেছি, সেথ,' শহর থেকে বেরিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে।

'মনে হয়,' একঘেয়ে জবাব এল। 'মার্শাল টংকে তুমি কেমন বুঝলে?'

'ট্যাংক হলেই নামটা মানাত,' সানন্দে হেসে বলল টারম্যান। 'যাইহোক, পিট নিশ্চয় অ্যাদ্দিনে পকেটে পুরেছে ওকে।'

'সেথ মাথা ঝাঁকাল–নিজের শ্বাস অযথা অপচয় করে না; ও–এবং তার বন্ধু কথা চালিয়ে গেল, 'এখানে প্রচুর সুযোগ, অথচ নিয়ম কানুনের ঝুটঝামেলা নেই। এবং গরু পালার পক্ষেও ভাল।'

'মনে হয়,' সেথ একমত হলো। 'বিশেষ করে রেলপথ চলে এলে–'

'চুপ কর,' রুক্ষস্বরে ধমকে উঠল ধনকুবের।

'কেউ তো আর শুনতে পাচ্ছে না,' মিনমিনে গলায় প্রতিবাদ করল অপরজন।

'কিভাবে জানলে তুমি?' ব্যঙ্গ করল টারম্যান। 'দিনরাত একটা কথাই কেবল জপবে, কস্মিনকালেও এর কাছেপিঠে কোথাও রেলপথ আসছে না–তাহলেই আর কখনও এমন ভুল হবে না।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরবে ছুটে চলল ওরা। তিরস্কৃত হওয়ায় ভেতরে ভেতরে জ্বলছে সেথ। আর টারম্যান গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, নিঃসন্দেহে সুখদায়ক কিছুই হবে কারণ আবার হেসে উঠেছে ওর চেহারা। একসময় ও মুখ খুলল:

'ওই মেয়েটা সত্যিই পাগল করে দিয়েছে আমাকে। যে করেই হোক আমার পেতে হবে ওকে। একমাত্র সন্তান, বুড়ো মরলে ওয়াই যেড র‍্যাঞ্চটা ওরই হবে।'

চকিতে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বামন। 'এটা নিশ্চয় তোমার মনের কথা না, জো?' প্রশ্ন করল সে। 'বিশেষত সবকিছু যখন গুছিয়ে এনেছি আমরা। কেন; সব ঠিকঠাকমত চললে তুমিই হবে রেঞ্জের রাজা।'

আবার হাসল টারম্যান। 'ভয় পেলে, সেথ? না, ঠাট্টা করছি না। রেঞ্জের রাজা, না? হাহ্, শুনতে ভালই শোনাচ্ছে, আর ও হবে পাটরানী।'

'জো, মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা কর,' সাবধান করল লাবান। 'লোলার কথা ভুলে গেলে–বলেছিল, মেয়েলোকের চক্করেই একদিন সব ডুববে তোমার।'

'আহ্!' টারম্যান বিরক্ত। 'মেয়েমানুষ মানেই সুবিধাবাদী, যখনই বলবে পথ

দেখতে—অমনি ভয় দেখাবে তোমাকে, নাকি-কান্না কাঁদবে। ওই মেয়ে আর রোয়ান ঘোড়াটা—দুটোই চাই আমার এবং নিয়েই ছাড়ব।'

'ঘোড়ার মালিক মনে হয় না ওটা হাতছাড়া করতে চাইবে,' বলল বামন। ওর মনোভাব বুঝতে পেরে টারম্যানের হাসি দুকানে গিয়ে ঠেকল।

'অতীতেও এরকম হয়েছে,' বলল সে। 'মানুষের জিনিসের দিকে আমি হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু তারা দিতে রাজি হয়নি। তারপর, তুমিই বল, আমার জেদের কাছে কি নতি স্বীকার করেনি তারা?'

'মনে হয়,' জবাব দিয়ে হাসল সেথ, ওর মার্কামারা হাসি। 'তবু. লোকটাকে আমার শক্তপাল্লা মনে হয়েছে।'

'ঠিক,' স্বীকার করল টারম্যান। 'কেন যেন মনে হচ্ছে এর আগেও ওকে দেখেছি আমি—কিন্তু সেটা কোথায় মনে করতে পারছি না।'

আবার চুপচাপ এগোচ্ছে ওরা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে বিশালবপু। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় লোকটা ধূর্ত দৃষ্টিতে জরিপ করছে ওকে আর তলে তলে দুর্বুদ্ধি আঁটছে। ওকে সে বিপথে পরিচালিত করতে পারবে—এর কৌশল তার জানা আছে। জো টারম্যানকে বহু লোকই ভয় করে। কিন্তু সে, সেথ লাবান, গৃহপালিত কুকুরের মত ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও, ভয় পায় না। বিশালবপু হয়তো-বা রেঞ্জের রাজা হবে, কিন্তু, সেথ নিশ্চিত, সে-ই হবে সিংহাসনের পেছনে মূল কলকাঠি।

ওরা যখন ওয়াই যেডে পৌছাল বারান্দায় বসেছিল বুড়ো সায়মন।

-ওদেরকে আন্তরিক অথচ অনাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানাল সে। একটা ছেলেকে ডেকে নির্দেশ দিল ওদের ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে এবং অতিথি দুজনকে এটা নিজেরই বাড়ি মনে করে আরামে বসতে অনুরোধ জানাল। কথা বলার সময়ে কৌতুকে নাচছিল ওর চোখ।

'আমার মেয়ের কাছে তোমাদের কথা শুনেছি।'

'নিশ্চয়ই প্রশংসা ছিল না তাতে,' সরবে হাসল ধনকুবের। 'আমি তখন খুব বেকায়দায় ছিলাম।'

'আফসোসের কিছু নেই, আরও অনেকেরই ওই হাল হয়েছে,' হাসল সায়মনও।

'এই প্রথম কোন ঘোড়ার কাছে হার মানলাম আমি,' খেই ধরল টারম্যান। 'জিনিসটাও চমৎকার; ওর জন্য তোমার ভাল দাম পাওয়া উচিত।'

'ওকে আমি দান করে দিয়েছি,' ব্যাখ্যা করল গরু ব্যবসায়ী। 'খুব চড়ামাশুল গুনতে হচ্ছিল, এভাবে চলতে থাকলে বাসাটাই হাসপাতাল হয়ে যেত। তারপর আমার মেয়ে, বোকার মত ভেবে বসল—'

'অবাধ্য মেয়ের কাণ্ড শোনাচ্ছ, বাবা?' ওর পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল একটা প্রাণচঞ্চল কণ্ঠ।

চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল টারম্যান, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কাল চোখ দুটোয় মুগ্ধতা।

'দেখতেই পাচ্ছ, মিস নরি, একটুও সময় নষ্ট করিনি আমি,' বলল সে।

'তোমার বাবা বলছিলেন, ওই রোয়ানটা আমাদের দুজনকেই নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। সেই অর্থে আমরা কিন্তু সমব্যথী।'

'আমি কপালজোরে বেঁচে গেছি,' অতিথির সঙ্গে করমর্দন করে জবাব দিল নরিন। 'আশা করি আপনার কোন চোট লাগেনি।'

'একদম না,' কানফাটা হাসি হাসল অপরজন। 'যদিও আত্মসম্মানে অবশ্যই লেগেছে; কোন পুরুষই ঠকতে চায় না, বিশেষ করে দর্শকদের মধ্যে যদি কোন সুন্দরী মহিলা থাকে।' তারপর গৃহস্বামীর উদ্দেশে ফিরে যোগ করল, 'তোমার ওই লোক মনে হয় সামলাতে পারে ওকে।'

'হ্যাঁ, ওর বোধহয় ওই গুণটা আছে,' বলল বাথান মালিক। 'ইন্ডিয়ানদের দেখেছি, ঘোড়া বশ মানাতে ওস্তাদ।'

'অবাক হবার কিছু নেই, নিশ্চয় ইন্ডিয়ান রক্ত আছে ওর গায়ে,' হালকা চালে বলল টারম্যান। কথাগুলো বলার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নরিনকে লক্ষ্য করছিল ও, মেয়েটার মনোভাব জানার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে সে কাউবয়ের জন্ম সম্পর্কে অহেতুক একটা খোঁটা দিয়েছে। কিন্তু নরিন জবাব দেয়ার সময় ওর কণ্ঠে নিস্পৃহতা ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পেল না সে।

'আমার তা মনে হয় না, সম্ভবত ইন্ডিয়ান আর ঘোড়াদের মাঝেই ও বেড়ে থাকবে।'

টারম্যান সন্তুষ্ট হলো—মেয়েটির তাহলে ওদিকে কোনরকম আকর্ষণ নেই। 'ইন্ডিয়ানদের কথা যখন উঠলই,' বলল সে, 'শুনলাম তোমাদের খুব জ্বালাতন করছে ওরা।'

'আমাদের সবারই গরু চুরি যাচ্ছে,' সংক্ষেপে সারল সায়মন। অচেনা লোকের কাছে নিজের হাঁড়ির খবর বলা সে পছন্দ করে না।

ওদের আলোচনা এরপর ওয়াই যেড বাথান থেকে আশপাশের এলাকা প্রসঙ্গে মোড় নিল, তারপর অন্যান্য শহর ও অঞ্চল সম্পর্কে। টারম্যান পুব আর পশ্চিমের বহু জায়গাই ঘুরেছে, এবং বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে। মন চাইলে একাই মাতিয়ে রাখতে পারে আসর। নরিন সবিস্ময়ে অনুভব করল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাগ্রহে ওর কথা শুনছে সে। সেথ লাবান কেবলমাত্র ধনকুবেরের অনুরোধ সাপেক্ষেই সিগার আঁকড়ে ধরা দাঁতের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মধ্যে কথা বলছে দু-চারটে, কিন্তু ওর ধূর্ত চোখে কিছুই এড়াচ্ছে না।

বাংকহাউসেও আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ওই দুই অভ্যাগত। আউটফিটের যে সদস্যই আসছে নতুন করে তার কাছে বলা হচ্ছে শহরের ঘটনাটা। ডার্টি এই সন্দেশটির সৌভাগ্যবান সরবরাহকারী। হ্যাচেটের মাইল কয়েকের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে সাইলাসের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করে আসার লোভ আর সংবরণ করতে পারেনি ও। তবে বহু চেষ্টা করেও অভ্যাগতদের সম্পর্কে বারকিপারের মনোভাব জানা সম্ভবপর হয়নি, বেফাঁস কিছু বলে শাসাল মক্কেল হারাতে সে রাজি নয়।

রোয়ানের বিজয়ে তরুণরা স্বভাবতই আনন্দিত; টারম্যানের দোষগুণের কথা ওরা কিছুই জানে না। ওদের দৃষ্টিতে সে একজন অচেনা ভবঘুরে মাত্র, যে ওয়াই যেডের ওপর 'টেক্কা মারার' পাঁয়তারা করেছিল। জীবনে এই প্রথমবারের মত

সমাজচ্যুত ঘোড়াটা বাথানে জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

'ইস, ওখানে থাকতে পারলে আমি আমার এক মাসের বেতনটাই ফুঁকে দিতাম,' সখেদে বলল সিম্পল। 'আর কক্ষনো ওকে গালি দিব না, যদিও একবার বজ্জাতটাকে দাবড়াতে গিয়ে আমার পিলে চমকে গিয়েছিল।'

'কি করতে গিয়ে?' বক্রোক্তি করল জিঞ্জার।

'কেন, তুমি যতক্ষণ টিকেছ, আমিও তাই,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল সিম্পল। 'অবশ্য এটাও সত্যি, ঠিক টেকা বলা যায় না ওকে।'

ফোরম্যান এতক্ষণ ওদের আলোচনায় যোগ দেয়নি। এবার সে মুখ তুলে বলল, 'তবে যাই বল, এই লোক তোমাদের যে কারো চেয়ে বেশিক্ষণ টিকেছে স্যাডলে।'

'বল, আমাদের যে কারো চেয়ে, র‍্যাটলার,' শুধরে দিল ল্যারি। 'এতটা লাজুক হয়ো না।'

'আচ্ছা, বাপু, তোমার কথাই থাক, তবে কিনা আমি কখনও ওকে দাবড়েছি এ দাবি করে না,' ঝামটা মারল র‍্যাটলার। 'আমার কথা, ওই ভদ্রলোককে নিয়ে তোমাদের এত ঠাট্টা-তামাশা করা উচিত হচ্ছে না–উনি একদিন তোমাদের মনিবও হতে পারেন, যদি কিনে নেন এই রেঞ্জটা।'

'রেঞ্জ কিনলেই কর্মচারীরা কেনা হয়ে যায় না,' বলল জিঞ্জার। 'যে লোক তুচ্ছ কারণে একটা ঘোড়া মেরে ফেলতে চায়, আমি তার চাকরি করি না।'

'হাহ! কোন্ দুঃখে রেঞ্জ কিনতে যাবে, যেখানে মিস নরিনকে বিয়ে করলেই মুফ্‌তে পাচ্ছে?' ডার্টি বিরক্ত। 'হ্যালো, কর্টেয।'

বাংকহাউসে ঢোকার সময়ই রোয়ানের মালিক শুনতে পেয়েছিল ডার্টির মন্তব্য। এ কথায় ব্লেইনের মুখে যেরকম প্রচণ্ড উদ্বেগ ও ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠেছিল তাও ওর চোখে পড়েছে।

'বিয়ের ইয়ে করি,' বিস্ফোরিত হলো ফোরম্যান। 'আষাঢ়ে গল্পটা শুনলে কোত্থেকে?'

'কোথাও না–নিজে থেকেই বুঝে নিয়েছি,' রুক্ষ গলায় বলল ডার্টি। 'কেন, তোমার চাঁদমুখের মতই স্পষ্ট ব্যাপারটা।'

অপমান ও চাপাহাসি দুটোই নির্বিবাদে হজম করল র‍্যাটলার; তার মন এখন অন্য এক সমস্যায় ডুবে আছে যেটা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। কর্টেয বন্ধুদের অভিনন্দন গ্রহণ করছে, আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করছে এককথায় ওদের হাজার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে।

'আচ্ছা, কর্টেয, ও যদি ঘোড়াটাকে মেরেই ফেলত, কি করতে তুমি?' জানতে চাইল একজন।

'ওকেই পাঠাতাম ফেরত আনতে,' নিরীহ উত্তর এল।

অবিশ্বাসের হাসি শোনা গেল ব্লেইনের গলায়, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলল না। ইতিমধ্যে ধূমায়িত ফ্রায়েড স্টিক সাজান বিরাট এক থালা হাতে ঘরে ঢুকেছিল বাবুর্চি, তার গন্ধে এবার সকলের মনোযোগ অধিকতর ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হলো। ঝটপট একচাকা মাংস আর গোটা চারেক আলু নিজের পাতে তুলে

নিল জিঞ্জার, তারপর রুটির বড় একটা টুকরা ছিঁড়ে নিয়ে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের মত।

'শালা! আমার খিদের আবার খুব ধার, দাড়ি কামান চলে,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'অথচ কামাওনি,' অপরজনের চিবুকভরা অরণ্যের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হেনে মন্তব্য করল ডার্টি।

'নোংরাভূত, সব সাবান তুমি শেষ করে রাখলে কামাব কি দিয়ে,' গলায় খাবার আটকে দম দন্ধ হওয়ার ঝুঁকি নিল জিঞ্জার। 'এখন তুমি কিনে দিলেই সেরে ফেলতে পারি।'

ডার্টি টু শব্দ করল না, সে খুব ব্যস্ত। ও ভাল ভাবেই জানে ওয়াই যেড বাথানে খেতে বসে গড়িমসি করার মানেই হচ্ছে নিজের লোকসান। তাছাড়া আজ খাদ্যতালিকায় সবশেষে পাই রয়েছে, আসামাত্রই ওটার দিকে যেন হাত বাড়াতে পারে আগেভাগেই তার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও কেননা পাই রেঁধে বাবুর্চি যত-না আনন্দ পায়, খেয়ে তার চেয়ে বেশি সুখ পায় ওর সহকর্মীরা।

আহারপর্ব সমাধান হতে হাওয়া খেতে বেরোল কর্টেয। একটু বাদেই জিঞ্জার মিলিত হলো ওর সঙ্গে। বাডের মৃত্যুর পর থেকেই এই লালচুল টগবগ কাউপাঞ্চার কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে এমন আত্মসমাহিত হয়ে পড়ে যে তখন অনেক চেষ্টা করেও কোন কথা বের করা যায় না ওর মুখ থেকে।

'তুমি এখনও বারণ করছ আমাকে, রিজার্ভেশনে যেতে?' মুখোমুখি হতেই জিজ্ঞেস করল ও।

'করছি,' কর্টেয উত্তর দিল। 'দেখ তো, এটা কার চিনতে পার কিনা?'

সিগারেট বানাবার যন্ত্রটা বের করে ওটা সে কাউবয়ের হাতে দিল। কৌতূহলভরে জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখল জিঞ্জার, তারপর মাথা নাড়াল। 'আগে কখনও দেখিনি,' বলল ও। 'কোথায় পেলে?'

'বাডের মৃতদেহের পাশে, ঘাসের মধ্যে,' জানাল কর্টেয।

'ওর না, আর ইন্ডিয়ানরাও এসব ব্যবহার করে বলে আমার মনে হয় না,' বলল জিঞ্জার। 'তোমার কি ধারণা?'

'বলছি, তবে তোমার পেটের মধ্যেই রাখবে,' বলে তস্করদের পরিচয় সম্পর্কে নিজের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করল কর্টেয। 'দোকানিকে আমি,' যোগ করল ও, 'জিজ্ঞেস করেছিলাম এ জিনিস কারো কাছে কখনও সে বিক্রি করেছে কি-না, তো হিগস জানাল—করেনি। এটা দিন কয়েক আগের কথা। আজ সকালে ওর দোকানে গিয়ে শুনলাম একজন নাকি এসেছিল খোঁজ করতে। লোকটার নাম সানি, ডেক্সটারের ওখানে কাজ করে। তুমি কিছু জান ওর ব্যাপারে?'

চোয়াল চেপে খিস্তি করল জিঞ্জার, মুখ কঠোর হয়ে গেছে। 'কয়োটের বাচ্চা,' বলল ও। 'আশ্চর্য, বাডের লাশটা দেখেই ওকে সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিন্তু কোন প্রমাণ খুঁজে পাইনি। মাস তিনেক আগে ওর সাথে একবার ঝগড়া হয় বাডের, এবং ওকে দ্রুতে হারিয়ে দেয় বাড কিন্তু খুন করেনি। লোকটা নিজেকে শ্বেতাঙ্গ বলেই দাবি করে—তবে আমার বিশ্বাস ওর তিন ভাগই দোঁআশলা আর

এক ভাগ কুকুর। একসময় পুষে ছিল—ওকেই বড়াই করতে শুনেছি—বোধহয় তখন ধরেছে অভ্যাসটা। আমি শহরে যাচ্ছি; ওকে পাওয়া যেতে পারে।'

'আমিও আসছি,' বলল কর্টেয।

লালচুল পাঞ্জার রহস্যের চাবিকাঠি খুদে যন্ত্রটা চ্যাপসের পকেটে চালান করে কোরালে ঢুকল। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাতে বেশিক্ষণ লাগল না, অচিরেই শহরের উদ্দেশে ট্রেইলে পাশাপাশি ছুটতে শুরু করল ওরা। সমস্ত চাপল্য বিদায় নিয়েছে জিঞ্জারের মুখ থেকে, সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে। কর্টেয কথা বলছে না কোন। ও জানে একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অত্যাসন্ন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা রোধ করার কোনরকম চেষ্টাই সে করবে না, ওর বন্ধু যাতে সমান সুযোগ পায় সেটা সুনিশ্চিত করতেই ও এসেছে। মাইলখানেকও যায়নি ওরা এই সময় পেছন থেকে ছুটন্ত খুরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেল দুজন, এবং খানিক বাদেই আর একজন ঘোড়সওয়ার এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। নতুন ঘোড়সওয়ারটি অন্য কেউ নয়—স্ন্যাপ ল্যান্ট।

'আমি তোমাদের সাথে শহরে গেলে আপত্তি আছে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'একটা কুকুরের ব্যাপারে একজন মানুষের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে। তা তুমি কেন যাচ্ছ, জিঞ্জার?'

'একজন মানুষের ব্যাপারে একটা কুকুরের সঙ্গে দেখা করতে,' কঠোর গলায় জবাব দিল লালচুল পাঞ্জার, হাসির লেশমাত্র নেই ওর ঠোঁটে।

কোন মন্তব্য করল না বন্দুকবাজ এবং ফের শুরু হলো নীরব পথযাত্রা। ওরা যখন শহরে পৌছাল, সন্ধ্যাকালীন উৎসব পুরোদমে চলছে। হোটেলের পাশেই নাচঘর, সেখান থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছে। ফলি স্যালুনের সামনে হিচ রেইলে বাঁধা রয়েছে সার সার ঘোড়া, অধিকাংশই ডবল এক্স মার্কার। নবাগত তিনজন নিজেদের বাহনগুলো ওদের পাশে বেঁধে রেখে স্যালুনে গিয়ে ঢুকল। বারের পথ দেখাল কর্টেয, সাইলাসের অভ্যর্থনার জবাব দিয়ে ওদের জন্য সে পানীয়ের ফরমাস দিল। এরপর সারা ঘরটা একবার জরিপ করল ও। মোটামুটি জনাকীর্ণই বলা চলে; বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছুসংখ্যক লোক, তবে বেশির ভাগই বিভিন্ন টেবিলে জোট বেঁধে তাস খেলছে। এরকম একটা টেবিলে টারম্যান, তার উপগ্রহ লাবান, পোকার পিট, ও রায়ান পোকার খেলায় মত্ত। কর্টেযের দিকে একবার চোরা চাউনি হানল জুয়াড়ি, তারপর ভীষণভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়ল নিজের হাতের প্রতি।

কর্টেয দেখল তার দুই সঙ্গীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু নিকটবর্তী একটা টেবিল। পাঁচজন বসে তাস খেলছে। ওদের মধ্যে দুজন তার পরিচিত—স্লাব আর সোনাসন্ধানী বুড়ো নাগেট। অন্যদের একজন একটু বেঁটে, গোলগাল গড়ন। ডান হাতটা নাড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওর। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে স্বর্গীয় হাসি ছড়িয়ে পড়ল স্ন্যাপের মুখে।

'ডাচ মনে হয় আমাকে ঝেড়ে গাল দিচ্ছে এর জন্য,' নিচু স্বরে কর্টেযকে বলল ও। 'ওরা বোধহয় জানে না তুমিও ছিলে এর ভেতর। আর আমরা যে জানি কাজটা ওদের এটাও ধরতে পারেনি। পারলে এতক্ষণে কেটে পড়ত। হ্যাঁ, ওটাই

পোস্ট, স্নাবের মুখোমুখি বসা তালপাতার সেপাইটা। দেখেছ, আমরা আসার পর থেকে মুখটা কেমন হাঁড়ি করে আছে ও।'

পঞ্চম ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাওয়ার প্রয়োজন কর্তব্য বোধ করল না–জিঞ্জারের হিমশীতল ঘৃণামিশ্রিত অভিব্যক্তিই ইতিমধ্যে তা জানিয়ে দিয়েছে ওকে। সানি হয়তো শ্বেতাঙ্গ বলে দাবি করে নিজেকে, কিন্তু ওর হলদেটে ত্বক, কোটরগত স্বচ্ছ চোখ, কোমল ক্রূর ঠোঁট, এবং লম্বা ফিনফিনে চুল অন্য এক সত্যের ইঙ্গিত দেয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ মুহূর্তে টাকা ও মেজাজ দুটোই সে হারিয়েছে। লাগাতার তৃতীয়বারের মত ও টেবিলের ওপর হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে নিজের ভাগ্যকে শাপ দিল, তারপর একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল। ক্রোধ কিংবা অনভ্যস্ততা, যে কারণেই হোক না কেন, আনাড়িপনার ছাপ পাওয়া গেল ওর কাজে, কাগজটা ছিঁড়ে গেল, এবং আবার খিস্তি করল সে।

'তোমার ওই যন্ত্রটা কোথায়, সানি?' জিজ্ঞেস করল নাগেট।

'হারিয়ে ফেলেছি,' ঝামটা মারল অপরজন।

'কোথায়?'

বোমার মত কামরার ভেতর ফাটল প্রশ্নটা। জিঞ্জার মুখ খুলেছে। এখন আর বারে গা এলিয়ে নেই ও, সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে। মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সানি, ভেবে কূল পাচ্ছে না কি উত্তর দেবে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল:

'তোমার তা জানার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

'আমি-মনে-করি-আছে,' চিবিয়ে- চিবিয়ে বলল জিঞ্জার। তারপর খুদে যন্ত্রখানা টেবিলের ওপর রাখল। 'দেখো তো, এটাই তোমার খেলনা না?'

অপরজনের দৃষ্টি একতিল তেরছা হয়ে চকচকে পরিচিত বস্তুটার ওপর নিবদ্ধ হলো, এবং ফ্যাকাসে বদনখানা আর একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর পাশের আর পেছনের লোকজন আলগোছে দূরে সরে যাচ্ছে খানিকটা। সানি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়ে পরখ করল, ভাবখানা যেন নিশ্চিত হতে চাইছে এটা তারই সম্পত্তি। তারপর জবাব দিল প্রশ্নের :

'হলোই বা, তাতে তোমার কি? আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, তুমি পেয়েছ। আমি কৃতজ্ঞ। এখন আর কি, পু-রস্কার চাই?'

ডবল-এক্সের একজন মুখ টিপে হাসল এ কথায়, কিন্তু দর্শকদের অধিকাংশই ওয়াই যেডের পাঞ্চারের চোখে হত্যার নেশা প্রত্যক্ষ করছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন এখন মুখোমুখি একাকী দাঁড়িয়ে, ওদের মাঝখানে পরিত্যক্ত জুয়ার টেবিল; বন্ধ হয়ে গেছে সব খেলা, পরিবেশ থমথমে। বিদ্রূপ গায়ে মাখল না জিঞ্জার। ঈষৎ কুঁজো হয়ে আছে ও, ডান হাতখানা স্থিরভাবে ঝুলছে পাশে, চোখজোড়া সামনে দাড়ান লোকটার দুচোখে গেঁথে রয়েছে।

'আমি জানতে চাই, কবে এবং কোথায় এটা হারিয়েছ তুমি?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'জাহান্নামে গিয়ে জেনে আস,' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল অপরজন।

'অদ্দূর যাওয়ার দরকার পড়বে না,' জবাব দিল জিঞ্জার; কণ্ঠ শীতল ও

অবিচল। 'আমি বলছি কোথায় পাওয়া গেছে–বাডের মৃতদেহের পাশে। ওকে খুন করার সময় এটা পড়ে যায় তোমার হাত থেকে–ব্যাটা খুনী, গরুচোর।'

একমুহূর্ত দ্বিধা করল অভিযুক্ত ব্যক্তি, মুখ পাণ্ডুর, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, তারপর, 'মিথ্যুক কোথাকার,' ক্ষিপ্ত স্বরে চিৎকার করে বলেই হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

এলোপাতাড়ি বুলেট থেকে বাঁচার চেষ্টায় সভয়ে লোকজন ছিটকে সরে যাচ্ছিল দুপাশে। এরই মাঝে, হঠাৎ প্রায় একসাথে পরপর দুটো গুলির আওয়াজে ওদের কানে তালা লাগল। তারপর, যখন কেটে গেল ঝাঁঝাল ধোঁয়া, একটা শ্বাসরুদ্ধ আর্তচিৎকার দিয়ে ভাঁজ হয়ে গেল সানি, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল টেবিলের ওপর। আর ওর অস্ত্রটা সশব্দে কাঠের মেঝেতে। ভাবলেশহীন চেহারায়, নিষ্কম্প দৃষ্টিতে কাউবয় তাকাল তার নিহত শিকারের দিকে।

'তোমার বদলা আমি নিয়েছি, বাডি,' ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'আর ও বোধহয় আমাকে শেষ করেছে।'

টলে উঠল জিঞ্জার, ধপ করে বসে পড়ল সবচেয়ে কাছের চেয়ারটাতে, তারপর অসহায়ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ঘরটা, চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে কথা কইছে লোকজন। কর্টেয আর স্ন্যাপ ওদের আহত সাথীকে পরীক্ষা করছিল; ওরা দেখল দুটো পাঁজরার হাড়ের মাঝ দিয়ে সরাসরি পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, কোন মারাত্মক জায়গায় আঘাত হানেনি, রক্তক্ষরণ আর ভয়ঙ্কররকমের আকস্মিক ধাক্কার ফলেই জ্ঞান হারিয়েছে জিঞ্জার।

'অল্পের জন্য বেঁচে গেছে–আর সামান্য বাঁয়ে লাগলেই আর একটা গর্ত খুঁড়তে হত,' কর্টেযকে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধার সাহায্য করতে করতে মন্তব্য করল স্ন্যাপ।

ওদের কাজের মাঝেই দরজা খুলে ঝড়ের বেগে আবির্ভূত হলো মার্শাল। বেঁটে, মাংসল শরীর। মুখখানা ফোলা-ফোলা। ক্ষুদ্রকায় চোখ দুটো দেখে মনে হয় যেন পুরু পুডিংয়ের ভেতর কিশমিশদানা বসান। ওর সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট, হ্যাচেটের অধিকাংশ বাসিন্দা ওকে সমীহ করে ওর সরকারি চেয়ারটির কারণে। দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে সে, বুকপকেটে সাঁটা ব্যাজটা চকচক করছে ঘরের আলোয়।

'খুব মজার ব্যাপার, তাই না?' শুরু করল মার্শাল। 'গোলমাল বাধার আগেই কেউ গিয়ে আমাকে ডেকে আনেনি কেন?'

একদল ব্যাখ্যা করল তার সময় ছিল না, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। অন্যরা ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগল মার্শালকে, প্রত্যেকেই নিজের বয়ান দিচ্ছে, এবং সবাই একসঙ্গে বলছে।

'ঠিক আছে, পরে শোনা যাবে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আমি কালা নই, হতেও চাই না। তা, মড়াটা কে?'

নিহত ব্যক্তির বন্ধুরা মৃতদেহ ঘরের একপাশে শুইয়ে রেখেছিল, মুখ ঢেকে দিয়েছিল ওর টুপি দিয়ে। গজেন্দ্রগমনে লাশের কাছে গেল টংক, পলক

নামিয়ে দেখল একবার।

'সানি, অ?' বলে ভুরু কোঁচকাল ও। 'একদম বুকে লেগেছে। তা দয়া করে তোমাদের কেউ–একজন–আমাকে খুলে বলবে ব্যাপারটা।'

'ঠিক এরকম, মার্শাল,' পোস্ট অ্যাডামস বলল। 'আমরা আপসে তাস খেলছি এমন সময় জিঞ্জার, ল্যান্ট আর ওই লোকটা এল। ওদের সঙ্গে কোন কথাই বলিনি আমরা, হঠাৎ সানিকে গরুচোর বলে গাল দিতে শুরু করল জিঞ্জার। বলল বাডকে নাকি ও-ই ছুরি মেরেছে, অথচ আমরা সবাই জানি কাজটা ইন্ডিয়ানদের। স্বভাবতই সানি বলল ও একটা মিথ্যুক, তারপর ওরা দুজনেই ড্র করল।'

'এবং দুজনই সমান সুযোগ পেয়েছে,' তথ্য জোগাল স্ন্যাপ। 'জিঞ্জার ওকে অ্যামবুশ করার চেষ্টা করেনি।'

থতমত খেয়ে গেল ডবল এক্সের লম্বু, চুপ করে রইল একটুক্ষণ; খর্বকায় বন্দুকবাজের সঙ্কুচিত চোখ দুটো দেখে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি লেগেছে ওর শিরদাঁড়ায়; কাজটা সুসম্পন্ন করতে না পারার কারণে নিজেকে এবং ডাচকে মনে মনে গাল বকল। স্ন্যাপ জানতেও পেল না জনান্তিকে ওদের দুজনের মৃত্যুদণ্ড আবারও ঘোষণা করল ডবল এক্স পাঞ্চার। তবে জবাব দেয়ার সময় ওর হাবভাবে সেরকম কিছুই ফুটে উঠল না।

'হতে পারে সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু সানি গোলমাল চায়নি। জিঞ্জার বাধ্য করেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, ও এই মতলবেই এসেছে এখানে।'

দুই গণ্ডা লোক সমস্বরে সমর্থন করল এই বক্তব্য। টুপি মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল চুলকাল টংক, দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। পোকার পিট বেশ খানিকটা দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কর্টেয লক্ষ্য করল মার্শালের সঞ্চরমাণ দৃষ্টি ওর কাছে পৌঁছাতেই মাথা ঈষৎ সামনে ঝোঁকাল জুয়াড়ি। একটু দোনোমনো করল মার্শাল, তারপর বলল:

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, পোস্ট। আমার বোধহয় জিঞ্জারকে আটক করতেই হবে।'

'আর একবার বরং ভেবে দেখ, মার্শাল,' ওর পেছন থেকে বলল একটা শান্ত কণ্ঠ। ঘুরে বক্তার মুখোমুখি হলো মার্শাল। অনায়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াই যেড পাঞ্চার, হাত দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। ওর আচরণে কোনরকম হুমকির লক্ষণ নেই দেখে মার্শাল হম্বিতম্বি শুরু করল।

'দেখ, আমি আইনের লোক!'

'শুনে খুশি হলাম–কিছু কিছু মার্শালকে আমি দেখেছি তারা বেআইনি কাজটাই বেশি করে,' গলায় মধু ঢালল কর্টেয।

'হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ওসব ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না,' উগ্রকণ্ঠে বলল টংক। 'এই শহরটাকে আমিই চালাই। তোমার বড্ড পাখা গজিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কপাল তোমার নেহাত ভাল, তুমি যেদিন এলে আমি সেদিন ছিলাম না এখানে। থাকলে, ওয়াই যেডের বদলে তোমাকে শ্রীঘরেই পাঠাতাম–কথাটা মনে রেখ–'

'আর বলতে হবে না,' বাধা দিল কাউবয়। 'তা অভিযোগটা কি শুনি?'

'একজন সম্মানিত নাগরিককে মারধোর করা, আবার কি,' বলল মার্শাল।

সশব্দে হাসল কর্টেয। 'তোমার সেই সম্মানিত নাগরিক একটা টিনের বাঁশি, জুয়াড়ি। এখনও সে এখানেই আছে–খুব শান্ত হয়ে,' শেষের কথাগুলোর ওপর বাড়তি ঝোঁক দিয়ে রুক্ষ গলায় বলল ও।

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না,' ধমকে উঠল অফিসার, লক্ষ্য করেনি তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনেছে পিট। 'সে যদি চুপ করেই থাকে তার কারণ জানে আমি এখানেই আছি–'

'তার নোংরা কাজগুলো সমাধা করতে,' টিপ্পনী কাটল কর্টেয। তারপর নিমেষে বদলে গেল ও, শ্লেষ অন্তর্হিত হয়েছে কণ্ঠ থেকে, চোখজোড়া সংকুচিত ও ক্ষুরধার, প্রতিটি আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে যুদ্ধকালীন সতর্কতা।

'তোমার ভালর জন্য বলছি, মার্শাল,' বলল ও, 'তোমার ওই তারাটা বুলেট-প্রুফ না, আর এই দেশটাও এত বড় না যে অপকীর্তি করেও তুমি পালিয়ে পার পেয়ে যাবে। তোমার চেয়ে ঢের চালু লোকেরা বহুবার এর প্রমাণ হাতেনাতে পেয়েছে। যারাই দেখেছে লড়াই, জানে দুপক্ষই সমান সুযোগ পেয়েছে এবং সানি বাস্তবিক দোষী ছিল, তার হাবভাবে পরিষ্কার বোঝা গেছে সেটা। আমি জানি তুমি পরের হুকুমে চল–দেখেছি সম্মানিত নাগরিক তা তোমাকে দিয়েছে।' চকিতে অস্বস্তিভরে জুয়াড়ির দিকে তাকাল মার্শাল। কর্টেয একগাল হেসে শুরু করল আবার, 'তোমার এটা করা ঠিক হয়নি, মার্শাল; সব গুবলেট করে দিচ্ছ তুমি, সম্মানিত নাগরিক তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। তো, ভাইসব, এখন আমি একটা প্রস্তাব আনছি আজকের সভায়–জিঞ্জার আমার সঙ্গে ফিরে যাবে ওয়াই যেডে। কেউ কি সমর্থন করবে, দয়া করে?'

'আমি করছি,' বলল স্ন্যাপ, কৌতুকে চোখ নাচছে।

'ধন্যবাদ, সাহ্,' গম্ভীর গলায় বলল ভাগ্যবান পাঞ্চার, তারপর যোগ করল, 'ভাইসব, প্রস্তাব সমর্থন হয়ে গেছে। জিঞ্জার ফিরে যাচ্ছে ওয়াই যেডে। এখন আমি এটা ভোটে দিতে চাই। যারা পক্ষে তারা দুহাত তুলবে–শূন্য।'

বলতে বলতে নিজেরগুলো তুলল ও, প্রতিটাতেই একটা করে পিস্তল শোভা পাচ্ছে। স্ন্যাপ অনুসরণ করল ওর পন্থা, চোখ কুঁচকে দেখছে ডবল এক্সের লোকদের, দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন উসকানি। কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা গেল না হাত তোলার ব্যাপারে; মার্শালের বিন্দুমাত্র জনপ্রিয়তা নেই শহরবাসীদের মধ্যে, আর যারা ওকে সমর্থন দেবে বলে ভাবছিল তারা উপলব্ধি করল একটামাত্র ভুল পদক্ষেপই মিলনান্তক ঘটনাটিকে বিয়োগান্তক দৃশ্যে রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট। এমনকি মার্শালও তা জানে, ওর হাত দুটোই সর্বাগ্রে আকাশমুখী হলো। কর্টেযের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি একবার ঘুরে এল সকলের ওপর।

'নিরঙ্কুশ,' বলে হাসল ও। 'জিঞ্জার, তুমি এতটা জনপ্রিয় আমি জানতাম না।' তারপর স্ন্যাপের উদ্দেশে যোগ করল, 'ওকে ওর ঘোড়ার পিঠে তুলে দাও। আমি ভোটগুলো গুনে ফেলি আর একবার, যদি ভুল হয়ে থাকে।'

ওভাবেই কয়েক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে রইল সে, দুহাতের দুই পিস্তল যেকোন বিপদ মোকাবেলায় তৈরি, চোখে শয়তানি। যখন বুঝতে পারল যথেষ্ট

সময় দেয়া হয়েছে স্ন্যাপকে, ধীরে-সুস্থে দরজার কাছে পিছিয়ে গেল।

'তাহলে, মার্শাল, নিজের চোখেই দেখলে কী সাংঘাতিক একটা ভুল করতে যাচ্ছিলে তুমি,' কর্টেয হাসল। 'প্রত্যেকেই ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে ন্যায্য বলে, জিঞ্জারকেও চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কেন, তুমি নিজেও হাত তুলে সমর্থন করেছ।'

'আমিও দেখে নেব,' গরগর করল অফিসার।

'বেশ, বেশ,' টেনে টেনে বলল পাঞ্চার, 'তবে কিনা তাড়াহুড়ো কোরো না, মার্শাল।'

আলগোছে দরজা দিয়ে বেরিয়েই পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিল ও, তারপর ঝটিতি স্যাডলে চেপে অপেক্ষা করতে লাগল। আহত সাথীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বাথানের পথে রওনা হয়ে গেছে স্ন্যাপ। নীরবে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর একচিলতে আলো জানান দিল দরজা খোলা হয়েছে। ছোটখাট একজন মানুষের মাথা সমান উচ্চতায় ফাঁক বরাবর একটা বুলেট পাঠাল কর্টেয, এবং বিদ্যুৎগতিতে আলোকরশ্মিটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে হাসল সশব্দে।

'তোমাকে না বলেছিলাম, মার্শাল, তাড়াহুড়ো কোরো না,' হেঁড়ে গলায় বলল ও, তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে স্বগতোক্তি করল, 'মনে হয় এবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ধীর কদমে এবং নিঃশব্দে বন্ধুদের ট্রেইল করল কর্টেয এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের ধরে ফেলল। পিছু ধাওয়া করেনি কেউ; স্যালুনের দরজা খোলাটা ছিল মার্শালের মুখরক্ষা করার শেষ প্রচেষ্টা, আর তা করতে গিয়ে আর একটু হলেই তার অংশবিশেষ হারাতে বসেছিল সে। কর্টেযের বুলেটটা প্রায় ওর নাকের ডগা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। কাজেই টংক আর কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

বারো

বাড হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সংবাদ মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে ওয়াই যেডে। জিঞ্জারের বন্ধুরা, স্বভাবতই, অন্তর থেকে অনুমোদন করেছে এটা এবং আহত সঙ্গীর প্রতি যুগপৎ ঈর্ষা ও সমীহ অনুভব করছে। নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ফোরম্যান তীব্র কণ্ঠে এই খুনের নিন্দা করে বলেছে, 'মারাত্মক বোকামি' হয়েছে কাজটা—বাড হত্যায় সানির ভূমিকা ছিল সে বিশ্বাস করে না, এবং এর ফলে যে রেঞ্জ ওঅর শুরু হবে তা পরিণামে ওয়াই যেডের পতনই ডেকে আনবে শুধু। যারা প্রবীণ, মৃতের প্রতি তাদের কোনরকম দরদ না থাকলেও, ফোরম্যানের মনোভাব বুঝতে পেরে তার সুরে নিজেদের গলা মিলিয়েছে।

সাইমন পিটারকে ঘটনাটা অবহিত করতে গিয়ে নিন্দায় আরও সোচ্চার হলো ব্লেইন। পুরো দোষ কর্টেযের একার ঘাড়ে চাপিয়ে ওকেই অভিযুক্ত করল জিঞ্জারকে উসকে দেয়ার জন্য, এবং এরকমও ইঙ্গিত দিল ঘোঁট পাকানর পেছনে

অবশ্যই ওর কোন না কোন অসদুদ্দেশ্য আছে।

'দেখলেই বোঝা যায় লোকটা পেশাদার বন্দুকবাজ, আর যদি তাই হয়ে থাকে, এখানে তার কি কাজ?' প্রশ্ন তুলল ও। 'আমার মনে হয় ওকে আমাদের এখুনি জবাব দেয়া উচিত।'

কিন্তু সায়মন পরামর্শ গ্রহণ করল না; নবাগতের প্রতি একধরনের অদ্ভুত টান অনুভব করে সে, আবার সেইসঙ্গে, ভয়ও পায় ওকে। এই বাথানে ওর আগমন দৈবাৎ, নাকি ওর পেছনে সুদূরপ্রসারী কোন মতলব আছে? নিজের মনে এই প্রশ্নটার সঙ্গে বহুবার কুস্তি করেছে সায়মন, কিন্তু কোন সদুত্তর পায়নি।

'এখন একদিকে ডেক্সটার ধেয়ে আসবে যুদ্ধংদেহে, অন্যদিকে হুলিয়া নিয়ে টংক,' বোঝার ব্রেইন।

'হুঁহ্! ওই কোলবালিশটা,' গর্জে উঠল ওর মনিব, 'ওয়াই যেডের মাটিতে পা দিলে ওকে আমি জ্যান্ত কাবাব বানাব, সেও মার্শালই হোক আর যা-ই হোক। ডেক্সটার যদি লড়াই চায়, তাকেও দেয়া হবে সুযোগ; আমি ওর হুকুমের গোলাম না।'

সবিস্ময়ে ফোরম্যান তার মনিবের দিকে তাকাল; ওর এই রূপ তার অজানা। বুড়ো হতে পারে বাথান মালিক, কিন্তু যে স্পর্ধা আর সাহসের বলে নতুন দেশে এসে বসত করেছে এবং লড়াই করে টিকিয়ে রেখেছে নিজের জায়গা, তার বুড়ো হাড়ে সেই তেজ অটুট রয়েছে এখনও।

'তোমার কোন ধারণা আছে, কেন ল্যান্টকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ওরা?' সায়মন জিজ্ঞেস করল।

'না—ব্যক্তিগত শত্রুতা, বোধহয়,' জবাব দিল ফোরম্যান। 'দেখুন, বস, ভাববেন না আমার কোন স্বার্থ আছে ডবল এক্সে। আপনি হুকুম করলেই লোক-লস্কর নিয়ে আমি ওদের নামনিশানা মুছে দিয়ে আসতে পারি।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল গরু ব্যবসায়ী। 'প্রথম চালটা ওরাই দিক,' বলল সে। 'আমি যা বলছি তোমার কেবল সেটুকু মনে রাখলেই চলবে, ওরা লড়াই চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। আমি একটা ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নই—'

নিজের ভাবনা অব্যক্ত রাখল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রেইনকে যেতে বলে ঘুরে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। র‍্যাঞ্চ-হাউস থেকে ফেরার পথে ফোরম্যান দেখতে পেল কোরালের সামনে দাঁড়িয়ে কর্টেয আর নরিন গল্প করছে। দৃশ্যটা বিগড়ে দিল ওর মেজাজ, নিচু স্বরে গাল বকল। আহত বাথানকর্মীকে দেখতেই যাচ্ছিল মেয়েটা, কোরালের দরজায় কর্টেযের সাক্ষাৎ পাওয়ায় ওর কাছেই জানতে চাইল ওর অবস্থা। এ সময় ওর চোখ আর গলা দুখানেই বেদনার আভাস ছিল।

'এখন ভালই আছে জিঞ্জার,' বলল কর্টেয। 'তবে আমার মনে হয় কখনই পুরোপুরি সুস্থ হবে না।' তারপর ওর চোখে শঙ্কা ঘনাতে দেখে যোগ করল, 'যদি শুশ্রূষার ভারটা তুমি নাও।'

সামান্য আরক্ত হলো র‍্যাঞ্চার দুহিতা, তারপর হাসিমুখেই বলল, 'তাহলে আরও ভাল সেবিকা নিয়ে আসতে হয়।'

'ধেৎ! আমি ওভাবে বলিনি কথাটা,' প্রতিবাদ করল কর্টেয, তারপর টোল

পড়ল ওর গালে।

হাসল নরিও। কিন্তু পরমুহূর্তে ফের গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে কাজটা করতে দিলে কেন?'

ঠিক এ প্রশ্নটারই প্রত্যাশা করছিল পাঞ্চার, নরম হয়ে গেল ওর অভিব্যক্তি। 'জিঞ্জার সাবালক হয়েছে, সিনোরিটা, ওর সিদ্ধান্ত ও-ই নেয়,' ব্যাখ্যা করল ও। 'বাড ওর বন্ধু ছিল, কাজেই দায়িত্বটাও ওরই।'

'কেন, অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার অধিকার আইনের,' প্রতিবাদ করল নরিন।

'আইন, মানে মার্শাল,' বলল কর্টেয। 'হ্যাঁ; ঠিক, তবে কথা হচ্ছে আইন বড্ড ঢিলে; কাজ শেষ করবে এত দেরি করে, অপরাধী নাগাল পাবার আগেই সে বুড়ো হয়ে মরে যায়। আর নাহয় ধরলই, তারপর? কেন, পালানর সুযোগ দেয়া হয় কারণ শেরিফ তার বন্ধু, অথবা জুরিকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করে। তাত্ত্বিকভাবে, আইন যথেষ্ট মজবুত, তবে কিনা এদেশে আপাতত অচল, প্রহসনমাত্র–কাজেই নিজের আদালতই এখানে সব। ওই লোকটা ছিল একাধারে গরুচোর এবং খুনী–দুটো কারণেই ওর প্রাণ নেয়া চলে। একটা পাপীকে যমের বাড়ি পাঠালে সমাজেরই উপকার। সেটা কেউ একা, না একশোজনে মিলে করল, আমি অন্তত কোন তফাত দেখি না।'

আন্তরিকভাবে কথা বলছে ও। নরিন উপলব্ধি করতে পারছে শুধু জিঞ্জারের কাজটা যে ন্যায়সঙ্গত তা প্রমাণ করার জন্যই নয়, এগুলো ওর নিজেরও মনোভঙ্গি, এবং প্রয়োজনে এভাবে তৎপর হতে দ্বিধা করবে না। পশ্চিমেই জন্ম এবং বেড়ে ওঠা মেয়ে হিসেবে হিংসা, হানাহানি ওর কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু এবারের ঘটনাটা ওর পরিচিতজনদের মধ্যে ঘটেছে, আর এর বীভৎস রূপ ওর মনে তাজা রয়েছে এখনও। কর্টেযের বক্তব্যই ঠিক, উপলব্ধি করল ও, তবু স্বীকার করতে চাইল না–এমনকি নিজের কাছেও।

'কিন্তু তোমার নিয়মে, বন্দুকে যার হাত যত বেশি চালু, সে তত বেশি নিজের ইচ্ছেমত অপরাধ করতে পারবে,' তর্ক জুড়ল ও। 'এই লোকটা যদি জিঞ্জারের চাইতে আর একটু ক্ষিপ্র হত, ওর খুনের তালিকায় যোগ হত আর একটা নাম।'

'আমি বলছি না এটাই ঠিক পথ,' কাউপাঞ্চার জবাব দিল। 'তবে কেউ যদি কারও জানমালের ক্ষতি করতে চায়, তার বিরুদ্ধে সাজার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর, নরহত্যা এবং খুন দুটোকে গুলিয়ে ফেলা উচিত না, বহুলোকেই যে ভুলটা করে থাকে। এর ফলে অনেকেই বদলোক হিসেবে দুর্নাম কিনেছে যা আসলে তাদের প্রাপ্য ছিল না। বন্দুকবাজ দুধরনের হয়–একজন খুন করার জন্যই খুন করে–আর অন্যজন, দায়ে না ঠেকলে তার বন্দুক বের করে না এবং প্রতিপক্ষকেও সবসময় সমান সুযোগ দেয়। না, বন্দুকের আইন হয়তো ত্রুটিপূর্ণ, আদিম–কিন্তু এটা ছাড়া এই দেশটা চলবে না। তুমি কি মনে কর, তোমার বাবা মালসুদ্ধ কোন গরুচোরকে ধরতে পারলে টংকের হাতে তুলে দেবেন?'

নিরুত্তর রইল মেয়েটা, নিশ্চিত না হলেও, সায়মনের চরিত্র জানে বলেই তার কাছে এরকম কিছু আশা করে না ও। প্রসঙ্গ পালটে ওর প্রশ্নের জবাব দেয়ার

সমস্যা থেকে ওকে উদ্ধার করল কর্টেয।

'আজ আবার বেড়াতে এসেছে তোমার বন্ধু,' বলল সে এবং র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে তাকাতে নরিনের চোখে পড়ল টারম্যান আর লাবান নামছে ঘোড়া থেকে।

'আমি এত সহজে কারও সাথে বন্ধুত্ব করি না,' প্রত্যুত্তর দিল ও, তারপর যোগ করল, 'তুমি ওকে অপছন্দ কর, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ,' স্বীকার করল কর্টেয। 'তবে এই ব্যাপারটায় বোধহয় আমরা দুজনই সমান—সেও আমাকে পছন্দ করে না, আর—মুহূর্তের জন্য নেচে উঠল ওর চোখ, 'আমিও মরতে চাই না।'

বেশ কায়দা করে হাতে ধরে থাকা টুপিটা জায়গামত বসাল সে, তারপর চিতার ক্ষিপ্রতায় সাবলীলভাবে স্যাডলে চেপে প্রান্তর অভিমুখে ব্লু ডেভিলকে সবেগে ছোটাল। নরিন তার কাজে গেল এবং বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করল রোগীর কাছে। পাঞ্চার রীতিমত খোশমেজাজে আছে দেখল ও, বুঝতে পারল বন্ধু হত্যার বদলা নিতে পেরেছে এই আনন্দই ওর যন্ত্রণা লাঘব করেছে বহুলাংশে। যার কারণে মার্শালের করাল থাবা থেকে উদ্ধার পেয়েছে,—কাউবয় তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো।

'দারুণ ভালমানুষ, মনটা বিশাল,' হৃদয় থেকে বলল জিঞ্জার। 'আমার বিশ্বাস বাঁধা পড়ার জন্য ও সেরা পুরুষ, মিস নরি।'

স্থানীয় সমাজের বহুপ্রচলিত একটা বুলি এটা'। এর অর্থ, যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে কথাটা তাকে অনায়াসে বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু র‍্যাঞ্চার দুহিতার মনে হলো এর যেন অন্তর্নিহিত আর একটা অর্থ রয়েছে, এবং জিঞ্জার সেইরকম কিছুই বোঝাতে চাইছে অনুভব করে ওর কান লাল হয়ে গেল।

ওদিকে গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে ব্লুকে জোর কদমে ছুটিয়েছে কর্টেয। কয়েক ঘণ্টা অবিশ্রাম ছোটার পর নিজের গন্তব্য ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে পৌঁছাল সে। এখানে এসেই হারিয়ে গেছে চোরাই গরুর ট্রেইল। পানিতে নেমে উজানে এগোল কর্টেয, যথাসম্ভব পাড় ঘেঁষে কটনউড গাছের ছায়ায় চলার চেষ্টা করছে। ওপাশে মাটি ক্রমশ খাড়া হয়ে ভ্রূকুটি করা পাহাড়চূড়ার দিকে উঠে গেছে। নিরিবিলি ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশ। গাছের পাতার ফোকর গলে ঝরনার পানিতে খেলা করছে রোদ্দুর। পাখ পাখালির কিচিরমিচির আর গতিরোধকারী পাথরের পাঁক দিয়ে অগভীর নদীর পানি ছুটে চলার আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই চরাচরে।

ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে কাউপাঞ্চার, ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জমির প্রতিটি ইঞ্চি চষে বেড়াচ্ছে। প্রায় পৌনে এক মাইল যাওয়ার পর সরু হয়ে গেল ক্যানিয়নটা, এবং একটা নিরেট পাথুরে দেয়ালের সামনে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝাই যায়, এখানেই শেষ হয়ে গেছে পথ। দেয়ালের পাদদেশে নিবিড় বন, তার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝরনাপ্রবাহ। ডালপালা এখানে বাঁকা হয়ে প্রায় অপরপাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। ওগুলো একপাশে সরিয়ে ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠল কর্টেয, থমকে দাঁড়াল।

ক্যানিয়নের শেষপ্রান্তে এসে পড়েছে সে, এবং যেমনটা আশা করেছিল, ওর সামনেই চূড়া। গোড়ায় ক্ষুদ্র একটা প্রাকৃতিক সুড়ংপথ, ঝরনাটা তার ভেতর দিয়ে

প্রবাহিত হচ্ছে। সুড়ংয়ের গড়নটা অদ্ভুত; বোঝা যায়, সুদূর অতীতে প্রকৃতির আভ্যন্তর প্রতিক্রিয়ায় ক্যানিয়নের পাথুরে দেয়ালগুলো প্রবলভাবে নাড়া খেয়েছিল একসঙ্গে, ফলে ওপরের দিকটা জোড়া লেগে যায় পরস্পর -এবং নিচে ঝরনাপ্রবাহের জন্য রয়ে যায় একটা পথ। গুহামুখের কাছে গিয়ে কর্টেয দেখল সুড়ংটা অত্যন্ত নিচু, ঘোড়ায় চেপে অতিক্রম করা সম্ভব নয়, প্রস্থের পুরোটাই দখল করে আছে ঝরনা। ক্ষীণ একটা আলোর আভা ওকে জানিয়ে দিল পথটা খুব দীর্ঘ নয়।

রোয়ানের লাগাম ধরে সামনে পা বাড়াল ও, সাবধানে পানির গভীরতা মাপছে; মোটামুটি গভীর, নিচে কঠিন শিলাস্তর আর স্রোতে ভেসে আসা মিহি বালুর আচ্ছাদন। অল্পক্ষণের ভেতর আবার দিনে আলোয় বেরিয়ে এল ওরা, কিন্তু আর এগোবার উপায় নেই, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা নড়বড়ে খুঁটির বেড়া। বেড়াটা সরিয়ে ঘোড়াসমেত ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল পাঞ্চার, সন্তর্পণে জরিপ করল সামনের দৃশ্যপট; আবার একটা ফাঁদে পা দেয়ার কোনরকম ইচ্ছেই তার নেই।

একটা উন্মুক্ত উপত্যকা দেখতে পেল সে, ডিম্বাকৃতি, শুরুতে ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে ওপাশে খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়ের পানে। উপত্যকার মেঝে নধর ঘাসে ছাওয়া, যে ঝরনাটা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সেটা। উপত্যকাটা দৈর্ঘ্যে এক.মাইলের কিছু ওপরে হবে, প্রস্থে এর অর্ধেক। চারপাশে সীমানির্দেশক ঢালে সারিবদ্ধ পাইন আর বার্চ ছাড়া অন্য কোথাও গাছপালা নেই। প্রায় শ-খানেক গরুর একটা পাল অলসভাবে চলছে তৃণভূমিতে, দেখে মনে হয় কোন পাহারাদার নেই।

আগে বাড়ল কর্টেয, এখনও ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ঢাল বেয়ে এগোচ্ছে, সাথেই রয়েছে ওর ঘোড়া। এবার উপত্যকার বিপরীত পাশে ছোট্ট একটা কেবিন চোখে পড়ল ওর, গাছের গুঁড়ি কেটে বানান; কোন বাসিন্দা আছে বলে মনে হয় না।

'গরু চুরির জন্য আদর্শ জায়গা,' স্বগতোক্তি করল পাঞ্চার। 'প্রথমে মরুভূমি, তাতেও যদি ট্রেইল না খসে ঝরনায় গরু নামার পর কোন ট্র্যাকই আর থাকবে না ওখানে। তারপর গোপন সুড়ং, ক্যানিয়নের শেষ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত কারও বোঝারই জো নেই ওটার অস্তিত্ব। সবশেষে, প্রকৃতির দান এই ঘেসো জমি। একেবারে ঘুমন্ত বাচ্চার পকেটমারার মতই সোজা।'

ইতিমধ্যে উপত্যকার কিনারে নেমে এসেছেও। খানিকদূরে মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে জানোয়ারগুলো, কিন্তু এতটা ব্যবধানে ওদের মার্কা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়, অথচ এ মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে জরুরি।

'ঝুঁকি একটা নিতেই হচ্ছে, ব্লু,' বলল ও। 'হয়তো দেখা যাবে নিরীহ মার্কাই আছে ওদের গায়ে, তবু নিশ্চিত হওয়া দরকার।'

স্যাডলে চেপে মন্থর গতিতে এগোল সে। গরুগুলো যাতে ভড়কে না যায় এরকম দূরত্ব বজায় রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কাছাকাছি। 'ক্রসড ডাম্ব-বেল,' বিড়বিড় করে বলল পাঞ্চার। 'নাহ্, আর একটু ভাল করে দেখা দরকার।' বাতাস

কেটে ছুটে গেল ওর ল্যারিয়েট, সবচেয়ে কাছের ষাঁড়টার শিং গলে ঘাড়ে এঁটে বসল। হ্যাচকা টান মেরে পিছিয়ে গেল রোয়ান, আতঙ্কিত পশু উল্টো দিকে দৌড়ে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করল প্রথমে, তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। লাফিয়ে মাটিতে নামল কর্টেয, ষাঁড়ের পা বেঁধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করল মার্কা। দিবালোকের মতই স্পষ্ট ব্যাপার।

'একটা ফ্রাইং প্যানের সাথে আর একটা প্যান, হাতলের জায়গায় মুগুর,' বলল ও। 'নিখুঁত কাজ; মাসখানেকের মধ্যে শুকিয়ে যাবে ঘা। আর গরু যেহেতু কথা বলতে পারে না, বোঝারও উপায় নেই কারও। যাক, যা জানবার ছিল জেনেছি, এখন কেটে পড়ি তাড়াতাড়ি।'

বন্দীর পায়ের বাঁধন মুক্ত করে দিল সে, তারপর যেহেতু ক্রুদ্ধ ষাঁড়কে হাঁটা পায়ে মোকাবেলা করা মোটেই সুখকর নয়, আর একটা মুহূর্ত নষ্ট না করে ফের স্যাডলে চাপল। মৃদু টান পড়তেই দড়িটা খুলে চলে এল ওর হাতে। মুক্তি পাওয়ামাত্র উন্মত্ত আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে ধেয়ে এল জানোয়ারটা।

ঠিক ওই সময় শোনা গেল রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন, পরক্ষণে হিংস্র সুর তুলে পাঞ্চারের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। চোখ তুলে আশপাশে তাকাতেই কর্টেয দেখতে পেল দুজন ঘোড়-সওয়ার উপত্যকার খাড়াই থেকে সবেগে ছুটে আসছে ওর দিকে।

***

বাথান-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

ধাবমান ঘোড়সওয়ার দুজনকে দেখে কর্টেয আর একমুহূর্ত দেরি করল না। ক্ষিপ্ত ষাঁড়টা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছিল ওর দিকে, রোয়ানের মুখ ঘুরিয়ে বাউলি কাটল ও, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সুড়ং অভিমুখে। আরেকটা বুলেট ওর টুপি ফুটো করে দেয়ায় পরিষ্কার হয়ে গেল নবাগতদের মতলব। দৌড়ে ওকে হারিয়ে দেবে ওরা এই ভয় কর্টেয করছে না, তবে ওর বাহন কিংবা খোদ ওকেই পঙ্গু করে দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে যেন এইমাত্র জানা তথ্যটা সে সহসাই কাজে লাগাতে না পারে। এখন আর গুলি ছুঁড়ছে না ধাওয়াকারীরা, হয়তো আশা করছে ঘোড়া দাবড়ে ধরে ফেলতে পারবে অনুপ্রবেশকারীকে; কিংবা এটাও ভেবে থাকতে পারে উপত্যকার নিচের অংশে যে আরেকটা বেরোনোর পথ রয়েছে তার কথা ও জানে না।

সুড়ং বরাবর অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে এ সময় আরেকটা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেল পলাতক। গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে গরুর পাল, ওদেরই একটা অংশের পাশ কাটিয়ে আসছিল সে। হঠাৎ ওদের স্বভাবজাত জড়বুদ্ধির কারণে কয়েকটা পশু সিদ্ধান্ত নিল তারা সরাসরি ওর পথ মাড়িয়ে যাবে। ব্লু তখন এত জোরে ছুটছে যে ওকে আচমকা অন্য কোনদিকে ঘুরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। একটামাত্র উপায় আছে সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার: ছুটন্ত বলদগুলোর কাছে পৌছে প্রাণপণ চেষ্টায় রোয়ানকে উঁচু করল কর্টেয, রাজকীয় একটা লাফ দিয়ে ঘোড়াটা নিরাপদে টপকে গেল বাধা।

দুমিনিট বাদে উপত্যকার গোড়ায় পৌছাল পাঞ্চার, লাফিয়ে মাটিতে নেমেই স্যাডলের বাঁ পাশের স্ক্যাবার্ড থেকে নিজের রাইফেল টেনে বের করল। ধাওয়াকারীরা এগিয়ে আসছে এখনও তবে গতিবেগ আগের চেয়ে মন্থর, সম্ভবত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ওদের অবয়ব আর পোশাক-আশাক দেখে পাঞ্চার অনুমান করল লোকগুলো এ দেশেরই–কিন্তু ইয়াঙ্কি। ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে কর্টেয। এবার, যেমনটা আন্দাজ করেছিল ও, রাশ টানল দুই অশ্বারোহী, পাতার ফাঁক দিয়ে ও দেখল নিজেদের মধ্যে ওরা তর্ক জুড়েছে। লক্ষ্য স্থির করে উইনচেস্টারের ট্রিগার টিপল পাঞ্চার, ভাঁজ হয়ে গেল অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী ঘোড়ার হাঁটু, তারপর স্যাডলে বসা লোকটাকে ময়দার বস্তার মত করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেও উলটে পড়ল। চোখের পলকে বাহন ঘুরিয়ে পিঠটান দিল ওর সঙ্গী, কিন্তু বেশিদূর যাওয়া হলো না ওর ভাগ্যে, আরেকবার গর্জে উঠল রাইফেল এবং দ্বিতীয় ঘোড়াটাও ভূপাতিত হলো।

'এখন তোমরাই পায়ে হাঁটতে বাধ্য হবে, বাপধনেরা,' বিড়বিড় করে বলল লক্ষ্যভেদী, তারপর আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল সুড়ং হয়ে; স্যাডলে চেপে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটল বাড়ির দিকে।

কয়েক ঘণ্টা পর বাথানে পৌছাল সে। দেখল, মালিক বারান্দায় তার প্রিয়

আসনটিতে বসে টারম্যান আর তার সঙ্গীর সাথে গল্প করছে। মেয়েটিও আছে ওখানে, তবে কথাবার্তায় বিশেষ অংশ নিচ্ছে না। পিছলে স্যাডল থেকে নামল কাউবয়, লাগামটা ছেড়ে দিল—ব্লুকে এখন সে পুরোপুরি বশ মানিয়ে ফেলেছে, ছুটে পালাবে না।

'হ্যালো, কর্টেয; আমার কাছে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল সায়মন।

'আপনার জন্য কিছু খবর আছে,' চোখ নামিয়ে বাথান মালিকের অফিস-ঘরটা দেখিয়ে বলল পাঞ্চার। কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না বুড়ো।

'বেশ তো, এখানেই শোনা যাক—আমি একটু ব্যবসার আলাপ করলে আমাদের বন্ধুরা কিছু মনে করবে না,' বলল সে, তারপর অতিথি দুজনকে লুকিয়ে চোখ মটকে যোগ করল, 'মিস্টার টারম্যানের সঙ্গে তোমার বোধহয় আগেই পরিচয় হয়েছে।'

কর্টেযের দৃষ্টি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা অতিথির দিকে ঘুরে গেল, চোখে-মুখে গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমার ঘোড়াটা ধার দিয়েছিলাম ওকে।'

মুহূর্তের জন্য জিঘাংসায় জ্বলে উঠল টারম্যানের চোখ, তারপর নরিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেসে উঠল সশব্দে এবং তা সংক্রমিত করল অপর দুজনকে।

'নিশ্চয়ই স্বীকার করবে আমিও আটকে রাখিনি বেশিক্ষণ,' বলে আবার গলা ফাটিয়ে হাসল ধনকুবের। নিখুঁত অভিনয়, কিন্তু নরিনের মনে দাগ কাটতে ব্যর্থ হলো। একটু আগের সেই অস্থায়ী দৃষ্টি তার চোখে পড়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি আঘাতটা টারম্যানের দুর্বল স্থানে লেগেছে এবং হাসিমুখে প্রতিপক্ষকে জবাই করতে মোটেও কুণ্ঠিত হবে না সে।

'তা, কর্টেয, কী বলবে আমাদের বলে ফেল ঝটপট?' তাড়া লাগাল সায়মন।

কর্টেয তার আজকের আবিষ্কারের একটি নাতিদীর্ঘ অথচ যথাযথ বিবরণ পেশ করল। কথা বলার সময় অভ্যাগতদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল সে, কিন্তু কারও মাঝেই সাধারণ কৌতূহল ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পেল না। ওর নিয়োগকর্তা স্পষ্টতই খুশি হলো।

'ওই দুজনকে চিনতে পারনি তুমি?'

'না, তবে ইয়াঙ্কি বলে মনে হলো, আর গুলি চালাতে জানে।'

'হুম, তা ওদের যখন পায়ে হাঁটতে বাধ্য করেছ, অন্যের সাহায্য ছাড়া ওই গরুবাছুর ওরা সরাতে পারবে না ওখান থেকে। অবশ্য আরও ঘোড়া থাকতে পারে ওদের, লোকজন থাকাও অসম্ভব না।'

'নেই। থাকলে গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসত,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয।

'তা বটে,' একমত হলো গরু ব্যবসায়ী। 'ক্লান্ত লাগছে?'

'যতটা মনে হচ্ছে ততটা নয়,' স্মিত হাসল কাউবয়।

'ভাল,' বলল বুড়ো মালিক। 'ব্লেইন রেঞ্জেরই কোথাও গেছে কাজে। তুমি অন্য কারোকে সঙ্গে করে ফ্রাইং প্যানে চলে যাও। এটা জবের দায়িত্ব, তবে আমাদেরও উচিত ওকে সাহায্য করা। আমাদের কোন গরু-টরু তো দেখতে পাওনি?'

ঘাড় নাড়াল কর্টেয। 'সবগুলো দেখার সময় পাইনি, তবে আমার মনে হয় ফ্রাইং প্যানেরই হবে।'

ও যখন আবার স্যাডলে চড়ছে, নিজের চেয়ার ছাড়ল সেথ লাবান। 'আমাকেও তা হলে এবার উঠতে হয়,' বলল সে।

'কেন, সেথ, তোমার আবার তাড়া কীসের?' প্রশ্ন করল টারম্যান।

'তুমি জানো, রায়ানের সাথে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার,' জবাব দিল লাবান। 'আসার সময়ই বলেছিলাম, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

'তা অবশ্য বলেছিলে, সেথ; মনে আছে,' স্বীকার করল ওর বন্ধু।

লাবান যখন ছুটি নিয়ে চলে গেল গৃহস্বামীর উদ্দেশে ফিরল ধনকুবের। 'তোমার ওই কর্টেয লোকটাকে বেশ যোগ্য মনে হয়,' কথাচ্ছলে মন্তব্য করল সে। 'পিস্তলেও চালুই হবে, যেভাবে সেদিন মার্শালের হাত থেকে উদ্ধার করে আনল তোমার ওই ছোকরাকে।'

'গুলি ছুঁড়তে দেখিনি কখনও, তবে আনাড়ি বলে মনে হয় না,' জবাব দিল সায়মন।

'লড়াইটা কি নিরপেক্ষ ছিল?' জানতে চাইল নরিন।

'দুজনই সমান সুযোগ পেয়েছিল, মার্শালকে আমি বলেওছি সেটা, তবে ব্যাপারটা মৃতলোকের ওপর একরকম চাপিয়ে দেয়া হয়; ওয়াই যেডের ছেলেরা মারতে চাইছিল ওকে, এবং সেইরকম একটা উদ্দেশেই ওরা গিয়েছিল ওখানে। আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই কর্টেযের সাজান, আর তাতে সে সফলও হয়েছে। আশ্চর্য, এই সেদিনই আমি সেথকে বলছিলাম, লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে একটা কথা বাজি ধরে বলতে পারি, ও যতটা না কাউবয়, তার চেয়ে অনেক বেশি বন্দুকবাজ।'

'তবে নিজের কাজ বোঝে,' গরু ব্যবসায়ী তার অভিমত জানাল।

'হতে পারে, কিন্তু আমি বলব আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তোমাদের একবার ভেবে দেখা দরকার একজন বন্দুকবাজের কি এমন প্রয়োজন হতে পারে এখানে থাকার?' পালটা প্রশ্ন করল টারম্যান, তারপর শ্রোতাদের মনে সন্দেহের বীজ ভালভাবে বপন করা গেছে অনুভব করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।

বাংকহাউসে পৌঁছে কর্টেয দেখল ল্যারি বাইরের একটা বেঞ্চে শুয়ে আরাম করছে। ওকে দেখেই প্রশ্নবাণ ছুঁড়ল যুবক, 'চোরদের কাজকারবার কেমন চলছে?'

'তুমি ওই পেশায় থাকতে যেরকম ছিল, ততটা রমরমা না,' মৃদু হেসে হুল ফোটাল ওর বন্ধু। 'যাও, তাড়াতাড়ি তোমার ওই বেতো ঘোড়াটাকে সাজিয়ে নিয়ে এস, বেরোতে হবে; আর কারোকে দেখতে পেলে তাদেরও আসতে বলবে।'

'হাহ্। ফোরম্যানের কাজটা তা হলে পেয়ে গেছ?' ঠাট্টা করল অপরজন।

'পেলে এখনই বরখাস্ত করতাম তোমাকে,' হাসল কর্টেয। 'বুড়োর হুকুম, এক্ষুণি বেরোতে হবে।'

তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াল ল্যারি। 'অ্যাই, ডন, তুমি জানো আজ সুন্দরী না ওই সুদর্শনের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল,' বলল ও।

কর্টেয তাকাল ওর পানে, যখন বুঝল ঠাট্টা করছে না ছেলেটা তখন জানতে চাইল, 'তা তুমি কী করবে ঠিক করেছ?'

'আমি? আমার সাথে এর কী সম্পর্ক?' ল্যারি অবাক।

'হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছিলাম,' নিরীহ কণ্ঠে উত্তর দিল কর্টেয, তারপর অপরজনকেই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব দিয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

'আঙুর ফল টক,' তিরস্কারটা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু সময় লাগল যুবকের। 'ভায়া, ভালবাসায় জেদী না হলে—'

কাঁধ ঝাঁকাল ও, সিম্পল আর ডার্টির সন্ধানে ঢুকে গেল বাংকহাউসের ভিতর। যখন ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল, রোয়ানকে কোরাল করে কর্টেয তার অন্য পনির পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি হয়েছে। ওদেরকে সব খুলে বলল ও, তারপর ঝটপট কিছু নাকে-মুখে গুঁজে চারজনে রওনা হয়ে গেল ফ্রাইং প্যান বাথানের উদ্দেশে।

'তোমার শুটিং পার্টিতে আমাকে নিয়ে গেলেই পারতে,' আক্ষেপ করল ল্যারি। ও এখন অন্যদের থেকে কিছুটা এগিয়ে কর্টেযের পাশাপাশি ছুটছে।

'বাচ্চাদের যেতে নেই,' অলস কণ্ঠের জবাব এল।

'আচ্ছা, বুড়ো খোকা, আচ্ছা; তোমরা বড়রাই সব মজা লোটো। মার্শাল যাবার কোন ঝামেলা শুরু করবে না তো?'

'আমি হলে করতাম,' কঠোর শোনাল কর্টেযের গলা। 'যাত্রা শুরু করতাম—অনেক দূরের যাত্রা।'

পথের বাকি সময়টুকু একরকম নীরব রইল কর্টেয। যদিও ওপরে প্রকাশ করেনি, টারম্যানের সঙ্গে নরিনের বেড়াতে যাওয়ার খবরটা তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। এই অনুভূতি সম্পূর্ণ অসঙ্গত, ও জানে, নিজের সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার মেয়েটার আছে। অতিথিকে বাথানটা ঘুরে ফিরে দেখাবে নরিন এটাই স্বাভাবিক, ওর কর্তব্য এটা। এতে অন্যায়ের কী আছে? তবু, ভাবনাটা বিচলিত করছে ওকে। আরও একটা সমস্যা আচ্ছন্ন করে আছে ওর মন, সেটা হলো সেথ লাবান প্রায় ওর সমসাময়িক সময়ে বিদায় নিয়েছে; নিছক কাকতালীয় হতে পারে ব্যাপারটা, কিন্তু কর্টেযের স্থির বিশ্বাস তা নয়।

ওরা যখন গন্তব্যে পৌঁছাল তখনও এই চিন্তাটা খুঁচিয়ে চলেছে ওকে। অন্ধকার সত্ত্বেও বলা চলে বেশ তাড়াতাড়িই এসে পড়েছে ওরা। তবে ডার্টি বিমর্ষ গলায় ফুট কাটল, 'রাতের খাওয়া বোধহয় আজ মাটি হলো।' বাংকহাউসের পাশ দিয়ে এগোল ওরা, ভেতরে ব্যাঞ্জোর সঙ্গে হেঁড়ে গলায় কোরাস গান চলছে।

'হুঃ! গরুচোরদের ভয় দেখাচ্ছে, মনে হয়,' টিপ্পনি কাটল সিম্পল। 'জব নিশ্চয়ই বাড়ি নেই, আর নয়তো কালা।'

কোনটাই সত্যি হলো না, কর্টেয নক করতে দরজা খুলে দিল বাথান মালিক। বাঁ হাতে লণ্ঠন ধরে আছে, ডান হাতটা বেল্টের এমন জায়গায় বাধান, যেন প্রয়োজনে চট করে বের করতে পারে ওর পিস্তল।

'এস, ভেতরে এস,' ওদের চিনতে পেরে অভ্যর্থনা জানাল সে। 'তা কী মনে করে?'

ওদের আগমনের কারণ বুড়ো মালিককে জানাল কর্টেয। শুনে লিমিংয়ের যে প্রতিক্রিয়া হলো তা রীতিমত নাটুকে। ডার্টির মতে 'খবরটা নিশ্চয় ভড়কে দিয়েছিল ব্যাটাকে।'

'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এই পোড়া বাথানে আকছার এরকমটাই হয়। ছজনকে নিয়ে ডার্ক গেছে ট্রেইল ড্রাইভে। আমার সাথে মাত্র হাতেগোনা কজন আছে। যাই হোক, তবু যাব আমরা, গরু ফিরিয়ে আনব এখানে। এবং যে-কটা চোরকে পাব, লটকে রেখে আসব। হ্যাঁ-এই বলে রাখলাম। তোমরাও যাবে নিশ্চয়?'

'ইচ্ছে আছে-সকাল হওয়ার আগেই আশা করি পৌছাতে পারব, ঘুম-টুম পথেই সেরে নেব,' জবাব দিল কর্টেয। তারপর নিচু স্বরে যোগ করল, 'অবশ্য আপনি যদি চান আমরা আসি তবেই।'

'তার মা-' চড়া গলায় শুরু করছিল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু বক্তার চোখ নাচছে দেখে নিজেই হেসে ফেলল। 'দিয়েছিল তো আরেকটু হলেই খেপিয়ে,' বলল সে। 'তোমরা এলে খুশি হব না মানে! চল, বাংকহাউসে গিয়ে মুখে দেবে কিছু। আমি সেই ফাঁকে ডেকে জড় করব সব্বাইকে।'

গায়ে কোট চাপাল জো লিমিং, তারপর তাক থেকে ছোঁ মেরে উইনচেস্টার রাইফেলটা পেড়ে নিয়ে পথ দেখাল ওদের। মনিবকে দোরগোড়ায় দেখামাত্র থেমে গেল ঐকতান। চার্লি কাত হয়ে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিল, যন্ত্রটা সে লুকিয়ে ফেলল।

'তৈরি হয়ে নাও তোমরা,' হুঙ্কার ছাড়ল লিমিং। 'কর্টেয আমাদের গরুর হদিস পেয়েছে, আমরা এখন সেগুলো আনতে যাব। লাকি, তুমি বরং চার্লির সাথেই থাক; বাকি পাঁচজন আর ওয়াই যেডের ছেলেরাই পারবে।'

'না, বস, আমি একদম ভাল হয়ে গেছি,' প্রতিবাদ করল লাকি। 'ওদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকি আছে আমার-আজ সুদে-আসলে মিটিয়ে দেব।'

'তোমার সুযোগ আসবে-আজই সবকটাকে ধরতে পারব তা মনে হয় না,' বলল বস। 'তা ছাড়া একজনকে না একজনকে তো থাকতেই হবে। কই, হতচ্ছাড়া বাবুর্চিটাকে যে খাবার আনতে বললাম, তার কী হলো?'

ঝড়ের বেগে কিছুক্ষণ নিজের লোকজন আর গরুচোরদের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করল বাথান মালিক। কিন্তু, কর্টেয সবিস্ময়ে লক্ষ করল, ওরা এতকিছুর পরও হাসছে।

'লোকটাকে হাড় বজ্জাত মনে হচ্ছে, না?' ফিসফিস করে বলল যেব উড। ডার্ক আইডনের অনুপস্থিতিতে ফোরম্যানের দায়িত্ব পালন করছে ও। 'আসলে কিন্তু ওঁর মনের কথা না এগুলো। জান, আমরা যদি কেউ বিপদে পড়ি, জানপ্রাণ দিয়ে উনি সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। ভাল কথা, জিঞ্জার কেমন আছে?'

'ভালই, তবে ফোলাটা কমেনি,' কর্টেয জবাব দিল।

'ফোলা? কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিস্মিত উড।

'কেন, মাথায়,' স্মিত হাসল কর্টেয। 'মিস নরি সেবা করছে কিনা।'

দরাজ একটা হাসি স্বাগত জানাল এই ব্যাখ্যাকে। উডও যোগ দিল তাতে। 'ওফ! দারুণ বলেছ,' বলল ও। 'এরপর যখন শহরে দেখা হবে, ড্রিংকস আমার

ওপর। হুম্, তা হলে তো আবার হৃদরোগের আশঙ্কাও আছে, তাই না?'

'একটুও না। কয়েক বছর আগেই ওই পাট চুকে-বুকে গেছে; এখন আর কিস্যু হবে না—যেমন আমাদের হয় না,' ফুট কাটল ডার্টি।

মনিব যখন আবার হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল সারা রাতই তাকে অপেক্ষা করতে হবে কিনা, বাধ্য হয়ে আলাপে ছেদ টানল ওরা এবং রওনা হতে আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না। লক্ষ্য জানা থাকায়, মরুভূমিকে বাঁয়ে রেখে সরাসরি ওয়াই যেডের উলটো দিকে ছুটতে শুরু করল। জোরকদমে অল্প সময়ের ভেতর কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করল ওরা, তারপর যখন বাথান এলাকা ছাড়িয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে ঢুকল কিছুটা হ্রাস করতে হলো চলার বেগ। তবু, মাঝরাত নাগাদ গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়ল, আর ঘণ্টাখানেক চললেই পৌঁছে যাবে। এবার মানুষ ও পশু দুই পক্ষকেই খানিকটা বিশ্রাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল লিমিং। বড়সড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হলো একটা, তারপর ঘোড়াগুলো বেঁধে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। ওদের চারপাশে রাত্রির জমাট নৈঃশব্দ্য। কেবল মাঝে মাঝে জ্বলন্ত লাকড়ি ফাটার শব্দ আর রাতজাগা কোন পশুর কাতর ফরিয়াদ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাতে।

দূরের পাহাড়-পর্বতের পেছনে ভোরের প্রথম ফিকে আলো ফুটে উঠতে আবার জেগে উঠল ওরা। অচিরেই গাঢ় হয়ে গোলাপি আভা ধারণ করল এই আলো এবং তার ভেতর থেকে সূর্যের অগ্নিপিণ্ড বেরিয়ে এসে রাজকীয়ভাবে তরতর করে উঠে গেল চূড়ার মাথায়, সোনারঙে রাঙিয়ে দিল ওদের। হিমশীতল অন্ধকার পৃথিবীকে যে অলৌকিক ঘটনা প্রতিদিন নিমেষে উষ্ণ এবং আলোকময় করে তোলে তা এইমাত্র সম্পন্ন হয়েছে। তবে গিরিখাত, ক্যানিয়ন আর বনবাদাড়ের থোকা অন্ধকার দিনের আগ্রাসী আলোকে ঠেকিয়ে রেখেছে এখনও।

এক ঢোক গরম কফি আর সিগারেটসহযোগে নাস্তা সেরে আবার পথে নামল ওরা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে। ইতিমধ্যে আঁধার পাততাড়ি গুটিয়েছে পুরোপুরি, সকাল হয়েছে। ক্যানিয়নের শেষপ্রান্তে গিয়ে মাটিতে নামল সবাই, ঘোড়া হাঁটিয়ে একে একে ঢুকল সুড়ংয়ের ভেতর, কর্টেয সকলের আগে, আর তার ঠিক পেছনেই ফ্রাইং প্যানের মালিক।

'যাঃ!' নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল পাঞ্চারের। 'ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে।'

উপত্যকা ফাঁকা। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে কয়েকশো গজ দূরে কাল কাল দুটো ঢিবি দেখা যাচ্ছে। অশ্বারোহীরা এগিয়ে যেতে ডানা গজাল ওগুলোর এবং উড়ে পালাল; মরুভূমির মড়াখেকোরা মরা ঘোড়া দুটোর সন্ধান পেয়েছে। আশপাশে আর কোন জীবিত বস্তু চোখে পড়ছে না। হতাশায়, দুঃখে জব লিমিং কেবল তার মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখল। মনিবের এ অবস্থা দেখে এমনকী তার নিজের লোকেরাও অবাক হয়ে গেল।

'লোকটা আজব না?' ডার্টির কানে কানে বলল একজন। 'আমার মতে ওর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল।'

'আর যাই হোক, নিজের মনোভাব খোলাখুলি প্রকাশ করতে জানে,' স্বীকার

করল অপরজন। 'আমার মনে হয় কথার চেয়ে গুলি খরচ করেই ওর কাছ থেকে কোনকিছু আদায় করা বোধহয় অনেক সহজ হবে।'

'ভুল করেও ওই ভুল করতে যেও না,' সাবধান করল ফ্রাইং প্যানের লোকটা। 'মারাত্মক নিশানা।'

ইতিমধ্যে রাগ পানি হয়ে গেছে লিমিংয়ের, অনেকটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরাজয়কে গ্রহণ করল সে।

'পরিশ্রমই সার হলো আমাদের–বোঝাই যাচ্ছে ওরা আমাদের চেয়ে চালাক,' বলল জব। 'আমার বিশ্বাস, কর্টেয, কাছেপিঠে নিশ্চয়ই ওদের আরও লোক বা ঘোড়া ছিল যাদের তুমি দেখতে পাওনি।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল কর্টেয, যদিও দুটোর একটা সমাধানও সন্তুষ্ট করতে পারল না ওকে। লাবানের আকস্মিক বিদায়গ্রহণের ঘটনাটা মনে পড়ল ওর, কিন্তু গরুচোরদের সঙ্গে বাহ্যত একজন ভবঘুরের যোগাযোগ থাকার কারণটা ভেবে পেল না। তা ছাড়া কাজটা যদি ওর প্রতি নিতান্ত আক্রোশবশতও করে থাকে, কোথায় হুঁশিয়ারি পাঠাতে হবে লাবানের সেটা জানবার কথা নয়।

'এসেই যখন পড়েছি, একটু বরং দেখি ঘুরে-ফিরে,' বলল ও। 'গরুগুলো পেলাম না বলে আমারই খুব খারাপ লাগছে, মিস্টার লিমিং।'

'এটা তোমার দোষ না–আমাদের কপাল খারাপ,' জবাব দিল ফ্রাইং প্যানের বস। 'দেখ, হয়তো পেয়ে যেতে পার ট্রেইল।'

ছড়িয়ে পড়ে গোটা উপত্যকা চষে ফেলল ওরা। ঘন জংলাঝোপের ভেতর একটামাত্র বলদের দেখা মিলল। বোঝাই যায়, অতিরিক্ত তাড়াহুড়োয় এটার দিকে চোখ পড়েনি গরুচোরদের। পরিবর্তিত মার্কাটা আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করল লিমিং।

'নাম শুনিনি কখনও,' মন্তব্য করল। 'নিখুঁত কাজ। বিক্রি করছে কোথায় সেটাই আশ্চর্য?'

উপত্যকার অপরপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল চোখে পড়তে ওরা ভাবল ওদিকে হয়তো-বা বেরোনোর রাস্তা আছে আরেকটা। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল একটা খাড়া পাথর বন্ধ করে রেখেছে ফাটলের মুখ। পাথরটা উপত্যকার মেঝে থেকে আট ফুট উঁচু। পাথরের মাথা থেকে একচিলতে সরু মেঠোপথ পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে। ঝরনাটা প্রবেশ করেছে গভীর অথচ অতি সংকীর্ণ একটা গলিপথের ভেতর। ওই পথে এমনকী একটা ঘোড়াও গলে যেতে পারবে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না বেয়ে ওঠা ছাড়া পাথরের মাথায় চড়ার আর কোন রাস্তা আছে, ওপরের মেঠোপথেও কোনরকম ট্র্যাক নেই।

'নিশ্চয় সুড়ং দিয়ে ভেগেছে,' বলল জব। 'তারমানে এখানে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই; চল, বাড়ি ফিরে যাই।'

দুই

পরদিন সকালে একগাল হাসি নিয়ে নাস্তার টেবিলে হাজির হলো ওয়াই যেডের ফোরম্যান, কর্টেযের ওপর দৃষ্টি পড়তে ওর দুপাটি মাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

'শুনলাম তুমি গরুচোরদের দেখা পাওনি,' শুরু করল সে।

'ঠিকই শুনেছ,' শান্ত গলায় বলল পাঞ্চার।

'ভুল জায়গায় খুঁজছিলে,' বলে চলল ফোরম্যান। 'তুমি আর বুড়ো বদমেজাজ যখন ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে ঘুরে হয়রান, ওরা তখন ফ্রাইং প্যানে ব্যস্ত আরও শ-খানেক গরু চুরি করতে। কী, অবাক হলে নাকি–এটা নিশ্চয় গরম খবর তোমার জন্য?'

অকপট বিস্ময়ে বিকৃত-উল্লাসগর্বিত বক্তার পানে তাকাল কর্টেয, যথার্থই এটা একটা খবর এবং খুব মারাত্মক ধরনের। প্রশ্নটিতে যে কদর্য ইঙ্গিত রয়েছে, সেটাই আরও শঙ্কিত করে তুলল ওকে।

'তোমার বিশ্বাস এতে আমার অবাক হওয়ার কিছু নেই?' প্রশ্ন করল ও।

দোটানায় পড়ল ফোরম্যান। মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই লোক সম্পর্কে নিজের বিশ্বাসের কথা তার নিয়োগকর্তার কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে এসেছে সে। বলেছে গরুচোরদের সঙ্গে সড় আছে ওর, ইচ্ছে করেই সদলবলে ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে গেছে যেন ফাঁকা পেয়ে অবাধে ফ্রাইং প্যানে আরেকবার হানা দিতে পারে তস্কররা। 'চমৎকার ব্যবসা, দুটো মরা ঘোড়ার বিনিময়ে একশ গরু,' মুখ বাঁকিয়েছে সে। 'ওর যদি সদিচ্ছাই থাকবে, ঘোড়ার বদলে লোক দুটোকেই মারল না কেন? ওর কথা অনুযায়ী, ওরা ওকে গুলি করেছিল।' এবার সময় এসেছে তার, লোকটাকে চোর বলে গাল দিয়ে ভ্রু করবে সে, ঝাঁঝরা করে দেবে ওর শরীর, কিন্তু তা করতে পারল না: কাউপাঞ্চারের সংকুচিত কঠিন চোখজোড়া যেন ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। বাকি লোকজন নীরবে দেখছে ওদের। অবশেষে কর্টেযই মুখ খুলল:

'তোমার বেল্ট খুলে ফেল, ব্লেইন,' বলে নিজেরটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল সে। ফোরম্যান অনড়।

'খুলে ফ্যাল ওটা, ব্যাটা ভীতু ভোঁদড়,' রুক্ষস্বরে বলল অপরজন।

চাবুকের মত সপাং করে আঘাত হানল বিশেষণটা, খিস্তি করে বেল্টের দিকে ডান হাত বাড়াল ফোরম্যান, তবে ওটা খুলতে নয়, হোলস্টার থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিতে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল কর্টেয, একলাফে অতিক্রম করল মাঝের ব্যবধানটুকু; বিদ্যুৎগতিতে সামনে ছুটে গেল ওর দুই হাত, ফোরম্যানের কবজি দুটো চেপে ধরল। বজ্রআঁটুনি ছাড়িয়ে পিস্তল তাক করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল ব্লেইন, কিন্তু ও নির্জীব হয়ে পড়েছে; অনুভব করছে দুটো ইস্পাতসদৃশ সাঁড়াশিতে আটকা পড়েছে ওর দুই হাত, ক্রমশ এঁটে বসছে ওগুলো, গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে

কবজির হাড়গোড়। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে সে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

'পিস্তল ফেলে দাও, ইতর কোথাকার!'

প্রয়োজন ছিল না এই কঠোর আদেশের, অস্ত্রটা তখন এমনিতেই অসাড় শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ছে। মেঝেতে ওটার পতনের আওয়াজ শোনামাত্র বজ্রআঁটুনি মুক্ত করে দিয়ে পিছিয়ে এল কর্টেয, ডান হাতটা দুলিয়ে ব্লেইনের চোয়ালের হাড়ে সবেগে ঘুসি হাঁকাল একটা, ঘরের এককোণে ছিটকে পড়ল ও, জ্ঞান হারাল। এবার নিজের বেল্টখানা তুলে নিয়ে কোমরে বাঁধল কর্টেয, আর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে গেল বাংকহাউস ছেড়ে।

'খোদা!' পিটুনি খাওয়া অচেতন লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তার বাংকে শুয়ে দিতে দিতে বলল ডুরান। 'আমি হলে গাধার পিঠে চেপে পালাতাম।'

'বেশ হয়েছে, যেমন নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে গেছে,' রাগত কণ্ঠে বলল ডার্টি।

'কাজটা ঠিক হয়নি সত্যি,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো ডুরান; 'কিন্তু ফোরম্যানের সঙ্গেও বেয়াদপি করা উচিত না।'

'তেমনি ফোরম্যানেরও শোভা পায় না তার অধস্তনের সাথে অভদ্রতা করা, র‍্যাটলারের এটা শেখা উচিত,' ঝাঁঝিয়ে উঠল ডার্টি।

বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে সায়মনের সন্ধানে গেল কর্টেয। অফিস-ঘরে পেয়ে গেল তাকে। উদ্বিগ্ন চেহারায় বসেছিল বাথান মালিক, দর্শনার্থীকে দেখে কোনরকম ভাবান্তর হলো না। পরিষ্কার ভাষায় নিজের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করল কর্টেয:

'একটা কথা আপনার জানা দরকার। আপনার ফোরম্যান অভিযোগ করেছে, আমার নাকি গরুচোরদের সঙ্গে আঁতাত আছে, গুলি করার চেষ্টা করেছিল আমাকে, আমি তাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছি। আপনি বরং আমাকে ছাড়িয়ে দেন।'

মুহূর্তখানেক পাঞ্চারকে পর্যবেক্ষণ করল বুড়ো সায়মন। তার এই ঘটনাবহুল জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছে সে এবং তাদের প্রত্যেকেরই কিছুটা হলেও রগ চিনতে পেয়েছে, কিন্তু এ লোক সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করে দিয়েছে তাকে। কর্টেয ভণ্ড, প্রতারক এটা সে বিশ্বাস করে না। ইতিপূর্বে ওর প্রতি যে অদ্ভুত টান অনুভব করেছে ও এখন তা পুনরায় আক্রমণ করল ওকে। সায়মন সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল কর্টেযকে সে যেতে দিতে চায় না।

'কী করবে এরপর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কাছেপিঠেই থাকব,' জবাব দিল অপরজন। 'আপনার সাথে বেঈমানি করছি না, সময় হলেই তার প্রমাণ দেব আমি, তবে এই বাথানটা ছোট, আমার আর ব্লেইনের একসঙ্গে জায়গা হবে না। এরপর যে খেলাটা ও খেলবে সেটাই হবে শেষ—ওর জন্য।'

পরিষ্কার বক্তব্য, দম্ভের লেশমাত্র নেই—বাথান মালিক বুঝতে পারল বক্তা যা বলেছে তা সে করবে। দুজন লোকের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তার। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল সে, সমাধানের উপায় ভাবল। তারপর প্রস্তাব দিল একটা।

'আমি তোমাকে দায়ী করছি না, আর ব্রেইনও অনেকদিন হলো এখানে,' ধীরে-সুস্থে এগোল সে। 'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়, তুমি বহাল রইলে চাকরিতে কিন্তু সবাইকে বললাম ছেড়ে দিয়েছ? এতে মনে হয় তোমার কাজেরও সুবিধে হবে।'

প্রস্তাবটা একটুক্ষণ বিবেচনা করল কাউপাঞ্চার, দেখল প্রচুর সুবিধে আছে এতে। শহরের একজন বেকার ভবঘুরে হিসেবে তাকে আর বিপজ্জনক বলে মনে করবে না তস্কররা, ফলে সেও ওদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে। ওদের কারও কারও সাথে অবশ্য তার ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে, কিন্তু সেজন্য ও মোটেও চিন্তিত নয়। তদুপরি আরও একটা সুবিধা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে পাচ্ছে সে।

'ঠিক আছে,' বলল ও, 'তবে একটা কথা ভুলবেন না, আমি রেহাই চেয়েছি, আর আপনিও তা দিয়েছেন।'

'তাই হবে,' একমত হলো সায়মন। 'ফোরম্যানকে মারধোর করায় তোমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়েছে আমার, এবং আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে।' দেরাজ থেকে একতাড়া নোট বের করে তার কিছু পাঞ্চারকে দিল সে। 'এই তোমার পাওনা, আর এক মাসের অগ্রিম; শহরে থাকতে হলে টাকার জোর লাগবে তোমার। তা, কোথায় উঠবে ভেবেছ কিছু?'

'হোটেলে—সবরকম খবরাখবর পাব ওখানে। ভাল কথা, এই বাথান কেনার ব্যাপারে কেউ কোন প্রস্তাব দিয়েছে আপনাকে?'

'কই, না,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সায়মন, তারপর যোগ করল, 'টারম্যান অবশ্য একটা দাম বলেছিল, তবে এত কম যে আমি সেটা ওর ঠাট্টা মনে করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'এমনি, নিছক কৌতূহল,' জবাব দিল কর্টেয। 'আমি তা হলে এখন আসি, জিনিসপত্র গোছাতে হবে। ও, হ্যাঁ, ব্লু ডেভিলকে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি।'

'স্বচ্ছন্দে। আমি তোমাকে দান করে দিয়েছি ঘোড়াটা,' বলল সায়মন।

বাংকহাউসে ফিরে নিজের মালপত্র গোছাতে শুরু করল কাউপাঞ্চার। একমাত্র অসুস্থ জিঞ্জার ছাড়া আর সবাই বিভিন্ন কাজে বাইরে রয়েছে। ব্রেইনও, রোগীর ভাষ্য অনুযায়ী, চেতনা ফিরে আসার পরপরই চলে গেছে, এবং যাওয়ার সময় বলেছে এই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবে।

'তুমি মনে হচ্ছে দূরে কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছ,' খানিক ইতস্তত করে অবশেষে এভাবেই জিঞ্জার তার কৌতূহল প্রকাশ করল।

'না, এই শহরে আরকী—তবে সম্ভবত বেশ কিছুদিন থাকব,' বলল কর্টেয। 'প্রয়োজন হলে হোটেলে পাওয়া যাবে আমাকে,' অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিল সে। 'আসি তা হলে, জিঞ্জার, গুডলাক।'

আহত লোকটা জিজ্ঞেস করল না আর কিছু, তবে খোলা দরজা-পথে দেখতে পেল ব্লু ডেভিলের পিঠে চেপে মন্থরগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর বন্ধু এবং সঙ্গে তার পনিটাও রয়েছে। ওর প্রশ্নের জবাব ও আন্দাজ করে নিল। পরে, দিনের শেষে যখন ডার্টি আর সিম্পলের সাথে বাথানে ফিরে এল ল্যারি খবরটা ওদেরকে জানাল সে। তক্ষুণি ছোটখাট একটা জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হলো ওদের মাঝে, তারপর

শেষোক্ত তিনজন বীরদর্পে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ-হাউসের উদ্দেশে। হাঁটার ভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওদের মনের অবস্থা। দোরগোড়ায় তিন তরুণ কাউবয়ের সঙ্গে মিলিত হলো বুড়ো সায়মন।

'কী ব্যাপার, তোমাদের সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করল সে, ওদের থমথমে মুখ দেখে ঝামেলার গন্ধ পেয়েছে।

'আপনি কর্টেযকে বরখাস্ত করেছেন,' কোনরকম ভণিতার মধ্যে গেল না ল্যারি।

'করেছি তো হয়েছেটা কী?' তিক্ত স্বরে প্রশ্ন করল মনিব।

'আমরা মনে করি এটা অন্যায় হয়েছে, কাজেই–' ল্যারি ঢোক গিলল।

'আমরাও আর থাকছি না,' উদ্ধার করতে এগিয়ে এল ডার্টি।

'জিঞ্জারও আছে আমাদের সঙ্গে,' যোগ করল সিম্পল, বীরত্বে পিছিয়ে পড়তে চায় না।

ঝাড়া দশ সেকেন্ড জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্তম্ভিত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো, তারপর বিস্ফোরিত হলোঃ

'গোল্লায় যাও!' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'আমার লোককে আমি ছাঁটাই করেছি তাতে তোমাদের কী? আমার র‍্যাঞ্চ আমি কীভাবে চালাব না চালাব তা কি আজ মামুলি মোটামাথা পুঁচকে পাঞ্চারদের কাছে শিখতে হবে আমার? যেতে চাইলে যেতে পার, তবে যদি মাথায় একটুও ঘিলু থাকে, এসব চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের চরকায় তেল দাও। আমার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে কর্টেযও এ কথাই বলবে তোমাদের। নাও, এখন আমার মেজাজ গরম হওয়ার আগেই, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে।'

কথা শেষ করে আর একটা মুহূর্ত দাঁড়াল না বুড়ো মালিক, বিরক্তির সাথে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে ঢুকে গেল অফিসে।

'আমাদের অবস্থানটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে?' বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল ল্যারি। এখন ওরা আবার জিঞ্জারের শয্যাপাশে সমবেত হয়েছে, প্রতিবাদের ফলাফল জানিয়েছে ওকে। 'আমরা কি ইস্তফা দিয়েছি, না ছাঁটাই হয়েছি, নাকি এখনও সেই আগের মতই "চালাক মাথা"?'

'বুড়ো আমাদের "মোটামাথা" বলেছে,' স্মরণ করিয়ে দিল ডার্টি। 'পাওনাগণ্ডা যখন মিটিয়ে দেয়নি, ধরে নেয়া যায় এখনও চাকরিতেই আছি।'

'তোমাদের কেউ একজন আজ রাতে শহরে গিয়ে দেখা কর কর্টেযের সাথে,' পরামর্শ দিল জিঞ্জার।

প্রস্তাবটা মনে ধরল ওদের, কে যাবে স্থির করতে তাস টানল। ল্যারির হাতে বড় তাস ওঠায় ওর ওপরেই বর্তাল দায়িত্বটা। নিজেদের ভাগ্য অপ্রসন্ন হওয়ায় এমনিতেই মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল বাকি দুজনের, তারপর ল্যারি যখন উৎফুল্ল কণ্ঠে যোগ করল, 'এবার তা হলে ঠিক কর, আমার জায়গায় রাতে লাইন-রাইডিংয়ের দায়িত্বটা কে নেবে তোমাদের মধ্যে–আমি হয়তো সময়মত ফিরতে পারব না,' তপ্ত কড়াইয়ে ঘি পড়ল।

'এহ্, দ্যাখ না সাহেব আবার পিনিক মারছেন,' ভেংচি কাটল ডার্টি।

তবে ব্যাপারটাকে শেষপর্যন্ত উদারভাবেই গ্রহণ করল ওরা এবং যে লোকের

কারণে কিছুক্ষণ আগে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিল মালিককে, তার খোঁজে যথাসময়ে ল্যারি রওনা হয়ে গেল। ফলির বারে ওর দেখা পেল সে। কিন্তু কর্টেয হতাশ করল ওকে। ভগ্নদূতের মুখে নিয়োগকর্তার চোটপাটের বিবরণ চুপ করে শুনল ও, তারপর মুচকি হেসে মন্তব্য করল:

'হাহ্। মোটামাথা বলেছে, না? ঠিকই বলেছে। তোমরা কি ভেবেছ কোন জাঁদরেল মালিক, যার আত্মসম্মানবোধ আছে, কর্মচারীদের চোখরাঙানি সহ্য করবে? এখনও যে তোমাদের ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয়নি এটাই আশ্চর্য।'

'আমরা তোমার উপকার করতেই চেয়েছিলাম,' স্মরণ করাল ল্যারি।

'বলতে হবে না, জানি,' হাসল কর্টেয, 'কিন্তু একটা কথা তোমাদের খুপড়িতে গেঁথে নাও ভাল করে—ওয়াই যেডে থেকেই আমার বেশি উপকার করতে পারবে তোমরা। এখানে খুব নোংরা কাজকারবার চলছে, আমি চলে যাওয়ার আগেই নির্মূল করতে চাই তা। বোঝা গেছে? একটা জিনিস মনে রাখবে, আমি এখন একজন বেকার পাঞ্চার, এবং ওয়াই যেডের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না। তোমাদের কারোকে যখন দরকার হবে, খবর দেব। ভাল কথা, জব এসেছিল?'

'না,' বলল ল্যারি। 'তবে শুনেছি মেজাজ বারুদ হয়ে আছে। সিম্পলের কথা হয়েছে উডের সাথে। ও বলেছে, ফিরে এসে যখন দেখেছে আরেক পাল গরু চুরি গেছে, লিমিং নাকি প্রায় ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বেচারাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে একেবারে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, শিগ্গিরই ঘুমাতে পারবে আবার,' মুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে বলল কর্টেয।

'শোনো, ডন, এক কাজ করলে কেমন হয়,' আবদার করল ল্যারি, 'আমি চাকরি ছেড়ে তোমার সঙ্গে এসে যোগ দিই? অন্যরা বাথানের দিকটা সামলাবে, আর গলাকাটাদের সাথে লড়ব আমরা—সঙ্গী পেলে তোমারও শক্তি বাড়বে নিশ্চয়।'

'মোটেই না,' স্পষ্ট জবাব এল। 'আপাতত আমি একাই খেলব। লক্ষ্মী ছেলের মত তুমি এখন ফিরে যাবে ওয়াই যেডে। আর শোনো, ফোরম্যানের সাথে ভাল ব্যবহার করবে—আর ভুলেও আমার প্রশংসা করবে না।'

'এই শেষের কাজটাই সব থেকে সোজা,' বন্ধুকে খোঁচা মারল ল্যারি, তারপর বিদায় জানিয়ে রওনা হলো বাথান অভিমুখে। ও বেরিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই স্যালুনে ঢুকল টারম্যান, সঙ্গে তার আজ্ঞাবাহক, পিট, আর মার্শাল। কর্টেয তখন বারে দাঁড়িয়ে গল্প করছে সাইলাসের সাথে, গুজব রটাতে এর চেয়ে ভাল উপায় আর হয় না জেনেই ওয়াই যেডের সঙ্গে ওর সম্পর্কচ্ছেদের খবরটা ইতিমধ্যে বারকিপারকে সে বলেছে।

'তা হলে আপাতত আরও কিছুদিন আমাদের এখানে থাকছ তুমি,' মন্তব্য করল সাইলাস। 'লিমিংয়ের কাজ নেবে?'

মাথা নাড়াল পাঞ্চার। 'ভাবছি ছুটি কাটাব,' বলল ও। 'খনিটনিও সন্ধান করতে পারি; বিগ চীফের আশেপাশে সোনা না থেকেই পারে না।'

অনতিদূরের একটা টেবিলে সপারিষদ তাস খেলার আয়োজন করছিল টারম্যান। কথাগুলো পাঞ্চার এমনভাবে বলল যেন ওরা শুনতে পায়। কর্টেয লক্ষ্য

করল চকিতে জুয়াড়ি তাকাল ওর দিকে।

'বুড়ো নাগেট কিন্তু বিশেষ কিছু পায়নি; পেলে নিশ্চয়ই খরচ করতে আসত এখানে,' জানাল সাইলাস।

'যাই হোক, আমার বিশ্বাস আছে, কাজেই চেষ্টা করতে আপত্তি কি; আর হাতেও যখন অঢেল সময় আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল কর্টেয। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখল সে, তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

'হুঃ! সোনা খুঁজবেন,' দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে বলে উঠল মার্শাল। 'কিস্যু পাবে না। আশ্চর্য, পাঞ্চার কিনা করবে খনির কাজ!'

'তুমি ওর কথা বিশ্বাস কর?' জিজ্ঞেস করল পোকার পিট।

'জোরেশোরেই তো বলে গেল।'

'একটু বেশি জোরে–চাইছিল আমরা যেন শুনতে পাই। নিজে চোখে না দেখে আমি বিশ্বাস করছি না।'

'বাহ্! আমাদেরকে তো আর বিরক্ত করতে পারছে না,' টংক্ বলল। 'ওয়াই যেডে ওর চাকরি নট হয়ে গেছে।'

'একদম ঠিক,' সমর্থন করল টারম্যান। 'আজ বিকেলে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। ব্লেইনকে প্রায় মেরে ফেলার দশা করেছিল ও। পিটার ভীষণ খাপ্পা হয়ে আছে। কাজে লাগান যাবে ওকে।'

জঘন্য ভাষায় খিস্তি করে উঠল জুয়াড়ি। 'সিনর কর্টেযকে আমি শকুন দিয়ে খাওয়াব,' হিংস্র গলায় বলল।

'আমি বাধা দিচ্ছি না, পিট,' নিজের অভিমত প্রকাশ করল টারম্যান। 'কিন্তু তার আগে ওকে একটু ব্যবহার করতে দোষ কোথায়? ভেবে দেখ।'

শান্ত, মসৃণ গলায় কথাগুলো বলেছে ধনকুবের, কিন্তু একধরনের প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্বের সুর ধরা পড়ল তাতে যা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না জুয়াড়ির পক্ষে। টারম্যান হাসল। 'দুর্গে নিয়ে গিয়ে প্রস্তাবটা দাও ওকে–আমাদের যে কেউ পারবে, তবে অবশ্যই অপরিচিত কারোকে পাঠাবে। যদি রাজি হয়, ভাল; নইলে ওখানেই–আটকে–রাখবে।'

শেষের তিনটে শব্দের ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ সবজান্তা হাসি ফোটাল শ্রোতাদের মুখে, নিমেষে রাজি হয়ে গেল পিট: 'ঠিক বলেছ জো; কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। এতে আমি ক্যালিফোর্নিয়াকে ব্যবহার করব–একসময় ও নিজেও খনিতে কাজ করেছে, তা ছাড়া ওকে কেউ চেনে না এখানে।' ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানাল টারম্যান। তারপর ওদের খেলা আবার চালু হলো।

ফলি থেকে বেরিয়ে জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকল কর্টেয। ছোট একটা কুঠার, শাবল, গাঁইতি আর পানিতে ধুলো ছাঁকার জন্য একটা প্যান কিনল। গোলাবারুদ আর তামাকের মজুদও বাড়াল সে, তারপর আরও কিছু টুকিটাকি জিনিসের ফর্দ পেশ করল।

'বেড়াতে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল দোকানি।

'এই ছুটি কাটাতে–গরুবাছুর ধরে হাঁপিয়ে উঠেছি,' ব্যাখ্যা করল ক্রেতা। 'বড়শি আছে?'

'আছে—তবে খুঁজতে হবে। কাজ আর বেড়ানো দুটোই একসাথে করবে মনে হচ্ছে?'

'ঠিক বলেছ—সেরকমই ইচ্ছে। বালু ছেঁকে ছেঁকে যখন হয়রান হয়ে যাব, সাপারের জন্য ট্রাউট ধরব দু-একটা।'

'সোনার চেয়ে মাছই বোধহয় বেশি পাবে,' হাসল বুড়ো, 'অবশ্য একেবারে কিছুই না পাওয়ার কারণ দেখি না; একসময় তো ছিল ওখানে।'

কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে এল পাঞ্চার, পরে দোকানি মাল পাঠিয়ে দেবে কামরায়। সন্তুষ্ট বোধ করছে সে, এখন পর্যন্ত সবকিছু ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে। ও বুঝতে পেরেছিল হ্যাচেটে ওর রয়ে যাওয়ার পেছনে একটা বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত খাড়া করতে হবে, এবং সেটা এমন কিছু হওয়া চাই যাতে করে কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে অনায়াসে আশপাশের এলাকায় একাকী ঘুরে বেড়ানো সম্ভবপর হয় ওর পক্ষে। বস্তুত এই কারণেই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সে, এবং ব্যাপারটাকে নিশ্ছিদ্র করে তুলতে যথারীতি মাঠেও নেমে পড়েছে। টারম্যানের সঙ্গে গরু চুরির একটা সম্পর্ক আছে এখন সে মোটামুটি নিশ্চিত। এবং ফ্রাইং প্যানের চোরাই গরু উদ্ধারের প্রচেষ্টাটা যে লাবানই ভেস্তে দিয়েছে তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই ওর।

পরদিন সকালে কাক ভোরে যারা ঘুম থেকে উঠল, হ্যাচেটের রাস্তায় কিম্ভূতকিমাকার এক লোককে দেখে তাদের মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ল। স্যাডলে বসা লোকটা কাউবয়, কিন্তু সঙ্গের জিনিসপত্র একজন খনিসন্ধানীর। অস্বাভাবিক রকমের ভারি লটবহর পিঠে চাপিয়ে দেয়ায় ওর পনিটা স্পষ্টতই বিরক্ত। বিনিময়ে কর্টেযও একগাল হাসি উপহার দিল নগরবাসীদের, নিজেও নানারকম পালটা রসিকতা করল। এইসব হাসি-মশকরায় ও রীতিমত খুশি; ওর কথা ওরা বিশ্বাস করেছে এগুলো থেকে তার প্রমাণ মেলে। শহর ছাড়িয়ে দুমাইল আসার পর যখন একটা বাঁকের মুখে নরিনকে দেখতে পেল কর্টেয তখন আরও পুলকিত হলো সে। টুপি খুলে অভিনন্দন জানাল। জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে এসে থামল মেয়েটা, সহিষ্ণু কৌতূহলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করল মালপত্র।

'তবু ভাল, অপমানটা অন্তত ব্লুকে করোনি, বেচারার মত তা হলে ভেঙে যেত,' বলল ও, তারপর চেহারা নরম করে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়াই যেড ছাড়লে কেন?'

'ফোরম্যানের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল কর্টেয। কিন্তু ওর চোখের কোণ কুঁচকে উঠতে দেখে নরিন বুঝতে পারল পাঞ্চার আর যাই হোক অনুতপ্ত নয়। ওকে সে কষ্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

'বাবার কাছে শুনলাম ব্লেইনকে তুমি খুন করতে বসেছিলে,' রুক্ষ স্বরে বলল ও। 'আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব ঝগড়াটে স্বভাবের লোক—তুমি আসার পর থেকেই আমাদেরকে একটার পর একটা ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে।'

নরিন যা ভেবেছিল, ওর তিরস্কার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলো। আরও বিস্তৃত হলো পাঞ্চারের বিদ্রূপের হাসি, জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে তুমিও আমাকে গরু চুরির জন্য দায়ী করছ?'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি সেরকম কিছু বলিনি,' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল মেয়েটা। 'আচ্ছা, সবসময় তুমি আমার কথার বাঁকা অর্থ কর কেন?'

'আমার স্বভাবটাই ঝগড়াটে বলে বোধহয়,' জবাব দিল কর্টেয, তারপর ওর চেহারা আরও কঠিন হয়ে উঠছে লক্ষ্য করে যোগ করল, 'দেখতেই পাচ্ছ, আসলেই আমি মানুষটা খারাপ—ঝামেলা পাকাতে পছন্দ করি।'

ওর ভীত হওয়ার অভিনয় দূর করল মেয়েটার ক্ষোভ, হেসে বলল, 'অনেকের শত্রুতা কিনেছ তুমি। চলে যাচ্ছ না কেন?'

'তুমি তাই চাও?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

সাদামাঠা প্রশ্নটি বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল নরিনকে। বুঝতে পারছে কর্টেয ওর পরামর্শ গ্রহণ করলে ও দুঃখ পাবে, কিন্তু সেটা ওকে জানতে দিতে চায় না ও।

'আমি তোমার কাছে ঋণী, স্বভাবতই চাই না তোমার ক্ষতি হোক,' কৌশলের আশ্রয় নিল নরিন।

'আমার কাছে তোমার কোন দায় নেই,' জবাব দিল পাঞ্চার। 'আর শত্রুতার কথা যদি বল, মানুষের অমন দু-চারটে থাকেই। যার নেই, সে কাপুরুষ। যাই হোক, আমি পালাচ্ছি না।'

'তোমার ওই অহঙ্কারের কারণেই জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ?' র‍্যাঞ্চার দুহিতা কৌতূহলী।

'ওটা, এবং—আরও কিছু কারণে,' স্মিত হাসল কর্টেয। 'দেখ, আমার বিশ্বাস এইদিকেই কোথাও সোনার খনি আছে—সেটাই বের করতে যাচ্ছি খুঁজে।'

লাগাম গুছিয়ে নিল নরিন। খনি-টনি আসলে ছুঁতো, একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে, কিন্তু জানে ও বলতে না চাইলে কিছুতেই সেটা আদায় করা যাবে না ওর মুখ থেকে—কর্টেযের ধরনটাই আলাদা।

'কামনা করি তুমি সফল হও,' বলল ও।

'ধন্যবাদ, ম্যাম, তবে আমি যেটা কামনা করছি সেটা পেলে আমি আরও বেশি খুশি হব,' বলল পাঞ্চার। তারপর আবার ওর চোখে সেই দৃষ্টি লক্ষ করল নরিন যা দেখে হ্যাচেটের রাস্তায় একবার শিহরণ জেগেছিল ওর শরীরে। স্পারের স্পর্শে লাফিয়ে আগে বাড়ল ওর পনি, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ও চলে গেল। পেছন থেকে ওর গমনপথের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল কর্টেয, তারপর যখন ট্রেইলের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হলো প্রিয়দর্শিনী, ফের চলতে শুরু করল ও।

মেয়েটা আসলে চায় না আমি চলে যাই, ভাবল সে, কিন্তু মুখে স্বীকার করবে না। যাকগে, এখন আর এসব ভাববার সময় নেই—সামনে প্রচুর কাজ রয়েছে।

ব্লাইন্ড ক্যানিয়নে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল কর্টেযের। ঘোরাপথে আসছে বলেই এতটা সময় লেগেছে ওর; আড়াল থেকে ওর কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা হতে পারে ভেবেই এমনটা করেছে সে, কোন্ এলাকার প্রতি ওর বিশেষ আগ্রহ সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন ধারণা দিতে চায় না প্রতিপক্ষকে। যাত্রাপথে বারবার থেমেছে ও, কিছু কিছু জায়গা এমনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যেন ওসব স্থানে সোনা মিলবে বলে ভাবছে সে। ক্যানিয়নের

দিকে অর্ধেকটা পথ এগিয়ে, ঝরনার পাড়ে দাঁড়িয়ে এখন আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীচের মাটি জরিপ করল কর্টেয, তারপর সরবে বলল:

'চলবে। কিছু রঙ না থেকেই পারে না এই বালুতে, ঝরনাতেও মাছ আছে। ক্যাম্পের জন্য আদর্শ জায়গা।'

সামনেই একফালি ঘেসো জমি ছিল, ঝরনার ছায়াচ্ছন্ন পাড় থেকে চলে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল অবধি। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ওখানে নিয়ে গেল সে, স্যাডল খসিয়ে লাগামের খুঁটাটা পুঁতে দিল মাটিতে। তারপর কুড়াল হাতে কাছেরই একটা ঝোপের ওপর চড়াও হলো, গোটা কয়েক হালকা খুঁটি কেটে নিয়ে এল। চেঁছে এগুলো থেকে বেশ কিছুসংখ্যক কঞ্চি বের করল সে, তারপর পাহাড়ের দেয়াল যেখানে বাইরের দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে একটা কারনিসমত সৃষ্টি করেছে তার গায়ে ঠেস দিয়ে ওই খুঁটি আর কঞ্চিগুলোর সাহায্যে চালাঘর তুলল। এখানে নিজের মালপত্র রাখল ও, ছোটখাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজনে বসল। যখন শেষ হলো আহারপর্ব, কুঁড়েটাকে সাজাল আরও পরিপাটি করে। ঘুরে-ফিরে বাড়তি জ্বালানি সংগ্রহ করল, বিছানার জন্য কেটে আনল পাতাসমেত দেবদারুর কয়েকটা ডাল। এরপর বেলচা আর প্যান তুলে নিয়ে ঝরনার পাড়ে গেল ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও দেখা পেল না মহার্ঘ পদার্থটির।

'ধুত্তোর, যেমনটা ভেবেছিলাম, তত সহজ হবে না,' স্বগতোক্তি করল কর্টেয। 'আশপাশে দেখতে হবে।'

আরও কয়েকটা জায়গায় ব্যর্থ চেষ্টা চালাল ও, তারপর এক সময় বিরক্ত হয়ে যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাছ ধরতে গেল। এখানে অবশ্য কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখতে পেল সে, অচিরেই তিনটে ডোরাকাটা মাছ নামিয়ে রাখল ঘাসের ওপর। রাতের আহারের জন্য ওগুলো সেদ্ধ করল ও, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আবার প্রাচুর্যের সন্ধান চালাল কর্টেয। কিন্তু আজও, গতকালের মতই, বিমুখ রইলেন ওর ভাগ্যদেবতা। তবু, নিবিষ্ট মনে ওতেই লেগে থাকল; কারণ বুঝতে পারছে ক্যানিয়নে ও একা নেই। তাই, একটু বাদে যখন একজন ঘোড়সওয়ারকে ঝরনাতীর ধরে এগিয়ে আসতে দেখল তখন মোটেও বিস্মিত হলো না সে—তবে হাবভাবে তা প্রকাশ পেতে দিল না। আগন্তুক হেলেদুলে ওর পাশে এসে দাঁড়াল, উষ্ণ স্বরে 'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার' বলে সাগ্রহে দেখতে লাগল ওর কাজকর্ম। ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাভিবাদন জানাল কর্টেয, একনজরে নবাগতের আপাদমস্তক জরিপ করে নিল।

বাহ্যত লোকটা একজন কাউহ্যান্ড, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামান, নিষ্পাপ খোশমেজাজি চেহারা। কোমরে রিভলভার ঝুলিয়েছে, স্যাডল স্ক্যাবার্ডে শোভা পাচ্ছে একটা উইনচেস্টার। ঘোড়াটা পিন্টো, তবে ওর গায়ে কোন মার্কা চোখে পড়ল না কর্টেযের। ঢাউস সমব্রেরোটা তর্জনী দিয়ে ঠেলে পেছনে সরিয়ে আগন্তুক বলল:

'পাচ্ছ কিছু?'

প্যানের ওপর ঝুঁকে বসেছিল কর্টেয, লোকটার দিকে চোখ তুলে হাসল। 'অনেক ধুলো,' জবাব দিল ও, 'কিন্তু সোনা পাইনি একটুও।'

চারপাশে নজর বোলাল আগন্তুক। 'এরকম জায়গাতেই থাকে,' মন্তব্য করল সে। 'তবে খনির এই একটা মজা—নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই কিছু।'

'তুমি এসব বেশ জান মনে হয়?'

'অবশ্যই—ক্যালিফোর্নিয়ায় জীবনের অনেকটা নষ্ট করেছি সোনার পেছনে। রাগ কোরো না, তোমাকে কিন্তু আনাড়ি মনে হচ্ছে।'

'ঠিক ধরেছ; হিমশিম খাচ্ছি।'

হাসল অপরজন। 'মানুষ চেষ্টা করেই শেখে সবকিছু। তুমিও শিখছ। দাঁড়াও, দেখিয়ে দিচ্ছি কায়দাটা।'

ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা ছেড়ে দিল সে, তারপর কর্টেয যে প্যানে ধুলো ছাঁকছিল সেটা তুলে নিল। শিক্ষানবিশের যা লেগেছে তার অন্তত অর্ধেক সময়ে সমস্ত ধুলো ছেঁকে ফেলল ও, কেবল প্যানের তলায় সামান্য একটু বালু থিতিয়ে রইল। একদৃষ্টে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কুশলী, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'নাহ্, নেই,' বলল সে। 'দেখি আরেকবার চেষ্টা করে।'

'ছাঁকার ব্যাপারটা তুমি বেশ ভালই পার দেখছি,' বিশেষজ্ঞের পারদর্শিতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করল কর্টেয। 'থেকে যাও না; দুপুরে খাব একসাথে।'

'ভালই হয় তা হলে। আমারও খাবার ফুরিয়ে এসেছে, অথচ এখনও যেতে হবে অনেকটা।'

নবাগতকে ঝরনার পাড়ে রেখে খাবারের জোগাড়ে গেল পাঞ্চার। বারকয়েকের চেষ্টায় দুটো মাছ ধরল সে, আগুন জ্বেলে রাঁধল। ওর হাঁকে অভ্যাগত যখন ক্যাম্পে পৌঁছাল সেদ্ধ ট্রাউট আর ধূমায়িত কফির ক্ষুধাউদ্রেককারী সুবাস অভ্যর্থনা জানাল তাকে। গৃহকর্তার মুখোমুখি মাটিতে জোড়াসনে বসে বিপুল বিক্রমে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আগন্তুক।

'অপূর্ব,' এক টুকরা মাছ মুখে পুরে মন্তব্য করল ও। 'গোল্ডপ্যানে তুমি আনাড়ি হলে কি হবে, ফ্রাইং প্যানে তুরুপের টেক্কা।'

খেতে খেতে নিজের পরিচয় জানাল নবাগত। বলল ওর নাম ডিক ওয়েস্ট, তবে সবাই ডাকে ক্যালিফোর্নিয়া বলে। আপাতত পাঞ্চারের কাজ করছে এক আউটফিটে, ওদের সদর দফতর বিগ চীফ রেঞ্জের পাদদেশে।

'কোন্ মার্কা?' জিজ্ঞেস করল গৃহকর্তা।

'ক্রসড ডাম্ব-বেল,' জবাব দিল অপরজন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে গৃহকর্তাকে।

'নাম শুনিনি,' দায়সারাভাবে বলল কর্টেয। 'ওদিকে কোন বাথান আছে জানতাম না, অবশ্য আমিও নতুন এই এলাকায়।' এবার নিজের নাম বলল ও, জানাল কেন চাকরি গেছে ওয়াই যেড থেকে। তবে সতর্ক রইল ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে না ফেলে। সব শুনে সমঝদারের ভঙ্গিতে ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল আগন্তুক।

'সোনার প্রেমে যদি পড়ে না থাক, ইচ্ছে করলে তুমি আসতে পার আমার সঙ্গে,' প্রস্তাব দিল সে। 'যদ্দূর জানি আরেকজন লোক দরকার আমাদের। মাসে পঞ্চাশ ডলার বেতন, প্লাস শেয়ার। আর ঠিক লোকের জন্য শেয়ারটা কিন্তু

বেতনের চেয়েও বেশি।'

'শুনতে ভালই,' কর্টেয মন্তব্য করল।

'যেমন শুনতে কাজেও ঠিক তেমনি,' বলল অপরজন। 'বুড়ো জেফ মানুষ খারাপ না।'

'বস?'

'ভারপ্রাপ্ত—পেছনে আরেকজন আছে।'

কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করল ওরা। কর্টেয মনে মনে প্রস্তাবটার নানা দিক খতিয়ে বিচার করল; কোনরকম আগ্রহ দেখাতে চায় না ও, তাতে বিপক্ষ সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে। এটা খুবই সম্ভব, তস্কররা ভেবে দেখেছে ওকে দলে টানতে পারলে লাভবান হবে ওরা, যে ধারণাটা ওদের সে দিতে চাইছে তা বিশ্বাস করেছে, আবার তেমনি এটা ওকে ধ্বংস করার একটা ফাঁদ হওয়াও বিচিত্র নয়। তবু, যাবে বলে ঠিক করল, কারণ এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই সে ছিল। শেষ পর্যন্ত অতিথিই ওর সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়টা এগিয়ে নিয়ে এল। উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে, তারপর বলল:

'খাইয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ। আমাকে এবার যেতে হয়; তুমি আসছ?'

'ম্, গিয়েই বরং দেখি একবার,' জবাব দিল কর্টেয। 'যন্ত্রপাতি এখানেই রেখে যাব কোথাও লুকিয়ে, ভাল না লাগলে চলে আসব।'

অল্পক্ষণের ভেতর মালপত্র সরিয়ে ফেলল ও, পনির পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি হল যাত্রার উদ্দেশ্যে।

'তোমার আরেকটা ঘোড়া আছে না—মোট বওয়ার জন্য?' অ্যা করল ওয়েস্ট। মনে মনে হাসল পাঞ্জার, বুঝতে পারছে রোয়ানটাকে দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল আগন্তুক। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল সে।

'সাথে নেই,' জবাব দিল ও। 'বুলেটও চমৎকার ঘোড়া। মনিব আর তার মালপত্র দুটোই এখানে বয়ে এনেছে ও। অবশ্য খুশি মনে তা বলছি না।'

'কোন কোন ঘোড়া একদম মানুষের মত,' বলে ক্যানিয়নের ওপর দিকে রওনা হলো ওয়েস্ট।

সুড়ংয়ের কাছে পৌঁছাল ওরা, অতিক্রম করে উপত্যকার মাঝ দিয়ে সোজা খাড়াইয়ের দিকে ছুটল। কর্টেয ভেবে পেল না কীভাবে বেরোবে এখান থেকে; কিন্তু শিগ্‌গিরই তা জানল। ফ্রাইং প্যানের পোসিকে বাধাদান করেছিল যে পাথরটা, তার সামনে পৌঁছে ওয়েস্ট বলল:

'এখানে নেমে একটু খাটতে হবে।'

ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে সঙ্গীকে একটা ঘন ঝোপ্ দেখাল সে। প্রথম দর্শনে মনে হলো কোন মানুষের পক্ষে ওর ভেতর ঢোকা অসম্ভব, কিন্তু কাছে যেতেই মেঠোপথ চোখে পড়ল। ঝোপের মাঝখানের অংশটা সাফ করা হয়েছে ডালপালা কেটে, সেখানে একথাক লম্বা তক্তা রাখা।

'দুটোতেই বোধহয় চলবে,' বলল ক্যানিফোর্নিয়া। 'হাত লাগাও।'

তক্তাগুলো বেশ মজবুত আর ভারি, যেখানে ঘোড়া রেখে এসেছে সেখানে বয়ে নিয়ে যেতে দুই দফা পরিশ্রম করতে হলো ওদের। পাথরের গায়ে হেলান

দিয়ে পাশাপাশি তক্তা দুটো রাখতেই পশু পারাপারের জন্য তৈরি হয়ে গেল চলনসই একটা রাস্তা। কাজ সেরে আবার ওগুলো যথাস্থানে লুকিয়ে রাখল ওরা, তারপর দেয়াল বেয়ে পাথরের মাথায় উঠল। কর্টেযকে ঘোড়ায় চাপতে ইশারা করল ওয়েস্ট, তারপর নিজের কম্বলখানা তুলে নিয়ে গুটিয়ে ওটার মাঝখানে বাঁধল ওর দড়ির এক প্রান্ত। এরপর সেও স্যাডলে চেপে সরাসরি ওর সঙ্গীর পথ মাড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল। পেছনে গোটান কম্বলটা টেনে আনছে দড়ি ধরে, নরম বালুর বুক থেকে মুছে দিচ্ছে ওদের ট্র্যাক।

'চমৎকার ইন্ডিয়ান কৌশল,' মন্তব্য করল কর্টেয। 'কেউ আমাদের পিছু নেয়ার আশঙ্কা করছ?'

'না, তবে ওই উপত্যকাটা যে আমরা ব্যবহার করি সেটা জানাতে চাই না কারোকে,' অর্থপূর্ণ জবাব এল।

কিছুক্ষণের মধ্যে বালু ছেড়ে পাথুরে ঢাল বেয়ে ওরা আরেকটা প্রশস্ত অবতল ঘেসো জমিতে নেমে এল, তারপর সেখান থেকে বন্ধুর বিসর্পিল পাথুরের রাজ্যে প্রবেশ করল। এই গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে নির্দিষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। দেখলেই বোঝা যায় সম্প্রতি প্রচুর গরুবাছুর এই পথে গেছে। ওদের যাত্রাপথে কেবলমাত্র একটাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যখন একটা ঝরনার পাড়ে পানি খেতে নামল ক্যালিফোর্নিয়া। আবার স্যাডলে উঠবে বলে রেকাবে পা রেখেছে ও, আচমকা পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। এরকম অভাবিত পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সওয়ারী, ভারসাম্য হারিয়ে একটা ঝোপের ভেতর উলটে পড়ল। মুহূর্তে ভেসে এল র‍্যাটল সাপের নড়াচড়ার আওয়াজ, তারপর ভূপাতিত লোকটার মুখ থেকে মাত্র ফুটখানেক দূরে মাথা তুলল একটা আগ্রাসী ফণা, ছোবল মারার জন্য লকলক করছে চেরা জিভ। আর একমুহূর্ত, তার পরপরই শুরু হয়ে যাবে বিষের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু নিমেষে গর্জে উঠল কর্টেযের পিস্তল, এবং সরীসৃপের মাথাটা বুলেটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল ঝোপের ভেতর। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ওয়েস্ট, ঘামছে দরদর করে।

'খোদা, একটুর জন্য বেঁচে গেছি,' কম্পিত গলায় বলল সে। 'কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, জানি না, বন্ধু। কখনও যদি সময় আসে এর প্রতিদান দেব আমি। বন্দুকে তোমার হাত সত্যিই খুব চালু।'

'আর কিছু করার সময় ছিল না,' লাজুকভাবে হাসল কর্টেয। 'তা ছাড়া তোমার দেয়া ওই চাকরিটা হারাতে চাই না।'

নিজের ঘোড়ায় চাপল ওয়েস্ট, মৃদু বকাঝকা করল ওকে। 'ভয়ডর আমার তেমন নেই, কিন্তু সাপ, ওরেব্বাপ! একবার আমি সাপের কামড়ে এক লোককে মারা যেতে দেখেছি,' বলল ও।

ওরা যখন একটা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পেরিয়ে অবশেষে রাশ টানল তখন বেলা পড়ে এসেছে। সামনেই গুটিকতক দালানকোঠা। অর্থাৎ মোটামুটি প্রশস্ত একটা র‍্যাঞ্চ-হাউস, বাংকহাউস, কামারশালা আর কোরাল। সবগুলোই কাঠের এবং খুব বেশিদিন হল নির্মিত হয়নি, লক্ষ করল কর্টেয। জনাকয়েক লোক আড্ডা মারছিল

বাংকহাউসের দরজায়, ওর সঙ্গীকে অভ্যর্থনা জানাল তারা।

'হ্যালো, ডিক, ফিরে এসেছ তুমি,' বলল একজন।

'কেন, না, তবে শিগ্‌গিরই আসব,' হাসল ক্যালিফোর্নিয়া, পরমুহূর্তে ওর পিঠে কিল পড়ল একটা।

'আহা, চটছ কেন, একটু ঠাট্টাও বোঝ না,' প্রতিবাদ করল ও।

অনতিদূরের র‍্যাঞ্চ-হাউসে সঙ্গীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওয়েস্ট। ওর ডাকে সাড়া দিয়ে বেঁটেমত, খোঁড়া এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—চোখ ট্যারা, ঠোঁট দুটো নিষ্ঠুর। দুজনকে কয়েক মিনিট জরিপ করল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল:

'কি ব্যাপার, ওয়েস্ট?'

কর্টেযের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানে দু-তিন বাক্যে বিবৃত করল ও, আর কথা শেষ করল ওর জন্য একটা চাকরির সুপারিশ করে; র‍্যাটল সাপের পর্বটা বাদ গেল বক্তব্য থেকে। সিদ্ধান্ত আসতে দেরি হল না একটুও।

'ঠিক আছে, চাকরিটা তুমিই পেলে। মুখ বুজে কাজ করে যাবে, কোনরকম প্রশ্ন করবে না,' বলল খোঁড়া। 'ভালভাবে টিকে থাকলে এখানেই তোমার সোনার খনি পেয়ে যাবে তুমি। ওকে বাংকহাউসে নিয়ে যাও, ডিক।'

কথা সেরেই ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হলো ভেতরে। দুই পাঞ্চার এরপর তাদের ঘোড়া কোরালে তুলে বাংকহাউসে এল। এখানে উপস্থিত নয়-দশজন লোকের সঙ্গে নতুন কর্মচারী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো কর্টেযকে। একঝলক দেখেই ও বুঝতে পারল লোকগুলো ষণ্ডামার্কা, অধিকাংশই মাঝবয়সী, পশ্চিমে এধরনের মানুষ হরহামেশা চোখে পড়ে—ওর দেশেও আছে। খিস্তি আর মদ এদের নিত্য সাথী, মারমুখী, লোভ কিংবা লালসার তাড়নায় যখন খেপে ওঠে সহজে বাগ মানান যায় না। ঢোকার পর থেকেই কর্টেয লক্ষ্য করছে ওকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না কেউ, যদিও দেখতে পাচ্ছে ওর নতুন বন্ধু, ডিক, বেশ জনপ্রিয়। বাংকহাউসটা আরামদায়ক, যে খাবার দেয়া হল তা পরিমাণে যথেষ্ট এবং সুস্বাদু। ওদের মামুলি কথাবার্তা থেকে চমকপ্রদ কিছুই জানতে পারল না সে—কেবল একবার মাকড়সা নামটা উচ্চারিত হতে শুনল।

'সে আবার কে?' পাশে বসা ওয়েস্টকে জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'আসল মালিক—এখানে তেমন আসে না,' উত্তর মিলল।

তিন

টারম্যান কোন ব্যাপারেই হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়; অচিরেই সে ওয়াই যেডের নিয়মিত অতিথি হয়ে উঠল। এখানে সে মালিক এবং তার কন্যা দুজনকেই যথাসাধ্য খুশি রাখতে চেষ্টা করে। শেষোক্তজনের সন্দেহ পুরোপুরি দূর না হলেও, সর্বদা ওর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে সে রুখতে পারে না। প্রায়ই একসাথে ঘুরতে

বেরোয় ওরা। ব্লু ডেভিলের কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও, টারম্যান যে একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং তাকে চমৎকার মানায় স্যাডলে এ কথা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ও। উপরন্তু, ওর সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে লোকটার দৃষ্টি সজাগ, এবং আচার-ব্যবহারেও দারুণ অমায়িক। সবসময়ে ওকে সম্মান দিয়ে কথা বলে। যদিও খোলাখুলি প্রেম নিবেদন করেনি, তবু ওর মনোভাব সে বুঝতে পারে। একদিন এইরকম একটা প্রমোদ ভ্রমণের পর ওরা যখন বারান্দায় বসে গল্প করছে, বাপ-বেটির কাছে কর্টেযের প্রসঙ্গ পাড়ল টারম্যান।

'তোমার সেই পাঞ্চার তল্পিতল্পা গুটায়নি দেখলাম,' বলল ও। 'ওর রোয়ানটা এখনও বাঁধা আছে হোটেলের কোরালে।'

'সোনা খুঁজতে গেছে বলছিলি না তুই?' সায়মন জিজ্ঞেস করল নরিনকে।

'আমাকে তো তাই বলেছে,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার দুহিতা, লক্ষ্য করল ওর কথায় ভাঁজ পড়েছে টারম্যানের ভুরুতে।

'কেউ কেউ পরের গরুবাছুরেও সোনার খোঁজ পায়,' অবজ্ঞার স্বরে বলল ধনকুবের। 'তবে শহরে কানাঘুষো হচ্ছিল ও নাকি কুসঙ্গে পড়েছে।'

নরিন হাসল। 'শহরের লোকদের গুলতানি; আমি অন্তত কান দেব না ওতে।'

'আমিও না, অবশ্য আমার যদি কান কথা শোনার অভ্যেস থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার,' ভাঁজ পড়ল ধনকুবেরের গালে। 'তবে ডবল এক্সের এক ছোকরা বলছিল কর্টেযকে সে বিগ চীফের কাছাকাছি দেখেছে, জনাকয়েক লোক ছিল ওর সাথে, অচেনা। আমার মনে হয় ও বোধহয় শেষপর্যন্ত ওর গরুচোরদের দেখা পেয়েছে।'

'অবাস্তব শোনাচ্ছে—ওদিকে কোন র‍্যাঞ্চ আছে বলে আমার জানা নেই,' বলল সায়মন। 'যাকগে, আমি বিদায় করে দিয়েছি, ব্যস—ঝামেলা চুকে গেছে।'

মেয়েটা আর কিছু বলল না, তবে খবরটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ও জানে, কৌশলে গোপন করার চেষ্টা করলেও টারম্যান মনে মনে হিংসা করে কর্টেযকে, তবু অপবাদটা মনগড়া তাও বিশ্বাস করতে ওর বাধছে। পরে, ল্যারিকেই সরাসরি প্রশ্নটা করল ও।

'হ্যাঁ, মিস নরি,' ওকে জানাল কাউবয়। 'ডাচ দাবি করছে সে নাকি দেখেছে কর্টেযকে। ওর সঙ্গে জুটেছে কয়েকটা চামচা, তারা রঙচঙ চড়াচ্ছে। একজন আমাকে বলেছে, সে নিজের চোখে কর্টেযকে মার্কা পালটাতে দেখেছে। তারপর আমি চেপে ধরায় ও অবশ্য অভিযোগ ফিরিয়ে নেয়,' বলা শেষ করে র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল ল্যারি, তারপর একজন লাঞ্ছিত নাগরিক কীভাবে পথের ধুলোয় মুখ গুঁজে মিথ্যেকথা বলার অপরাধে বারবার মাফ চাইছিল ওর কাছে, সে ঘটনা মনে পড়তে ওর হাসি অবারিত হয়ে গেল।

মেয়েটাও হাসল, বন্ধুর প্রতি তরুণ পাঞ্চারের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে লক্ষ্য করে ওর ভাল লাগছে। তারপর ওর মত আরও অনেকেই এই মনোভাব পোষণ করে জেনে নরিনের আনন্দ বেড়ে গেল শতগুণ। এখন মোটামুটি সেরে উঠেছে জিঞ্জার, আজকাল বাংকাহাউসের বাইরে এসে রোদ পোয়ায়। সেও পূর্বসুরির

বক্তব্যই সমর্থন করল।

'চিন্তা কোরো না, মিস,' বলল ও। 'ওই লোক সাচ্চা আদমি, মনটা একদম সাদা। হ্যাচেটের পাণ্ডাগুলো যদি বেশি ইতরামি করে, কয়েকজনকে সাথে করে আমি গিয়ে ওদের ধোলাই দিয়ে আসব। দেখ, আবার যখন ও ফিরে আসবে, এতটুকু ময়লা পাবে না ওর মধ্যে।'

বক্তা যা অনুমান করেছিল তার বহু আগেই ফলে গেল এই ভবিষ্যদ্বাণী কারণ সেই সন্ধ্যায় শহরে ফিরে এল কর্টেয। অন্তত এবার ওর সম্পর্কে যেসব গুজব রটেছে তার সবটাই সত্যি। পাহাড়ের ভেতর দিকে ছোটখাট লুকান একটা উপত্যকায় আরও কিছুসংখ্যক লোকের সাথে ও ফ্রাইং প্যানের গরুবাছুরের মার্কা বদল করেছে।

'লোহার ব্যবহার জান নিশ্চয়?' উপত্যকায় গিয়ে শুরুতেই ওকে প্রশ্ন করল জেফ। কর্টেয ইতিবাচক জবাব দেয়ায় ওর ওপরেই বর্তাল এই দায়িত্বটা, আর অন্যরা গরু বাছাই, এবং তাদের মাটিতে পেড়ে পা বাধার কাজ করল। সকলের অগোচরে মার্কাটা সামান্য একটু রদবদল করে নিল কর্টেয। এর ফলে ও যেসব গরুর ছাপ বদলেছে পরে সেগুলো ও দেখলেই চিনতে পারবে। অত্যন্ত দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিল ও। জেফ প্রশংসা করল ওর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে।

'চমৎকার,' পালের শেষ গরুটা যখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে অন্ধের মত তাড়া করল ওর সঙ্গীদের স্মিতমুখে মন্তব্য করল ফোরম্যান। 'তোমার একটা বিশ্রাম পাওনা হয়েছে। আমি কারোকে হ্যাচেটে পাঠাতে চাই। তুমি যাবে?'

'স্বচ্ছন্দে,' জবাব দিল পাঞ্চার। 'কখন?'

'ইচ্ছে করলে এখুনি যেতে পার,' বলল জেফ। 'রাতটা থেকে কাল সকালে এলেই চলবে।'

'বাথানে ফিরে এসে কর্টেযকে মুখবন্ধ লেফাফা দিল জেল। হোটেল ডেস্কে রেখে দিলেই চলবে–উনি নাও থাকতে পারেন,' বলল সে। 'অবশ্য, আমরাও কোন উত্তর আশা করছি না।'

অম্লানবদনে লেফাফাটা তার চ্যাপসের পকেটে চালান করল সংবাদবাহক, তবে তার আগে আড়চোখে প্রাপকের 'মারওয়ে' নামটা দেখে নিতে ভুল করল না। এরপর আস্তাবলে গিয়ে একটা তাগড়া ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। খানিক দূর যাওয়ার পর পেছন থেকে ওয়েস্ট এসে যোগ দিল।

'তোমাকে আশা করিনি,' মন্তব্য করল কর্টেয। 'জেফ কি বলতে ভুলে গেছে কিছু?'

'নাহ্, বলল আমিও যেতে পারি সাথে,' জবাব দিল অপরজন। 'সভ্যজগতের ওপর আমার টানের কথা জানে তো।'

'হ্যাচেট সভ্যজগৎ না ছাই,' কর্টেয বলল ওকে।

'হতে পারে, কিন্তু মদ আর আমার কষ্টের টাকা ওড়ানর ব্যবস্থাটা তো আছে,' সহাস্য জবাব এল। 'আমি ওখানে যাইনি কখনও; কেমন জায়গাটা?'

'আর দশটা কাউ-টাউনের মতই,' বলল কর্টেয। 'সবগুলো যদি কখনও

মিশিয়ে ফেলা হয়, আমার বিশ্বাস আলাদাভাবে চেনাই যাবে না।'

বক্তার রসিকতায় প্রাণ খুলে হাসল ক্যালিফোর্নিয়া, তারপর খনি সন্ধান করতে গিয়ে ও যেসব বুম-টাউনে গেছে সেগুলোর বর্ণনা দিল। বলল, সোনা পাওয়া গেছে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে যেমন ব্যাঙের ছাতার গতিতে রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল একেকটা শহর, তেমনি খনি বন্ধ হওয়ার পরপরই বেমালুম হারিয়ে গেছে।

'জি, স্যার,' বলল ও। 'রাতের বেলায় আমি ঘুমালাম একটা কর্মব্যস্ত জনবসতিতে, আর সকালে উঠে দেখি কেউ নেই, আমি একলা পড়ে আছি–এমনকী বাড়িঘর পর্যন্ত অদৃশ্য হয়েছে। অধিকাংশ বাড়িই হত তাঁবুর, তাই খুলে নিয়ে যাওয়া মোটেই কষ্টকর হত না।'

ক্যালিফোর্নিয়া ওইসব লোকদের একজন যারা উপযুক্ত শ্রোতা পেলে কথা বলে সুখ পায়। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় ভরপুর ওর জীবন, এর সবটাই নিষ্কলুষ নয়, তবে তা ও গোপন করল না। ওর জন্ম মাইনিং ক্যাম্পে। খনির কাজ থেকে শুরু করে জীবন ধারণের জন্য নানারকম পেশায় ছিল। জুয়া, মদ বিক্রি, কসাইগিরি, গরুর গায়ে মার্কা দেয়া এমনিতর আরও বহু কিছু। মানুষের কাছে বলা যায় না এধরনের কাজও সে করেছে। জীবনে প্রচুর টাকা যেমন রোজগার করেছে, আবার উড়িয়েওছে দুহাতে।

'কেউ কেউ অল্পস্বল্পেই থামতে পারে,' হাসল ও। 'কিন্তু আমি, খেলতে বসলে আমার কোন হুঁশ থাকে না।'

নীরবে শুনে যাচ্ছে কর্টেয, মাঝে-মধ্যে হয়তো ফোড়ন কাটছে, কিন্তু সঙ্গীর আত্মসম্মানে ঘা লাগতে পারে এরকম কিছুই বলছে না। কেবল একবার খোলাখুলি একটা প্রশ্ন করল:

'ওয়েব নামে কোন লোককে চেন, বেশ লম্বা-চওড়া, লাল চুল?'

'মনে করতে পারছি না। কে?'

'জঘন্য চোর একটা–তবে নিজের পরিচয় দেয় গরু ব্যবসায়ী বলে।'

গলার স্বরে রুক্ষতার আভাস পেয়ে বক্তার দিকে তাকাল ওয়েস্ট। 'লোকটার সাথে তোমার শত্রুতা আছে মনে হচ্ছে,' ভয়ে ভয়ে বলল ও।

'ঠিক ধরেছ,' সায় দিল কর্টেয। 'একবার ধরতে পারলে ওর হাড়-মাংস আলাদা করব আমি।'

ওদের গন্তব্যে যখন পৌঁছাল ওরা রাত নামছে, দিনের একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষণ ফুটে উঠেছে শহরের রাস্তাঘাটে। হোটেল কাউন্টারে লেফাফাটা রেখে ঘরের ব্যবস্থা করল কর্টেয, তারপর নতুন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেরোল শহরে। দুজনেরই তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল তাই আগে জেনারেল স্টোরে গেল। ওদের দেখে প্রথমে একটু চমকে উঠল বুড়ো দোকানি, পরক্ষণে সামলে নিয়ে হেসে স্বাগত জানাল। তবে মুখে শুধু বলল, 'পেয়েছে তোমার সোনার খনি?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়ে হাসল কাউপাঞ্চার। 'তোমার যন্তরগুলো অপয়া,' বলল ও। 'তবে বড়শিটা কাজের। কোন খবর?'

'এমন কিছু না। কেবল এক প্রসপেক্টরকে গাল দিয়ে বেড়াচ্ছে মার্শাল। আমি

যদি সেই লোক হতাম, সবসময় হাতের কাছে তেজী ঘোড়া মজুদ রাখতাম একটা, যেন দরকার হলে ছুটে পালান যায়।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। 'যতটা ভাবে টংক আসলে ততখানি ভয়ঙ্কর না,' মৃদু হাসল কর্টেয। 'যাই হোক, আমি যদি সেই লোক হয়ে থাকি কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।'

পথে নেমে ফলির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল দুজন। এখানে মজার একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করল ওরা: রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটো কিশোর চিৎকার করে ভয় দেখাচ্ছিল একটা নেড়ি কুকুরকে। কুকুরটা আচমকা লেজ গুটিয়ে পালাতে গিয়ে ধাক্কা খেল এক পথচারীর সঙ্গে। হতভম্ব পথচারী মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, তারপর লাথি মারল সারমেয় জীবটিকে। ছিটকে মাঝরাস্তার দিকে চলে গেল বিস্মিত কুকুরটা, সগর্বে ধপ করে ওর ধাওয়াকারীদের গায়ের ওপর পড়ল। নাচঘরের সামনে দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করে পানশালায় ঢুকে গেল পথচারী। কর্টেয আর তার সঙ্গী ওর পদাংক অনুসরণ করল। দরজা থেকে বারের উদ্দেশে যাওয়ার সময় চকিতে কামরার ভেতর একবার চোখ বুলিয়েই কর্টেয বুঝতে পারল কোন কোন মহলে তার উপস্থিতি কাম্য নয়।

'হ্যালো, সাইলাস,' বলল ও, তারপর বারের আরেক প্রান্তে স্ন্যাপ ল্যান্ট, ডুরান আর নিগারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যোগ করল, 'কেমন আছ; চলবে নাকি আমার সাথে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল স্ন্যাপ, কিন্তু বাকি দুজন বিড়বিড় করে একটা অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ল। কর্টেয হাসল সশব্দে।

'স্ন্যাপ, ওরা গাল দেয়নি তো?' প্রশ্ন করল ও।

'না, তোমার রাগ করার মত কিছু না, তবে ড্রিংক করবে না তোমার সঙ্গে; ব্লেইন ওপাশে রয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে কর্টেয দেখল কোণের একটা টেবিলে বসে পিট, লাবান, আর টারম্যানের সাথে পোকার খেলছে ওয়াই যেডের ফোরম্যান।

'কিন্তু তুমি ভয় পাওনি দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও।

মুখ টিপে হাসল খর্বকায় বন্দুকবাজ। বলল, 'ব্লেইনকে আমি পরোয়া করি না।'

পানীয়ের দাম বাবদ কর্টেয বারের ওপর একটা ডলার চরকির মত ঘুরিয়ে দিল। সাইলাস ওটা তুলে নিয়ে ঠাট্টার সঙ্গে বলল, 'সোনার গুঁড়ো দিয়ে দাম মেটাচ্ছ না কেন?'

'খেপেছ, অমনি সারা শহর ছুটবে আমার পেছনে। তুমি নিশ্চয় আমাকে খুব ধনী ঠাউরেছ,' রসিকতা করল পাঞ্চার।

'না, তা অবশ্য কখনই ভাবিনি,' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসল সাইলাস। 'তবে তোমার বোধহয় একটু সাবধান থাকা উচিত; এটা আমার সমস্যা না, কিন্তু কেউ কেউ বলছিল আজ রাতে শহরে আসতে পার তুমি।'

বক্তার দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত টারম্যান আর তার সঙ্গীসাথীর ওপর স্থির হয়ে রইল। আপাতদৃষ্টিতে তাস খেলছে মনে হলেও, স্পষ্টতই কোন আলোচনায় মেতে

আছে ওরা। ঠিক ওই সময়ে হোটেল থেকে এক রুমবয় এসে পিটের হাতে একটা লেফাফা দিয়ে গেল। কর্টেয চিনতে পারল ওটা। মুখ ছিঁড়ে ভেতরের বিষয়বস্তু পড়ল জুয়াড়ি, তারপর নিচু গলায় কিছু বলতে ওরা সবাই হেসে উঠল একযোগে।

কর্টেয অনুভব করল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ওকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হ্যাচেটে পাঠান হয়েছে সেটা ইতিমধ্যেই সন্দেহ করেছে ও, তবে সেই উদ্দেশ্যটা কি তা বুঝে উঠতে পারেনি এখনও। স্ন্যাপ আর ওয়েস্ট দুজনেই মত্ত সোনার খনির আলাপে। খর্বকায় বন্দুকবাজও একসময় চলাফেরা করেছে ওই ট্রেইলে, আজ সঙ্গী পাওয়ায় সেইসব দিনের স্মৃতি ঝালাই করছে। ওদের সুখস্মৃতিচর্চায় ব্যাঘাত ঘটাল না কর্টেয, চোখ বুলিয়ে ওর চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল। কামরাটা মোটামুটি জনাকীর্ণ। ওকে পছন্দ করে না কেউ এরকম ভাববার পেছনে তেমন কোন জোরাল যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না কর্টেয, তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত কোনরকম গোলমাল বাধলে অধিকাংশ লোক নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে, অথবা হাত মেলাবে ওর বিপক্ষের সঙ্গে। দরজার কাছে একটা শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে ও দেখল কানা সর্দারের নেতৃত্বে ডবল এক্সের চারজন পাঞ্চার ভেতরে ঢুকছে। নবাগতদের দেখে কর্টেযের নিরাপত্তার অভাব তীব্রতর হলো। পোকার পার্টিও ভেঙে গেল এবার, যেন নতুন সৈন্য-সামন্ত আগমনের অপেক্ষাতেই ছিল ওরা, এবং উঠে বারে এসে দাঁড়াল। আবার দড়াম করে খুলে গেল দরজা–ল্যারি আর ডার্টি প্রবেশ করল। প্রথমজন কর্টেযকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে।

'ডার্টি, আমাদের কপালটাই ভাল। ওই যে, বারে দাঁড়িয়ে স্ন্যাপের সঙ্গে খোশগল্প করছেন সোনারু সাহেব। চল, ওর পকেটটা আরেকটু হালকা করি।'

ফোরম্যানের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কর্টেয আর তার দুই সঙ্গীর পাশে ভিড় জমাল ওরা, গ্লাস হাতে করে হাসিমুখে তাকাল সকলের দিকে। হঠাৎ করেই শহরে এসেছিল ওরা, কিঞ্চিৎ পানাহার আর তাস পেটানর উদ্দেশ্যে, কিন্তু উপস্থিত লোক লস্করকে দেখামাত্র গোলমালের গন্ধ পেয়ে গেল। আর যারা রয়েছে তাদের কোনরকম স্বার্থ বা উৎসাহ না থাকলেও, বোঝা যায় তারাও জানে ব্যাপারটা। সবশেষে এল মার্শাল, মুহূর্তের জন্য কর্টেযের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল সে, তারপর বারে টারম্যানের দলবলের সঙ্গে যোগ দিল।

নিচু স্বরে ল্যারির নানান প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে কর্টেয। নির্বিকার চেহারা, যেন জানেই না ভীমরুলের চাকে বাস করছে সে। ওয়েস্টেরও নজর এড়ায়নি এই অস্বাভাবিক পরিবেশ। ফিসফিস করে বলল, 'পালাও; এটা একটা ফাঁদ–তুমি পারবে না।'

কিন্তু কাউপাঞ্চারের সেরকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। আর যদি তা থাকতও, হুঁশিয়ারিটা সে পেল বহু দেরিতে, কারণ ঠিক তখনই হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল টারম্যান, 'সবাইকে এক গ্লাস দাও, সাইলাস।' তারপর সরাসরি কর্টেযের পানে তাকিয়ে যোগ করল, 'তবে অবশ্যই একজনকে বাদে। আমি গরুচোরদের সঙ্গে ড্রিংক করি না।'

কথা শেষ করে দম ফেলার অবকাশ পেল না টারম্যান, তার আগেই লক্ষ্য

করল সে একা হয়ে গেছে; কর্টেযের সঙ্গীরাও সরে গেছে তফাতে; এটা এখন সম্পূর্ণ ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্যরা যত উৎসাহীই হোক না কেন, তাদের কেউই এলোপাতাড়ি গুলির শিকার হতে চায় না। তাৎক্ষণিকভাবে এই অপমানের কোন জবাব দিল না কাউপাঞ্চার, থমথমে নীরবতা নামল ঘরে। তারপর সহসা মাথা উঁচু করল সে।

'টারম্যান,' গমগম করে উঠল ওর গলা, 'আশা করি ঘোড়া চালানর চেয়ে গুলি ছোঁড়ায় তুমি পারদর্শী।'

মোক্ষম আঘাত লাগল ধনকুবেরের আত্মসম্মানে, রোয়ানের কাছে তার হার স্বীকারের কথা উল্লেখ করায় লাল হয়ে গেল মুখ। ক্রুদ্ধ একটা জবাব দিতে যাবে, এই সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল মার্শাল, হাতে পিস্তল।

'এখানে কোনরকম গণ্ডগোল চলবে না, ভাইসব,' বলল সে। 'কেউ পিস্তল বের করতে চাইলে আমি তার খুলি উড়িয়ে দেব। তোমাদের মধ্যে ঝগড়া থাকলে অন্যভাবে তার সমাধান কর। গোটা রাজপথ খালি পড়ে আছে।'

সশব্দে হেসে উঠল কর্টেয, বুঝতে পারছে টারম্যানের আদৌ ইচ্ছে নয় ওর সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সুকৌশলে লড়াইটা ধামা চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যেই মার্শালের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই ধনকুবেরের প্রতিবাদ এবং মার্শালের অসম্মতি কোনটাই বিস্মিত করল না ওকে।

'তা হয় না, মিস্টার টারম্যান,' বলল টংক। 'আইন রক্ষা করা আমার—'

'পিস্তল ফেলে দাও, মার্শাল,' একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কেড়ে নিল টংকের মুখের কথা।

মার্শালের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, কর্টেযের ডান হাতে পিস্তল শোভা পাচ্ছে, কোমরের কাছ থেকে হিমশীতল নলটা চেয়ে আছে ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে। কীভাবে ওটা বেরিয়ে এসেছে ওর বোধগম্য হচ্ছে না। সে হলফ করে বলতে পারে লোকটার ওপর নজর রেখেছিল সে, কোনরকম নড়াচড়াও তার চোখে পড়েনি। দর্শকদের মাঝে বিস্ময়ের গুঞ্জন শুনে বুঝতে পারল তারাও হতভম্ব হয়ে গেছে। ঠং করে মেঝেতে পড়ে গেল মার্শালের পিস্তল; পাখি হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই। নিজের পিস্তল হোলস্টারে রাখল কাউপাঞ্চার, তারপর টারম্যানের উদ্দেশে তাকাল।

'মার্শালকে এখন বাদ দেয়া যায়,' ও বলল। 'পরের হুকুমে চলে ও। তা এই চক্রান্তে আর কি আছে এরপর?'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' ন্যাকা সাজল টারম্যান। 'মার্শাল বাধা দিল, নইলে এতক্ষণে তোমার বুক ফুটো করে দিতাম আমি।'

'মার্শাল আর বাধা দেবে না,' কর্টেয স্মরণ করিয়ে দিল।

'হয়তো দেবে না, কিন্তু সে একটা আপত্তি তুলেছে। তুমি না করতে পার, কিন্তু আমি শ্রদ্ধা করি আইনকে।'

'তোমার আইন মানে তো কাপুরুষের আইন,' অবজ্ঞার স্বরে বলল কাউপাঞ্চার, তারপর খোঁচাটা জায়গামত লেগেছে বুঝতে পেরে হাসল। 'আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। তুমি একটা পেশাদার খুনী, খালিহাতে কারো সাথে লাগতে ভয় পাও,' বলল টারম্যান। 'তোমার বেল্ট খুলে ফেল–পিটিয়ে তোমাকে লাশ বানাব আমি। এবার বল, তুমি কি বলতে চাও?'

'আমি আমার অস্ত্র ফিরে পাব, এই নিশ্চয়তা দেবে কে?' প্রশ্ন করল কর্টেয, সন্দেহ করছে এটা ওকে নিরস্ত্র অবস্থায় কাবু করার একটা চাল হতে পারে।

'আমি দেব,' সঙ্গে সঙ্গে বলল স্ন্যাপ। 'আমার কাছে দাও, যখন চাইবে ফেরত পাবে। আর একটা কথা, ন্যায়বিচার পাবে তুমি, অন্য কেউ নাক গলাবার পাঁয়তারা করলে খারাপ হবে তার।'

'হ্যাঁ, কোন নড়চড় হবে না এর,' ডবল এক্সের লোকজনের দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টি হেনে সমস্বরে সমর্থন জানাল ল্যারি আর ডার্টি।

আর দ্বিরুক্তি করল না কর্টেয, গানবেল্ট খুলে স্ন্যাপের হাতে দিল। বন্দুকবাজ তার নিজের বেল্টের খানিকটা ওপরে এমনভাবে বাঁধল ওটা যেন পিস্তল বের করতে কোনরকম অসুবিধে না হয়। কর্টেয তার কোট আর ভেস্ট ছুঁড়ে ফেলল একপাশে, স্পার দুটো খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের ভেতর কামরার মাঝখান থেকে সরিয়ে ফেলা হলো সব চেয়ার-টেবিল, দর্শকরা জুয়া, মদ হারাম করে অধীর আগ্রহে বেষ্টনী রচনা করল একটা। টারম্যানও খুলে ফেলেছে কোট আর ভেস্ট, উত্তেজনায় চওড়া কাঁধ আর হাতের পেশীগুলো কিলবিল করছে। বিরাট দেহের তুলনায় স্বচ্ছন্দ ওর চলাফেরা, মুঠি পাকিয়ে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে এল। ও কাউবয়ের চেয়ে লম্বা, ওজনেও বেশি–কিন্তু শেষোক্তজনের স্বাস্থ্য নিখুঁত, মনোবল পেরেকের মত শক্ত। পাশ থেকে বন্দুকবাজের ফিসফিসানি শুনে মৃদু হাসল কর্টেয।

'বেশি কাছে আসতে দিও না–ও ভীষণ ভারি, আর কোন ব্যাপারে তোমার চিন্তা করার দরকার নেই; আমি খেয়াল রাখব।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাকাল কাউপাঞ্চার, বুঝেছে পরামর্শটা উত্তম। লড়াইয়ের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে ও জানে না, তবে সামনে দাঁড়ান লোকটাকে আড়ংধোলাই করতে পারবে এই সম্ভাবনাই পুলকিত করছে ওকে। প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে লড়াই করতে যে আদিম প্রবৃত্তির দরকার হয় তা এখন জেগে উঠেছে ওর মাঝে, বিরোধটা আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে ফয়সালা হচ্ছে না বলে আনন্দিত বোধ করছে ও। স্ন্যাপের সংকেত পেয়ে শুরু হয়ে গেল লড়াই।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কেউই মুষ্টিযুদ্ধ বিশেষ জানে না, আর সীমান্ত অঞ্চলের মারামারিতে মুষ্টিযুদ্ধের নিয়মনীতি মান্য করার বালাই তেমন একটা নেই। লড়াইটা হওয়া চাই চোখ ধাঁধান, প্রতিপক্ষকে কোনরকম অবসর দেয়া বা দয়া দেখান চলবে না। সময়ের হিসেব রাখছে না কেউ, রেফারিও নেই কোন। কেবল স্বঘোষিত বিচারক খর্বকায় বন্দুকবাজ চোখ কুঁচকে ভয়াল দৃষ্টিতে নজর রাখছে সবার ওপর, হাতজোড়া চঞ্চলভাবে ঘোরাফেরা করছে ওর দুই পিস্তলের বাঁটের কাছে।

প্রাথমিক কয়েকটা মুহূর্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের চারপাশে নেচে বেড়াল প্রজাপতির মত, দুজনই সতর্ক, আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। টারম্যানই প্রথম

দেখতে পেল সেটা, বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকাল সে। ঘুসিটা লাগলে হয়তো তক্ষুণি খতম হয়ে যেত খেলা, কিন্তু কাউপাঞ্চার সময়মত দেখতে পেয়ে নিচু হল ঝট করে, মাথার বদলে কাঁধ পেতে মার হজম করল। এর প্রতিক্রিয়া এত মারাত্মক হলো যে টলে উঠল সে, পড়ে যাওয়ার দশা হলো। সমবেত কণ্ঠের একটা চিৎকার অভিনন্দন জানাল এই সাফল্যকে।

'বিশাল বপুর ওপর দুই-এক বাজি,' চেঁচিয়ে বলল ব্লেইন। মনে-প্রাণে যে লোককে ঘৃণা করে সে, তার অবশ্যম্ভাবী পতন যেন ও দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে।

'বাজি—শয়ে পঞ্চাশ,' রুক্ষ গলায় বলল স্ন্যাপ।

'যথেষ্ট। আর কেউ?' জানতে চাইল ফোরম্যান, চোখ ল্যারি আর ডার্টির দিকে।

'আলবত, ওই একশতে পঞ্চাশ,' সাগ্রহে সাড়া দিল ওয়াই যেডের দুই কাউবয়।

ব্লেইন হাসল। 'খামোকা কয়েক মাসের বেতন নষ্ট করছ তোমরা,' বিদ্রূপ করল সে।

ওদিকে লড়াই চলছে পুরোদমে। টারম্যান চেষ্টা করছে আরেকটা বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি হাঁকাতে আর কর্টেয বাঁ হাতের স্ট্রেটজ্যাব আর চাতুর্যপূর্ণ পায়ের কাজ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে ওকে। যদিও এইসব কৌশলে ক্ষতি বিশেষ হল না, কিন্তু বিশালবপু আর দর্শকদের কারো কারোকে বিপথে পরিচালিত করতে সক্ষম হলো।

'ওকে গুঁড়িয়ে দাও, জো, ওর দম শেষ হয়ে গেছে,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল লাবান।

সম্ভবত টারম্যান শুনতে পায়নি পরামর্শটি, তবে সেও বোধহয় এমনটাই ভাবছিল, তাই ছুটে এল অন্ধের মত। নিমেষে সামান্য নিচু হল ক্ষুদ্রকায় প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপর ঘুসিটা যখন নিরীহভাবে বেরিয়ে গেল ওর কাঁধের ওপর দিয়ে, বাঁ হাতে পেটে আর ডান হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের চোয়ালে আঘাত করল। ভুস করে সমস্ত বাতাস একসঙ্গে বেরিয়ে গেল গ্রহিতার মুখ থেকে। এরপর দ্রুতগতিতে বুকে-পেটে আরও দুটো ঘুসি ঝাড়ল কর্টেয এবং টারম্যান টাল সামলে প্রতিশোধ নিতে পারার আগেই, বাউলি কেটে চলে গেল নিরাপদ দূরত্বে, সতর্ক দৃষ্টি রাখল বিশালবপুর ওপর।

আবারও ধেয়ে এল টারম্যান। এবার কর্টেয মাঝপথে মোকাবেলা করল ওকে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করে চলল। দুজনের কেউই নির্যাতন এড়াবার চেষ্টা করল না, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য অপরজনকে আঘাত করা। বন্ধুদের খিস্তি আর প্রশংসা চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে কাউপাঞ্চারের, এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে। অন্ধ আক্রোশে গা ভাসিয়ে হজম করছে সমস্ত মার, আর সুদে-আসলে তার দ্বিগুণ মিটিয়ে দিতে চাইছে। কেবলমাত্র একটি আকাঙ্ক্ষাই আচ্ছন্ন করে আছে ওর সমগ্র চেতনাকে—সামনের বিকটকায় থলথলে মুখটাকে হাতুড়ির আঘাতে থেতলে দিতে চায়। উত্তেজনায় দোল খাচ্ছে দর্শকদের বেষ্টনী,

ওদের লম্ফঝম্পে ধুলোর মেঘ উঠছে কাঠের মেঝে থেকে কিন্তু এসব দিকে কর্টেযের লক্ষ্য নেই বললেই চলে, তবে বুঝতে পারছে এত অমানুষিক চাপ আর বেশিক্ষণ সইতে পারবে না ওর প্রতিরোধ শক্তি, অথচ এখনও অপরাজিত রয়ে গেছে শত্রু।

টারম্যানও দুর্বল হয়ে আসছে। বহুদিন হলো আয়েসি জীবন যাপন করছে সে, প্রতিটি আঘাতে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছে শরীরে। পাঁচ মিনিট অবিশ্রাম যুদ্ধের পর প্রকৃতি নিজেই থামিয়ে দিল লড়াই, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সরে দাঁড়াল দুপাশে, টলছে, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। যে পরিমাণ শাস্তি ওরা ভোগ করেছে তার ছাপ উভয়ের চেহারাতেই স্পষ্ট: কর্টেযের থুতনি কেটে গেছে, প্রায় বুজে গেছে একটা চোখ: অন্যদিকে, ফেটে গেছে বিশালবপুর ঠোঁটজোড়া, দুটো চোখই জখম হয়েছে মারাত্মকভাবে। এক মিনিটও স্থায়ী হল না বিরতি, ক্রুদ্ধ চিৎকার করে সবেগে হামলা করল টারম্যান। সংক্ষিপ্ত হলেও, বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছিল কাউবয়; তার উন্মত্ত আক্রোশ চরিতার্থ হওয়ায় এখন সে আবার সতর্ক হয়ে লড়তে লাগল।

বারবার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর সব আক্রমণ এড়িয়ে যাচ্ছে সে, আর ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে বিশালবপু। শেষোক্তজনের অনুচরবর্গ লক্ষ্য করল এটা, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যেভাবে খেপিয়ে তুলে কর্টেয দিশেহারা করতে পারত প্রতিপক্ষকে, তার ধারে কাছে দিয়েও গেল না সে। এবার, এতক্ষণ ধরে যে জিনিসটা এড়াতে সচেষ্টা ছিল ও, হঠাৎ করে ঠিক সেটাই ঘটল—পা পিছলে গেল ওর, এবং চোখের পলকে টারম্যানের লৌহকঠিন দুই বাহু ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরল। ব্যাপারটা ঠিক যেন ভালুকের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ার মত। কর্টেযের সৌভাগ্য, ওর কাঁধের ওপরের অংশটা চেপে ধরেছে দৈত্য। তাই এখনও রেলওয়ে এঞ্জিনের পিস্টনের মত দ্রুত অথচ সংক্ষিপ্ত জ্যাব হাঁকাতে পারছে ও, তবে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এঁটে বসছে সাঁড়াশি, এবং ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ছে ও। ঘরটা যেন জাহাজের ডেকের মত ডাইনে-বাঁয়ে দুলছে, ঘোলাটে দৃষ্টিতে একসার কুঞ্চিত আন্দোলিত মাথা দেখতে পেল ও, খিস্তি করছে অনর্গল, মাথার ওপর বাতিগুলো যেন নিভে আসছে। তারপর, যখন ওর মনে হলো সব শেষ হয়ে গেছে ঠিক তখনই মুক্তি পেল; শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে পারছিল না টারম্যান, কর্টেযকে ছেড়ে দিল সে, তারপর দুজন দুদিকে ছিটকে সরে গেল।

স্তব্ধতা আবার গ্রাস করল দর্শকদের। ওরা দেখতে পাচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি, এত ক্লান্ত যে মনে হয় না নড়াচড়ার শক্তি অবশিষ্ট আছে ওদের। তবে কী লড়াইটা অমীমাংসিত রয়ে যাবে? দুজনের অবস্থাই শোচনীয়, কেটে-ছড়ে গেছে হাতমুখ, জায়গায় জায়গায় ফুলে গেছে, জিভ বের করে সশব্দে শ্বাস টানছে। দেখে মনে হয় না কারোরই আর মাত্র একটা ঘুসি মারারও ক্ষমতা আছে। ওয়াই যেড ফোরম্যানের ঘৃণামিশ্রিত রুক্ষ কণ্ঠস্বরে চুরমার হয়ে গেল নীরবতা, লড়াই শুরু করার সংকেত দিল।

'ওর জারিজুরি খতম হয়ে গেছে, টারম্যান। যাও, কুকুরটাকে খতম কর এবারে।'

কনকনে ঠাণ্ডা পানির ছিটার মত কথাগুলো ছোবল মারল কাউবয়কে, সাড়া ফিরিয়ে আনল ওর নিস্তেজ স্নায়ুতে, শ্রান্ত শরীরটাকে চাঙা করে তুলল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছিল স্ন্যাপ, দেখেছে কীভাবে টানটান হয়ে গেল কর্টেয, অসাড় আঙুলগুলো জোট বেঁধে আবার রূপান্তরিত হল শক্ত মুঠিতে। চট করে চ্যালেঞ্জটা লুফে নিল ও।

'ব্রেইন, বাজিটা দ্বিগুণ করবে?' জিজ্ঞেস করল বন্দুকবাজ।

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল ফোরম্যান, 'যদিও ব্যাপারটা তোমার ওপর একরকম ডাকাতিই হয়ে যায়।'

'দোয়া করি, তোমার বিবেকটা যেন সবসময় এমন টনটনে থাকে,' ভেংচি কাটল অপরজন। 'তা হলে ওই কথাই রইল।' তারপর চাপা গলায় কর্টেযকে বলল, 'বুড়ো খোকা, এখন অপেক্ষা কর ওর জন্য, তারপর শেষ করে দাও।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কাউপাঞ্চারকে। জঘন্য একটা খিস্তি করে তেড়ে এল টারম্যান, ডান হাতটা মুগুরের মত করে সবেগে দোলাচ্ছে, একঘুসিতেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চায়। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় লোকটা প্রস্তুত ছিল। হামলা এড়িয়ে যাওয়ার বদলে তা মোকাবেলা করতে আগে বাড়ল সে, চকিতে বাম হাত ওপরে তুলে আগুয়ান ঘুসিটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল একপাশে। মাঝপথে আচমকা বাধা পাওয়ায় বেসামাল হয়ে পড়ল বিশালবপু, ঘুরে গেল আধপাক, ওর বাঁ চোয়ালের হাড় প্রতিপক্ষের নাগালের মধ্যে চলে এল। বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসে উঠল কর্টেযের ডান হাত, শরীরের অবশিষ্ট শক্তির সবটুকু জড় করে ওই অনাবৃত লক্ষ্যস্থলে চূড়ান্ত আঘাত হানল। থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা, টারম্যানের মাথা হেলে পড়ল পেছনে, গোড়ালি দুটো শূন্যে উঠে গেল মেঝে ছেড়ে, তারপর আছড়ে পড়ল। আঘাতটা এত প্রচণ্ড ছিল যে আঘাতকারী নিজেও ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ধরাশায়ী লোকটার ওপর।

নিমেষে আবার উঠে সরে দাঁড়াল কর্টেয, অপেক্ষা করছে, কিন্তু গাছের গুঁড়ির মত মেঝেতেই পড়ে রইল টারম্যান, ভারি হয়ে এসেছে শ্বাস প্রশ্বাস, তবে অচেতন; লড়াই শেষ হয়ে গেছে। ভূপাতিত দৈত্যের দিকে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দর্শকরা, তারপর হুলস্থুল বেধে গেল।

টাকা হারানর শোক আর অচরিতার্থ প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ব্রেইন, উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল মার্শালের সঙ্গে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল স্ন্যাপের। ঝটপট বিজয়ীকে তার গানবেল্ট আর পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ ফেরত দিল বন্দুকবাজ, তারপর ফিসফিস করে বলল:

'ওদের মতলব ভাল না; পেছন দরজা দিয়ে চলে যাও।'

বিশৃঙ্খল জনতার অগোচরে ল্যারি আর ডার্টিকে সঙ্গে করে খিড়কিপথে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল কর্টেয, হোটেলে গিয়ে ঢুকল। একটু বাদে, স্ন্যাপ আর ওয়েস্ট এখানে মিলিত হলো ওদের সাথে। বন্দুকবাজের মুখে হাসি ধরছে না।

'শান্তিভঙ্গের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য মার্শালকে পটাচ্ছিল ব্রেইন। কিন্তু আমি যখন বোঝালাম, তা হলে টারম্যানকেও হাজতে পুরতে হয়

তখন একটু দমে গেল ও। আর ঠিক তখনই দৈত্যটারও জ্ঞান ফিরে আসে, সেও যোগ দেয় বিতর্কে, ওহ্, তুমি যদি শুনতে ওর মধুর বুলি; আমার বিশ্বাস টংক বোধহয় এখন জেনে গেছে লোকটার চরিত্র।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন তুমি কি করবে, ডন?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসল কর্টেয। 'আমার বিছানাপাটি আছে এখানে, সেটাই দখল করে রাখব আজকের রাতটা,' বলল ও।

এ কথায় ওদের সকল বিতর্কের মীমাংসা হয়ে গেল, শত অনুরোধ-উপরোধেও আর ওরা টলাতে পারল না ওকে। এমনকি নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কেও ওদেরকে কিছু জানাল না কর্টেয।

'অসময়ে তোমরা আমার উপকার করেছ, আমি কৃতজ্ঞ। তবে, দেখ, আমি একলা মানুষ, তার ওপর কেউ দেখতে পারে না, তোমাদেরকে আর আমার ঝামেলার মধ্যে জড়াতে চাই না। আশেপাশেই থাকব, এটুকু বলতে পারি।'

ওতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো ওদের। তবে অন্যরা যখন তাদের ঘোড়া আনতে গেল, স্ন্যাপকে জিজ্ঞেস করল ও, 'স্ন্যাপ, তুমি টারম্যানকে কদ্দিন ধরে চেন?'

নিজের ওপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, প্রথমে চমকে উঠল বন্দুকবাজ কারণ প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল ওর কাছে, তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দুঃখিত, কর্টেয, বলা সম্ভব নয়।'

ঠিক এই উত্তরটাই আশা করেছিল পাঞ্চার, তাই নির্বিবাদে ওটাই মেনে নিল; ভুল হোক বা শুদ্ধ, খর্বকায় লোকটির একধরনের নীতিবোধ রয়েছে, তা থেকে ওকে বিচ্যুত হতে বলার মত মানুষ কর্টেয নয়।

বাড়ি ফেরার পথে দুই তরুণ কাউবয় নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ ওই লড়াইয়ের আলোচনাই করল, দলের অন্য যারা দেখেনি তাদেরকে কীভাবে রসিয়ে রসিয়ে বলবে ঠিক করল তাই। অন্যদিকে, গভীর চিন্তায় ডুবে রইল স্ন্যাপ, কিছুক্ষণ আগের প্রশ্নটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

'আচ্ছা ধড়িবাজ লোক,' একসময় বলে উঠল ও।

'কচ্ছপের প্রাণ, তবে খোদার কসম! লড়তে জানে বটে,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ল্যারি। 'তবু আফসোস, একা রেখে আসতে হলো।'

'আমার বিশ্বাস, নিজেকে ও রক্ষা করতে পারবে,' অভয় দিল ল্যুন্ট, চকিতে একটা চিন্তা মাথায় আসতে সঙ্গীদের অলক্ষ্যে মুখ টিপে হাসল।

চার

পরদিন সাত-সকালে নিচে নেমে ভরপেট নাস্তা খেল কর্টেয, তারপর ওয়াই যেডগামী ট্রেইলের ওপর নজর রেখে ভাবতে লাগল ল্যারির মারফত যে বার্তাটা সে পাঠিয়েছে সেটা ও যথাস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে কী না। অল্পক্ষণ পরই পরিচিত একটা মুখকে জোরকদমে শহরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দূর হয়ে গেল ওর

সংশয়। নরিন রাশ টানতে পাঞ্চার টুপি খুলে সম্মান জানাল তাকে। লড়াইয়ের স্বাক্ষর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওর চোখে কৌতুক লক্ষ্য করল মেয়েটা, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন রসিকতা।

'সত্যিই আমি ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ, তাই না?'

'ল্যারি বলল তুমি দেখা করতে চেয়েছ আমার সাথে,' জবাব এড়িয়ে গেল নরিন।

'ও সুযোগ পেলেই বুকে হাত দিয়ে অমন কথা বলে জ্বালাতন করবে তোমাকে,' মৃদু হাসল কর্টেয। তারপর কণ্ঠে গাম্ভীর্য টেনে যোগ করল, 'আসলে আমার একটা উপকার করার জন্য তোমাকে খবর পাঠিয়েছি। ব্লুয়ের ব্যাপারে–বুঝতে পারছি না ওর কি গতি করব; মানে আমি এখন যে কাজটা করছি তাতে ওকে নেয়া ঠিক হবে না, তাই ভাবলাম তুমি যদি ওকে নাও–' আচমকা থেমে গেল ও, তারপর বলল, 'তাহলে জানতাম ও যোগ্য হাতেই পড়েছে।'

কর্টেযের কথার অর্থ উপলব্ধি করে ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার দুহিতার মুখ, আবার সেই সঙ্গে ওর প্রিয় ঘোড়াটা ওকে সে দিতে চাইছে বলে পুলক অনুভব করল।

'কেন, বিপদের আশঙ্কা করছ?' প্রশ্ন করল নরিন।

'আরে নাহ্, ওসব এত সহজে আমার কাছে ঘেঁষবে না,' হাসিমুখে বলল কর্টেয। 'একজন পাঞ্চার সর্বদাই বিপদের মধ্যে থাকে, কম আর বেশি। মুশকিল হয়েছে, ঘোড়াটা এখানে ফেলে রাখা চলবে না, অথচ ওকে কোথাও যে নিয়ে যাব তারও উপায় নেই।'

'আপাতত আমাদের বাথানে থাকবে,' বলল মেয়েটা। 'তবে তোমাকে গিয়ে রেখে আসতে হবে।'

মাথা নাড়াল পাঞ্চার। 'ব্লুকে তুমি চেন না,' বলল। 'এস, পরিচয় করিয়ে দিই।'

হোটেলের কোরালের সামনে মাটিতে নেমে নরিন ওর ঘোড়াটা বাঁধল হিচ রেইলে। কর্টেয এগিয়ে গিয়ে ফটক খুলল। রোয়ানটা ছাড়াও আরও কজন বাসিন্দা ছিল ভেতরে। দরজা খোলার আওয়াজে দুদ্দাড় করে ওপাশের দেয়ালের কাছে সরে গেল ওরা। কর্টেয শিস দিল, কান খাড়া করল রোয়ান, তারপর খড় চিবাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফের শিস বাজাল ও, এবার একটু জোরে, ঘাড় ফেরাল ঘোড়া, আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওর দিকে।

'আয়, বেটা, কাছে আয়; আবার বাঁদরামি করার সাধ হয়েছে?' মৃদু ভর্ৎসনা করল ওর মনিব।

অনিচ্ছার সঙ্গে জানোয়ারটা এসে দাঁড়াল ওর পাশে, শয়তানিভরা চোখ দুটো ঘুরিয়ে দেখল মেয়েটাকে। মসৃণ ঘাড়ে আলতো চড় মারল কর্টেয, কান দুটো টেনে দিল, তারপর বলল:

'ওর নাকে আদর কর; কামড়াবে না।'

কাজটা করতে ভয়ে বুক কেঁপে গেল, তবু নির্দেশ পালন করল নরিন, সবিস্ময়ে দেখল ওকে কামড়াবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না জানোয়ারটা, যদিও ঠোঁট উলটে ওর দুই পাটির শক্ত দাঁতগুলো দেখাল।

'এবার এগুলো খাওয়াও,' বলে ওর হাতে কয়েক দানা চিনি ধরিয়ে দিল পাঞ্চার।

তাই করল নরিন। আগ্রহভরে ঘোড়াটা খেল ওগুলো, দেখে মনে হলো ওর ভয় কেটে গেছে। হাসতে হাসতে মেয়েটা বলল, 'আচ্ছা, ঘোড়ারাও তাহলে ওদের মনিবের মতই–খাইয়ে বন্ধুত্ব করতে হয়।'

কাউপাঞ্চারও হাসল। 'ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় ওদের স্বভাব অনেকটা মহিলাদের মত; পরিচয়টা ভদ্রভাবে করতে হয়। এখন ও তোমাকে চেনে; তুমি ওকে চালাতে পারবে।'

'সত্যি?' চেঁচিয়ে উঠল নরিন।

'সত্যি,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'তবে স্যাডলটা তোমাকেই চাপাতে হবে।'

বাইরে থেকে মেয়েটা স্যাডল আর লাগাম নিয়ে এল কর্টেয, বিস্মিত মনে নরিন রোয়ানের পিঠে চাপাল ওগুলো। তারপর রেকাবে পা রেখে দোল খেয়ে চড়ে বসল, প্রতিমুহূর্তে ধরাশায়ী হওয়ার আশঙ্কা করছে। কিন্তু রোয়ানটা শুরুতে মৃদু আপত্তি জানিয়ে শান্ত হয়ে গেল, কোরালের ভেতর সুবোধভাবে হেঁটে বেড়াল। আনন্দে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা; এই অপূর্ব প্রাণীটিকে চালানর শখ ওর বরাবরের।

'চমৎকার, কিন্তু যখন তুমি থাকবে না–'

'না, শান্তই থাকবে ও। তবে আর কারোকে চড়তে দিও না। এখন তুমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার ওয়াই যেডে, পরে কেউ একজন এসে তোমার পনিটা নিয়ে যাবেখন। তুমি ওকে নিচ্ছ; আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

'তোমার অপেক্ষাতেই তোলা থাকবে ও চাইলে ফেরত পেয়ে যাবে,' বলল র‍্যাঞ্চার দুহিতা। 'কি করার কথা ভাবছ এখন? মিছেমিছি এখানে থেকে তোমার জীবনের ঝুঁকি নেয়ার দরকারটা কি?'

মেয়েটা ওর সম্বন্ধে ভাবে, শঙ্কিত হয় ওর পরিণতির কথা চিন্তা করে, এটা জেনে কর্টেয রোমাঞ্চিত হল, কিন্তু বাহ্যত নির্বিকার রইল। রাশভারী গলায় জবাব দিল:

'কাজ আছে, তাছাড়া ঝুঁকি কেবল আমি একাই নিচ্ছি না। আয়, ব্লু, ভদ্র হয়ে থাকিস। হয়তো আবার তোর খোঁজে ফিরে আসব আমি।'

কাঁপা-কাঁপা নাকের পাটায় আদর করল ও, ঘোড়াটাও খেলাচ্ছলে পালটা ওর হাতে নাক ঘষল। মেয়েটা নিজেও একজন ঘোড়া-পাগল, এই বিচ্ছেদের বেদনা সে উপলব্ধি করল।

'অবশ্যই তুমি ফিরে আসবে, এবং আমাদের দুজনকেই দেখতে পাবে,' বলল নরিন। 'আর মনে থাকে যেন, ঘোড়াটা কিন্তু তোমারই থাকছে।'

হাত নেড়ে বিদায় নিল ও, কর্টেযের দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করল। ওয়েস্টের আগমনে ভঙ্গ হলো ওর ধ্যান, পলক তুলে দেখল সাবেক খনিসন্ধানী অসীম বিরক্তির সঙ্গে নিরীক্ষণ করছে ওকে।

'ওকে দান করে দাওনি নিশ্চয়,' বলল ক্যালিফোর্নিয়া। 'এই হোটেলের মালিক জানাল ওটা তোমার ঘোড়া।'

'ঠিক তাই করেছি,' স্বর্গীয় হাসি হাসল কর্টেয। 'নাস্তা খেয়েছ?'

'রুচি নেই খাওয়ার,' বিষণ্ন জবাব এল। 'কাল রাতের ধকল বলতে পার। তোমার যদি আমার সাথে ফেরার ইচ্ছে থাকে, আমি তৈরি হয়েই আছি।'

অপেক্ষা করার মত আর কোন কারণ ছিল না পাঞ্চারের, হোটেলের পাওনা মিটিয়ে স্যাডলে চেপে রওনা হয়ে গেল ওরা। প্রথম ঘণ্টাটা নীরবে ছুটে চলল ক্যালিফোর্নিয়া, চিন্তিত চেহারা, মাঝে মাঝে চোরা চাউনি হানছে সঙ্গীর দিকে। অবশেষে এক সময় মুখ খুলল ও।

'নাহ্, আমাকে দিয়ে এটা হবে না। এদিকে দেখ, কর্টেয, বন্ধুর একটা গোপন পরামর্শ রাখবে, পালিয়ে যাবে এখান থেকে?'

'শোন, বুলেট, ওর কথা শোন,' খোশমেজাজে কর্টেয ওর পনিকে বলল। 'তাজ্জব ব্যাপার না? এখানে কেউ দেখতে পারে না আমাদের? সবাই চায় আমরা যেন বিদায় হই?'

'এখানে থাকলে শিগগিরই তোমার চিরবিদায় নিশ্চিত করবে ওরা,' ওয়েস্টের কণ্ঠে শ্লেষ। 'জানান উচিত মনে করছি, তাই বলছি। তবে তোমার আল্লার দোহাই, আমার কথাটা আবার ফাঁস করে দিও না। জান, কাল রাতে কার গায়ে হাত তুলেছ তুমি?'

'কেন, টারম্যানের,' বলল কর্টেয।

'হতে পারে ওটাই ওর নাম, তবে আমি ওকে চিনি কোন্ নামে শুনবে–মাকড়সা। এরপরও ওর বাথানে ফিরতে চাও তুমি?'

'আলবত,' শান্ত জবাব এল। এবং বিরক্তির সঙ্গে অভিসম্পাত দিল অপরজন।

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝ কর, আমার বলা আমি বললাম। তবে কিনা তুমি তোমার কবরে পা দিচ্ছ।'

'আমি খেয়াল রাখব সেরকম কিছু যেন না ঘটে। যাই হোক, সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কেউ তোমার কথা জানবে না।'

'আচ্ছা,' হাই তুলল ওয়েস্ট। 'তুমি না জেনেশুনে ফাঁদে পা দাও আমি তা চাইনি।'

আর কোন কথা হল না এরপর। কাউপাঞ্চার বুঝতে পারছে তার সঙ্গী তাকে হুঁশিয়ার করেছে এ-ই ঢের, এর বেশি কিছু জানা যাবে না ওর কাছ থেকে। খুব একটা বিস্মিত হয়নি সে; ইতিমধ্যেই সে স্থিরবিশ্বাসে পৌঁছেছে হ্যাচেটে আসার পেছনে টারম্যানের অবশ্যই কোন কুমতলব আছে, পোকার পিট ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে অল্পদিনেই যেরকম হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে ওর, তাতে বোঝা যায় বহু আগে থেকেই পরিচয় আছে ওদের। কিন্তু টারম্যানের খেলাটা কি? কয়েকশ গরুবাছুর চুরি করে ওর মত লোক সন্তুষ্ট হবে না। সমস্যাটা চিন্তায় ফেলল পাঞ্চারকে, সমাধানের আশায় আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একনাগাড়ে ছুটে চলল শত্রুগুহার দিকে।

পরাজয় পরবর্তী সকালে, ওয়েস্টের মতই, জো টারম্যানকেও নাস্তা তেমন একটা

আকৃষ্ট করতে পারল না। ও আর লাবানই একরকম বলা চলে ফলির প্রথম খদ্দের। ওদের আগে আর মাত্র একজনই ঢুকেছে স্যালুনে। লোকটা খর্বকায়, হাড্ডিসার চেহারা। গত সন্ধ্যায় মাইনিং আউটফিটসহ একটা বুড়ো খচ্চরের পিঠে চেপে শহরে এসেছে সে, পকেট গড়ের মাঠ। মানিকজোড়কে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল ও, দেখল টারম্যানের ক্ষতবিক্ষত মুখটাতে র‍্যাজ্যের বিরক্তি ফুটে রয়েছে, তারপর বারের একপাশে সরতে সরতে একসময় লাবানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'এই যে, বস,' ফিসফিস করে বলল ও, 'তোমার বন্ধু জানে কাল রাতে কার সঙ্গে সে লেগেছিল? আমার জিজ্ঞেস করার কারণ আছে।'

'এখানকারই এক কাউপাঞ্চার, নাম কর্টেয,' জবাব দিল সেথ।

'হি-হি,' চাপাহাসি হাসল পুরান পাপী। 'শালা ভাল নামই বেছেছে। বল, আমি যদি আসল পরিচয়টা বলি, তোমার বন্ধু আমাকে কি দেবে–বিশ ডলার?'

ইচ্ছেকৃতভাবে গলা চড়িয়েছিল লোকটা, টারম্যান ওর কথা শুনতে পেয়ে একতাড়া টাকা বের করল, সেখান থেকে বিশ ডলারের একটা নোট খুলে রাখল বারের ওপর।

'বলে ফ্যাল, কাজের কথা হলে, এটা তোমার হবে,' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'হি-হি,' আবার হাসল সেয়ানা বুড়ো। 'ওটা আমারই। ওই লোকটা, যাকে তোমরা কর্টেয নামে চেন, আসলে সাবাডিয়া।'

কাল হয়ে গেল ট্যারম্যানের চেহারা। 'ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ধনকুবের। 'ব্যাটা মেরে তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা–'

হুমকির মুখে সভয়ে দুকদম পিছিয়ে গেল খনিসন্ধানী। 'আ–আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না–ওর নাম সাবাডিয়া, মেক্সিক্যান বিপ্লবী, আউট-ল,' হাউমাউ করে উঠল সে। 'বারকয়েক টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোতে দেখেছি ওকে; আমার ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'খোদার কসম, ওর কথাই ঠিক,' চিৎকার করল টারম্যান। 'তোমাকে বলেছিলাম না, সেথ, আমি আগে কোথাও দেখেছি ওকে? অনেক বছর আগে, ও তখন খুব ছোট ছিল–না, এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই।'

সংবাদদাতার হাতে নোটটা গুঁজে দিল ধনকুবের, তারপর ইশারায় তাকে বিদায় হতে বলে ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। একসময় আঁধার কেটে গেল ওর মুখ থেকে, অট্টহাসি দিয়ে লাবানের পিঠ চাপড়ে দিল।

'পেয়েছি,' বলল সে। 'রাস্তা পেয়েছি, সেথ, ভাবতেই অবাক লাগছে, একেবারে অন্ধলোকের টাকা কেড়ে নেয়ার মত। না, তোমাকে বলা যাবে না; তুমি শুধু দেখে যাও। আর শোন, এই কথাটা আর কেউ যেন না জানে; আমি চাই না লিঞ্চিং মব আমার পরিকল্পনায় নাক গলাক–এখনই।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে বুড়ো খনিসন্ধানীর কাছে গেল সে, আরেকটা বিশ ডলারের নোট বাড়িয়ে ধরল। 'অন্য কারোকে বলবে না ওর নাম,' বলল সে। 'আর আমাকে ঘাঁটাবে না, বোঝা গেছে?'

'এক্ষুণি শহর ছাড়ছি আমি,' ছোঁ মেরে নোটটা নিয়েই স্যালুন থেকে বিদায় হল সোনাসন্ধানী।

সেই বিকেলে, বিধ্বস্ত অবয়ব সত্ত্বেও, ওয়াই যেড র‍্যাঞ্চ হাউসে সশরীরে হাজির হলো টারম্যান। আগেই লাবানকে বলেছিল সে তার আসার দরকার নেই। বারান্দায় অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল বুড়ো সায়মন, জানাল নরিন ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছে।

'আজ সকালে কর্টেয ওকে রোয়ানটা ফিরিয়ে দিয়েছে, ওর বিষ মনে হয় সব ঝেড়ে নামিয়ে দিয়েছে ও,' বলল পিটার। 'আজব লোক; ওর ধাতটাই বুঝতে পারলাম না আমি।'

'মিস নরিনকে ঘোড়াটা দিয়ে দিয়েছে?' অতিথি অবাক। 'কেন?'

'বলেছে ওর নাকি প্রয়োজন নেই ওটার,' জবাব এল। 'তোমার কি মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে,' বলল টারম্যান। 'ওই লোক সম্পর্কে তোমার জন্য আছে খবর আমার কাছে। এখানে কর্টেয নামে পরিচয় দিলেও মেক্সিকোতে এবং আরও কোন কোন জায়গায় সবাই ওকে চেনে সাবাডিয়া বলে, একসময়ের তথাকথিত বিপ্লবী—বর্তমানে আউট-ল।'

ধনকুবের জানত তার এই বক্তব্যে বিস্ময়ের উদ্রেক হবে, সেটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে এবার সে চেয়ারে হেলান দিল, লক্ষ্য করল তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে বুড়ো সায়মন, যেন মাথায় বাজ পড়েছে। কিন্তু মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য, তারপর ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করল:

'তুমি ঠিক জান?'

'অবশ্যই—আরও আগেই চেনা উচিত ছিল আমার, তবে বহুকাল আগে দেখেছি কিনা।'

তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল গরু ব্যবসায়ী। 'লোকজন ডাকছি আমি, এখুনি আমরা ওকে দড়িতে ঝোলাব,' বলল সে। কিন্তু টারম্যান নড়ল না।

'বস,' বলল সে। 'তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই। ও জানে না ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। আমার লোক নজর রাখছে ওর ওপর। তাছাড়া ও পালাচ্ছে না, তাহলে ওই ঘোড়াটা নিজের কাছে রেখে দিত। এদিকে ও একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই এসেছে, আমার মনে হয় ওর সেই উদ্দেশ্যটা কি আমি তা জানি।'

'আমার গরু চুরি, মরুক হতভাগা,' বিস্ফোরিত হলো র‍্যাঞ্চার।

ক্রুদ্ধ লোকটাকে অশুভ দৃষ্টিতে জরিপ করল টারম্যান; তার পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে সবকিছু।

'কেবল সেজন্য নয়,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'ও চায় তোমার গরু—তোমার বাথান—তোমার মেয়েকে—এবং আরও বহু কিছু।'

'আমার মেয়ে বিয়ে করবে ওকে—একটা খুনী গরুচোরকে?' খেঁকিয়ে উঠল সায়মন। 'আমার যদ্দিন বন্দুক ধরার ক্ষমতা আছে ততদিন নয়।'

'হাহ্! এটা বুদ্ধিমানের কথা হলো না। বন্দুকে তোমার হাত চালু হতে পারে, কিন্তু ওর সামনে একমুহূর্তও টিকতে পারবে না।'

চোখ তুলল বুড়ো। 'তোমার ধারণা ও আমার পেছনে লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব দিল না টারম্যান। 'শোন,' শুরু করল সে, 'তোমাকে

এই সাবাডিয়ার ইতিহাস বলি, তাহলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। আজ থেকে প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা, মেরিল্যান্ডে দুটো পরিবার বাস করত। একজন ইংরেজিভাষী অন্যজন স্প্যানিশ। দুটোই গরু ব্যবসায়ী। পাশাপাশি ছিল ওদের রেঞ্জ, দুই র‍্যাঞ্চ হাউসের মাঝে মাইল বিশেকের ফারাক। ওদের মধ্যে একজন, প্যাটারসন, ছিল বিপত্নীক; দুজনেরই ছিল একটা করে সন্তান। প্যাটারসনের ছেলে, রামোসের মেয়ে। ছেলেটার চেয়ে মেয়েটা বেশ কয়েক বছরের ছোট। দুই বাপই তাদের সন্তানকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসত। এবং এ দুটি পরিবারের মাঝে বেশ সদ্ভাব ছিল।'

একটু থামল বক্তা, তার তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখজোড়া সামনের চেয়ারে এলিয়ে পড়া লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল। তার নজর এড়ায়নি নাম দুটো উল্লেখ করায় কিরকম চমকে উঠেছিল বুড়ো। নিজের পুলক গোপন করল সে, তারপর আবার আরম্ভ করল বলা:

'কিছুদিন পর, নদীর পানিতে সেচের অধিকার কার এই নিয়ে গোলমাল বাধল ওদের ভেতর, কথা বন্ধ হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিক্ততা এত চরমে উঠল যে কখনও দেখা হলে দুজনই তাদের পিস্তলের বাঁট চেপে ধরত। এরপর হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল প্যাটারসনের ছেলে, এবং তার ধারণা হলো আক্রোশের বসে রামোসই তার ছেলেকে চুরি করেছে। তবে ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারল না সে। ছমাস বিস্তর খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু ছেলের হদিস পেল না কোন। এরপর নিজের জায়গা-জমি সব বেচে দিয়ে একদিন নিরুদ্দেশ হলো প্যাটারসন, যাওয়ার সময় কারো সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে গেল না। এর একমাস পর, রামোসের ছোট্ট মেয়েটাও হারিয়ে যায়, এবং তারও আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। খুব অদ্ভুত, তাই না?'

নিরুত্তর রইল চেয়ারে বসা জবুথবু মানুষটি। ঠোঁটের কোণে বাঁকাহাসি ঝুলিয়ে টারম্যান চালিয়ে গেল কাহিনী।

'শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেল রামোস। কয়েক মাস হন্যে হয়ে কুকুরের মত খুঁজল প্যাটারসনকে, শপথ করল দেখামাত্র ওকে গুলি করে মারবে সে, কিন্তু তার প্রাক্তন প্রতিবেশী ওই বাচ্চা দুটোর মতই তখন বেমালুম মিলিয়ে গেছে। এরপর হাল ছেড়ে দিয়ে বাথানে ফিরে এসে আবার সবকিছু শুরু করল রামোস। বছর কয়েক বাদে, একদিন শহরে গেছে সে, পথে এক ইন্ডিয়ান দম্পতির সাথে তার দেখা হলো। ওদের সঙ্গে ছিল একটা দোআঁশলা ছেলে। ছেলেটিকে ভাল লেগে গেল রামোসের। ওকে কিনে নিয়ে বাথানে ফিরে এসে দুঃখিনী মায়ের হাতে তুলে দিল। সেই ছেলেটিই আজকের সাবাডিয়া—যাকে তুমি কর্টেয নামে চেন।'

অবশেষে চোখ উঁচু করল ওয়াই যেডের মালিক। 'আর হুয়ান রামোস, তার কি হলো?' রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

জবাব দিতে গিয়ে মুচকি হাসল টারম্যান। 'আমি কি বলেছি ওর নাম হুয়ান? যাই হোক, ঠিকই আছে। চার-পাঁচ বছর আগে মারা গেছে রামোস। ছেলেটাকে দত্তক নিয়েও সুখী হতে পারেনি সে। কয়েক বছরের মধ্যে ওর স্ত্রী মারা যায়। ও মদ আর জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোতে পাড়ি জমায়। ছেলেটি

ছোটবেলা থেকেই ডাকাত, অস্ত্র আর ঘোড়ার জাদুকর। একটা দল গড়ে বিপ্লবের নামে মেক্সিকোতে ডাকাতি চালায় কিছুকাল. তারপর ধরা পড়ার ভয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছে–তবে কুকর্ম থামায়নি। এমনটা হওয়া অসম্ভব না, মরার আগে ওর পালক বাপ ওকে সব ঘটনাই জানিয়ে গেছে; আর ও হয়তো এখন তারই সূত্র ধরে ফায়দা লোটার তালে আছে। তোমার কি মনে হয়, প্যাটারসন?'

এমনভাবে লাফিয়ে উঠল বুড়ো যেন তড়িতাহত হয়েছে, কিন্তু সামনে উপবিষ্ট লোকটার উদ্ধত বিজয়গর্বিত চেহারা তাকে বুঝিয়ে দিল প্রতিবাদ করা বৃথা, কোন ফল হবে না। আবার অবসন্ন দেহে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। ধসে পড়েছে তার নিরাপত্তার দেয়াল, এতগুলো বছর কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে চলা সত্ত্বেও খসে গেছে অক্রে। দীর্ঘ ছ-সাতটা বছর এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে এই গহিন সীমান্ত শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে। আশা ছিল এখানে তার খোঁজ পাবে না কেউ, যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল এতদিনে সবাই ভুলে গেছে সবকিছু, এখন সে সম্পূর্ণ নিরাপদ–ঠিক তখনই তার সমস্ত সুখ-শান্তি ছিনিয়ে নিতে ধূমকেতুর মত সামনে এসে হাজির হয়েছে তার ধূসর অতীত। মুহূর্তের জন্য একবার আকাঙ্ক্ষা হলো তার, পিস্তল বের করে ওই লোকটাকে খুন করে, যে তার গুপ্ত রহস্য জানে। টারম্যান বোধহয় পড়তে পারল ওর মন।

'বোকামি কোরো না, প্যাটারসন,' পরামর্শ দিল সে। 'আমি তোমার বন্ধু; আমরা মিলিতভাবে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।'

'তাহলে ওই প্যাটারসন প্রসঙ্গ বাদ দাও–আমার নাম পিটার,' বিরক্ত স্বরে বলল সায়মন। 'স্বীকার করছি তোমার কাহিনী সত্যি। ভেব না, এজন্য আমি অনুতপ্ত; হুয়ান রামোস বেঈমানি করেছিল আমার সঙ্গে। আমিও তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি। ওর ভেতরেও ক্ষমা-টমার বালাই ছিল না, এই রক্তপিপাসু কুকুরটাকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেয়া ওর পক্ষে খুবই সম্ভব। কর্টেয হয়ত এখনও জানে না, যে লোককে সে খুঁজছে তার কত কাছে ও রয়েছে। যাই হোক, এখন আমাদের কি করা তাই বল?'

বুড়ো তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে; যে অমিত কর্মোদ্যমের জোরে একসময় সকল বাধা-বিপত্তি-বিপদকে অবহেলায় তুচ্ছ করেছে সে, এখন তা আবার বয়সের জ্বরাকে অস্বীকার করতে চাইছে। টারম্যান বুঝতে পারছে, যে মেয়েকে ও নিজের মনে করে, যার স্নেহ-ভালবাসা হারাবার ভয়ে ভীষণরকমের শঙ্কিত, তাকে রক্ষা করতে বুড়ো এবার আহত ভালুকের মত লড়বে।

'কর্টেযকে সামলাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও,' মতলব ভাঁজল ধনকুবের। 'আমার বিশ্বাস, আমরা সুতো ছেড়ে রাখলে ও নিজেই নিজের জালে আটকা পড়বে। ও জানে না তুমিই সেই লোক যাকে সে খুঁজছে–অতএব ওদিকে কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। মেয়ের কাছে ওর আসল চেহারা তুলে ধরতে পার, তবে নিশ্চয়ই সবটা জানাতে চাও না ওকে?'

'না,' উন্মাদের মত বলল সায়মন। 'এতগুলো বছর ওকেই আমি নিজের মেয়ে জেনে এসেছি, এখন সেটা–'

'আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক,' একমত হল টারম্যান। 'মেয়েরা

এমনিতেই একটু বাতিকগ্রস্ত হয়, তোমাকে ও ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া নামে কি আসে যায়; শিগ্‌গিরই যখন বদলে যাবে, আশা করছি।'

পলকে পলক তুলল বুড়ো, এক জোড়া হাসি-হাসি অভিব্যক্তিপূর্ণ চোখের সঙ্গে মিলন হলো। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মানে, আমি ওকে চাই, হ্যাঁ,' সাদামাঠা জবাব এল। 'আমি গরীব নই, পিটার, চরিত্রের দোষও নেই। কেন, তোমার আপত্তি আছে?'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল সায়মন, ভাবছে। এরকম একটা প্রস্তাব আজ কদিন ধরেই আশা করছিল সে; প্রকৃতই বুঝেছিল তার সাথে দেখা করার বাসনায় ঘন ঘন বাথানে আসছে না ধনকুবের, কিন্তু এবার যখন সেই প্রত্যাশিত ক্ষণটি এসেছে সিদ্ধান্ত নিতে ওর কষ্ট হচ্ছে। পাণিপ্রার্থীর বিপক্ষে যায় এধরনের কিছুই তার জানা নেই, তবু–

'নরির অমত না হলে আমার আপত্তি নেই,' আপাতত মুখরক্ষা করল বুড়ো। 'ও-ই বলার আসল মালিক।'

'তাহলে তো মিটেই গেল সমস্যা,' প্রত্যুত্তর দিল টারম্যান। 'তুমি কর্টেযের ব্যাপারে ভেব না; কিছু টের পাবার আগেই ব্যাটা দেখবে সে কবরে শুয়ে আছে।'

'যখন ধরতে পারবে তখন কি করবে? লটকে দেবে?'

হেসে মাথা নাড়াল টারম্যান। 'তার ভার গভর্নরের ওপর ছেড়ে দেব,' বলল ও। 'মিস্টার সাবাডিয়ার মাথার দাম এদেশেই দশ হাজার, মেক্সিকোতে তো আছেই। দুটো পুরস্কারই কাজে লাগাতে পারব আমি–বিয়ের অনুষ্ঠানটা বেশ জমকালভাবে করা যাবে। যাক, তাহলে সব পাকাপাকি হয়ে গেল, এখন নরিন আসার আগেই আমি বিদেয় হই–হবু বরকে এ অবস্থায় দেখলে কনে পালাবে।'

অতিথি বিদায় নেয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ বুড়ো সায়মন তার চেয়ারে বসে ধূমপান করল। অতীতের কথা ভাবছে সে। হুয়ান রামোস তাহলে মারা গেছে, কিন্তু তার আগে তার প্রতিহিংসা পূর্ণ করার জন্য আরেকজনকে তৈরি করতে ভোলেনি; বুড়ো ভাবে দোআঁশলা ছেলেটিকে যে এই উদ্দেশ্যেই রামোস দত্তক নিয়েছিল তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। আর নরি, সে-ই বা কি ভাববে তার সম্পর্কে? নিষ্ঠুরভাবে মা-বাবার স্নেহ থেকে ওকে বঞ্চিত করার কারণে নিশ্চয়ই অভিযুক্ত করবে তাকে। বলবে সে একটা পশুরও অধম। এই আঘাতের পরও কি তার প্রতি অটুট থাকবে ওর স্নেহ? সে জানে না। বাস্তবিক কিছুই জানে না সে, এবং এড়ান সম্ভব হলে কোনরকম ঝুঁকির মধ্যেও যাবে না।

এবার ওর ভাবনা টারম্যানের দিকে ঘুরে গেল। কেন যেন, লোকটাকে পছন্দ করে না সে, অথচ এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তার জানা নেই। তবে বুঝতে পারছে ওই লোককে আর তার ক্ষমতাকে এই দুঃসময়ে ওর বড় প্রয়োজন। কথাটা মনে হতেই আপনমনে নিজেকে গাল দিল সে, কারণ্‌ বুড়ো সায়মন স্বাধীনচেতা মানুষ, নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করে। নরিন যখন বেড়িয়ে ফিরে এল তখনও সে চেয়ারে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। ওর আগমন রঙ ফিরিয়ে আনল বুড়োর চেহারায়, হাসির দ্যুতি দেখে নতুন করে উপলব্ধি করল ওই মেয়েটিকে সম্বল করেই এখনও বেঁচে আছে সে। দাঁতে দাঁত ঘষল সায়মন, শপথ করল নরিনকে নিয়ে স্বয়ং বিধাতাকেও সে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না।

'কেমন বেড়ান হলো?' কোরাল থেকে টগবগিয়ে মেয়ে ফিরে আসতে, জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

'চমৎকার,' জবাব দিল নরিন। 'একদম ফেরেশতার মত আচরণ করেছে ব্লু। মিস্টার কর্টেয নিশ্চয় তুক জানে।'

'হতে পারে, তবে তুই বোধহয় এখন্ থেকে ওকে মিস্টার কর্টেয নামে ডাকা বন্ধ করতে পারিস,' কর্কশ গলায় বলল সায়মন। 'দক্ষিণে ও সাবাডিয়া নামে পরিচিত–হ্যাঁ, আউট-ল।'

এই তথ্যটা মেয়েটির মুখ থেকে সমস্ত রঙ শুষে নিল, কথা বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল, 'সত্যি, না শহুরে গুজব?'

'সত্যি, তবে আর কেউ জানে না, আর জানুক তাও চাই না আমি,' অর্থপূর্ণ জবাব দিল গরু ব্যবসায়ী। 'এর কি বিহিত করব আমি তা ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনও।'

'কিন্তু এখানে ওর কি কাজ, রোয়ানটাই-বা আমাকে ফিরিয়ে দিল কেন?' জিজ্ঞেস করল মেয়ে।

'প্রথমত গরু চুরি, আর ঘোড়ার কথা যদি বলিস, পরেরবার যখন বাথানে হানা দেবে নিয়ে যাবে ওটা,' তিক্ত স্বরে নিজের অভিমত প্রকাশ করল বুড়ো।

'খবরটা নিশ্চয় মিস্টার টারম্যান এনেছেন,' অনুমান করল নরিন। তারপর ওর বাবাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে যোগ করল, 'আমি বিশ্বাস করি না ও আউট-ল, আর যদি তা হয়ও, আমার মনে হয় না সে ওয়াই যেড়ে হামলা করবে। আরেকটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, কাল রাতে মারটা যদি মিস্টার কর্টেয খেত, বিপক্ষের নামে কুৎসা রটিয়ে বেড়াত না সে।'

'আহ্, নরি,' প্রতিবাদ করল পিটার, 'এটা কুৎসা না। কর্টেযকে এক লোক শনাক্ত করেছে। এর আগে টেক্সাসে ওকে দেখেছিল সে। টারম্যান কেবল আমাকে সাবধান করতেই ছুটে এসেছিল অ্যাদ্দূর। তুই নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা কর।'

'তাই করব–দুদিকেই,' রাগতভাবে বলল নরিন। 'কেবল কথায় কাজ হবে না, বাবা, আমি প্রমাণ চাই; ওকে আমার সেরকম লোক মনে হয়নি।'

ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল ও। হতবিহ্বল দৃষ্টিতে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো সায়মন, মাথা নাড়ল হতাশায়। 'মেয়েদের মন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না,' বিড়বিড় করে বলল। 'কোন পুরুষের বদনাম কর, হয় বিশ্বাসই করবে না, আর নয়তো আরও জানতে চাইবে। ওদের সঙ্গে পারার জো নেই।'

পাঁচ

ক্রসড ডাম্ব-বেলে ফিরে আসার পর নতুন কর্মচারীর বিধ্বস্ত অবস্থা সেখানে কৌতূহলের উদ্রেক করল। জানত এমনটা হবে, তাই সে আগেই ওদেরকে সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব ওয়েস্টের ওপর দিয়ে রেখেছিল, তবে সেই সঙ্গে বলেছিল

প্রতিপক্ষের নাম যেন গোপন রাখা হয়। এটাকে একটা বিচক্ষণ নীতি বলে স্বীকার করে নেয় ক্যালিফোর্নিয়া। বন্ধুদের কাছে লড়াইয়ের একটা সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরল সে, কিন্তু এমন কোন খুঁটিনাটি বর্ণনা দিল না যা থেকে পরাজিত লোকটির পরিচয় ধরা পড়ে। কিন্তু বুড়ো জেফ টেবিলের মাথায় বসে হাসল মিটিমিটি। কর্টেয সিদ্ধান্তে পৌঁছাল ও অনুমান করেছে কার সঙ্গে হয়েছে যুদ্ধটা। আর কেউ সন্দেহ করেছে বলে মনে হলো না, প্রত্যেকেই বিজয়ীর প্রতি তার নির্দয় সমর্থন জানাল। শ্রোতাদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহ যে লোকটি প্রকাশ করল তাকে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি কর্টেয। প্রকাণ্ড শরীরের তুলনায় লোকটা অস্বাভাবিকরকমের বেঁটে, ধনুকের মত বাঁকা পা দুটো এত ছোট যে মনে হয় দেহের ভার সইবার ক্ষমতা ওগুলোর নেই। বিশাল মাথাভর্তি রুক্ষ কোঁকড়া চুল, সারা মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন আর বলিরেখা, হাত আজানুলম্বিত। এই কিম্ভুতকিমাকার অবয়বের কারণেই রসিকতা করে সহকর্মীরা ওর নাম রেখেছে গরিলা। অধৈর্য আগ্রহের সঙ্গে পুরো কাহিনীটা শুনল সে, তারপর কর্টেযকে লক্ষ্য করে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল:

'বল দেখি, বুড়ো খোকা, আমার চেয়ে বেঁটে কোন কাউপাঞ্চার তুমি কোথাও দেখেছ কিনা?'

নিজের আকৃতি সম্পর্কে গরিলা ভীষণ স্পর্শকাতর, ওর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ক্রূরতার সুর ধ্বনিত হতে ওয়েস্টের চোখে বিপদসংকেত জ্বলে উঠল।

'অবশ্যই দেখেছি। এর আগে আমি যেখানে ছিলাম সেই বাথানে পিচ্চি নামে এক লোক ছিল। তোমার পাশে ওকে শিশু দেখাবে। তবে কাজ কিন্তু ভাল জানত,' হাসল কর্টেয। 'সত্যি বলছি, ওর যদি কখনও ব্যথা হত, বলতেই পারত না সেটা দাঁতে না মাথায়।'

সহকর্মীরা হৈ হৈ করে সাধুবাদ জানাল এই সরস অতিরঞ্জনকে। বাঁটুলের বাজখাঁই গলাও যোগ দিল তাতে।

'হো, হো,' মেঘগর্জন শোনা গেল। 'ওই লোকটা মনে হয় আসলেই খুব বেঁটে ছিল, তবে আকারে কিছু আসে যায় না। আমি নিজেও খুব একটা বড় নই, অথচ আমি এমন এক লোকের সাথে মারামারি করেছি একবার যে লম্বায় কমপক্ষে আমার দ্বিগুণ ছিল।' ওর বক্তব্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে দেখে গরিলা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসল। তারপর বলতে লাগল, 'জি, স্যার। ঠাট্টা করছি না। কোন একটা ব্যাপারে ঝগড়া হয় আমাদের মধ্যে। আমরা ঠিক করলাম গোলাগুলির বদলে হাতেই মামলার নিষ্পত্তি করব। কারণ ও আপত্তি তুলেছিল, আমি এত ছোট যে নিশানা করা যাবে না। তো এরপর কয়েকজন পরামর্শ দিল লড়াইটাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য ওই লোককে হাঁটু গেড়ে লড়তে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে। তা প্রায় আধঘণ্টা লড়লাম আমরা, তারপর আমি শুইয়ে দিলাম ওকে। এই নিয়মে এখানকার কেউ লড়তে চাও আমার সঙ্গে?'

চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার সময় কর্টেযের পানে চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিল সে, তারপর অন্যদের ওপর দৃষ্টি সরে গেল। ওয়াই যেড পাঞ্চার হেসে পরিহাস-তরল গলায় জবাব দিল:

'আমার সাধ নেই, ধন্যবাদ। কাল রাতেই আমার পেট ভরে গেছে; আমি রাক্ষস না।'

অন্যরা বাঁটুলের প্রস্তাবকে ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করল, নবাগতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল নির্বিবাদে। ওই বেঁটে শরীরের আসুরিক শক্তির কথা ওদের সকলেরই জানা আছে। সবশেষে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করল ফোরম্যান।

'তোমার শিং গুটিয়ে নাও, গরিলা; সামনে একটা কাজ আসছে, সব শক্তসমর্থ লোকদের প্রয়োজন হবে তাতে।'

'আহা, জেফ, কোন সমস্যা হবে না,' প্রতিবাদ জানাল বামন। 'দেখেইছ তো, সবাইকে কেমন বোকা বানিয়ে রেখেছি আমি–একটা বাচ্চা মানুষকে ভয় পাচ্ছে।'

মুহূর্তে ফোরম্যানের চেহারা শান্ত থেকে ঝোড়ো হয়ে গেল। আগুন জ্বলে উঠল ওর চোখে, ঝট করে পিস্তল বের করে ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, 'আর একটা কথা বলেছ কি খতম করে দেব। আমাকে তুমি ভাল করেই জান।'

কলহপ্রিয় লোকটা ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল নিজের আসনে। সকলের উদ্দেশে একবার হিংস্র দৃষ্টি হেনে জো ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। হালকা পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠল।

'জেফের সঙ্গে তোমার ঠাট্টা করা উচিত হয়নি, গরিলা,' ভর্ৎসনা করল ওয়েস্ট। 'ও একবারই হুঁশিয়ার করে মানুষকে, তাও সবসময় না।'

স্তম্ভিত লোকটা জবাব দিল না কোন; আকস্মিকভাবে যে ঝড় সে তুলেছিল তা ওর নিরেট মাথা গুলিয়ে দিয়েছে, এখনও ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

'ও কি সত্যি সত্যি খুন করত?' ফিসফিসিয়ে ওয়েস্টকে শুধাল কর্টেয।

'কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল অপরজন। 'একবার ওকে আমি তা করতে দেখেছি। দেখ, এরা সবাই কঠিন লোক, ওর চালাতে হয় এদেরকে।'

'কোন কাজের কথা বলল?'

'জানি না–এই প্রথম শুনলাম। শিগগিরই জানতে পাব, বোধহয়।'

পরদিন বাথানের সাধারণ কাজকর্ম করল ওরা, কিন্তু তার পরের সকালে শুরু হলো কোন বিশেষ অভিযানের প্রস্তুতি নেয়া। ঘোড়া এনে খুঁটিয়ে পরখ করল তাদের, অস্ত্রশস্ত্র সাফ, দড়ির ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা এগুলোও বাদ গেল না। সকলের মাঝেই উত্তেজনা বিরাজ করছে, কিন্তু ফোরম্যানের ডাক পাওয়ার পরেই কেবল কর্টেয বুঝতে পারল মূল ঘটনা। একপাশে ওকে ডেকে নিয়ে চতুর চাউনি হানল জেফ, তারপর জানাল খবরটা।

'আজ রাতে তোমার হিস্যা বুঝে নেয়ার একটা সুযোগ আছে, কর্টেয,' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'আমরা আবার হানা দেব ওয়াই যেডে। তুমিও আসছ।'

পাঞ্চারের মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না ও। 'কেন নয়?' শীতল জবাব এল। 'আমি তোমাদের হয়ে কাজ করছি। ওরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। আক্রোশ ছাড়া ওয়াই যেডকে আমার অন্যকিছু দেয়ার নেই।'

'বেশ তো, আজ তোমার ঋণ শোধ করবে তুমি,' হাসল অপরজন। 'বিকেলে

রওনা হব আমরা।'

যখন একা হয়ে গেল, মনে মনে পরিস্থিতি খতিয়ে বিচার করল কর্টেয, কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে পারছে না সে। সন্দেহ নেই, নির্দেশটা জেফ পেয়েছে টারম্যানের কাছ থেকে, কিন্তু শেষোক্তজন যখন একদিন নিজেই বাথানটার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তখন সেখানে ডাকাতি করছে কেন? এটা তো জানা কথা, চোরাই মাল কারো একার থাকে না, দলের সম্পত্তি হয়ে যায়। উপরন্তু, যতটুকু বুঝতে পারছে হামলা সম্পর্কে তাকেই জানান হয়েছে সবার শেষে, এমনকি ওয়েস্টও আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে কিছু বলেনি তাকে। এটা হতে পারে ফোরম্যানের স্বেচ্ছাকৃত একটা সতর্কমূলক ব্যবস্থা, পুরান বাথানের প্রতি কর্টেযের মনোভাব কেমন নিশ্চিত হতে পারেনি। নিঃসন্দেহে, দল ছেড়ে চলে না গেলে, ওয়াই যেডকে সাবধান করার আর কোন পথ তার সামনে খোলা রাখেনি সে। কর্টেযের মনে হলো আড়াল থেকে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এটা কি একটা ফাঁদ, কৌশলে পাতা হয়েছে ওর জন্য? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেও কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারল না সে। অবশেষে হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিল, ওদের সঙ্গে যাওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কোন উপায় নেই। ওয়েস্ট তাকে আরেকটা অস্বস্তিকর তথ্য জোগাল।

'না, আমি যাচ্ছি না—আমাকে এখানে পাহারায় থাকতে হবে,' সখেদে বলল সে। তারপর কানে কানে যোগ করল, 'একটা কোন গোলমাল আছে—আমি বুঝতে পারছি না, তবে তুমি সাবধান থেক। জেফ এবার নিজেও যাচ্ছে, ব্যাপার অস্বাভাবিক।'

বাচাল মানুষটা দলে থাকবে না বলে দুঃখিত হল কর্টেয। লোকটা যে কেবল একজন ভাল সঙ্গী তাই নয়, চরম বিপদের সময়ে সাহায্যের আশায় ওর ওপর নির্ভর করতে পারে ওয়াই যেড্র পাঞ্জার। আষ্টেপৃষ্ঠে পাঁকে জড়িয়ে আছে, তবু নিজস্ব কিছু নীতি মেনে চলে ও: যে মানুষটা একদিন তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছে, তার সঙ্গে অন্তত বেঈমানি করবে না।

দশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে গঠিত হলো হানাদার বাহিনী। প্রত্যেকেরই সঙ্গে রয়েছে তেজী বলবান ঘোড়া। দুপুরের পরপরই ওরা রওনা হলো ওয়াই যেডের উদ্দেশে। যে ট্রেইল ধরে তস্করদের সদর দফতরে কর্টেযকে নিয়ে এসেছিল ওয়েস্ট এক্ষেত্রেও সেটাই ব্যবহৃত হচ্ছে। হাতে অঢেল সময় থাকায় শ্লথগতিতে এগোচ্ছে ওরা, ধূমপান করছে, গল্প করছে জোড়ায় জোড়ায়। সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে কর্টেযের নিজস্ব কোন পছন্দ ছিল না। ওর সাথে রয়েছে গরিলা, একটা বিশাল তাগড়া পনির পিঠে সমাসীন। ঘোড়াটা ভোঁতামুখো, এবং মনিবের মতই কদাকার। অপেক্ষাকৃত বিরাটকায় সাথীর পাশে এসে একগাল হাসল বামন, তার বাহনের প্রতি ওর অবজ্ঞার দৃষ্টি লক্ষ্য করল।

'হ্যাঁ, দেখতে কুচ্ছিতই বটে, তবে কাজে পাকা,' বলল গরিলা, প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদের সুর ধরা পড়ল ওর মেঘমন্দ্র কণ্ঠে।

'আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না,' জবাব দিল কর্টেয। 'আমি ঘোড়ার দেশেরই মানুষ।'

'তা অবশ্য, তোমার ঘোড়াও ভাল,' বলল গরিলা।

'বুলেটও বেশ কাজের,' আদর করে পনির ঘাড় নেড়ে দিয়ে একমত প্রকাশ করল কর্টেয।

'আমি ওর কথা বলিনি; তোমার অন্য ঘোড়াটা কোথায়, রোয়ান—' আচমকা থেমে গেল ও, তারপর দ্বিধাজড়িত গলায় যোগ করল, 'হাহ্, আমি বোধহয় আর কারও সাথে গুলিয়ে ফেলছি তোমাকে। যাকগে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই এখন।'

এই রহস্যময় উক্তি করেই মুখে কুলুপ আঁটল। বামন কেবল মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে পাঞ্চারের দিকে, ঠোঁটের কোণে খেলা করছে শয়তানিভরা হাসি। এখানে চিন্তা-ভাবনার আরও কিছু খোরাক পেল কর্টেয; স্পষ্টতই এই লোকগুলো যা অনুমান করেছে সে তার চাইতে বেশি জানে। বামন তার ওই মন্তব্যটা মাঝপথে ছেঁটে ফেলল কেন? আর কেনই-বা এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই? গুপ্ত উপত্যকায় যখন ডাকাতদল পৌঁছাল তখনও প্রশ্ন দুটো অনবরত খুঁচিয়ে চলেছে পাঞ্চারকে। এখানে ঘোড়া পারাপারের উদ্দেশে গ্যাংওয়ে তৈরি করতে অন্যদের সাহায্য করল সে। তুলনামূলকভাবে এবার চওড়া আর মজবুত করে বানানর ফলে বোঝা গেল চোরাই গরু এ পথেই পাচার করা হবে।

উপত্যকার কুটিরে বিশ্রাম এবং খাওয়া-দাওয়া সারল ওরা, তারপর জেফ তার চূড়ান্ত নির্দেশ দিল। সবাইকে বলা হলো জোড়া বেঁধে কাজ করতে, সঙ্গী হিসেবে কর্টেয পেল গরিলাকে। তারপর মেঝের আলগা কাঠের পাটাতন সরিয়ে ভেতরের চোরকুঠুরি থেকে ইন্ডিয়ানদের মাথার সাজসজ্জা টেনে বের করা হলো। এগুলো পরার পর কেউ কেউ রঙ মাখল নিজেদের মুখে এবং বুনো একটা চিৎকার দিয়ে ছুটে বেরোল ঘর থেকে, অ্যাপাচিদের যুদ্ধের নাচ নেচে অভিনয়ের দক্ষতা প্রদর্শন করতে লাগল। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না ওদের আনন্দ-উল্লাস, ফোরম্যানের আদেশে ঘোড়ায় চেপে পথে নামল আবার।

ওরা যখন উপত্যকার নিচু অংশের সুড়ংপথ পেরিয়ে ঝরনার পাড় ধরে এগোল তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জোড় বেঁধে পথ চলছে তস্করর‍া, কার পেছনে কে থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ফোরম্যান, সঙ্গীসহ কর্টেয রয়েছে মাঝখানে, ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয় কাউপাঞ্চার বিশ্বাস করতে পারছে না। তদুপরি, গরিলাকে তার নাছোড়বান্দা বলে মনে হচ্ছে। কর্টেযের সন্দেহ হলো বামনের হাতে অস্ত্র রয়েছে, সে পালাবার চেষ্টা করলেই তার পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। বন্ধুর ট্রেইল, অন্ধকারে চলতে কষ্ট হয়, তাই ধীরকদমে এগোচ্ছে ওরা। তাছাড়া জেফ ঘোড়াগুলোর দম বাঁচিয়ে রাখতে চায়; যেন প্রয়োজন হলে ওরা একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ছুটতে পারে। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল পেছনে ফেলে এল ওরা, স্যাডল-লেদারের খসখস, পাথরের ওপর নাল পরান খুরের ঠুনঠান, অথবা মাঝে-মধ্যে কারো ছেঁড়াখোঁড়া হাসি কিংবা খিস্তি ছাড়া রাতের প্রকৃতি একরকম নিস্তব্ধ। কখনও কখনও গাছের ভারি ডালপালায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দৃষ্টি, তবে যখন কোন গলিপথ কিংবা পাহাড়ি খাঁজ অতিক্রম করছে তখন আকাশ চোখে পড়ছে ওদের—আরেক পৃথিবীর মিটমিটে আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

বারকয়েক সঙ্গীকে আলাপে টানতে প্রয়াস পেল কর্টেয, কিন্তু বামন কেবল হুঁ-হাঁ করে জবাব দিল। লজ্জিত অপরাধীর মত ভাব ধরে রয়েছে ও যেন একটুর জন্য বেঁচে গেছে মহা অন্যায় কিছু করতে গিয়ে, তাই আর কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না। অগত্যা নিজের ভাবনায় ডুব দিল ওয়াই যেডের পাঞ্চার, এখানে অবাধ্য সোনালি চুলের হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখ ধরা পড়ল ওর মানসপটে; মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছা জাগল ওর, কিন্তু অচিরেই তার আকাঙ্ক্ষা নিদারুণভাবে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে এ কথা যদি বুঝতে পারত মনে ভীষণ কষ্ট পেত সে।

কর্টেয যতটুকু বুঝতে পারছে, এই ট্রেইলই সে আর ল্যারি অনুসরণ করেছিল, মরুভূমির বুক চিরে ওয়াই যেডের লাইন-হাউসে গিয়ে শেষ হয়েছে–যেখানে বাড নিহত হয়েছিল। সমভূমির অধিবাসী মাত্রেই কোন নতুন পথে যাত্রা করলে রাস্তার বিভিন্ন নিশানা তার মনের মধ্যে গেঁথে নেয় যেন পরে আবার চিনতে পারে: পাহাড়ি দেয়াল, মরা ঝরনার বুক, কোন বড় গাছ, কিংবা নির্দিষ্ট কোন ঝোপঝাড়ও তার নিশানাফলকের কাজ দেয়। তাই ওরা যখন গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়ল কাউপাঞ্চার টের পেল সেটা। হানাদারদের মাঝে সতর্কতার অভাব দেখে উপযাচক হয়ে সাবধান করল।

'দূর, ওরা আমাদের আশা করছে না,' বলল গরিলা।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, ওরা আমাদের আশা করছে, তাই না?' প্রশ্ন করল অপরজন। 'আজ রাতে কে রয়েছে লাইন-হাউসে?'

'বেন্ট আর নিগার,' বেফাঁস জবাব দিল বামন, পরক্ষণে খিস্তি করে বলল, 'আশ্চর্য, তোমার মতলবটা কি বল দেখি? আমি কিভাবে জানব কে–'

পাঞ্চার বাধা দিল ওকে। 'জানলে অসুবিধেটা কোথায়?' ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞেস করল। 'জেফ এদিকটা লক্ষ্য করবে না এতটা বোকা ওকে আমার মনে হয়নি। তোমরা বড্ড সন্দেহ বাতিক, গরিলা।'

'হতে পারে, তবে তুমি আর কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না আমার সাথে,' রূঢ় জবাব এল।

ওরা এখন ক্ষুদ্র একটা গলিপথের ভেতরে এসে পড়েছে, পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে খোলা প্রান্তরে। জেফ থামার নির্দেশ দিল। দলের একজন পিছলে তার স্যাডল থেকে নেমে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। বোঝা যায় দলপতি কোনরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ, নিশ্চিত হতে চাইছে যাদের সে আশা করছে তারাই আছে কেবিনে। অন্যরা অগ্রদূতের ফিরে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। কর্টেয সবার অলক্ষ্যে হোলস্টারের ভেতর ঢিলে করে দিল তার পিস্তল দুটো, যেন টানলেই অনায়াসে বেরিয়ে আসে, তারপর ডান পা-টা আলতোভাবে ছোঁয়াল বুলেটের পেটে, গরিলার কাছ থেকে দু-এক কদম তফাতে সরে গেল ওর ঘোড়া। তক্ষুণি ব্যাপারটা ধরা পড়ল বামনের চোখে, চাপা স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল, 'আমাদেরকে একসাথে থাকতে হবে, দোস্ত।'

পাঞ্চার জবাব দিল না; তার যা জানবার ছিল জানা হয়ে গেছে–তাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে, দলে তার অন্তর্ভুক্তি মূলত একটা পরীক্ষা; যদি স্বেচ্ছায় প্রাক্তন নিয়োগকর্তার বাথানে সে ডাকাতি করে, তাকে নিজেদেরই

একজন বলে ধরে নেবে ওরা, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত অহেতুক কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। এদিকে তার নিজের পরিকল্পনা পূর্ণতা পায়নি এখনও, সবাইকে তার তাস দেখাবার জন্য সে প্রস্তুত নয়, এ যাবৎ এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি যা থেকে তস্করদের সঙ্গে টারম্যানের আঁতাত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

অগ্রদূতের পুনরাবির্ভাবে ওর ধ্যান ভঙ্গ হলো। দলপতির কাছ থেকে গলিপথ ধরে সামনের তৃণভূমিতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ আসতে বুঝল, উপকূল এখন বাহ্যত নিরাপদ। এবার পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী চার জোড়া তস্কর অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল ডাইনে এবং বাঁয়ে, অন্যদিকে জেফ এবং আরেকজন লোক সরাসরি লাইন-হাউস অভিমুখে এগোল। বাতি দেখা যাচ্ছে ওখানকার একটা কেবিনে। নিঃশব্দে পুরু ঘাসের ওপর দিয়ে দুলকিচালে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়সওয়ারেরা ঘিরে ফেলল সম্পূর্ণ তৃণভূমি, তারপর কয়োটের অনুকরণে বিকট একটা চিৎকার করে গরু তাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে এগোল। কিছুসংখ্যক জানোয়ার চেষ্টা করল অশ্বারোহীদের পাশ কাটাতে, কিন্তু ঘোড়াগুলোও জানে তাদের দায়িত্ব, ফলে শিগগিরই পলাতকদের পালের মধ্যে ফিরিয়ে আনল। এক ঘণ্টারও কম সময়ে হয়ে গেল রাউন্ড আপ, জেফ এগিয়ে এসে দেখল আনুমানিক ছয়-সাত কুড়ি নাদুসনুদুস গরুর একটা পাল অপেক্ষা করছে তার জন্য।

'রওনা করে দাও ওদের,' নির্দেশ দিল ফোরম্যান। 'দিনের আলো ফোটার আগেই কাজ সারতে হবে।'

সমস্বরে হেসে উঠল ডাকাতদল, চোরাই গরুবাছুর ট্রেইলে রওনা করার কাজে উপগত হলো। কর্টেযও অংশ নিতে যাবে এমন সময় সন্তর্পণে পেছনে এসে দাঁড়াল এক চতুর বামন অশ্বারোহী, সিক্স-শুটারের নল দিয়ে সজোরে আঘাত করল ওর মাথায়। আঘাতপ্রাপ্ত লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে গেল স্যাডল থেকে, ওর ভয়চকিত পনি আততায়ী কিছু বুঝে ওঠার আগেই একছুটে পালিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। বিজয়ের হাসি হেসে মাথায় পালকের টুপি পরা ভূতলশায়ী কাল কাঠামোটার দিকে তাকাল বামন।

'কিছুক্ষণ মনে হয় তোকে এভাবেই পড়ে থাকতে হবে, চাঁদ, তবে তোর কপালটা ভাল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমার ইচ্ছা ছিল পেটে ছুরি ভরে দেয়া, কিন্তু জেফ রাজি হলো না; বলেছে তাহলে আমাকে খুন করবে ও, আর ব্যাটা করবেও তাই, শালা।'

আর একটিবারও শিকারের দিকে না তাকিয়ে খর্বাকৃতি নিষ্ঠুর উন্মাদ ঘুরিয়ে নিল তার ঘোড়া, জোরকদমে ছুটল হানাদার দোসরদের সঙ্গে মিলিত হতে।

হিমেল ভোরে দেখা গেল প্রান্তর মাড়িয়ে ধীরগতিতে লাইন-হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক কাউবয়। লোকটা ডুরান, তৃণভূমি প্রায় বিরান দেখে ওর চোখদুটো চকচক করে উঠল।

'একরকম ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'আরে, ওটা আবার কি?'

ইন্ডিয়ানদের মাথার সাজ চোখে পড়েছিল ওর, এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখল, কুৎসিত হাসিতে ভরে গেল মুখ'। 'আচ্ছা, তাহলে ওকে ফেলে রেখে গেছে ওরা, না?' বলে চলল ডুরান, 'বেশ ভাল মারই দিয়েছে। এবার তোমার কপালে খারাপি আছে, মিস্টার কর্টেয।'

স্পারের গুঁতো মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে ও কেবিনের সামনে এসে থামল, লাফিয়ে নেমে দড়াম করে দরজা খুলল। ভেতরের দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অসহায়ভাবে মাটিতে পড়ে আছে বেন্ট আর নিগার। ওদের যৌথকণ্ঠের খিস্তির তোড়ে ডুরানের আনন্দোপভোগে বাধা পড়ল।

'তোমার ওই হাসি থামিয়ে আগে আমাদের দড়ি খুলে দাও,' তাড়া দিল নিগার। 'জেফ শালা বাঁধতেও জানে।'

ছুরি দিয়ে ওদের বাঁধন কেটে দিল ডুরান, তখনও হাসছে, ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়াল দুই প্রহরী, অসাড় হাত-পা নাড়াল।

'আমার কপাল, তোমাদের ওপর দিয়ে গেছে ধকলটা,' ফোড়ন কাটল উদ্ধারকারী। 'এসবের কোন দরকার ছিল কি?'

'ছিল,' জবাব দিল বেন্ট। 'জেফ সবদিকে খেয়াল রাখে। তোমার আগে যদি ফ্রাইং প্যানের কোন ছোকরা বা আমাদের অন্য কেউ এসে পড়ত, তখন কি অবস্থা হত? শালা বেঁধেওছিল, উফ্, ব্যথা করছে।'

'কর্টেয পড়ে আছে ওখানে,' বুড়ো আঙুলটা খোলা দরজার দিকে নাচিয়ে বলল ডুরান। 'মনে হয় পটল তুলেছে।'

'পটল না কচু—মাথায় সামান্য চোট লেগেছে,' বেন্ট তার পিস্তলের বাঁট চাপড়ে বলল। 'ওরা আমাদের আক্রমণ করার পরপরই আমি মেরেছি ওকে।'

'তুমি?' ডুরান অবাক, তারপর গূঢ়ার্থটা বুঝতে পেরে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো, তোমাদের একজন ছাড়া আর কে হবে। খুব অদ্ভুত না, সুন্দর সমাধান হয়ে গেল? র‍্যাটলারও খুশি হবে নিশ্চয়।'

'তা আর বলতে, চারটে টেক্কা পেলেও এত খুশি হত কিনা সন্দেহ: চল, আমরা এবার ওকে ভেতরে নিয়ে আসি।'

কর্টেযকে যখন একটা বাংকে শুইয়ে দিল ওরা তখনও সে অচেতন। প্রথমে ওর হাত-পা বেঁধে ওর গানবেল্ট খুলে নিল তিন ওয়াই যেড কাউবয়, তারপর একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে মাথার ক্ষত পরিষ্কার করতে শুরু করল। ওদের পরিচর্যায় শিগ্গিরই জ্ঞান ফিরে পেল ও, তবে কি ঘটেছে উপলব্ধি করতে বেশকিছু সময় লাগল। তারপর সুপরিকল্পিত ফাঁদটা, যাতে অন্ধের মত পা দিয়েছে সে, তার স্বরূপ টের পেতে শুরু করল।

খাওয়া দাওয়ার পর খবরটা বাথানে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে বিদায় নিল ডুরান। বাকি লোক দুজন দোরগোড়ায় বসে নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল হলো, ফিরেও তাকাল না বন্দীর দিকে। কর্টেযের মানসিক অবস্থা এ মুহূর্তে আনন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এখন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছে, হাতেনাতে ধরা পড়েছে গরু চুরি করতে গিয়ে। দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ওয়াই যেডের

ফোরম্যান এখানে আসার পরপরই সবচেয়ে কাছের একটা গাছে লটকে দেয়া হবে ওকে। তার উদ্ধার পাওয়ার একটাই আশা রয়েছে যদি তাকে বাথানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সায়মনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিন্তু ব্লেইন তাকে সেই সুযোগ দেবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওর। চিত হয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিল ও, অসহ্য ব্যথায় দপদপ করছিল মাথা, হঠাৎ দোরগোড়া থেকে জোরাল কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে ওইদিকে কান খাড়া করল। প্রহরী দুজন এখন আগের চেয়ে উঁচু গলায় আলাপ করছে, ওদের দু-চারটে কথা শুনতে পাচ্ছে ও।

'প্রথমে ওয়াই যেড, তারপর ফ্রাইং প্যান,' বলল বেন্ট। 'মাকড়সা ভাল মতলবই এঁটেছে।'

'আর পথের কাঁটাটা এবার সরে যাওয়ায় সবকিছু এখন আরামসে এগোবে,' মন্তব্য করল নিগার। কর্টেজ বুঝতে পারল পথের কাঁটা বলতে ওকেই বোঝান হলো। 'কেন জানি না, তবে সবসময় ওই ব্যাটাকে সন্দেহ হত আমার।'

'আমারও,' একমত হলো ওর বন্ধু। 'যাক, আর আমাদের অসুবিধে করতে পারবে না, যদিও মাকড়সাকে যে লোক খালিহাতে ধোলাই করতে পারে, তাকে এভাবে ফাঁদে ফেলে মারা একটু দুঃখজনকই বটে, তাই না?'

'দূর, সেদিন ওর ভাগ্য ভাল ছিল।'

'হতে পারে, তবে র‍্যাটলারকে কুপোকাত করার ঘটনাটা আমি দেখেছি, ওতে কিন্তু ভাগ্যের কোন হাত ছিল না–বিশ্বাস কর।'

'হ্যাঁ, তবে র‍্যাটলারও সেটা ভোলেনি, কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার,' বলল নিগার। 'চল, আমরা এবার বরং গরুচোরদের ট্র্যাকগুলো একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।'

ও শুনতে পেল হাসতে হাসতে ওরা ওদের ঘোড়া আনতে যাচ্ছে। বন্দী পালাতে পারবে না, ওরা জানে, হাত-পা বাঁধা আছে শুধু তাই নয়, ওর কোন ঘোড়াও নেই। ধৃত ব্যক্তিও জানে পালাবার চিন্তা বৃথা, জীবনে এর আগে বহু কঠিন বিপদ মোকাবেলা করেছে সে, জানে ধৈর্যধারণ ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই তার। বস্তুত, ওয়াই যেডের ফোরম্যান যখন সদলবলে বিকাল নাগাদ উপস্থিত হলো তখন সে ঘুমিয়ে। বাংকে শায়িত বন্দীর দিকে দৃষ্টি পড়তে র‍্যাটলারের চোখ দুটো বিষাক্ত পুলকে জ্বলে উঠল।

'যা ভেবেছিলাম,' শ্লেষের স্বরে বলল সে। 'একেবারে মালসুদ্ধ ধরা পড়েছে, বাছাধন। যাকগে, নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের। নিয়ে চল ওকে, আর একটা মজবুত দড়িও আনবে।'

কিন্তু ঘটনা ফোরম্যানের ইচ্ছামাফিক এগোল না। ওর দলে স্ন্যাপ, ল্যারি, ডার্টি আর সিম্পল ছিল। ওদেরকে একসঙ্গে জোট বাঁধতে দেখে বন্দী ভাবল বন্ধুদের কাছে নিজের পরিকল্পনা অনেক আগেই তার খুলে বলা উচিত ছিল। অবশ্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ঘটল না ওর, কেননা ফোরম্যানের হুকুমজারি শেষ হতেই এক কদম আগে বাড়ল ল্যান্ট।

'তোমার ঘোড়া থামাও, ব্লেইন,' শান্ত গলায় বলল ও। 'এখানে কোন ফাঁসি-টাসি হবে না।'

পাই করে ওর দিকে ঘুরল ফোরম্যান, ক্রোধে ঠোঁট বেঁকে গেছে। চোখ সংকুচিত করে পালটা অগ্নিদৃষ্টি হানল স্ন্যাপ, নিতান্ত অবহেলায় বুড়ো আঙুল দুটো বাধিয়ে রেখেছে গানবেল্টে, কিন্তু উপস্থিত সকলেই বুঝল ও প্রস্তুত রয়েছে, এবং সম্ভবত প্রতিপক্ষ তার নিজের প্রথম চালেই কিস্তিমাত হবে। ব্লেইনও উপলব্ধি করেছিল সত্যটা, তাই আস্ফালনের আশ্রয় নিল।

'তুমি আবার কবে থেকে দলনেতা হলে?' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'কোন্ অধিকারে আমার হুকুম অমান্য করছ?'

'জিজ্ঞেস করেছ তাই বলছি, যেদিন চাকরিতে যোগ দিয়েছি সেদিন থেকেই আমি নেতা,' কর্কশ গলায় বলল ল্যান্ট। 'আর অধিকারের কথা যদি বল, এই জিনিসটাকে কেমন মনে হয়?' দুই পিস্তলের কাল বাঁট দুটো সস্নেহে আদর করল বন্দুকবাজ।

ব্লেইনের হাত নিশপিশ করে উঠল, নিজের অস্ত্র বের করার শক্তি অর্জন করতে সে তখন তার জীবনের দশটা অমূল্য বছর কোরবানি করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু জানে তাসত্ত্বেও সে সফল হতে পারবে না। দলের অন্য কেউ হলে দ্বিধা করত না ও, কিন্তু এই খর্বকায় পাঞ্চারের সঙ্গে লড়তে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা, ওই সংকুচিত কৌতুকপূর্ণ চোখজোড়া বলছে খুন করার উদ্দেশ্যেই গুলি ছুঁড়বে ও, এবং সেই সুযোগের আশায় ওত পেতে রয়েছে। সাপ সুর নরম করল।

'এদিকে দেখ, স্ন্যাপ, তোমার আজ হয়েছেটা কি বল তো?' জিজ্ঞেস করল ও। 'এই লোকটা গরুচোর, ইন্ডিয়ান সেজে আমাদের বাথানে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তাছাড়া ব্যাটা এখানে এর আগে চোরদের চর হয়ে ঢুকেছিল। ওর আর কি পরিণতি আশা কর তুমি?'

স্ন্যাপ হাসল। বুঝতে পারছে ফোরম্যান তার কাছে এই ফরিয়াদ পেশ করেনি, যারা তার পক্ষ নিতে পারে বলে ভাবছে তাদের কাছে করেছে। কালবিলম্ব না করে সে উত্তর দিল:

'হয়তো তোমার সব কথাই সত্যি, আবার নাও হতে পারে। যাই হোক, ওকে আমরা বাথানে নিয়ে যাব–সিদ্ধান্ত যা নেয়ার বুড়ো নেবে। তোমার গরু চুরি যায়নি। আমরা চারজন এরকম ভাবছি, তোমাদের কারো যদি আপত্তি থাকে, যখন সুবিধে মনে করবে ছেড়ে দিও তোমাদের কুকুর।'

দোটানায় পড়ল ফোরম্যান; লোকসংখ্যায় তার দিকেই পাল্লা ভারি, কিন্তু গোলাগুলি হলে দলের অনেকেই মারা পড়বে, এবং তাদের মধ্যে তার ডাকই আসবে সকলের আগে; স্ন্যাপ নিশ্চিত করবে সেটা। উপরন্তু, গরিলার মত সেও একই নির্দেশ পেয়েছে, যদিও তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সেটা অমান্য করতে প্রস্তুত ছিল। চকিতে ডুরানের দিকে তাকাল সে, কিন্তু তার ভ্রূকুঞ্চিত চেহারা তাকে কোনরকম উৎসাহ জোগাল না। নতি স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না ওর।

'নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি হোক আমি চাই না, তবে এ অপমান আমার মনে থাকবে,' বলল সে। 'বেশ, ওয়াই যেড পর্যন্ত ওর আয়ুটা বাড়ান গেল আরেকটু,

যদিও জানা কথা বুড়োও ওকে নির্ঘাত ঝোলাবে। ডুরান, তুমি আর নিগার নিয়ে যাও ওকে।'

স্ন্যাপ তার ঘোড়ায় চাপল। 'আমিও যাচ্ছি,' কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল। 'ওই লোক আবার ভীষণ বেপরোয়া। র‍্যাটলার, তুমি বরং লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে যাও এইবেলা, নাহলে গরুচোররা লুটের মালসহ সটকে পড়তে পারে।'

বন্দুকবাজ তাকে কোণঠাসা করে ফেলায় রাগে দাঁত কড়মড় করল ব্রেইন। নিয়োগকর্তার প্রতি ওর যা দায়িত্বকর্তব্য সে অনুযায়ী ওকে চোরাই গরু উদ্ধারের জন্য আলেয়ার পেছনে ছুটতে হয়, অথচ তার মনোগত বাসনা বাথানে ফিরে গিয়ে নিশ্চিত করা বন্দী যাতে পালাতে না পারে কিংবা ক্ষমা না পায়। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল ওকে।

'ঠিক আছে, আমরা সবাই ফিরে যাব,' বলল সে। 'বুড়ো যদি তার গরু ফেরত চায় তাহলে এমন লোক আমাকে তার দিতে হবে যারা হুকুম শোনে।'

হাত বাঁধা অবস্থায় স্যাডলে তোলা হলো বন্দীকে, একজন ওর পা দুটো ঘোড়ার পেটের সঙ্গে বেঁধে দিল। তারপর ডুরান আর বেন্ট দুপাশে এবং ব্রেইন অব্যবহিত পেছনে থেকে ওকে নিয়ে বাথানের উদ্দেশে রওনা হলো। এইভাবে বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলার কোন সুযোগ দেয়া হলো না কর্টেযকে, তবে বাহ্যত ও অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও ওরা যে পরিত্যাগ করেনি ওকে এই উপলব্ধি ওর মাঝে আশার সঞ্চার করল। দলের মধ্যে ল্যারিকেই সবচেয়ে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, বোঝা যায় নিজেকে সংযত রাখতে রীতিমত বেগ পাচ্ছে ও। ছেলেটা অনুগত, কর্টেয অনুভব করল, শেষপর্যন্ত ওর পাশে থাকবে। স্মিত হেসে ওকে অভয় দেয়ার প্রয়াস পেল সে।

ওরা যখন র‍্যাঞ্চ-হাউসে পৌছাল অন্ধকার হয়ে আসছে, দুটো-একটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে আকাশে। বারান্দার সামনে এসে ব্রেইন উচ্চকণ্ঠে অশ্বারোহীদের থামতে বলল। তক্ষুণি বাইরে বেরিয়ে এল সায়মন, পেছনে নরিন। হামলার ঘটনা আগেই জানান হয়েছে গরু ব্যবসায়ীকে, তবে একজন চোর ধরা পড়েছে সে কথা ব্রেইন উল্লেখ করেনি। ফলে প্রথম দর্শনে বন্দীকে চোখে পড়ল না তার।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, ব্রেইন,' জিজ্ঞেস করল বাথান মালিক, 'কি ব্যাপার?'

ফোরম্যান আগাগোড়া খুলে বলল তার কাহিনী, তবে চোরাই গরু ধরতে না যাওয়ার পেছনে সমস্ত দায়ভার দলের বিদ্রোহী সদস্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। শুনতে শুনতে থমথমে হয়ে উঠল বুড়ো সায়মনের চেহারা, তারপর যখন শেষ হলো কাহিনী ল্যুন্টের উদ্দেশে ঘুরল। ও তখন বাকি তিনজনের সঙ্গে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল।

'তোমার মতলবটা কি ল্যুন্ট, আমার বিরুদ্ধে গরুচোরের পক্ষ নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্যাপারটা তা নয়, বস,' জবাব দিল বন্দুকবাজ। 'যদি তা হত, কর্টেযকে ছেড়ে দিতাম আমরা, আর সেটা আমরা পারতামও।' ধার প্রকাশ পেল ওর

গলায়। 'সবাই জানে, র‍্যাটলারের সঙ্গে বন্দীর কখনই সদ্ভাব ছিল না। তড়িঘড়ি ফাঁসি দেয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার একটা হীনচেষ্টা বলে মনে হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। খোদার কসম, কর্টেয তা পাবে।'

'আমাকে শাসাচ্ছ?' গর্জে উঠল সায়মন।

'শাসাচ্ছি না, বলছি,' জবাব দিল খর্বকায় লোকটি। নিচু, নিরাবেগ কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিল ও, কিন্তু তার মাঝেই একধরনের আত্মবিশ্বাসের সুর প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠল। পরের নির্দেশে চলা যতই অপছন্দের হোক, বাথান মালিক উপলব্ধি করল তাকে হার স্বীকার করতে হবে, নয়তো একটা রক্তপাত আসন্ন। বন্দীর দিকে তাকাল সে।

'তা, কর্টেয, তোমার মিত্ররা একাই সব বলছে; তোমার কিছু বলার নেই,' ব্যঙ্গ ঝরল ওর গলায়।

'আমার যা কিছু বক্তব্য তা কেবল আপনি একা শুনতে পাবেন,' কর্টেয বলল। 'তারপর করতে পারেন ফাঁসির ব্যবস্থা–যদি ইচ্ছে হয়।' ব্লেইন শব্দ করে হাসল, পাঞ্চার বলে চলল, 'আপনার ফোরম্যান নামের কুকুরটা তা চায় না; আপনার চোরাই গরুর পিছু নেয়নি সে, কারণ তার ভয় ছিল আমি আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ পাব–অন্তত এটাও একটা কারণ। যাক, আমার অনুরোধ আমি করলাম, এখন আপনার যা মর্জি।'

'ও একটা আস্ত মিথ্যুক,' ক্ষিপ্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্লেইন।

'একজন বন্দীকে ওটা বলা সোজা,' বিদ্রূপ করল কর্টেয। 'আমাকে ছেড়ে দাও, তারপর দেখাচ্ছি কে মিথ্যুক আর কে সাচ্চা।'

'হাহ্, একটা চোরকে লটকাবে, তার আবার এত নটখটি,' ফোড়ন কাটল ডুরান। 'কাছেপিঠে কি গাছ নেই নাকি?'

'চোপরাও, নইলে আমিই তোমার মুখ বন্ধ করে দেব–অকালে,' ঝামটা মারল ল্যারি।

'তোমরা সবাই চুপ কর–মাথামোটা গর্দভের দল,' গর্জে উঠল বীতশ্রদ্ধ গরু ব্যবসায়ী, তারপর বাহুতে টান পড়তে ঘুরে বলল, 'মা, তুই কেন এখানে? তোর এসবে জড়ান উচিত না।'

'আমি শুধু এটুকু বলব, বাবা, কর্টেযের কথা শুনতে আপত্তি কোথায়; আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না তাতে।'

একটুক্ষণ ভাবল বুড়ো। 'মনে হয় তোর কথাই ঠিক,' অবশেষে বলল। 'কর্টেয, তুমি অফিসে এস। বাকি সবাই চলে যেতে পার।' ব্লেইন নামতে নিল, কিন্তু বাদ সাধল মালিক। 'আমি তোমাকে ডাকিনি, র‍্যাটলার,' যোগ করল সে।

'একটু বোঝার চেষ্টা করুন, বস, এ লোক যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, আমার মোকাবেলায় সেটা হওয়া উচিত,' প্রতিবাদ করল ফোরম্যান।

'কিভাবে জানলে, তাই করবে ও?'

'এক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক, তাই না?' মনিবের সুর নকল করল ব্লেইন।

'ঠিক আছে, তা যদি করেই, তোমার কথা না শুনে তোমাকে ফাঁসিতে চড়াব

না আমি,' কর্কশ গলায় বলল সায়মন। 'এখন ভাগ।'

বন্দীকে অনুসরণ করে অফিস ঘরে ঢুকল সে, দেখল তার মেয়ে আগেভাগেই সেখানে অপেক্ষা করছে বসে। সংশয়ের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বুড়ো, তারপর বলল, 'কই, তোকে আসতে বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না। তুই এসেছিস কেন?'

'বলনি, বাবা, তবে আমি থাকছি,' জবাব দিল নরি। ওর কণ্ঠে দৃঢ়সংকল্পের সুর ধ্বনিত হতে দুজনেই চমকে তাকাল মেয়েটির পানে। লাস্যময়ী চাপল্য বিদায় নিয়েছে, কর্তৃত্বপরায়ণা এক মহিলা বলে মনে হচ্ছে ওকে। বিরক্তি প্রকাশ করল বুড়ো।

'এটা মেয়েমানুষের কাজ না,' বলল।

'এটা তোমার কাজ অতএব আমারও,' জবাব এল। 'তাছাড়া, এই লোকের কাছে আমি ঋণী, সেটা আমি ভুলে যাইনি।'

'হুঃ!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল বাথান মালিকের কণ্ঠে। 'আমার গরু চুরি করে সেটা ও পুষিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, তুই যেভাবে ভাবতে চাস ভাব। তো, কর্টেয, এবার শুনি তোমার কি বলার আছে–ঝটপট।'

বন্দী সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল না আমন্ত্রণে। নীরবে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। হাত বাঁধা, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, মাথায় রক্তের দাগ লাগা নোংরা ব্যান্ডেজ। এই চেহারায় যে যথার্থই ওকে একজন নরপশু বলে মনে হচ্ছে সে বিষয়ে ও মর্মান্তিকভাবে সচেতন। যদিও নিতান্ত কৃতজ্ঞতার বশে মেয়েটা, সামান্য হলে, ওর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করায় খানিকটা চঞ্চল বোধ করছে, তবু ওর বাবার সাথে নিভৃতে আলাপ করতে পারলেই ও বেশি খুশি হত। তার তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি সত্যি, তবে সে অনুভব করছে বাথান মালিককে বিশ্বাস করানর মত পর্যাপ্ত তথ্য তার কাছে আছে।

'ওয়াই যেড ত্যাগ করার সময় আপনাকে আমি বলেছিলাম, সবকিছু খুলে বলার মত অবস্থা আমার আসেনি,' শুরু করল ও। 'বস্তুত আমি এখনও তৈরি নই, কিন্তু অনেক সময় নিজের গর্দান যাওয়ার আশঙ্কায় মানুষকে বহু কিছুই করতে হয়–' ম্লানভাবে হাসল ও, 'আমিও করছি।'

'চালিয়ে যাও,' বলল সায়মন, সংক্ষেপে।

'আমি বলেছিলাম ইন্ডিয়ান সেজে মূলত শ্বেতাঙ্গরাই গরু চুরি করছে, এখন জানি আমার কথাই ঠিক,' এগোল কর্টেয।

'সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না,' বিদ্রূপ করল বুড়ো, বন্দীর মাথার যে পালকের টুপিটা ব্রেইন তার কাছে হস্তান্তর করেছে একঝলক তাকাল সেটার দিকে।

'না, চিহ্নগুলো খুবই স্পষ্ট,' বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না পাঞ্চার। 'কিন্তু যে কথা আপনি জানেন না, সেটা হচ্ছে বিরাট একটা দল লেগেছে আপনার পেছনে, আর এতে আপনার ফোরম্যান এবং দলের আরও কিছু লোক জড়িত।'

'এটা কিন্তু স্পষ্ট নয় এখনও,' চাঁছাছোলা মন্তব্য গরু ব্যবসায়ীর।

'আমি আগেই বলেছি, অপ্রস্তুত অবস্থায় মুখ খুলতে হচ্ছে আমাকে,' স্মরণ করিয়ে দিল পাঞ্চার। 'সমস্ত প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারিনি তবে যা বলছি,

জেনেই বলছি। ডবল এক্স আর ক্রসড ডাম্ব-বেল একসঙ্গে গরু চুরি করছে, আপনার এবং ফ্রাইং প্যানের। আর এতে সাহায্য করছে আপনার কয়েকজন লোক। পুরো দলটাকে যে লোক চালাচ্ছে তাকে ওরা মাকড়সা নামে ডাকে। কাল রাতের হামলাটা ক্রসড ডাম্ব-বেলের কীর্তি। আমিও ওই দলে ছিলাম। আর একটা কথা, বেন্ট আমাকে বেহুঁশ করেনি, করেছে আমারই সঙ্গীদের একজন।'

'এতে তাদের লাভ?' জানতে চাইল সায়মন।

'বোধহয় সন্দেহ করেছিল আমাকে, কিংবা কারো ব্যক্তিগত আক্রোশও হতে পারে,' জবাব দিল কর্টেয। 'যাই হোক, কাজটা আপনার লোকদের কারো না—তারা একটিবারও বাইরে পর্যন্ত আসেনি।'

'এই মাকড়সাকে তুমি দেখেছ?' সায়মন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, হ্যাচেটে সে নিজের পরিচয় দেয় টারম্যান বলে,' জবাব দিল কর্টেয।

যা আশা করেছিল এই ঘোষণা সেরকম কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলো। নরিন অবশ্য চমকে উঠে তাকাল ওর দিকে, কিন্তু ওর বাবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চেয়ারে হেলান দিল। কর্টেয আর নরিন হতচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর পানে।

'খাসা বলেছ, বাছা,' হাঁপাতে লাগল বুড়ো; হাসির দমকে পেট খিল ধরে গেছে। 'তবে কোন কাজের না, এই আরকি। অবশ্য তুমি-বা জানবে কোত্থেকে এই বাথানে পঞ্চাশ হাজার ডলার খাটানর প্রস্তাব দিয়েছে টারম্যান—আমার মেয়েকে যেদিন সে বিয়ে করবে সেইদিনই। বল, তোমার কি বলার আছে এ ব্যাপারে?'

কর্টেযের চোখ ছোট ছোট হয়ে এল। 'ভেতর থেকে ফোঁপরা করে দিতে পারলে টাকা খাটাতে ওর সুবিধে হয়,' শ্লেষ ঝরল ওর কণ্ঠে। 'ওয়াই যেড আর ফ্রাইং প্যান কবজা করার তালে আছে টারম্যান—ছলেবলে।'

'যে বাথানে টাকা ঢালবে ভাবছে সেটাতেই ডাকাতি করছে, তাও অন্য কারো না, হবু শ্বশুরের গরু, হুঃ!' উপহাস করল সায়মন। 'খুবই সঙ্গত মনে হচ্ছে, না?'

'না হওয়াই স্বাভাবিক,' স্বীকার করল কাউপাঞ্চার। 'রহস্যের পুরো জটটা এখনও খুলতে পারিনি আমি। তাছাড়া ভুলে যাবেন না, এর মধ্যে আরও লোক আছে। পোকার পিট, ডেক্সটার, আপনার ফোরম্যান—এরা বিনাস্বার্থে কিছু করার লোক না।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল বাথান মালিক। 'এবং তুমিও, তাই না? প্রথম এখানে যেদিন এলে, মাসে চল্লিশ ডলারের একটা চাকরি চাইলে। এমন একটা চাকরি যেটা পেলে বন্ধুদেরকে তোমার চুরিতে সাহায্য করতে সুবিধে হয়। আমি চোখ বুজে পা দিলাম ফাঁদে। কিন্তু আর না, এখন সেগুলো খুলে গেছে, মিস্টার গরুচোর। তোমার কথায় আর আমি ভুলছি না, মিথ্যুক।'

চড়া গলায় একনিশ্বাসে দীর্ঘ কটুভাষণ শেষ করে হাঁপাতে লাগল বুড়ো, ক্রোধের আগুনে ভস্ম করে ফেলতে চাইল সামনে দাঁড়ান লোকটাকে। কিন্তু বন্দী নির্বিকার। নরিনই মুখ খুলল:

'বাবা,' বিড়বিড় করে বলল ও, ভর্ৎসনার স্বরে।

'তুই চুপ করে থাক, মেয়ে,' জবাব দিল ওর বাবা। 'এই লোক হয়তো তোর চোখেও ঠুলি পরিয়েছে, কিন্তু এখানে ধরা পড়ে গেছে।' কর্টেযের উদ্দেশে ফিরে চালিয়ে গেল বুড়ো, 'এ পর্যন্ত আমাকে অনেক বোকা বানিয়েছ তুমি; কিন্তু কাল সকালে মার্শালের হাতে তোমাকে তুলে দেয়ার সময় যখন বলব, তুমি আসলে সাবাডিয়া, আউট-ল, তখন দেখা যাবে কোথায় থাকে তোমার–জারিজুরি, হাহ্! কি, অবাক হলে নাকি?'

নিজের ওপর প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও, এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারল না বন্দী, চমকে উঠল। বুড়ো বোধহয় এমনটাই আশা করছিল, সামান্য হলেও ভাবান্তরটা ধরা পড়ল তার চোখে।

'এটাও বুঝি অস্বীকার করবে?' ঘৃণায় ঠোঁট বাঁকাল গরু ব্যবসায়ী। 'তোমার যা মুখের জোর, নিশ্চয় এর কোন ব্যাখ্যা ভেবে ফেলেছ এর মধ্যে।'

জোর করে ঠোঁটে হাসি ফোটাল বন্দী, কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাহ্,' বলল সে। 'এবার জিত আপনারই। তবে আবারও বলছি, আপনাকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিছু বোঝার আগেই মাত হয়ে যাবেন।'

'তোমাকে সেজন্য ভাবতে হবে না–তুমিই মাত হয়ে গেছ,' শ্লেষমাখা জবাব এল। 'এখন এস আমার সঙ্গে, রাতের মত একটা নিরাপদ জায়গায় তোমাকে আটকে রাখব।'

মাথা হেঁট করে বসে রইল নরিন। পাশ কাটানর সময় পাঞ্চার একটা ফিসফিস শুনতে পেল, 'আমি দুঃখিত।' ছোট্ট কথা, কিন্তু ওটাই স্বর্গীয় সুধার মত কাজ করল কর্টেযের জন্য। নীরবে সাবেক মনিবকে অনুসরণ করে র‍্যাঞ্চ-হাউসের পেছনের অংশে গেল সে। ওখানে ফাঁকা ঘর রয়েছে একটা, আগে গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। রোদে পোড়া ইটের তৈরি, মজবুত গাঁথুনি। ভারি কাঠের দরজা, তালা ঝোলাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

'বসার জন্য বাক্স আছে একটা। তোমার জন্য কম্বল আর খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলে ওকে একাকী চিন্তাভাবনার সুযোগ দিয়ে, দরজা বন্ধ করে বিদায় নিল কারাপাল।

আধঘণ্টা পর লণ্ঠনহাতে ফিরে এল সায়মন, সঙ্গে গোটা দুয়েক কম্বল আর খাবারের একটা ট্রে। বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দিল যেন খেতে পারে, তবে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়। যখন খাওয়া শেষ হলো, আবার ওর কব্জিতে দড়ি পরিয়ে দরজায় তালা ঝোলাল।

ছয়

অনেকক্ষণ হলো নিশ্চলভাবে বসে আছে পাঞ্চার, নিজের অবস্থা ভাবছে; কোন আশা নেই বলেই মনে হচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে। এর ফলে শত্রুপক্ষ অবিলম্বে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করার অজুহাত পেয়ে গেছে, বন্ধুরাও হয়তো এবার ছেড়ে চলে যাবে তাকে।

মেক্সিকোতে তো বটেই, আমেরিকারও কয়েকটা অঙ্গরাজ্যে ধনকুবেররা মোটা অঙ্কে সাবাডিয়ার মাথার দাম ধার্য করেছে। একবার যখন তার ধরা পড়ার খবর জেনে ফেলবে লোকজন, নিঃসন্দেহে হ্যাচেট-স্ ফলিতে ওর জন্য বরণডালা সাজিয়ে বসে থাকবে লিঞ্চিং মব।

তবে পাঞ্চার সহজে নতি স্বীকার করার পাত্র নয়; গভীরভাবে চিন্তা করছে, কিন্তু কবজির বাঁধ ঢিলে করতে ওর হাত ব্যস্ত। কোন ফলোদয় হলো না, যে কোন পাকা নাবিকের মতই গরু ব্যবসায়ীরা গিঁট বাঁধার কাজে দক্ষ হয়, সায়মন ফাঁক রাখেনি কোন। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় কারাগারটা জরিপ করল কর্টেয, দেখল হাত দুটো মুক্ত করতে পারলেও পালাবার আশা নেই বললে চলে। তবু, বাঁধন ছিঁড়তে সচেষ্ট হলো সে: আপাতত এটাই তার প্রাথমিক দায়িত্ব। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ও দেখতে পেল বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার, অনুমান করল সময়টা মাঝরাত হবে। সহসা একটা নড়াচড়ার আভাস পেল সে, পা টিপে টিপে হাজতের দিকে এগিয়ে আসছে কে যেন। তারপর তালার ভেতর চাবি ঘোরানর আওয়াজ পেল, পরক্ষণে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নরিন। হাতে একটা ছুরি।

'জলদি, বাঁধন কাটতে হবে,' ফিসফিস করে বলল ও, তারপর যখন কেটে ফেলল দড়ি তখন যোগ করল, 'সিডার গাছের নিচে ল্যারি অপেক্ষা করছে, ঘোড়া নিয়ে। এক্ষুণি যাও।'

'তা হয় না, তোমার বাবা রাগ করবেন,' আপত্তি জানাল বন্দী।

'ভীষণ খেপে যাবেন, তবে আমি মানিয়ে নিতে পারব,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার দুহিতা।

'তুমি আমার জীবন বাঁচাচ্ছ,' গাঢ় স্বরে বলল কর্টেয। 'কিভাবে ধন্যবাদ দেব বুঝে পাচ্ছি না।'

'পরে ভেব,' হুল ফুটিয়ে বিদায় নিল মেয়েটা।

অন্ধকারের ভেতর ওকে মিশে যেতে দেখল কারামুক্ত লোকটা, তারপর নিঃসাড়ে এগোল সিডার গাছটার দিকে, যেখানে হ্যাচেটের রাস্তা এসে বাথানে ঢুকেছে। এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপঝাড়ের ভেতর দুটো ঘোড়াসহ ল্যারিকে আবিষ্কার করল সে। বন্ধুকে দেখে তরুণ কাউবয়ের মুখ আনন্দে হেসে উঠল।

'এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই,' চাপা গলায় বলল ও। 'তাড়াতাড়ি উঠে পড় ঘোড়ায়, আমরা হাওয়াবেগে ছুটব।'

যেমন কথা তেমনি কাজ, দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ল্যারি। তারপর কর্টেয যখন স্যাডলে চাপল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল বুলেটের পিঠে বসে আছে সে।

'আজ সকালে কোরালের সামনে পেয়েছি, বোধহয় তুমি পড়ে যাওয়ার পর এখানে চলে আসে,' ব্যাখ্যা করল ল্যারি। 'আর এই তোমার গানবেল্ট, র‍্যাটলারের কাছে ছিল, ভাবছে এখনও আছে।'

কোমরে বেল্ট জড়িয়ে বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতে উদ্যত হলো কর্টেয, কিন্তু অপরজন থামিয়ে দিল ওকে। 'ধেৎ,' বলল। 'আমার কোন কৃতিত্ব নেই। ধন্যবাদ জানাতে হলে সুন্দরীকে জানাও—যা করার সব ও করেছে। তা, কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা?'

'আমরা?' প্রতিধ্বনি করল পলাতক।

'আলবত,' দৃঢ়কণ্ঠের জবাব এল। 'আমি যাচ্ছি তোমার সাথে। সুন্দরীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছি আমি, দুজনই একমত হয়েছি তোমাকে একা ছেড়ে দেয়া নিরাপদ না। না, এবার আর গালমন্দ করে লাভ হবে না।'

'আরে, গবেট, বুঝতে পারছ না কি করতে যাচ্ছ তুমি?' তিরস্কার করল কর্টেয। 'আমি হচ্ছি গরুচোর, আমার সাথে ধরা পড়লে কি হাল হবে তোমার জান, তোমাকেও–'

'লটকে দেবে, এই তো? ঠিক আছে, আমরা ধরা দেব না তাহলে। ধরে নাও এ মামলা চুকে গেছে, এখন বল কোথায় যাবে।'

'সবচেয়ে কাছের পাগলাগারদে, তোমাকে রাখতে। তবে সেটা যখন বেশ দূরে, আপাতত ফ্রাইং প্যান।'

'পাগল আমি, না তুমি? কি করে ভাবলে ওরা তোমার পরিচয় জানে না? তুমি জান না বুড়ো বদমেজাজ সায়মনের বন্ধু, এর অর্থ একটা ফাঁদ থেকে আরেকটায় পা দেয়া?'

জবাব দিতে একটুক্ষণ দেরি হলো কর্টেযের। 'তবু ঝুঁকিটা নিতে হবে,' বলল অবশেষে।

ল্যারি ওর পাশে চলে এল। 'ঝুঁকি?' বিরক্তিভরে বলল সে। 'তোমার কথায় আমার লাকিন্সের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ডজ সিটিতে থাকত। একবার একটা পাহাড়ি সিংহকে খাঁচায় পুরে শহরে নিয়ে আসে এক ইন্ডিয়ান। বোকা লাকিন্স বাজি ধরল খালিহাতে ওটার মাথা চুলকে দেবে সে। "বেড়ালদের এটা খুব পছন্দ," বলল ও, "আর ওটাও যখন আসলে একটা বেড়ালই, একটু বড় এই যা, তখন ওরও মজা লাগবে।" তারপর কি হলো শুনবে, লাকিন্সের একটা হাত কেটে বাদ দিতে হয়। যে ডাক্তার ওর চিকিৎসা করেছিল সে বলল, বাকি শরীরটা যে বাঁচাতে পেরেছে সেজন্য ওর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।'

কর্টেয হাসল। 'লিমিং জংলী না,' বলল সে। 'বলতে কি, তোমরা যা ভাব, ঘটে তার চেয়ে অনেক বুদ্ধি রাখে ও। তবে সবকিছুর আগে তোমার একটা কথা জানা দরকার।'

'নিশ্চয়ই বলবে, আমি তোমাকে কোন্ নামে ডাকব? আমারও পছন্দ করার সুযোগ আছে, তাই না? ডন, কর্টেয, অথবা–সাবাডিয়া।'

ল্যারি যদি বন্ধুকে বিস্মিত করার উদ্দেশ্যেই ও কথা বলে থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হলো। 'কে বলল–মিস নরি?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'না,' জবাব এল। 'স্ন্যাপ–বেশ কিছুদিন ধরেই জানে; স্নাবের ঠোঁট থেকে সিগারেট ওড়ানর সময় তোমার পিস্তলের কাজ চিনতে পেরেছিল। আমাকে বলেছে, তবে তার আগে সাবধান করে দিয়েছে আর কারোকে যেন না বলি।'

'কবে?'

'অল্প কিছুক্ষণ আগে, যখন শুনল আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। স্ন্যাপও আসত, কিন্তু ওয়াই যেডে থাকলেই কাজের সুবিধে হবে ভেবে রয়ে গেছে। আমাকে বলেছে তোমাকে বলতে, ও আছে তোমার সঙ্গে–শেষ পর্যন্ত।'

'বুড়ো খোকা হ্যাপ,' মৃদু স্বরে বলল কর্টেয। ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থেই অভিভূত করেছে ওকে। জীবনের বেশিটাই ওর কেটেছে কষ্টে। মেরিল্যান্ডের কথা তার বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু মেক্সিকোতে ওদের অবস্থা মোটেও সচ্ছল ছিল না। ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসারের রূঢ় পথ বেছে নিয়েছে সে। বহুদিন হলো ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। মেক্সিকো ছেড়ে যেদিন চলে আসে: ও স্বপ্নেও ভাবেনি এই নির্বান্ধব দেশে বন্ধুর দেখা মিলবে। প্রথমে শেরিফ জো টম্পসন আর আংকল হ্যাপ, তারপর এখন এরা; বিশ্বস্ত একদল সাথী, এমন একটা সময়ে এদের পাশে পেয়েছে সে যখন শতকরা নিরানব্বইজন লোকই হয় তার দিকে পিঠ আর নয়তো তাদের বন্দুকের নল ফেরাবার কথা ছাড়া অন্যকিছুই ভাববে না। প্রথম যখন বাবার মুখে তার মৃত্যুশিয়রে বসে ও জানল, ও রামোস পরিবারের পালকপুত্র, রক্তসম্পর্কের নয়, তখন শুরুতে ও ভীষণ আঘাত পেয়েছিল। তারপর বাবাকে···হ্যাঁ, হুয়ান রামোসকে সে নিজের বাবা বলেই মনে করে, মেরিল্যান্ডে যে মায়ের কাছে ও মানুষ, তিনি হয়তো গর্ভে ধরেননি ওকে, কিন্তু মায়ের অভাব বুঝতে দেননি কোনদিন···বাবাকে কথা দিয়েছিল সে, যদি কখনও সুযোগ আসে যে দুই লোকের কারণে এলোমেলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ওদের পরিবার, তাদের খুঁজে বের করে সমুচিত শিক্ষা দেবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে রামোসকেই বাবা হিসেবে জেনে এসেছে, তাই ও তার পালকপুত্র এ কথাটা কারোকে বলে না। তবে কখনও যদি সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন হয়, সত্যকে স্বীকার করবার মত সৎসাহস তার আছে। '

এখন আবার বাস্তবরাজ্যে ফিরে এল কর্টেয। অন্ধকারে নিঃশব্দে হেসে নম্র স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই সাবাডিয়া, যার মাথার দাম প্রায় বিশ হাজার–সীমান্তের এপার-ওপার মিলিয়ে। ওটা পাওয়ার জন্য তোমার লোভ হচ্ছে না, ল্যারি?'

ঘোড়ার পেটে স্পার বসাল কাউবয়, ক্ষিপ্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আহ্, ঠাট্টা রাখ। আমাকে কি মনে কর তুমি?'

'বোকা,' জবাব দিল কর্টেয, 'আর আমিও নিশ্চয় তাই, কারণ এজন্যই তোমাকে আমার ভাল লাগে।'

'হাহ্! আমি এখনও ফোরম্যানের পদটা পাওয়ার আশায় রয়েছি,' রসিকতা করল ল্যারি। 'তাই ওস্তাদের খেদমত করছি, ব্যস।'

মৃদু হাসল ওর বন্ধু, তারপর নীরবে পথ চলতে লাগল ওরা। যখন অদূরে ফ্রাইং প্যান র‍্যাঞ্চ-হাউসের অন্ধকার কাঠামো দৃষ্টিগোচর হলো আবছাভাবে, কর্টেয সাবধান করল ওর বন্ধুকে:

'একটু ঘুরে যাও যেন বাংকহাউসকে পাশ কাটাতে না হয়; লিমিংকে একা দরকার আমার।'

নিঃশব্দে র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে এগোবার সময় ওরা দেখতে পেল বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। মাটিতে নেমে লাগাম ছেড়ে রাখল ওরা, তারপর সন্তর্পণে জানালায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল লিমিং একাই আছে ঘরে। শার্সিতে মৃদু টোকার শব্দে ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, পিস্তল আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?'

'ল্যারি বার্টন, ওয়াই যেড থেকে আসছি। আপনার সাথে গোপন কথা

আছে,' জবাব মিলল।

অদৃশ্য হলো লিমিং, এক সেকেন্ড পরেই খুলে গেল সামনের দরজা এবং দর্শনার্থীরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। খোলা দরজার বাঁ পাশে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়েছিল গৃহস্বামী, যেন বিপদ দেখলে পয়লা চোটেই গুলি করতে পারে। বার্টনকে দেখে অস্ত্রটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল সে, হাসল।

'হ্যালো, ল্যারি, সময় খারাপ তাই সতর্ক থাকতে হয়,' বলল সে, তারপর কর্টেযের দিকে চোখ পড়তে কাল হয়ে গেল ওর মুখ, আবার হাত চলে গেল সিক্স-গুটারের দিকে। 'তোমাকে আশা করিনি, কর্টেয; নিশ্চয় ভাবছ না একজন গরুচোরের প্রতি কোন সমবেদনা আছে আমার?'

'না, সিনর, একটুও না,' হাই তুলল অপরজন। 'তাহলে আমার সম্বন্ধে সবই শুনেছেন আপনি? আশ্চর্য, না, কোন কোন জায়গায় খবর কত দ্রুত পৌঁছে যায়?'

'ওয়াই যেডের এক ছোকরা এসে বলে গেছে, ওদের গরু চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছ তুমি,' কঠিন গলায় জবাব দিল লিমিং। 'আমি এই জানি, সত্যি হয়ে থাকলে ওটুকুই যথেষ্ট।'

'হতে পারে, তবে আরও অনেক জানার আছে,' বলল অপরজন। 'সেটাই বলতে আমি এখানে এসেছি, যদি শুনতে চান আপনি; না চাইলে, আমি চলে যাব।'

'হুঁঃ, যাব বললেই যাওয়া যায় না,' বাংকহাউসের দিকে চোখ নাচিয়ে গর্জে উঠল গরু ব্যবসায়ী। তার একটা চিৎকারই যথেষ্ট, লোকজন ছুটে আসবে।

বুড়োর মনোভাব টের পেয়ে মাথা নাড়াল দর্শনার্থী। 'ভুলেও ও কাজ করবেন না, সিনর,' বিনীতভাবে বলল ও। 'আপনার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, কিন্তু–ধেৎ–মাথা গরম করে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এখন আপনার কি বলার আছে বলেন।'

সবচেয়ে কাছের চেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়ল লিমিং, বুঝতে পারছে তার অতিথি তাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। লোকজন ডাকলে, তারা এখানে পৌঁছাবার আগেই সে নিহত হবে। উপরন্তু, ওয়াই যেডের লোক দুটোকে যদি-বা ধরা যায়, অনেকের প্রাণ যাবে তাতে।

'বলে যাও,' সংক্ষেপে বলল সে।

শুরু করল পাঞ্চার। ধাপে ধাপে খুলে বলল তার সন্দেহ আর আবিষ্কারের কথা, তবে ওর নিজের এবং টারম্যান আর মাকড়সার পরিচয় উহ্য রাখল। ওর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল লিমিং, তবে কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করল না। যখন শেষ হলো কাহিনী, কিছুক্ষণ মৌনভাবে ব্যাপারটা আগাগোড়া তলিয়ে বিচার করল সে।

'ব্লেইনকে আমার বরাবরই সন্দেহ,' অবশেষে বলল লিমিং। 'আমি শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, তোমাকে ওরা ধরিয়ে দিল কেন–অবশ্য তোমার মতলব বুঝে গিয়ে থাকলে অন্য ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা বোধহয় আরেকটু পরিষ্কার হবে যদি আমি বলি, টারম্যানই হচ্ছে নাটের গুরু–মাকড়সা,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয।

তড়াক করে লিমিং তার চেয়ার ছাড়ল। 'কী? ফেটে পড়ল সে। 'তুমি ঠিক জান?'

'ওর লোকদের মুখেই শুনেছি,' জবাব এল। 'তবে আমার কাছে প্রমাণ নেই, সিনর পিটারকে বলতে উনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ওই লোক টাকা খাটাতে চেয়েছে ওয়াই যেডে, মিস নরিকে বিয়ে করবে, সে কোন দুঃখে তার নিজের গরু চুরি করতে যাবে। আমি স্বীকার করেছি অসম্ভব বলেই মনে হয়, তবে আরও লোক আছে দলে, আর টারম্যানও টাকা খাটায়নি এ পর্যন্ত।'

অস্থিরভাবে ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করল জব। 'বাহ্!' বলল সে। 'সায়মন একটা বোকার হদ্দ। কি বলেছে, এরকম একটা উটকো লোকের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে, ব্যবসায় অংশীদার করে নেবে? আমি এক্ষুণি গিয়ে বলব মিস্টার টারম্যান একটা জোচ্চর।'

কর্টেয মাথা নাড়াল। 'তাতে লাভ হবে না কোন; হ্যাচেটের অধিকাংশ বুদ্ধু ওর পয়সায় খাচ্ছে—আর নয়তো গিলছে। আমরা আরও কিছুটা বাড়তে দেব ওকে। আমার যেটা জানার দরকার, আমি খবর পাঠালে আপনি দলবলসহ ছুটে আসবেন কিনা?'

'তোমার পরিকল্পনাটা কি?' প্রশ্ন করল জব।

'আমি আর ল্যারি আপাতত জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থেকে নজর রাখব ওদের ওপর। টারম্যানকে যদি ক্রসড ডাম্ব-বেলে একবার ধরতে পারি আমরা, তাহলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। তবে আমার সঙ্গে হাত মেলানর আগে একটা কথা আপনার জানা দরকার।' মুহূর্তের জন্য থামল কর্টেয, ওর ঠোঁটের চারপাশের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল। 'সাবাডিয়া নামে এক লোককে খোঁজা হচ্ছে। আপনাকে বলা হবে আমিই সেই লোক, কথাটা কিন্তু সত্যি।'

এই শান্ত ঘোষণাটি বাথান মালিককে আতঙ্কে অসাড় করে দিল: বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুখ হাঁ করে ঘোষণাকারীর দিকে তাকিয়ে রইল সে, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে বাধছে। তারপর বক্তব্যের মর্মার্থটা যখন ওর হতচকিত মস্তিষ্কে ঢুকল, ঝট করে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েই মাঝপথে জমে গেল। দেখল ইতিমধ্যেই কর্টেয পিস্তল তাক করেছে তার হৃৎপিণ্ড বরাবর, যদিও কোন নড়াচড়ার আভাস সে পায়নি। আউট-লয়ের বাঁ হাত শূন্যে তোলা, তালু বাইরের দিকে ফেরান, শান্তির চিহ্ন।

'শান্ত হন, সিনর লিমিং। আমি গোলমাল করতে চাই না, তবে তৈরি আছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'হ্যাঁ, আমিই সাবাডিয়া, তবে কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার নামে যেসব অভিযোগ রয়েছে তার একটাও সত্যি নয়। কেন; তিন হপ্তা আগের খবর সাবাডিয়া লিলিভিলের ব্যাংক ডাকাতি করেছে, এখান থেকে চারশ মাইল দূরে, অথচ আমি তখন ওয়াই যেড বাথানে। যাক, তাতে কিছু আসে যায় না, আমি যেটা বোঝাতে চাইছি আপনাকে তা হচ্ছে, গরু চুরির ব্যাপারে আপনার সাথে কোনরকম চাল খাটাচ্ছি না আমি।'

'এদিকে এসেছ কেন?' প্রশ্ন করল লিমিং।

'আর যাই হোক, গরু চুরি করতে নয়,' জবাব দিল আউট-ল। 'আমি

গরুচোর নই, ডাকাতিও করিনি কখনও। ঠেকে না পড়লে বন্দুকও বের করি না। দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, থাকা সম্ভব ছিল না বলে, সামরিক জান্তার অত্যাচারে। এ দেশে আপাতত দুজন লোককে খুঁজছি—তবে আমাকেও খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়, তাই ওয়াই যেডে চাকরি নিয়েছিলাম। যা সত্যি তাই বললাম আপনাকে। আপনার সাহায্য আমার দরকার, কিন্তু না'পেলেও দুঃখ নেই—গরুচোরদের আমি ধরবই।'

'মনে করবেন না ও এতে একা, মিস্টার লিমিং,' তথ্য জোগাল ল্যারি। 'স্ন্যাপ, ডার্টি, সিম্পল জিঞ্জার আর আমি—আমরা সবাই আছি ওর পেছনে।'

লোক দুজনকে নীরবে একটুক্ষণ বিচার করল বাথান মালিক। কর্টেযের ওপর নজর রেখেছিল সে, বিশ্বাস হচ্ছে ও সত্যি কথাই বলেছে। অন্যদিকে, লোকটা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে সবাই তাকে আউট-ল বলে জানে, আর এ ব্যাপারে ওর কুখ্যাতির জুড়ি নেই। ওয়াই যেডের যারা ওকে সমর্থন করছে তাদের ও সৎলোক হিসেবেই মনে করে। ওদের সমর্থনের একটা গুরুত্ব রয়েছে: কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ওরা ওদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাবে না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, ব্রেইনকে সে মোটেও বিশ্বাস করে না। আর টারম্যানের ক্ষেত্রে—উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল লিমিং, হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি আছি তোমাদের সঙ্গে,' বলল। 'এখন বল, কি করতে হবে আমাকে?'

'আপাতত আমাদেরকে কিছু খাবার আর গোলাবারুদ দিন, আর আমাদের ডাকের অপেক্ষায় সবসময় তৈরি থাকবেন,' কর্টেয জবাব দিল। 'এবং কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি আমাদের ছায়াও দেখেননি।'

'সোজা,' বলে ওদেরকে পথ দেখিয়ে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেল গৃহস্বামী। এখান থেকে ওরা খানিকটা বেকন, সীম, কফি, লবণ, আর ময়দা তুলে নিয়ে একটা পোঁটলা বাঁধল, তারপর একটা কেতলি, তাওয়া আর দুটো টিনের কাপ নিল। সবশেষে কার্তুজের একটা বাক্স বগলদাবা করে প্রস্তুত হলো যাওয়ার জন্য। সকলের আগে দরজার কাছে গেল লিমিং, বাইরে কেউ নেই নিশ্চিত হতে পাল্লা সামান্য একটু ফাঁক করে মাথা বের করল।

'আর একটা কথা,' বলল কর্টেয, 'আমরা হয়তো এত ব্যস্ত থাকব যে খবর পাঠান সম্ভব হবে না। বিগ চীফের আশেপাশেই কোথাও ঘাঁটি গাড়ব আমরা, ধোঁয়ার সংকেতের জন্য একটু লক্ষ্য রাখবেন, ওইদিকে—প্রথমে তিনটে রিং, তারপর দুটো, আবার তিনটে। যদি হপ্তা দুয়েকের মধ্যে আমাদের আর কোন খোঁজপাত্তা না পান, বুঝে নেবেন আমরা শেষ। সেক্ষেত্রে ক্রসড ডাম্ব-বেলে ঢুঁ মেরে দেখতে পারেন একবার; যাওয়ার রাস্তা তো আগেই বলেছি। আর একটা চোখ রাখবেন টারম্যানের ওপর—ওই যত নষ্টের গোড়া। আসি।'

খিড়কিপথে র্যাঞ্চ-হাউস থেকে বেরিয়ে আঁধারে মিশে গেল ওরা, তারপর স্যাডলে চেপে বাংকহাউসের লোকদের অগোচরে যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে সটকে পড়ল। লিমিং তার চেয়ারে ফিরে গেল আবার, চিন্তিত মনে পাইপে তামাক ভরল।

'সাবাডিয়া, না?' স্বগতোক্তি করল জব। 'যে যাই বলুক, লোকটাকে আমার বিশ্বাস হয়েছে। ঠিক পথেই আছি আমি; ওর ওয়াই যেডের বন্ধুরা ওই দলের

সেরা লোকজন। কাল সকালে একবার দেখা করতে হয় সায়মনের সঙ্গে।'

সকালের দিকে ওয়াই যেড বাথানে পৌঁছাল লিমিং। যেমনটি আশা করছিল, পরিবেশ তেমনি উত্তেজিত। সায়মনের ব্যবহার বিস্মিত করল ওকে; ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে বুড়ো, কিন্তু এর পেছনে তার বন্ধু একধরনের ভয়ের ছায়া আবিষ্কার করল। নরিন অপরাধীর ভঙ্গিতে অধোবদনে বসে রয়েছে। তর্জনী নাচিয়ে ওকে তিরস্কার করল জব। জানতে পেল, ওর বাবা আজ সকালে বন্দীকে একবার দর্শন করার উদ্দেশ্যে গিয়ে দেখে খাঁচা খোলা এবং চিড়িয়া ভেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিল সে, দলে কর্টেযের প্রতি যেসব সহানুভূতিশীল লোক রয়েছে অপকীর্তিটা তাদেরই কারো হবে। এর শোধ সে তুলবে প্রতিজ্ঞা করে বাথানে ফিরে আসতেই ওর মেয়ে মোকাবেলা করল ওকে, শান্তভাবে স্বীকার করল তার দোষ। এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো।

'তুই—ছেড়ে—দিয়েছিস—ওকে?' খাবি খেল সে। 'তুই! কেন?'

নির্ভয়ে বাবার মুখোমুখি হলো নরিন। 'একটা ঋণ শোধ করেছি; দুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে ও,' বলে দ্বিতীয় ঘটনাটা বুড়োকে জানাল ও।

শুনে সায়মনের কপালে ভাঁজ পড়ল। বুঝতে পারছে নরিন ঠিক কাজই করেছে, তার মেয়ের কাছে সে এরকম ব্যবহারই আশা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা তার মোটেই কাম্য নয়, তাই স্বার্থপরের মত ও নিজের সুবিধাটাই দেখতে চাইল শুধু।

'নিশ্চয় তোর মাথা খারাপ হয়েছে,' রূঢ়ভাবে বলল সে। 'ওই লোক একটা চোর, নিষ্ঠুর খুনী, আর তুই কিনা ওকে ছেড়ে দিলি। তোর যা কিছু উপকার ও করেছে তার পেছনে ওর নিজের স্বার্থ ছিল—তোর আর আমার চোখে ধুলো দেয়া। আর তাতে সফলও হয়েছে। এখন তুই তোর ঘরে যা, আর কক্ষনো এসবের মধ্যে নাক গলাবি না। আমি এবার মিস্টার সাবাডিয়ার খোঁজে বেরোব, ধরে ফাঁসিতে ঝোলাব তাকে।'

'সায়মন, তুমি কিন্তু আমার খপ্পরে পড়ে যাচ্ছ—তোমার মেজাজ চড়ে গেছে,' বিদ্রূপপূর্ণ একটা গলা শুনতে পেয়ে বাপ-বেটি দুজনই চোখ তুলে দেখতে পেল দোরগোড়ায় ফ্রাইং প্যানের মালিক দাঁড়িয়ে, স্মিত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে ওদের। 'নরিন, তুমি কি করেছ, খেপে একেবারে বারুদ হয়ে গেছে ও?'

এ প্রশ্নের জবাব দিল বুড়ো, দু-চারটে উত্তপ্ত বাক্যে ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতি। লিমিং দার্শনিক মনোভাব গ্রহণ করল। ওর বন্ধু যদি আরেকটু কম বিচলিত হত, ফ্রাইং প্যান মালিকের এহেন নিরাসক্তিতে সন্দেহের উদ্রেক হত তার; লিমিংয়ের পক্ষে কোন ব্যাপার শান্তভাবে গ্রহণ করাটা রীতিমত অবিশ্বাস্য।

'সায়মন, পাগলামি করে কি লাভ বল?' শুরু করল সে। 'পাখি উড়ে গেছে। অবশ্যই নরিনের উচিত হয়নি ওকে ছেড়ে দেয়া, তবে ওর কাছে মনে হয়েছে এটাই ভদ্রতা। সত্যি বলছি, এজন্যই ওকে এত ভাল লাগে আমার। এমনও তো হতে পারে, যতটা দুর্নাম লোকটা আসলে ততটা খারাপ না।'

সবিস্ময়ে প্রতিবেশী বাথান মালিকের দিকে ঘুরল পিটার। 'আমার গলায়

দড়ি,' বলল, 'জব লিমিং কখনও একজন গরুচোরের হয়ে ওকালতি করবে জন্মেও ভাবিনি।'

'কর্টেয যে সত্যিই চোর এমন প্রমাণ আমি এখন পর্যন্ত পাইনি,' অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল লিমিং।

'তাহলে তোমাকে বোধহয় কোন কথা বিশ্বাস করান সত্যিই খুব কঠিন, মিস্টার লিমিং,' ফোড়ন কাটল আরেকটা গলা।

নবাগত আর কেউ নয়—টারম্যান! এইমাত্র এখানে উপস্থিত হয়েছে সে, ঘোড়া না বেঁধেই সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে ঘরে। টুপি খুলে নরিনকে সম্মান জানিয়ে সায়মনের উদ্দেশে ঘুরল সে, তারপর যোগ করল, 'আশা করি ও বহাল তবিয়তেই আছে, মিস্টার পিটার।'

'আমি ওকে ঠিকই আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু নরি রাতের বেলায় চুপ করে ছেড়ে দিয়েছে,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল বাথান মালিক। 'বলছে, কর্টেযের কাছে নাকি ঋণী ছিল ও।'

'কী? তুমি ছেড়ে দিয়েছ?' পাঁই করে অপরাধীর দিকে ঘুরেই চিৎকার করে উঠল টারম্যান। ধনকুবেরের আকস্মিক ক্রোধের মুখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার দুহিতা। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তোমাকে, তোমাকে—'

চট করে সামলে নিল টারম্যান, বুঝতে পেরেছে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল সে, ঘরভর্তি লোকের সামনে উপহাসের পাত্র করে তুলছিল নিজেকে। ওই অগ্নিদৃষ্টির সামনে প্রথমে কুঁকড়ে গেলেও, নরিন ওকে মোকাবেলা করল ঠাণ্ডা মাথায়।

'ওর জায়গায় ফাঁসি দেয়া উচিত এটাই বলতে চাইছিলেন তো, মিস্টার টারম্যান?' জানতে চাইল ও।

পরিস্থিতি আবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলল ধনকুবের। 'যদি তাই চেয়ে থাকি, ওটা একরকম তোমার প্রাপ্য বলতে হবে,' কঠোর হাসি হেসে বিদ্রূপ করল সে। 'এমন এক খেলায় অংশ নিয়েছ যেটা তুমি বোঝ না, অথচ এর মাশুল গুনতে হবে অন্যদের। দেখ, ওই বুনো ঘোড়াটার কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করেছে বলে তুমি ওর কাছে ঋণী মনে করছ নিজেকে, আর তাই ওকে ছেড়ে দিয়ে বরাবর হতে চেয়েছে। তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ঠিকই আছে, এবং এজন্য তুমি প্রশংসা পেতে পার। তবু একটা জিনিস কি অস্বীকার করতে পারবে, এখন থেকে যেসব অপরাধ করে বেড়াবে ওই লোক, সেগুলোর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হবে না তোমার? এরকম একেকটা সময় আসে যখন সমাজের সার্বিক স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিতে হয়। তাই না?'

চমৎকার মনভোলান যুক্তি। বক্তাও এখন তার অমায়িক আচরণ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু মেয়েটা যেন এর ভেতর দিয়ে ওর স্বরূপকে চিনতে পারল। টারম্যান কখনও তার কোন আপনলোকের জন্য নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে, কেন যেন এটা বিশ্বাস হলো না ওর। লিমিং বুঝতে পারল ওর দ্বিধা, উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল।

'মেয়েরা আবেগের বশে কাজ করে, টারম্যান, আর তা করে বলেই আমরা,

ছেলেরা সুখে থাকতে পারি,' বলল ফ্রাইং প্যানের মালিক। 'তুমি যাও, নরি, এসব নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে. ফুর্তি আন মনে।'

'হতে পারে আবেগের বশে করেছে, কিন্তু একটা কথা ওর জানা দরকার,' নাক গলাল টারম্যান। 'সেটা হলো কর্টেযের এই অঞ্চলে আসার আসল উদ্দেশ্য: একজন লোককে খুন করতে এসেছে সে, আর সেই লোক—ও।'

নাটকীয় ঘোষণাটি শেষ করে তর্জনী তুলে সায়মনকে দেখাল ধনকুবের। মেয়েটার চোখ অস্বাভাবিকরকমের বড় বড় হয়ে গেল।

'বাবা,' প্রায় কেঁদে ফেলল ও, 'এটা সত্যি হতে পারে না।' তারপর কাউপাঞ্চার একদিন নিজেই এ সম্পর্কে কি বলেছিল ওকে মনে পড়তে, চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢাকল। টারম্যান নিষ্ঠুর আনন্দে নিরীক্ষণ করল র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে।

'আমি যেমন জানি এটা, তেমনি তুমিও জান,' বলে চলল সে। 'অনেক লম্বা ইতিহাস, মৃত্যুশয্যায় কর্টেযের পালক বাপ কর্টেযকে বলে সায়মন বেঈমানি করেছে ওর সাথে, বন্ধুত্বের খাতিরে পারলে ও যেন তার প্রতিশোধ নেয়। অথচ অপবাদটা একদম মিথ্যা।'

নরিন মুখ তুলে তাকাল। 'তাহলে কাজটা ও শেষ করল না কেন? প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল।'

'ও জানে না তোমার বাবাই সেই লোক, যখন জানবে তখন আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না তাঁকে।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ, বুক ভার। 'আমি দুঃখিত, বাবা,' বিড়বিড় করে বলল ও, তারপর একছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই হজম করতে পারছে না ও—ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে, ওর বিশ্বাস করতে বাধছে কর্টেয যেরকম হীন আচরণ করেছে কোন মানুষের পক্ষে, তা সে আউট-ল হলেও, করা সম্ভব। তবু কর্টেয যখন ওকে ওর উদ্দেশ্যের কথা একদিন বলেছিল, ওর তখনকার সেই কঠিন চেহারা ও ভুলতে পারছিল না।

নরিন যখন চলে গেল ঘর ছেড়ে, টারম্যান কুটিল দৃষ্টিতে তাকাল তার সঙ্গীদের উদ্দেশে। 'আশা করা যায়, এরপর আর ওকে সাহায্য করতে চাইবে না ও,' বলল সে।

'কথাটা সত্যি, না ওকে ভয় দেখাবার জন্য বললে?' জিজ্ঞেস করল লিমিং।

'সত্যি, জব,' বলল পিটার। 'লোকটা আমার গর্দান নিতেই এসেছে, যদিও জো আমাকে বলার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না। প্রথম দর্শনেই ওকে চেনে বলে সন্দেহ হয়েছিল ওর, তারপর খোঁজ-খবর করে নিশ্চিত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা কি করব? তাড়া করব ওকে?'

টারম্যান মাথা নাড়াল। 'এরকম জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফাঁদ পাতব: আমার ওপর ওটা ছেড়ে দাও।'

ঠিক ওই সময়ে ব্লেইন এসে হাজির হলো। 'বার্টন উধাও হয়েছে, ওর ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্রও নেই,' বলল সে। 'মনে হয় ও-ই ছেড়ে দিয়েছে গরুচোরকে.

ওদের মধ্যে খুব মহব্বত ছিল।'

'তোমার ধারণাই বোধহয় ঠিক,' বলল ওর মনিব, জেলঘুঘুর প্রতি মেয়ের পক্ষপাতের কথা প্রচার করতে ব্যগ্র নয়।

'আমরা এখন কি করব, বস? সবাই বলছে টাটকা থাকতে থাকতে ওকে ট্রেইল করা উচিত,' খেই ধরল ফোরম্যান। 'ওদেরকে কি বলব আমি?'

র‍্যাটলারের দুর্ভাগ্য, তার পরামর্শ ওয়াই যেডের মালিককে এতক্ষণের চেপে রাখা ঝালটা মেটাবার একটা অজুহাত সৃষ্টি করে দিল। ক্ষিপ্ত মেজাজে বক্তার দিকে পাঁই করে ঘুরল সে।

'জাহান্নামে যেতে বল,' বিস্ফোরিত হলো সায়মন। 'গায়ে পড়ে কিছু বলতে আসবে-দরকার হলে আমি নিজেই চাইব পরামর্শ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, অলস গর্দভগুলোকে বল তাদের কাজে যেতে।'

ফোরম্যানের ওপর নজর রাখছিল লিমিং, দেখল কড়া একটা জবাব দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ও, কুটিল ভ্রূকুটি করে ঘুরে দাঁড়াল, থপথপ করে পা ফেলে চলে গেল। টারম্যান আর ফোরম্যানের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য মিলিত হয়েছিল একবার, লিমিংয়ের মনে হচ্ছে প্রথমজন সামান্য মাথা নাড়িয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না; ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত, কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে।

ওদেরকে ওখানেই রেখে ঘুরতে ঘুরতে বাংকহাউসে গেল জব, দেখল স্ন্যাপ ছাড়া অন্য কেউ নেই ভেতরে। বন্দুকবাজ তার বিরল দেঁতো হাসি হেসে স্বাগত জানাল ফ্রাইং প্যানের মালিককে।

'র‍্যাটলার মনে হলো বসের দাঁত খিচানি খেয়েছে,' মন্তব্য করল ও। 'মুখ হাঁড়ি করে ফিরে এল দেখলাম।'

'হ্যাঁ, সায়মনের ধারণা হয়েছে তোমরাই তার বাথানটা চালাতে চাইছ,' লিমিং জবাব দিল। 'আসামী পালিয়ে যাওয়ায় ওর মেজাজ খুব তেতে আছে।'

'খুব খারাপ,' গম্ভীর গলায় বলল ল্যান্ট, মুখের একটা পেশী পর্যন্ত নড়ছে না। 'ভাবছেন কাজটা কার হতে পারে?'

গরু ব্যবসায়ী হাসল। 'ভয় নেই, স্ন্যাপ। আমার সেটা জানার দরকার নেই,' বলল। 'আচ্ছা, সাবাডিয়া নামে কারোকে চেন তুমি-হ্যাঁ, আউট-ল?'

ঝট করে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল স্ন্যাপ। 'বেশিকিছু না-ও একটা রহস্য,' জবাব দিল। 'বছর কয়েক আগে একবার ওর পিস্তলের ভেলকি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তবে লোকটার যত দুর্নাম, আমার মনে হয় তার সবগুলোই ঠিক না। মানুষের দুর্ভাগ্য এটাই, একবার অপবাদ রটলে আর ঘুচতে চায় না।'

খর্বকায় বন্দুকবাজের অতীত লিমিং জানে খানিকটা, তাই অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি করে ওর তিক্ত স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চাইল না।

'কর্টেয এরপর কোথায় যেতে পারে বলে তোমার ধারণা?' পরবর্তী প্রশ্ন করল সে।

'আমি কোনরকম ধারণা-টারনার মধ্যে নেই,' স্পষ্ট জবাব এল। জব বুঝতে পারল ল্যান্টের পেটের কথা আদায় করা যাবে না।

আবার যখন র‍্যাঞ্চ-হাউসে ফিরে গেল সে তখন দেখল টারম্যান শহরে ফেরার উদযোগ করছে। হঠাৎ করেই লিমিং সিদ্ধান্ত নিল ওর সঙ্গী হবে সে।

যাওয়ার আগে, টুক করে একবার রান্নাঘরে গেল, ওখানে নরিনকে সে একা পেয়ে গেল। ওর রুগ্ন চেহারা আর ব্যথিত চোখ দেখে বেদনায় টনটন করে উঠল বুড়ো বদমেজাজের বুক, মনে মনে গাল বকল এর জন্য দায়ী ব্যক্তির উদ্দেশে।

'ওহ্, আংকল জব, এসবের অর্থ কি? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না,' ধরা গলায় বলল ও।

'খামোকা মন খারাপ কোরো না, সব ঠিক আছে,' সস্নেহে জবাব দিল লিমিং। 'আমিও বিশ্বাস করি না; তবে আল্লার ওয়াস্তে, তোমার বাবাকে আবার বলে দিও না।'

সায়মনকে শুধু এটুকুই বলল ফ্রাইং প্যানের মালিক, 'প্রয়োজন হলে আমাকে খবর পাঠিও; আর, কারোকে বেশি বিশ্বাস কোরো না।'

'আর আমি কোন বেকার পাণ্ডারদের বিশ্বাস করছি না, যদি তাই বুঝিয়ে থাক তুমি,' জবাব দিল সায়মন, তিক্ত স্বরে।

ব্যাপারটা আদপে তা নয়, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে আর কথা বাড়াল না লিমিং। হ্যাচেটের রাস্তায় মাঝারিকদমে পাশাপাশি ছুটল ওরা। সুযোগ বুঝে সঙ্গীকে সরল একটা প্রশ্ন করল জব।

'কর্টেযকে কিভাবে ধরবে ঠিক করেছ কিছু?'

'এখনও না—তবে ভেবে দেখছি মনে মনে,' দায়সারাভাবে জবাব দিল টারম্যান। 'মনে হয় কাজ হবে এতে; আর এবার যখন বজ্জাতটাকে ধরব কেউ আর বাঁচাতে পারবে না ওকে, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'হাহ্! আমার ধারণা ও কেটে পড়বে।'

'ভুল ধারণা—যাবে না; এই জাত আমি চিনি। সায়মনকে শেষ করতে এখানে এসেছে ও, তা করবেই।'

'কিন্তু তুমি যে বললে, ও জানে না সায়মনই সেই লোক যাকে ও খুঁজছে,' জব স্মরণ করাল ওকে।

'এখনও জানে না, তবে জানবে,' টারম্যান হাসল একগাল যেন এইমাত্র একটা চমৎকার পরিকল্পনা খেলে গেছে তার মাথায়।

ধনকুবেরের শেষের কথাটা মনে মনে বিচার করল ফ্রাইং প্যানের মালিক। টারম্যান যদি কর্টেযের হাতে সায়মনকে খুন করিয়ে, সেই অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে ওকে—একঢিলে দুই পাখি মারতে পারবে। একজন শত্রু এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলতে পারছে, অন্যদিকে নরিনকে এরপর বিয়ে করলেই ওয়াই যেডের একচ্ছত্র অধিপতি হতে আর কোন বাধা থাকে না। এটাই কি ওর মতলব? জানার চেষ্টা করল সে।

'টারম্যান, এই দেশটা কেমন লাগে তোমার?' জিজ্ঞেস করল জব।

'সুন্দর,' জবাব দিল অপরজন। 'যা শুনে এসেছি এদিকে, তার চেয়েও ভাল। পরে যখন জানতেই পারবে তখন এখন বলতে বাধা নেই, আমি ওয়াই যেড বাথানটা কিনে এখানেই স্থায়ী ঠিকানা গাড়তে চাইছি। বলা যায় না, দরে বনলে তোমারটাও কিনে ফেলতে পারি।'

'আমার বিক্রি করার কোন ইচ্ছেই নেই,' জানাল লিমিং।

'এখন নেই, তবে মত বদলাতেও তো পারে,' হাসল টারম্যান। 'আর একান্তই যদি বিক্রি না কর, অসুবিধে নেই, তোমাকে প্রতিবেশী হিসেবে পেলে আমি খুশিই হব। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কেন আমি এই গরুচুরি বন্ধ করতে উঠে-পড়ে লেগেছি। আমি চাই না কোন আউট-ল এখানে থেকে আমার গরু চুরি করুক।'

'আমার ধারণা ছিল ওয়াই যেডের মালিক হবে নরি,' জব বলল, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে।

'তাই হবে,' কৃত্রিম হাসি হাসল ধনকুবের, 'তবে কিনা আমাকেও সাথে নেবে।'

'সেটাও ঠিক করে ফেলেছ?' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞেস করল লিমিং।

'পাকাপোক্ত না, তবে আমার বিশ্বাস কোন সমস্যা হবে না,' আত্মতৃপ্ত জবাব এল। 'বুড়ো এককথায় রাজি হয়ে গেছে; আর মেয়েটারও বোধহয় অপছন্দ না আমাকে।'

'হাহ্! তোমার এখনকার আচরণ কিন্তু ওর মন পাবার উপযোগী নয়।'

'দূর! মেয়েরা চায় পুরুষ হবে পুরুষের মত–রুক্ষতা পছন্দ করে ওরা; আমি জানি কিভাবে বশে রাখতে হয় ওদের।'

কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইল লিমিং। লোকটাকে পছন্দ হয়নি তার, নরিনকে বিয়ে করতে চাইছে এই বাসনাটা আরও অপছন্দ। কর্টেযের কথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে; টারম্যান লোকটা মানুষ নামের অযোগ্য–চরম দুর্বৃত্ত। তাছাড়া অত্যন্ত দাম্ভিক। জব সংকল্প করল তার পক্ষে সম্ভব হলে এ বিয়েতে সে বাধা দেবে।

'পিটারের ওপর কর্টেযের রাগ কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওহ্, সে এক বস্তাপচা কাহিনী–তেমন কিছু না। তুমি বরং সায়মনকেই জিজ্ঞেস কর,' জবাব এল।

ওরা যখন হ্যাচেট-স্ ফলিতে পৌঁছাল এর চেয়ে বেশিকিছু জানতে পারল না লিমিং; বস্তুত ধনকুবের যতটা চেয়েছে নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে ঠিক ততটুকুই সে ব'লেছে। শহরের সান্ধ্যউৎসব জমে ওঠার সময় এখনও হয়নি, তবু সেখানে অস্বাভাবিকরকমের উত্তেজনা বিরাজ করছে; ছোট ছোট জটলা দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, তারপর ওরা যখন স্যালুনে ঢুকল তখন দেখল দিনের এ সময়টায় সাধারণত যা থাকে, তার চেয়ে আজ অনেক বেশি খদ্দের রয়েছে। সাইলাসই প্রথম রাষ্ট্র করল খবরটা।

'এই যে, কর্টেযের কোন খবর শুনেছেন আপনারা?' ওরা বারে পৌঁছাতে জিজ্ঞেস করল সে, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই যোগ করল, 'ও-ই আসলে সাবাডিয়া, আউট-ল। জানেন?'

মনে মনে খিস্তি করল টারম্যান কিন্তু মুখে হাসল। 'ধেৎ, কেউ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে,' বলল সে।

'মোটেই না,' বারকিপার নিজের বিশ্বাসে অটল। 'ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। সবাই বলছে ওয়াই যেডে ওকে আটকে রেখেছেন মিস্টার সায়মন। টংক পসি গঠন করছে, ওকে ধরে আনতে যাবে।'

'টংকের তাহলে আর অযথা কষ্ট করে কাজ নেই,' বলল টারম্যান। 'আমরা

মাত্তর আসছি ওয়াই যেড থেকে। কর্টেয নেই ওখানে।'

'নেই মানে?' প্রশ্ন করল মার্শাল, ঘরে ঢুকে শেষের কথাগুলো ওর কানে গেছে। 'আমি শুনেছি ওখানেই ছিল।'

টারম্যান ব্যাখ্যা করল কেন ওয়াই যেডে গেলে পণ্ডশ্রম হবে অফিসারের। শুনতে শুনতে ক্রমশ লাল হয়ে উঠল মার্শালের চেহারা।

'কী, মেয়েটা ছেড়ে দিয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'খোদার কসম, আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওকেই এখন লটকে দিই। আইন ভেঙেছে ও।'

জব লিমিংয়ের মুখ কঠোর হয়ে উঠল। 'ফালতু বাড়াবাড়ি কোরো না, মার্শাল,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'কর্টেয পুলিসের আসামী না, কাজেই ওকে ছেড়ে দেয়ায় আইনত কোন দোষ হয়নি। আরেকটা কথা মনে রেখ—ওই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে মুখ সামলে বলবে। ফের যদি এরকম আজেবাজে কথা বল তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি।'

'আমিও,' মার্শালের উদ্দেশে হিংস্র দৃষ্টি হেনে যোগ করল টারম্যান।

অন্যরাও সমস্বরে সমর্থন জানাল এই মনোভাবকে। টংক উপলব্ধি করল এর ফলে মানুষের কাছে আরও বেশিমাত্রায় অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠছে সে।

'অযথা চটছ তোমরা, আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি কথাটা,' সাফাই গাইল সে, জোর করে মুখে হাসি টেনে মানুষের মন ভোলাবার ব্যর্থ প্রয়াস পেল। 'আসলে আমরা একটা বিরাট সম্মান থেকে বঞ্চিত হলাম এটাই আমার মাথা গরম করে দিয়েছে। ওর নামে যে পুরস্কারটা আছে সেটা পেলাম না বলে দুঃখে আমার পরানটা ফেটে যাচ্ছে। খোদা, একটু আগে যদি জানতে পেতাম।'

'ভাগ্যিস জাননি,' টারম্যানের কণ্ঠে শ্লেষ। 'নাহলে এতক্ষণে নরকের পথে পা বাড়াতে।'

'আসলেও তাই,' সমর্থন করল বারকিপার। 'স্লাবের কি হাল করেছিল মনে নেই? আমার আগাগোড়াই সন্দেহ হয়েছিল ও কোন সাধারণ কাউপাঞ্চার না।'

'যাই হোক, আমাদের তো একটা কিছু করতে হবে,' বলল মার্শাল। 'পসি নিয়ে ওর খোঁজে বেরোলে কেমন হয়, লিমিং?'

কিন্তু ফ্রাইং প্যানের মালিক তখন ওখানে ছিল না। নিজের মুখরক্ষার জন্য মার্শাল একটা শেষচেষ্টা নেবে আঁচ করেছিল সে। তাতে জড়াতে চায়নি বলে সকলের অলক্ষ্যে স্যালুন ছেড়ে চলে গেছে।

সাত

ক্ষুধাউদ্রেককারী বেকন ভাজার সুবাসে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল কর্টেয। সারা রাত একনাগাড়ে পথ চলেছে ওরা, এখন কাক ভোরে তস্করদের গুপ্ত উপত্যকার অনেকটা উত্তরে গভীর জঙ্গলের ভেতর ক্যাম্প করেছে। সকালের নির্মল বাতাস শরীর চাঙা করে তোলার ব্যাপারে ধন্বন্তরি

ক্ষমতা রাখে। তাই বুকভরে শ্বাস টানল কাউপাঞ্চার, বেঁচে আছে বলে মনে মনে ধন্যবাদ দিল বিধাতাকে। কফির পানি আনতে কেতলিসহ অনতিদূরের ঝরনায় গেছে ল্যারি। ওর উচ্ছল কণ্ঠের গান ভেসে আসছে:

ওহ্, ব্রংকো বিলি ওয়জ আ বোল্ড, ব্যাড ম্যান,
আ বোল্ড, ব্যাড ম্যান ওয়জ হি,
অ্যান' হি কুড রাইড, অ্যান' রোপ, অ্যান' শুট,
অ্যান' সোয়েলার দ্য ওয়র্স্ট হুইস্কি,
ইয়াহ্, ব্রংকো বিল কুড ডু দ্যাট লাস্ট
বেটার'ন দ্য আদার থ্রি।

লোকগীতিটি গাইতে গাইতে ও যখন অগ্নিকুণ্ডের ধারে এল, হাত তুলে ওকে সাবধান করল ওর বন্ধু। 'শ্ শ্,' বলল সে। 'তোমার কি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?'

বিস্ময়ে একমুহূর্ত বোবা হয়ে গেল গায়ক। 'আমার গান আবার কি দোষ করল?' আহত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'ব্যাঙ হত্যা-হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরবে ওরা,' গম্ভীর গলায় বলল কর্টেয, তারপর কাউবয় ওর গায়ে পানি ঢেলে দেয়ার ভয় দেখাতে বাউলি কেটে সরে গেল। 'ওটা আগুনে চড়াও, বুলবুল।'

কথা শুনল ল্যারি, বন্ধুর মত তার পেটেও ছুঁচোর কীর্তন শুরু হয়েছে।

'তুমি গান ভালবাস না বোঝা উচিত ছিল আমার,' বলল ল্যারি।

'বাসি, সেজন্যই থামতে বলেছি,' হাসল অপরজন। 'চুলোর ওপরে শুয়োরের মাংসটা যে সুর ধরেছে এ মুহূর্তে, আমার শুধু ওটাই শুনতে ইচ্ছে করছে।'

পরবর্তী পনেরোটা মিনিট কথা বলার ফুরসত রইল না ওদের। তারপর, যখন মাথাপিছু তিন কাপ কফির তোড়ে বেকন আর খটখটে বিস্কুটগুলো নেমে গেল গলা থেকে, সিগারেট বানিয়ে আরাম করে বসল ওরা।

'ওফ্, আমার জন্য এটাই ভাল,' নাজুক একটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল ল্যারি। 'শালার গুলি মারি কাউপাঞ্চিংয়ের।'

'তুমি তাহলে ফোরম্যানের পদটা চাও না?' জিজ্ঞেস করল ওর বন্ধু, চাপা কৌতুকের স্বরে।

কাউবয় হাসল। 'ওটা তোমার জন্য; এরপর প্রথম যে শহরটা পড়বে ড্রিংক আমি খাওয়াব। আমরা বোধহয় আর ওই ফোরম্যানের চাকরির ধারেকাছে যাচ্ছি না, যাচ্ছি কি?'

'ঠিক,' সায় জানাল কর্টেয। 'আচ্ছা, এবার বল এখান থেকে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন কোনটা?'

'বিগ রক একশো মাইল পুবে, তবে সবচেয়ে কাছে জন্সভিল, দক্ষিণে, তবে মরুভূমি পেরোতে হবে।'

'চমৎকার, তবে কিনা ওই পথেই এসেছি আমি।'

'শহরের আবার দরকার পড়ল কেন আমাদের?'

'আমাদের না; আমার,' কর্টেয শুধরে দিল ওকে। 'আমার একটা ডাকটিকিট দরকার।'

ল্যারি তাকাল ওর দিকে: গম্ভীর দেখাচ্ছে বন্ধুর চেহারা, কিন্তু কাউবয়ের মনে হলো ঠাট্টা করা হয়েছে তার সঙ্গে।

'আমরা একসঙ্গে যাব,' রায় ঘোষণা করল ল্যারি। 'তোমার গায়ের সাথে আমি আঁচিলের মত লেপটে থাকব।'

'আঁচিল? তুমি? তুমি তো একটা ফোসকা হে। যাকগে, তোমার সাথেই বোধহয় আপাতত থাকতে হবে আমাকে। পাদ্রিরা যেমন বলে, "এইসব গজব পাঠান হয়েছে আমাদের পরীক্ষা করতে।" খোদার কসম ঠিকই বলে ওরা।'

ল্যারির মুখে জুতসই কোন উত্তর জোগাল না এর। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে জেনে ইচ্ছে করেই আর তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হলো না ও। ক্যাম্পের চিহ্ন মুছে ঘোড়ায় চাপল ওরা, বিগ রকের উদ্দেশে রওনা হলো।

'তবে, যাই বল, পদক্ষেপটা কিন্তু মন্দ না,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'আমাদের পেছনে যদি পসি লেগে থাকে খুঁজতে খুঁজতে ও শালাদের জান পানি হয়ে যাবে। না পেয়ে ধরে নেবে, আমরা পালিয়ে গেছি।'

'আমি ভাবছি বড় হতে আর কদ্দিন লাগবে তোমার,' কর্টেয হাসল। 'যাক, দুঃখ কোরো না; তোমার বয়স এখনও কম, আর জ্ঞানীজনেরা বলেন, বয়সের সাথে সাথেই জ্ঞান বাড়ে।'

'হাহ্, তোমার ব্যাপারেই তাহলে নিয়মটা উলটে গেছে, পণ্ডিত,' হুল ফুটিয়ে বন্ধুর ঘোড়ার বুকে স্পার দাবাল ল্যারি। আচমকা খোঁচা খেয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল অবলা জানোয়ারটার, সামনের দুই পা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। কর্টেয মোটেও প্রস্তুত ছিল না এই মহড়ার জন্য, উলটে পড়ার দশা হলো ওর, তাড়াতাড়ি স্যাডলহর্ন আঁকড়ে পতন রক্ষা করল। বন্ধুর দুরবস্থায় মজা পেয়ে হাততালি বাজাল ল্যারি। 'ইয়াহ্!' চিৎকার করল সে। 'ডন, আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘোড়া চালাতে জান।'

ওই মুহূর্তে জবাব দেয়ার মত অবকাশ ছিল না কর্টেযের। বুলেটকে শান্ত করে মাটি থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিল ও, তারপর তিরস্কার করল তামাশাকারীকে।

'তোমাকে পাগলাগারদেই পাঠান উচিত,' শাসনের স্বরে বলল ও। 'জান না, আমার ঘাড় ভেঙে যেতে পারত এতে?'

'এইসব গজব পাঠান হয়েছে আমাদের পরীক্ষা করতে,' বন্ধুর কিছুক্ষণ আগের কথাটাই উদ্ধৃত করল ল্যারি। 'ঠিক আছে বরাবর হয়ে যাও; যে আগে ওই বড় গাছটার নিচে পৌঁছাতে পারবে সে এক ডলার পাবে।'

'জাহান্নামে যাও। আমার ঘোড়াটাকে চমকে দিয়ে, এখন আবার দৌড়প্রতিযোগিতা করতে চাইছে। নাহ্, তোমার সাহাসের বলিহারি।'

'আমারও ঘোড়া আছে,' বুলেটের উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বলল ল্যারি।

'তাহলে ওকেই খোঁচাচ্ছ না কেন?' নিমেষে পালটা আঘাত এল।

ওস্তাদ বিরক্ত হয়েছে অনুভব করে জিভ কাটল ল্যারি, ইন্ডিয়ানদের অনুকরণে বাঁ হাত তুলে শান্তিচিহ্ন দেখাল, আবার অন্তরঙ্গ পরিবেশে যাত্রা শুরু হলো ওদের।

পরদিন দুপুর নাগাদ বিগ রকে পৌঁছাল ওরা। এই শহরটির একটিমাত্র

বিশেষত্ব আছে যার সাহায্যে সীমান্তের অন্যান্য জনবসতি থেকে আলাদাভাবে চেনা যায় একে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, প্রকৃতির উদ্ভট খেয়াল, যার কারণে এর এই নামকরণ। যতদূর দৃষ্টি যায়, যোজনবিস্তৃত সমতল প্রান্তর, আর এর ঠিক মাঝখানে আকাশছোঁয়া পর্বত—ধূসর, নগ্ন, প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য। এখানে পাহাড়টার উৎপত্তি কিভাবে হলো তা এক রহস্য, এমনকি বিজ্ঞানীরাও সমাধান করতে পারেনি, আর এর পাদদেশে বিক্ষিপ্তভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে যারা, তাদের মাথা ঘামাবার মত আরও বহু সমস্যা রয়েছে সংসারে। বড় বাথানগুলো থেকে গরু চালানের উদ্দেশ্যে রেলপথের একটা শাখা এই অখ্যাত জনপদে যেদিন এসেছে তখন থেকেই প্রাণ পেয়েছে শহরটা। গরু ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল জনবসতিতে যেমন হয়, জীবনযাত্রা এখানে তেমনি অস্থির, উত্থানপতনশীল। রাউন্ড-আপের পর যখন একের পর এক গরুর পাল আসতে থাকে উত্তেজনার স্পর্শ পায় শহরটা, ঘুমের কথা তখন কল্পনা করা যায় না। দীর্ঘদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি আর ভোগবঞ্চনার পর কাউবয়দের হাতে এ সময় ফুর্তি করার জন্য প্রচুর টাকা থাকে, দেহ মনেও থাকে ক্ষুধা—আর বিগ রকও লক্ষ্য রাখে ওদেরকে যেন নিরাশ হতে না হয়। এরপর আবার একঘেয়েমি শুধু কদাচিৎ কোন রেঞ্জ-রাইডারের আকস্মিক আগমনে বৈচিত্র্য আসে।

কর্টেয আর ল্যারি যে সময় এসেছে রাউন্ড-আপ তখনও শুরু হয়নি, শহরটা কর্মহীন সুষুপ্তি উপভোগ করছে। স্টেশন আর তার ফাঁকা খোঁয়াড়গুলোর পাশ দিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে চলে এল ওরা। সামনেই একটা কাঠের রঙচঙে দোতলা দালান। দেয়ালজোড়া সাইনবোর্ডটা সগৌরবে ঘোষণা করছে এটাই রক স্যালুন ও ড্যান্স হল। আশপাশে আরও যেসব কাঠের কেবিন আর মাটির ঝুপড়ি রয়েছে সেগুলোর মাথার ওপর দিয়ে এই দালানটা তার জরাজীর্ণ জয়ধ্বজা তুলে যেন আপন মহিমা প্রকাশ করতে চাইছে। অভ্যাগতরা তাদের বাহন বাইরের হিচ রেইলে বেঁধে ধীর পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকল।

বেশ বড়সড় কামরা, বেলোয়ারি ঝাড়গুলো খানিকটা ঝলমলে শোভাবর্ধনের চেষ্টা করেছে। দেয়ালে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বিবর্ণ আয়না আর অশ্লীল ছবি। ঘরের একপাশে দরজামুখী বারের পেছনে থরে থরে বোতল সাজান। চারপাশে চেয়ার, টেবিল আর পিকদানি ছড়ান ছিটান, বাঁ দিকে আরেকটা দরজা—নাচঘরের। বারকিপারের মুখখানা বিরাট, চওড়া হনু, নাকটা লালচে। বারের এককোণে দাঁড়িয়ে তিনজন লোকের সঙ্গে গল্প করছিল সে, নবাগতরা ঢুকতে কপালে ভাঁজ পড়ল, সন্দেহের দৃষ্টিতে জরিপ করল ওদের।

'কি চাই?' বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করল সে।

'প্রথমে ভদ্রতা,' পালটা জবাব দিল কর্টেয। 'তারপর ড্রিংক, খাবার, আর মাথাপিছু একটা বিছানা।'

নবাগতের সংকুচিত অন্তর্ভেদী চোখ দুটোর দিকে সরাসরি তাকাল বারকিপার, ওর নিজেরগুলো কেঁপে গেল; আবার যখন মুখ খুলল সে তখন তার কণ্ঠ আগের সেই ধার হারিয়েছে।

'রাস্তার ওপাশে রেস্তোরাং—আমরা খাবার বেচি না—আর আমাদের বিছানাও

সব ভর্তি,' বোতল আর গ্লাস ঠেলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল মদঅলা।

নিজের গ্লাসে পানীয় ঢালল ওরা, তারপর কর্টেয বলল, 'আমাকে একটা কাগজ আর খাম দাও।'

ইতস্তত করল বারকিপার। 'নে–' শুরু করেও থেমে গেল; এই খদ্দেরের রকমসকম তার সুবিধের ঠেকছে না। সচরাচর হম্বিতম্বি করে পার পেয়ে যায় সে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছে। আঁতিপাঁতি করে একটা দেরাজ হাতড়াল সে, প্রার্থিত বস্তুগুলো বের করল। ওগুলো নিয়ে কাছের একটা টেবিলে গিয়ে বসল কাউপাঞ্চার, চিঠি লিখে মুখ বন্ধ করল খামের। ল্যারি বারেই রয়ে গেছে, অপর তিন খদ্দেরের শীতল চাউনির জবাব দিচ্ছে। ও ভেবে দেখেছে, এরা যদি এই শহরের অধিবাসীদের প্রকৃষ্ট নমুনা হয়ে থাকে, তবে এখানে সারাক্ষণ সজাগ থাকাই শ্রেয়। চিঠি লেখা হয়ে গেছে দেখে বারকিপারের কৌতূহল জয় করল তার অপছন্দকে, জিজ্ঞেস করল, 'পোস্ট করে দিতে হবে, মিস্টার?'

'না,' উত্তর দিল পাঞ্চার, তারপর একটা সবজান্তা হাসি উপহার দিয়ে বুঝিয়ে দিল সুরাবিক্রেতার ফন্দি ধরা পড়ে গেছে।

ওরা যখন বিদায় নিল, বারটেন্ডার তার বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'ওই পরগাছাটাকে একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল সে। 'কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'চোখগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা,' বলল একজন। 'আমি হলে ওকে ঘাঁটাতাম না।'

'যাই হোক, নজর রাখা দরকার,' ঠোঁটের কোণে শয়তানিভরা হাসি ঝুলিয়ে বলল আরেকজন চর্মসার বেকার ছোকরা। 'আমি একটু ট্রেইল করব।'

স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল সে, লক্ষ্য করল তার শিকার স্টেশন-এজেন্টের অফিসের দিকে যাচ্ছে, যেটা একাধারে ডাকঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ওরা চিঠি ডাকে দেয়া অবধি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে, তারপর নবাগত দুজনকে সেই খাবারঘরে ঢুকতে দেখল বারকিপার ইচ্ছাকৃতভাবে যার নামটার বিকৃত উচ্চারণ করেছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে জেনারেল স্টোরের দিকে এগোল ওরা। আরও কিছু রসদপত্র কিনে মজুত বাড়িয়ে রাখবে, কারণ কর্টেযের ধারণা ওদেরকে বেশ কিছুদিন লোকালয়ের বাইরে আত্মগোপন করে থাকতে হতে পারে। ওরা দোকানে ঢুকছে এই সময় আরেকজন খদ্দের একজোড়া লেবেল আঁটা বোতল হাতে করে বেরিয়ে গেল। ওর পেছনে দোকানের মালিক একটা রসিকতা করে নিজের মনেই হাসল।

'বুড়ো বয়সে ভীমরতি,' বলল সে। তারপর সদ্যাগত দুই খদ্দেরের পানে ফিরে যোগ করল, 'বল দেখি, লোকটার হাতের ওই দুটো বোতলে কি আছে?'

'বিশেষ ধরনের নাকের রং,' আন্দাজ করল ল্যারি।

'হলো না, স্যার, অবশ্য খুব দূরেও নেই, হি হি,' ফোকলা গালে হাসল দোকানি। 'মাথার রঙ–হ্যাঁ, কলপ, চুল কাল করে–পেকে যাচ্ছে নিশ্চয়। ওর জন্য আমাকে আনাতে হয় নু ইয়র্ক থেকে, নিয়মিত। না, ওকে আমি কখনও দেখিনি, ওই লোকটাই এসে নিয়ে যায় প্রতিবার। অদ্ভুত না? মেয়েদেরকেও হার মানায়।'

ওরা একমত হলো ব্যাপারটা একটু অভাবনীয়ই বটে, কারণ এ দেশে

চেহারার তেমন কোন গুরুত্ব নেই; মানুষকে বিচার করা হয় তাদের কাজ দিয়ে। কর্টেয সুকৌশলে নানারকম প্রশ্ন করে হীনম্মন্যতার ওই শিকারটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করল, কিন্তু দোকানি এর বেশি কিছুই বলতে পারল না। ওরা কাজ সেরে রাস্তায় নামল।

ল্যারি বলল, 'আজব খেয়াল, ব্যাটাছেলে চুলে কলপ লাগায়।'

'অবশ্যই। তবে তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে ওই বাহকটিকে আমি চিনতে পেরেছি; ও টারম্যানের লোক,' কর্টেয বলল।

'তাহলে ওর জন্যই হবে, কিন্তু দেখে তো অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার লোক মনে হয় না।'

'যাক, এ ব্যাপারটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথা হচ্ছে, স্টেশন-এজেন্ট যদি মিথ্যে না বলে থাকে, আর আমার মনে হয় না তা বলেছে, ওরা এখান থেকে গরুর চালান পাঠাচ্ছে না। তাহলে ওগুলো দিয়ে করেছেটা কি?'

'মরুভূমির ওপাশে পাঠাচ্ছে না তো,' সন্দেহ প্রকাশ করল ল্যারি। 'আচ্ছা, আমরা আসায় ওই মদঅলা অমন খেপে গেল কেন?'

'জানি না, তবে বাজিয়ে দেখব,' হাসল ওর বন্ধু। 'আজ রাতটা ওর হোটেলে কাটানর ইচ্ছে আমার।'

স্যালুনে ফিরে এসে ঢুকতে যাচ্ছিল ওরা, আচমকা সঙ্গীকে হ্যাঁচকা টান মেরে দালানের কোনা ঘুরে গা ঢাকা দিল কর্টেয। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এক অশ্বারোহী, ঝুঁকে পড়ে আরেকজনের সাথে কথা বলছে। দ্বিতীয় লোকটা স্যালুনের কবাটটা সামান্য ফাঁক করে ধরে আছে। শ্রোতা দুজন ওদের আলাপের বিষয়বস্তু শুনতে পেল না, অশ্বারোহী হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

'ওই লোকটাই কলপ কিনল না?' ফিসফিস করে বলল ল্যারি।

'হ্যাঁ, ও আমাকে একটা আলো দেখিয়েছে,' জবাব দিল কর্টেয।

'বিধাতা বড্ড একচোখা তাই না?' অনুযোগ করল ল্যারি। 'এই যেমন তুমি, একটু আগেও অন্ধ ছিলে, আর এখন লোকজন উদয় হলো আলো দেখাতে। উফ্, লাগে, তুমি আমার পা থেঁতলে দিয়েছ।'

'দুঃখিত, তবে এবার কিন্তু তুমি আমাকে আলো দেখালে,' কর্টেয মুচকি হাসল। 'এরপর তোমার মুখ ভোঁতা হবে। এস, খোঁড়ার অভিনয়টা ভালই হচ্ছে।'

'অভিনয়? হাহ্?' উষ্মা প্রকাশ করল ল্যারি। 'বুড়ো আঙুলটাই গেছে মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করে—'

কিন্তু কর্টেয তখন পৌঁছে গেছে স্যালুনের দরজায়। বন্ধুকে একা ভেতরে ঢুকতে দিতে চায় না ল্যারি, বাধ্য হয়ে ওকেও এগোতে হলো। আসর জমে উঠতে শুরু করেছে, নাচঘর থেকে ভেসে আসছে বেসুরো পিয়ানোর আওয়াজ। দরজার সামনে খানিক আগে যে লোকটাকে দেখেছিল ওরা, এখন সে বারে দাঁড়িয়ে টেন্ডারের সঙ্গে কথা বলছে। বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন, চোখ দুটো কুঁতকুঁতে, মাংসল ঠোঁটের ওপর ঝাঁটাগোঁফের পতাকা। বারে গিয়ে দাঁড়াল কর্টেয, পানীয়ের ফরমাস দিয়ে সোজা বারকিপারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঘরের ব্যবস্থা হলো?'

'বলেইছি তো সব ভাড়া হয়ে গেছে,' রুক্ষ জবাব এল।

'হ্যাঁ, তা বলেছ–মনে আছে,' কর্টেয হাসল, তারপর ওর বন্ধুর উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এবার নিশ্চয় স্বীকার করবে তুমি, আমার কথাই ঠিক। কেমন, আমি বলেছিলাম না জো টারম্যানকে, বিগ রকের মত ওঁচা শহরে ঘোড়ার পিঠেই ঘুমাতে হবে আমাদের?'

ল্যারি কোন জবাব দিতে পারার আগেই, ঝাঁটাগোঁফ নাক গলাল। 'কিছু মনে কোরো না, তুমি কি জো টারম্যানের পরিচিত কেউ?'

'পরিচিত!' আকাশ থেকে পড়ল যেন পাঞ্চার। 'আমি তার কর্মচারী, ক্রসড ডাম্ব-বেলের।' কথাটা আপাতসত্যি, কারণ তাকে বরখাস্ত করা হয়নি এখনও, কিংবা সেও ইস্তফা দেয়নি।

শেষোক্তজনের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হলো ত্বরিত, বোতল এগিয়ে দিয়ে আন্তরিক স্বরে বলল, 'এটা উপহার। ওর নাম মিস্টার স্ক্যাফি–এই স্যালুনের মালিক।'

কর্টেযের সঙ্গে হাত মেলাল সে। পাঞ্চার তাদের নামধাম জানিয়ে পরিচয়পর্ব সম্পন্ন করল।

'জো-র লোকদের জন্য আমার দরজা খোলা,' কর্তাভজা গলায় বলল স্ক্যাফি। 'কেন, আজ সন্ধ্যায়ই তো আরেকজন ঘুরে গেল; দেখা হয়নি তোমার সাথে?'

'না, খোঁজ করিনি–ভেবেছিলাম আগেই চলে গিয়ে থাকবে,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয। 'এবারও বোধহয় জুয়ায় ফেঁসে গিয়েছিল স্টিফি।'

'যা বলেছ–বিলকুল ঠিক,' স্ক্যাফি হাসল। 'বেচারাকে এখন সারা রাত ছুটতে হবে। সময়মত পৌঁছাতে না পারলে জো আস্ত রাখবে না ওর পিঠের চামড়া।'

কর্টেযের উপস্থিত বুদ্ধি আর তস্করের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে ওর জ্ঞান দূর করল সমস্ত সন্দেহ। অচিরেই ও জানতে পারল বিগ রকে তস্কর দলপতির বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত কম নয়, ওরা তাকে না ভালবাসলেও, ভয় করে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা নজর রেখেছিল ওদের গতিবিধির ওপর, এখন সে সহাস্যে এগিয়ে এল। 'মিস্টার টারম্যানের বন্ধুরা আমাকে রডি নামে চেনে,' বলল চর্মসার বেকার। ভাঁড়ামি করে খুব দ্রুত নবাগতের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল সে। 'তারপর বল, জো-র কেমন লাগছে হ্যাচেট?' প্রশ্ন করল ভাঁড়। 'নিশ্চয়ই খুব শান্ত।'

কর্টেযের ব্যক্তিগত অভিমত, মিস্টার টারম্যানের কাছে হ্যাচেট আর যাই হোক শান্ত মনে হচ্ছে না। তবে মুখে বলল টারম্যানের খুব পছন্দ হয়েছে জায়গাটা, এত যে বাথান কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথাও ভাবছে। এ কথায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শ্রোতারা, তারপর কর্টেয আহত হওয়ার ভান করতে চুপ করল।

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' প্রশ্ন করল ও।

'আরে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা না, বন্ধু,' খাবি খেল স্ক্যাফি। 'রাগ কোরো না আমাদের ওপর, হুট করে এত বড় একটা রসিকতা, কার না হাসি পায় বল?'

'আমার বুঝতে ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু রসিকতার কি হলো এতে?' কর্টেয অবাক। তিন শ্রোতার চেহারা আবার বেঁকে-চুরে গেল। এবার ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এল স্পাইক ওরফে ঝাঁটাগোঁফ। চোখের পানি মুছে বলল :

'কেন, ওই যে তুমি বললে, বাথান কেনা-র কথা ভাবছে জো।'

'হা, হা! তা অবশ্য বলেছি,' কর্টেয যোগ দিল ওদের হাসিতে। 'যাক, হাসাতে যখন পেরেছি, ড্রিংকটাও আমার পয়সাতেই হোক। স্পাইক, ব্যবস্থা কর।'

এরপর অল্প বাজিতে পোকার খেলতে বসল ওরা। খুশি মনে স্ক্যাফি আর রডের কাছে কয়েক ডলার হারল কর্টেয কিন্তু, ওরা প্রফুল্ল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও, বিগ রকে টারম্যানের কাজকর্ম কিংবা তার স্বার্থ সম্পর্কে ও নতুন কিছুই জানতে পারল না।

'শোবে না?' মাঝরাত নাগাদ শুধাল ল্যারি।

'হ্যাঁ, আমারও খুব কাহিল লাগছে,' জবাব দিল ওর বন্ধু।

খেলায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু লাভ হয়েছিল স্যালুনকিপারের, দরাজ গলায় বলল, 'বিছানা তৈরিই আছে–তোমাদের ঘোড়া কোরালে রেখে স্যাডলগুলো নিয়ে এস।'

একতলায়, পেছনের অংশের একটা কামরায় থাকার ব্যবস্থা হলো ওদের। ভোরের দিকে হোটেলের খিড়কি দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ল্যারির, কৌতূহলী হয়ে বিছানা ছাড়ল। নিঃসাড়ে জানালা খুলে উঁকি দিল ও। শুনতে পেল সিঁড়ি ভেঙে নামছে বাড়িঅলা, তারপর হুড়কো খোলার আওয়াজ, সবশেষে, 'অ, স্টিফি, কি ব্যাপার, ফিরে এলে যে?'

'শালার গর্তে পড়ে গিয়ে ঘোড়াটার পা ভেঙে গেছে। মেরে ফেলতে হয়েছে। তারপর এই স্যাডল ঘাড়ে করে অ্যাদ্দূর হেঁটে আসছি।' বিরক্ত কণ্ঠের জবাব এল। 'মাল হবে? গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে?'

'অবশ্যই। বেচারা ঘোড়া,' আক্ষেপ করল গৃহস্বামী। 'সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তখন সঙ্গী পাবে; তোমাদের আরও দুই লোক উঠেছে এখানে।'

ওরা বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে আর কিছু শুনতে পেল না ল্যারি। কিন্তু যা শুনেছে তাতেই কান ভরে গেছে, তিলমাত্র দেরি না করে বন্ধুকে জাগাল।

'অনেক নাক ডেকেছ, এবার ওঠ–তাড়াতাড়ি ভাগতে হবে,' ফিসফিস করে বলে, আসল ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল। 'বন্ধু স্টিফি বোধহয় এখন স্ক্যাফিকে সাবধান করছে। আচ্ছা, তুমিই যে সাবাডিয়া ওরা জানে?'

'লাগতে এলে অবশ্যই জানতে পাবে,' হাসল কর্টেয।

'আহ্, ঠাট্টা রাখ,' চোখ পাকাল ল্যারি। 'তুমি নিশ্চয় মারদাঙ্গা করে পালাতে চাইছ না? ওর জানার সম্ভাবনাই বেশি, সেক্ষেত্রে এই শহরের লোকেরা দশ হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারবে না। কখন, কিভাবে পালাব, তাই বল এখন।'

'সকালের আগে না, এবং ছুটব জোরে,' বলল কর্টেয। 'নামে যেমন, স্টিফির শরীরের দশাও এখন তেমনি–বিছানায় পড়লেও আর হুঁশ থাকবে না। ওই যে, ওরা আসছে, নাক ডাকতে শুরু কর–হলো না, আরও জোরে।'

ওরা শুনতে পেল বন্ধ দরজার সামনে এসে থেমে গেল ক্ষীণ পদশব্দ, তারপর চাপা স্বরে হাসল বাড়িঅলা।

'ঘুমাচ্ছে,' বলল সে। 'ঘাবড়িয়ো না–সকাল হলেই টুঁটি চেপে ধরব বাছাধনদের।'

আরও আধঘণ্টা পর যখন আবার নীরব হয়ে গেল সারা বাড়ি, জানালা খুলে বাইরে মাথা গলাল কর্টেয, তারপর দুহাতে চৌকাঠ ধরে ঝুলে নিঃশব্দে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। এবার ওদের স্যাডলগুলো নামিয়ে দিল ল্যারি, তারপর ওস্তাদের পথ অনুসরণ করল। সাবধানে লিটার ক্যান আর আবর্জনার পাশ কাটিয়ে ওরা কোরালে গেল। মনিবদের পরিচিত ইশারা চিনতে পারল অনুশীলন পাওয়া ঘোড়া দুটো, কোনরকম গোল বাধাল না। শহর থেকে বেরিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে হ্যাচেটের দিকে ছুটল ওরা, বরাতজোরে সমূহ বিপদ এড়াতে পেরে শোকর আদায় করল।

'হ্যাঁ, পিছু ওরা অবশ্যই নেবে, তবে আমরা বেশ এগিয়ে আছি, এখন যদি ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ি হয়তো বোকা বানাতে পারব,' মন্তব্য করল কর্টেয।

তাই করল ওরা, পাথুরে একটা জমি বেছে নিল যেখানে খুরের দাগ পড়বে না, তারপর সেই পথে কিছুদূর এগোতে যখন একটা ঝরনা পড়ল, পানি ভাঙল আরও আধমাইল।

'আর মনে হয় নাগাল পাবে না,' বলল ল্যারি। এখন ওরা ঝরনার পাড়ে উঠে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে, সামনেই দূরবিস্তৃত প্রান্তর, সবুজ ঘাসে ছাওয়া।

কিন্তু যতটা ভাবছিল আসলে ততটা এগিয়ে নেই ওরা, কারণ মিস্টার স্ক্যাফির অর্থলিপ্সা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুটোই ওরা ছোট করে দেখেছে। হ্যাচেটের কর্টেযের আসল পরিচয় জানতে পেয়েছিল স্টিফি, এটা এখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে ওখানে। তাই বাড়িঅলা যখন ওর কাছে জেনেছে তার নিরীহ ছাতের তলায় সে একজন কুখ্যাত আউট-লকে বাগে পেয়েছে তখনই তার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। ফলে অতিথিরা সংগোপনে চলে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পর, ওরা তখনও আছে নিশ্চিত হতে চুপিসারে নিচে নেমে আসে সে। কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে ধড়াস করে ওঠে ওর বুক, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে খাঁচা খালি। পুরস্কারের টাকাগুলো হাতছাড়া হতে চলেছে মনে হতেই তক্ষুণি মাথা গরম হয়ে যায় ওর, তারস্বরে গাল দেয়–নিজেকেই।

'বেশিদূর যেতে পারেনি; আরও দু-তিনজনকে জোগাড় কর, আমরা ওদের পাকড়াও করব,' মর্মান্তিক সংবাদটা শুনে পরামর্শ দেয় স্টিফি।

ফলে পলাতকরা যখন অলসগতিতে ছোট্ট একটা মালভূমি অতিক্রম করার সময় পেছনে তাকাল, সাত-আট মাইল দূরের একটা খাঁজের মাথায় পাঁচটা চলমান বিন্দু চোখে পড়ল ওদের। চকিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু ওদের বুঝতে অসুবিধে হলো না ওরা ধাওয়াকারীদের নজরে পড়ে গেছে।

'আমরা দুজনই মাথামোটা–বোঝা উচিত ছিল বাড়িঅলার শান্তি হবে না,' কর্টেয আক্ষেপ করল। 'অবশ্য মোটে পাঁচজন।'

'পেছনে আরও থাকতে পারে।'

'মনে হয় না, পুরস্কারটা ওরা বেশি বাটোয়ারা করতে চাইবে না। যাই হোক, ওদের ভাগাতে হবে; ট্রেইল করতে দেয়া যাবে না সারাক্ষণ।'

জোরকদমে ছুটে ওরা একটা দীর্ঘ অথচ সংকীর্ণ গিরিখাতের সামনে এসে থামল। দুপাশে খাড়া দেয়াল, বেড়ালজাতীয় প্রাণী কিংবা কীটপতঙ্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। নিচের বালুতে অজস্র ছোটবড় পাথর ছড়ান ছিটান। বোঝা যায় একসময় এখানে নদী ছিল। সামনের দিকে কোন ঝোপঝাড় না থাকায় লুকিয়ে কাছে আসতে পারবে না কেউ।

'কানা না হলেই রক্ষে,' দুপাশের সুউচ্চ পাহাড়চূড়া দুটোর দিকে একঝলক তাকিয়ে মন্তব্য করল ল্যারি। 'না হলে আবার ডানা লাগবে আমাদের।'

'পেয়েও যেতে পারি, যদি ওরা গুলি ছুঁড়তে জানে,' গম্ভীর স্বরে বলল ওর বন্ধু।

'তোমার সবতাতেই ইয়ে, কুকথা লেগেই আছে মুখে, না!' ল্যারি হাসল।

গিরিখাত ধরে বেশ কিছুদূর এগোল দুই পলাতক যেন প্রতিপক্ষকে অনেকটা ভেতরে নিয়ে আসতে পারে, তারপর আচমকা একটা বাঁক ঘুরেই রাশ টানল।

'ওই যে—ওই জায়গাটাই,' কতকগুলো পাথরচাঁইয়ের মাঝে ঝোপঝাড় দেখিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ল্যারি। কাছে গিয়ে জায়গাটা জরিপ করে সন্তুষ্ট হলো ওরা, পাহাড়ের একটা কোনা বের করা দেয়ালের পেছনে ঘোড়া বেঁধে, গোড়ালিতে ভর দিয়ে ওত পেতে বসে রইল ধাওয়াকারীদের জন্য।

'ওই বাঁকটা ওরা পেরোলেই আমরা অন্তত দুটোকে ফেলে দিতে পারব, তাহলেই বাপ-বাপ করে পালাবে বাছাধনেরা,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল ল্যারি। 'একদম সোজা।'

'লজ্জা করে না তোমার,' ধমক দিল কর্টেয। 'না, সিনর; সাবধান করব আগে; আমি অ্যামবুশ করি না।'

'ওরে আমার নীতিঅলা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ল্যারি। 'জানো না, ওরা পাঁচজন? আমরা বিগ রকে বসে থাকলে ওরা বুঝি সাবধান করত আমাদেরকে?'

'কুকুর কামড়ালে কি মানুষকেও তা-ই করতে হবে,' যুক্তি দেখাল কর্টেয। 'আমরা দুটো ঘোড়া ফেলে দেব, তাতেও যদি না শোনে, তখন দেখা যাবে।'

'আশ্চর্য,' আপমনে ভাবল ল্যারি, 'এই লোককেই কিনা সবাই বলে নিষ্ঠুর খুনী!'

বড় বড় দুটো পাথরচাঁইয়ের আড়ালে বসে অপেক্ষা করছে ওরা, রাইফেল তৈরি। গিরিখাতের ভেতরটা ঠাণ্ডা এখনও, কিন্তু জানে সূর্য যখন মাথার ওপর চলে আসবে, অসহনীয় হয়ে উঠবে ওদের অবস্থা। পথে ঝরনা থেকে ক্যান্টিন ভরে নিয়েছে, এখন সেগুলো গোলাগুলির আওতার বাইরে রাখা আছে; লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হলে পানির দরকার হবে ওদের।

'খুব দেরি করছে—নিশ্চয় আস্তে আসছে ভীষণ,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ল্যারি।

কথাগুলো ওর ঠোঁট থেকে সবে বেরিয়েছে এই সময় ধাবমান খুরের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল, বালুতে অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে, তারপরই বাঁকের মাথায় এসে পড়ল অশ্বারোহী দল, স্ক্যাফি আর ক্রসড ডাম্ব-বেলের প্রতিনিধি সামান্য এগিয়ে রয়েছে। তীক্ষ্ণ শব্দে গর্জে উঠল দুটো রাইফেল, গিরিখাতের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি শোনা গেল তার, ধূলিশয্যা নিল

দলনেতাদ্বয়ের ঘোড়া দুটো, ছিটকে পড়ল আরোহীরা। অন্যরা চকিতে ঘুরিয়ে ফেলল তাদের সন্ত্রস্ত বাহনগুলো, পিছিয়ে বাঁকের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় নিল। বাড়িঅলা আর তার ভূপাতিত সঙ্গী কাঁকড়ার মত বুকে হেঁটে চলে এল নিহত ঘোড়া দুটোর পেছনে, আক্রমণকারীদের উদ্দেশে অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে প্রাথমিক আতঙ্ক খানিকটা সামলে উঠেছিল বাকি তিনজন, তারাও এবার কার্তুজ অপচয়ে উপগত হলো। কিন্তু অন্য তরফ থেকে সাড়াশব্দ এল না কোন।

'বেপরোয়া হয়ে উঠবে ওদের একজন, নিশানা করার মত একটা সুযোগ দেবে আমাদেরকে,' কর্টেয ভবিষ্যদ্বাণী করল। 'বাজি লাগাতে পার, স্টিফি বাঁয়ের ওই পাথরটার পেছনে যাওয়ার চেষ্টা করবে; আড়াল হিসেবে মরা ঘোড়া নিরাপদ না।'

তস্করও বোধহয় ভাবছিল এরকমটাই, আচমকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে, কর্টেয দশ গজ দূরের যে পাথরটার কথা বলেছিল সেটার উদ্দেশে ছুটে গেল। প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ও, এই সময় গুলি করল কর্টেয। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল স্টিফি, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল।

'লাগাতে পারনি,' জিভ দেখাল ল্যারি, 'আমারও গুলি করা উচিত ছিল।'

'ছাই বুঝেছ,' বলল লক্ষ্যভেদী। 'যেখানে তাক করেছিলাম সেখানেই লাগিয়েছি—বাঁ পায়ে।'

'হাহ্, জায়গাটাকে হাসপাতাল বানাতে চাও নাকি? কবর বানান কিন্তু আরও সোজা—এবং নিরাপদ।'

'বটতলার উপন্যাসই তোমার মাথাটা খেয়েছে। বল দেখি, এবার বন্ধু স্টিফিকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে কিনা বন্ধু স্ক্যাফি?'

'দশ ডলার বাজি—যাবে না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ল্যারি।

'তোমার টাকা খুব সস্তা মনে হয়,' তিরস্কার করল কর্টেয। 'ঠিক আছে, হয়ে যাক বাজি। ওই দেখ, যাচ্ছে।' বলতে বলতে গুলি ছুঁড়ল ও এবং বাড়িঅলা একটা আর্তচিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে তারপর হামা দিয়ে স্টিফি যে পাথরটার আড়ালে বসে কোকাচ্ছিল সেখানে গিয়ে ঠাঁই নিল। 'তোমার টাকাটা গচ্চা গেল বলে দুঃখিত, কিন্তু উপায় ছিল না। ওর ডান পা গেছে, তবে দুজনের মিলিতভাবে অক্ষত আছে এক জোড়া।'

'কি আর করা, তুমি যখন—' শুরু করছিল বিরক্ত অপব্যয়ী।

'চুপ কর,' ভর্ৎসনা করল কর্টেয। 'তোমার যখন বয়স হবে তখন বুঝবে, স্ক্যাফির মত লোকেরাও অনেক সময় মহৎ আচরণ করে। এখন বল, এবার কি করবে ওরা?'

ঝড়ের বেগে একঝাঁক গুলি ছুটে এসে জবাব দিল এ প্রশ্নের। যে দুটো পাথরের পেছনে লুকিয়ে আছে ওরা, বুলেটের আঘাতে সেগুলোর চলটা উঠে গেল কয়েক জায়গায়।

'ওদের মতলব কি—পাথরটা উড়িয়ে দিতে চায় নাকি?' পাথর-কুচির ঘষায় গাল ছড়ে যেতে হতবুদ্ধি হয়ে বলল ল্যারি। 'এরকম চলতে থাকলে সর্বনাশ হতে

বেশিক্ষণ লাগবে না।'

অবিরাম গুলিবর্ষণের মুখে মাটি কামড়ে পড়ে রইল ওরা। হঠাৎ একটা বুলেট ল্যারির ছড়ান দুই পায়ের মাঝখানে পড়ল। সভয়ে পা গুটিয়ে নিল কাউবয়, সেঁটে গেল পাথরের সাথে।

'নিশ্চয় বেলুন আছে ওদের সঙ্গে,' আঁতকে উঠল ও।

আরেকটা গুলি হলো, উড়িয়ে নিয়ে গেল ল্যারির হ্যাট-ব্রিমের খানিকটা। আর একচুল নিচে লাগলে টুপির মালিকেরই প্রাণপাখি উড়ে যেত।

'চমৎকার টিপ,' বিড়বিড় করে বলল কর্টেয।

'হাহ্! তাই মনে হচ্ছে, না?' ক্ষোভ প্রকাশ করল ল্যারি।

'আরেকটু হলেই তো একা হয়ে যেতে। শালার পাথরটা বোধহয় ছোট হয়ে গেছে।'

'আমাদের ওপর চড়াও হচ্ছে ওরা,' ব্যাখ্যা করল কর্টেয। 'গুলিবর্ষণের সুযোগে একজন ওপাশের বড় গাছটাতে চড়ে বসেছে। ও-ই লোকই এখন বেছে বেছে মারছে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ কর তুমি; তারপর আমি ব্যবস্থা করছি।'

'ইচ্ছে হয় তুমি কর; আমার শখ নেই,' ঝামটা মারল ল্যারি। 'ওই শালার হাতের টিপ দারুণ।'

নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণ রাজত্ব করল গিরিখাতের ভেতর, দুপক্ষই চাইছে অন্যরা আগে চাল দিক। তারপর গাছের মগডালে ধোঁয়া দেখা গেল খানিকটা, কর্টেযের টুপি উড়ে গেল মাথা থেকে। চোখের পলকে ওই ধোঁয়া বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল ও, সজোরে ঝাঁকি খেল বিক্ষুব্ধ ডালপালা, একটা ভারি দেহ নিচে পড়তে শুরু করল হাত-পা ছড়িয়ে, মাঝপথে ওকে লুফে নিল আরেকটা বিরাট ডাল।

'খতম,' কাষ্ঠ হাসি হাসল ল্যারি।

একজন সঙ্গী হারিয়ে মনোবল ভেঙে গেল শত্রুপক্ষের। যে পাথরচাঁইটি আশ্রয় দিয়েছে স্ক্যাফিকে, তার পেছন থেকে রাইফেলের নল উঁকি দিল, মাথায় একটা সাদা নোংরা রুমাল বাঁধা। তারপর কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল :

'তোমরা যেতে পার; আমরা বাধা দেব না।'

'তোমাদের দয়া,' চেঁচিয়ে পালটা জবাব দিল কর্টেয। 'তোমরাই বরং চলে যাও। আমরা আরামে আছি, বাধা দেব না তোমাদের,' আগের বক্তার সুর নকল করল ও।

একটা জঘন্য খিস্তি শোনা গেল ওপাশে, তারপর রাইফেলে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল বাড়িঅলা। ওর পেছনে স্টিফি। মৃত ঘোড়ার শরীর থেকে নিজেদের জিন আর লাগাম খসিয়ে নিয়ে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলো ওরা। দশ মিনিটও কাটেনি, বড় গাছটার তলায় আবার দেখা গেল ওদের, দুটো ঘোড়ার পিঠে দুজন করে সওয়ারি, অন্যটার প্রয়োজন হচ্ছে লাশ বইতে। শিগগিরই গাছ থেকে সঙ্গীর মৃতদেহ নামাল ওরা, আড়াআড়িভাবে স্যাডলে চাপিয়ে বেঁধে দিল যাতে পড়ে না যায়। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বিজয়ীরা, তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে এল গুপ্তাশ্রয় থেকে। ওদের শঙ্কিত হবার কারণ ছিল না,

বাঁকের কাছে গিয়ে দেখতে পেল বিফল বাউন্টি-শিকারীরা ফিরে যাচ্ছে বিগ রকের উদ্দেশে।

'শিক্ষা না পাক, দুঃখ অন্তত পেয়েছে ওরা,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'পেট ভরে গেছে নিশ্চয়।'

'পেটের কথা যখন উঠলই,' ফোড়ন কাটল কর্টেয, 'আমাদেরগুলো যে খালি তা বুঝতে পারছি। বাজে না বকে, খেতে খেতে গল্প করলে কেমন হয়?'

'খাওয়ার সময় গল্প? আমি? তাও আবার তোমার সাথে?' ল্যারির মাথায় যেন বাজ পড়ল। 'কিছু টের পাবার আগেই যার প্লেট সাফ হয়ে যায়।'

বন্ধুর সমালোচনায় মুখ টিপে হাসল কর্টেয, তারপর যখন ধুলোবালু থিতিয়ে গেল নাস্তা খেতে বসল ওরা।

আট

দিন কতক পর ক্রসড ডাম্ব-বেলে দুজন অতিথি এল। তবে সেটা জানল কেবলমাত্র ফোরম্যান। অন্ধকার ঘনিয়ে যাওয়ারও বেশকিছু পরে, টারম্যান আর পোকার পিট উপস্থিত হয়েছে এসে; ঝোপের ভেতর নিজেদের ঘোড়া বেঁধে সবার অগোচরে জেফের বাসায় ঢুকেছে। এখানেই সে প্রথম বিগ রকের ঘটনা সম্পর্কে জানল।

'আশ্চর্য না, কেমন কপাল লোকটার?' গাল বকে মন্তব্য করল পিট। 'ওয়াই যেডে পাকড়াও করলাম, কিন্তু ওই বোকা মেয়েটা সর্বনাশ করল, তারপর এবার–বিগ রকের গর্দভগুলো লেজগোবরে করে ছেড়েছে। আমার ধারণা ছিল স্ক্যাফিটার মাথায় অন্তত ঘিলু আছে।'

'কপাল-টপাল সব ফালতু, ওর সঙ্গে লড়তে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না,' টারম্যান বলল। 'বুদ্ধির খেলায় হারাতে হবে। কোথায় আছে আন্দাজ করতে পার কিছু, জেফ?'

ফোরম্যান এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। 'ছায়াটাও দেখিনি,' বলল সে। 'তবে বেশিদূরে নেই বাজি ধরে বলতে পারি।'

'যে করেই হোক খুঁজে বের করতে হবে; ক্যালিফোর্নিয়াকে লাগাও, বলবে এখান থেকে ওয়াই যেড অবধি আনাচকানাচ সব চষে ফেলতে। যদি কর্টেযের ক্যাম্প খুঁজে পায়, ভালমানুষ সেজে গিয়ে বলবে এখানে আশা করা হচ্ছে ওকে, মাথায় আঘাত করার ব্যাপারটা গরিলার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছাড়া অন্যকিছু নয়। তারপর, এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কথাচ্ছলে জানাবে ওয়াই যেডের মালিক সায়মন সম্পর্কে একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেছে, এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছে সে–ওর আসল নাম প্যাটারসন। এতে যদি সিনর কর্টেয খুনের নেশায় ওয়াই যেডে ছুটে না যায়, তাহলে আমি একটা গাধা। আমেরিকায় আসার পর থেকেই প্যাটারসনকে খুঁজছে ও।'

'কেন?' একযোগে প্রশ্ন করল দুই শ্রোতা।

'সে এক বিরাট কাহিনী। সংক্ষেপে বলছি, কর্টেযের দাবি ওর পালক বাপকে প্যাটারসন পথে বসিয়েছে। অবাক কাণ্ড, যাকে খুন করতে চায়, তার কাছেই কাজ নিয়েছিল।'

'কিন্তু মেয়েটার প্রতি ওর দুর্বলতা আছে, তাই ওর বাপকে মারবে না,' স্মরণ করাল পোকার।

'এক্ষেত্রে ওইসব আবেগ-টাবেগ খাটবে না,' টারম্যান হাসল, মেপে কথা বলাই তার অভ্যাস। 'মোট কথা, বুড়োর কাছে যদি আসে, গুলিটা ও-ই করেছে বলে ধরে নেয়া হবে।' শ্রোতাদের চেহারায় উপলব্ধির ছাপ ফুটতে ভাঁজ পড়ল তার গালে। 'তারপর পাকড়াও করব ওকে, ওই সময় আমরাও বিশেষ কাজে হাজির থাকব ওয়াই যেডে—দুটো ঝামেলাই শেষ করব একসাথে।'

'আর মেয়েটা যখন জানবে কর্টেযই হচ্ছে ওর বাবার খুনী, তখন আর ওকে ছেড়ে দেবে না ও,' বলল পোকার পিট। 'সত্যি, তোমার তুলনা হয় না, জো, মতলব ভাঁজতে পার বটে। তবে ব্রেইনকে নিয়ে বোধহয় একটু অসুবিধে হবে—মেয়েটার ব্যাপারে।'

কুৎসিত হাসি হাসল টারম্যান। 'আমার পেছনে লাগবে বলছ তো? ব্রেইনের যা পাওনা তা সে শিগগিরই পেতে যাচ্ছে।'

'ফ্রাইং প্যানের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান।

'মালিককে গররাজি মনে হচ্ছে,' জবাব দিল ধনকুবের। 'আমাদের বোধহয় ওর সম্পত্তির মূল্যটা আরেকটু কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে, তবে ওদিকে পরে নজর দিলেও চলবে; আগের কাজটা আগে সারব। ওয়েস্টকে তুমি নামিয়ে দাও মাঠে, কিন্তু যতটা না বললেই নয় তার বেশি বলতে যেও না—কর্টেযের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

আরও দু-চারটে সাধারণ নির্দেশ দিয়ে জুয়াড়িকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এল সে, দুজনে ঘোড়ায় চেপে হ্যাচেট-স্ ফলি অভিমুখে ফিরতি পথ ধরল।

জেফ যে সময় নিজের অভিমত দিয়েছিল ক্রসড ডাম্ব-বেল র‍্যাঞ্চ-হাউস থেকে বেশি দূরে নেই সাবাডিয়া, তার অনুমানে ভুল হয়নি। কারণ তখন মাইল দুয়েকের ভেতরেই অবস্থান করছিল কর্টেয আর ল্যারি। বিগ রক থেকে ফিরে ওই এলাকাতেই ঘোরাফেরা করছে ওরা। উদ্দেশ্য, মার্কা বদলাবার পর চোরাই গরুগুলো কোথায় যায় তা জানা। অবশেষে ধৈর্যধারণের ফল ওরা পেল। একদিন সকালে চারজন তস্কর, যাদের একজন গরিলা, ছোটখাট একটা গরুর পাল নিয়ে রওনা হলো গুপ্ত উপত্যকার দিকে যেখানে একসময় কর্টেয নিজেও মার্কা বদল করেছিল।

ওদের গন্তব্য কোথায় আন্দাজ করে কর্টেয আর ওয়াই যেডের পাঞ্চার ঘোরাপথে সেই উপত্যকার দিকে এগোল। যখন সেখানে পৌঁছাল ওরা, মার্কা বদলের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উপত্যকার ঢালে ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় রইল ওরা। বেশিক্ষণ বসতে

হলো না.-ছোট্ট কোরাল থেকে মার্কা বদলে শেষ বলদটা সগর্জনে ছুটে বেরোতেই আবার গরুগুলো জড় করল তস্কররা, উপত্যকার শেষপ্রান্তের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। আড়াল থেকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

উপত্যকার দেয়ালের একটা ফাটল গলে দীর্ঘ চড়াই বেয়ে গাছ পালায় ছাওয়া বড়সড় একটা মালভূমিতে উঠে এল গরুর পাল। এখানে অনুসরণকারীদের চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা, তবে বহু ব্যবহৃত চওড়া ট্রেইলে ওদের চলাচলের দাগ থাকায় পিছু নিতে অসুবিধে হলো না। মাইল কয়েক গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আচমকা ঝপ করে নিচে নেমে গেল পথটা। বিক্ষিপ্ত কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া জঙ্গল ওখানেই শেষ হয়ে গেছে।

'খোদা!' হর্ষধ্বনি করল কর্টেয। রাশ টেনে চট করে ওর পাশে চলে এল ল্যারি। 'লুকাবার জায়গাই বটে একখানা।'

ট্রেইলটা শুরুতে খাড়াভাবে নেমে পরে ক্রমশ ঢালু হয়ে আরেকটা উপত্যকার প্রবেশমুখের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ যাবৎ এই তল্লাটে যতগুলো দেখেছে ওরা, তার মধ্যে এটাই সবথেকে বড়: দৈর্ঘ্যে কয়েক ক্রোশ, প্রস্থে মাইলখানেক। পুষ্ট ঘাসে ছাওয়া, উইলো আর কটনউডের ঝাড় প্রমাণ করে পানি আছে। অন্যান্য উপত্যকা যেমন, যতদূর দেখতে পেল ওরা, এর সেরকম কোন ঢালু পাড় নেই, খাড়া পাথুরে দেয়ালে অবরুদ্ধ। ওরা দেখল একটা ফাটলের ভেতর দিয়ে গরুবাছুরসহ ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে চার তস্কর, উপত্যকার তৃণভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও অনেক। দৃষ্টি বিনিময় করল দুই বন্ধু, দুজনের মনেই এক চিন্তা। ল্যারিই সেটা প্রকাশ করল:

'দেশটা যেন গরুচোরদের জন্যই তৈরি,' বলল সে। 'ওগুলো রেখে দিয়েছে কেন—হাজারখানেকের বেশি গরুবাছুর হবে।'

'ওগুলো বোধহয় ওদের লুটের মালের একটা অংশ,' কর্টেয জবাব দিল। 'টারম্যান যখন ওয়াই যেড আর ফ্রাইং প্যান কবজা করবে, এগুলো সে কিনে নেবে। বাথানগুলোই ওর লক্ষ্য, গরু চুরি করাচ্ছে সস্তায় সম্পত্তি দুটো কিনতে, তাছাড়া কর্মচারীদের বেতন আছে। মারাত্মক চক্রান্তে মেতেছে টারম্যান, খেলা শেষ হলে নিজের লোকদের পিঠেও ছুরি বসাতে দ্বিধা করবে না।'

'আমরা কি করব এখন?' ল্যারি প্রশ্ন করল।

'একটুও নড়বে না: গুলি করব,' অদূরে একটা ঝোপের ভেতর থেকে কর্কশ নির্দেশ ভেসে এল।

স্পারের ছোঁয়ায় শূন্যে উঠে গেল ল্যারির ঘোড়া, ঠিক একই সময়ে কর্টেযের ঘাড় ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ধোঁয়া লক্ষ্য করে তড়িৎগতিতে পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল পাঞ্চার। আর্তনাদ শোনা গেল একটা, তারপর ডালপালা ভেঙে হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল কেউ একজন। ওরা বুঝতে পারল ওদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। উদ্যত পিস্তলহাতে পরবর্তী আক্রমণের অপেক্ষায় রইল দুই পাঞ্চার, কিন্তু আর কিছুই ঘটল না। নেমে ঝোপের ভেতর ঢুকল ওরা। সামনেই হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে গরিলা—কপালের মাঝখানে নিখুঁত একটা গর্ত, চোখ উলটে গেছে, ঠোঁটের কোণে ভাঙাচোরা বিদ্রূপের হাসি।

'আমরা অসাবধান হয়ে পড়ছি, ল্যারি,' বলল কর্টেয। 'আমাদের চোখে পড়া উচিত ছিল, উপত্যকায় ঢোকার সময় মাত্র তিনজন লোক রয়েছে গরুবাছুরের সঙ্গে, তাহলেই বুঝতে পারতাম ট্রেইলের ওপর নজর রাখছে আরেকজন। এটাকে গায়েব করে ফেলতে হবে'–ভূলুণ্ঠিত লাশটা দেখাল ও– 'নইলে কারো জানতে বাকি থাকবে না ব্যাপারটা।'

দুই পাথরের মাঝখানে একটা গভীর গর্তের ভেতর রচিত হলো গরিলার অন্তিমশয্যা। ওপরে বালু আর পাথর চাপিয়ে সুরক্ষিত করা হলো সেটা, যেন হিংস্র প্রাণিকুল লাশ টেনে বের করতে না পারে। কাছেই একটা গাছের সাথে বাঁধা ছিল ওর ঘোড়া, ওরা সেটা ছেড়ে দিল। উপত্যকার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখল ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে; বুঝতে পারল গুলির আওয়াজ পায়নি তস্করর‍া, ফেরার আগে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করছে।

'পরগাছাটার কাছে কিছু ঋণ ছিল আমার, তবে বুঝতে পারিনি সেটাই শোধ করছি,' মৃদু হাসল কর্টেয। 'দুনিয়াটা ভারি অদ্ভুত। ওর কোন ক্ষতি করিনি আমি, অথচ প্রথম দর্শনেই ও আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। চল, যাই।'

'কোথায়?' ল্যারি জিজ্ঞেস করল।

'ফ্রাইং প্যান। সময় থাকতে লিমিংকে জায়গাটার খোঁজ দিতে হবে–যদি মরে যাই।'

'সবসময় তুমি খারাপ দিকটা চিন্তা কর আগে, না? ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে, আমরা যাব বদমেজাজের কাছে; অন্তত মুখরোচক খাওয়া পাব তো।'

কর্টেয হাসল। 'তোমার সবসময়ই পেটের চিন্তাটাই আগে, না?' বলল। 'যাওয়ার পথে আমার ক্লেইমটা ঘুরে যাব একবার।'

'তোমার কী?' কাউবয় চেঁচিয়ে উঠল।

'আমি কালা নই, দূরেও নেই,' তিরস্কার করল অপরজন। 'জান না, সোনার খনি আছে আমার? যদি ভাল হয়ে চল–'

কিন্তু ল্যারি ওর বন্ধু, আর তার সোনার খনি দুটোকেই জাহান্নামে যেতে বলে, ছুটে চলে গেল আগে। মন্থরগতিতে অনুসরণ করল কর্টেয, কৌতুকে নাচছে ওর চোখ। কয়েক ঘণ্টা পর অল্পক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করল ওরা, বাসি বেকনসহযোগে মধ্যাহ্নভোজন সেরে আবার পথে নামল। খনির সরঞ্জামগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল ওদের, ভীষণ ক্লান্ত বলে তক্ষুণি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে যখন জেগে উঠল ল্যারি, দেখতে পেল ওর বন্ধু অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে তাওয়ায় ভাজছে কিছু, বেকনের চেয়েও সুস্বাদু কোন খাবারের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তড়াক করে উঠে বসল সে, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল।

'ট্রাউট, মাশাল্লা,' খুশিতে আত্মহারা হলো কাউবয়। 'কোথায় পেলে, ডন?'

'ঘাসের মধ্যে, বুদ্ধু কাঁহিকা,' হাসল অপরজন। 'জান না, সকালে মাছ পোকামাকড়ের খোঁজে পাড়ে আসে।'

'আর চালাক পোকামাকড়রা ওই সময় ওদের খেতে পানিতে নামে,' যোগ করল আরেকটা গলা। ওরা চোখ তুলে দেখল ওয়েস্ট মিটিমিটি হাসছে ওদের

দিকে তাকিয়ে। 'হ্যালো, কর্টেয,' বলল সে। 'এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ গন্ধ পেলাম মাছের। তিনজনের হবে না?'

'স্বচ্ছন্দে, তবে চার হলে টান পড়বে,' ইঙ্গিতপূর্ণ জবাব দিল পাঞ্চার।

'গির্জায় শয়তান যেমন, আমি তেমনি একা, আবার তোমার দেখা পেয়ে খুব ভাল লাগছে,' বলল ক্যালিফোর্নিয়া। 'ব্যাপার কি? বাথানে ফিরে যাওনি কেন?'

কথা শেষ করে নামল ও, ঘোড়া বেঁধে বসল আগুনের পাশে। অপর দুজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে। এই সাক্ষাতে ও আন্তরিকভাবেই আনন্দিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে ও জানে না ওয়াই যেডের পাঞ্চারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছিল।

'কেন তুমি জান না?' খাবার এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'কানাঘুষা শুনেছি, তবে আসল ঘটনাটা কি জানি না,' জবাব দিল অতিথি। 'জেফ বলছে, বাড়ি ফেরার আগে পর্যন্ত ও জানত না তুমি নেই; তারপর শুনলাম ওয়াই যেডের একজন আঘাত করে ফেলে দিয়েছে। তারপর খবর এল তুমি মারা যাওনি, তবে তোমাকে বন্দী করেছিল ওরা, কিন্তু পরে তুমি পালিয়ে গেছ। আর মার্শাল রাগে নিজের নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে।'

'গরিলা মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে দিয়েছিল, ওয়েস্ট,' কর্টেয ব্যাখ্যা করল।

'ছিঃ!' ধিক্কার দিল ক্যালিফোর্নিয়া। 'হয়তো সেরকমই হুকুম ছিল ওর ওপর, আবার তা নাও হতে পারে, সত্যি-মিথ্যা জানি না–তবে লোকটা ভীষণ কুচুটে। তোমার মনে আছে না, মাকড়সাকে তুমি মারলে, সবাই খুশি হলো–একমাত্র গরিলা ছাড়া। আমারও সন্দেহ হয়েছিল একটা, সেজন্যেই সাবধান থাকতে বলেছিলাম তোমাকে।'

'মনে আছে,' কর্টেয উত্তর দিল। 'জেফ তোমাকে পাঠিয়েছে আমার খোঁজে?'

'দূর! বললামই তো, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। তোমাকে খুঁজছি না আমি, আর ওই দশ হাজার ডলারও না; টাকার ওপর আমার কোন লোভ নেই।' একটা সিগারেট বানাল ওয়েস্ট, তারপর যেন কথার পিঠে বলছে এভাবে মন্তব্য করল, 'বুড়ো সায়মনের ব্যাপারটা ভারি আজব।'

'মানে?' দুই শ্রোতাই প্রশ্ন করল।

'হ্যাচেটের মানুষরা তো ভীষণ মজা পেয়েছে,' হাসল তস্কর। 'তোমার আসল নাম জেনে ও এমন আচরণ করছিল যেন গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। আর এখন শোনা যাচ্ছে ওর নাম পিটার বা সায়মন কোনটাই না।' সিগারেটে কষে একটা টান দিল সে, তারপর ধীরে-সুস্থে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'নাম বদল এসব অঞ্চলে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কোন দোষের না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে লোক নিজেই তা করেছে অন্যের বেলায় তার অভিযোগ করা সাজে না।'

'ঠিক,' একমত হলো কর্টেয। 'তাহলে বুড়ো সায়মনকে এখন আমাদের কোন্ নামে ডাকতে হবে?'

'ওর আসল নাম নাকি লেস প্যাটারসন–লেস মানে লেসলির সংক্ষেপ,' দায়সারা জবাব এল, কিন্তু বক্তার চোখ অপরজনকে পর্যবেক্ষণ করছিল। নম্র

নিপট কৌতূহল ছাড়া অন্যকিছু দেখতে পেল না সে।

'বুড়ো বর্ণচোরা—নিজের ওপরই ওর ঘেন্না হওয়া উচিত,' পাঞ্চার তার মনোভাব প্রকাশ করল। 'আল্লা মালুম, কত শেরিফ খুঁজছে ওকে?'

ওয়েস্ট হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, যদিও সন্দেহ হচ্ছে অপরজন ধোঁকা দিচ্ছে ওকে। নির্দেশমত সে তথ্যটা ফাঁস করেছে। কর্টেযের কাছে এর গুরুত্ব কতটুকু না জানলেও, আশা করেছিল একটা কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে। সুকৌশলে প্রসঙ্গ পালটাল সে।

'আমি কি তাহলে জেফকে বলব, তুমি আর ফিরে আসছ না?'

'না, বলবে যাব—পরে,' মৃদু অর্থপূর্ণ হাসি ফুটল কর্টেযের মুখে।

অস্বস্তি বোধ করছিল ওয়েস্ট। পাঞ্চারকে পছন্দ করে ও, কিসের বিরুদ্ধে সাবধান করতে হবে জানা থাকলে ওকে হুঁশিয়ারও করত, কিন্তু বাস্তবে দলে সে একটা নগণ্য লোকমাত্র, যেসব দুর্বৃত্ত চক্রান্ত করে তাদের হাতের পুতুল—হাতিয়ার। তাই মুখে শুধু বলল, 'একটা কথা মনে রেখ ওখানে তোমার একজন বন্ধু আছে।'

'থাকবে—এমনিতেই আমার বন্ধুসংখ্যা কম,' স্মিত হাসল সাবাডিয়া।

অতিথি যখন ঘোড়ায় চেপে বিদায় নিল, কর্টেয বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে, অপ্রত্যাশিতভাবে যে চাঞ্চল্যকর খবরটা পেয়েছে সেটার ব্যাপারেই ভাবছে। নিয়তি এক কঠিন সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে। একটামাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে অনেকদিন হলো এই লোককে খুঁজছে সে—লড়ে খুন করবে ওকে, অথবা নিজেই খুন হবে। কিন্তু আজ যখন সেই লোকের হদিস পেয়েছে তখন দেখতে পাচ্ছে যাকে সে ভালবাসে ও তারই বাবা। কিংবা মেয়েটার জানামতে ওই লোকই তার বাবা। 'একই ব্যাপার; আমি পারলাম না, বুড়ো মিঞা,' বিড়বিড় করল ও, খেয়াল করল না কথাগুলো জোরে বলছে।

বন্ধুর নীরবতাকে এ পর্যন্ত সম্মান দেখিয়েছিল ল্যারি, কিন্তু এবার ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

'এই যে, কবে থেকে আবার নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে তুমি শুনি? কারোকে বলেই দেখ না, সাহায্য করতে পারে কিনা,' পরামর্শ দিল কাউবয়।

হেসে ফেলল কর্টেয। 'ছেলেমানুষ হয়ে গেছি আরকি।'

'ঠিক আছে, দাদুভাই,' রসিকতা করল ল্যারি, 'তোমার সমস্যাটা কি শুনি।'

কাহিনী শুনতে বসে শিগ্‌গিরই সমস্ত উচ্ছ্বাস মিলিয়ে গেল যুবকের চেহারা থেকে, ধ্যানমগ্ন হলো।

'উদ্ভট না,' সব শুনে মন্তব্য করল ও। 'বুড়ো সায়মনের ক্ষতি করা উচিত না তোমার; লোকটা খারাপ না, তাছাড়া এতে মিস নরির মন ভেঙে যাবে।'

'জানি, বন্ধু,' জবাব এল। 'তবে বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।'

'বল, আমাদের দেখা করতে হবে,' শুধরে দিল ল্যারি। 'ভাবছি ওয়েস্ট জানত কিনা সায়মনের আসল নাম জানার ব্যাপারে আগ্রহ আছে তোমার?'

'না জানাই স্বাভাবিক—প্যাটারসনের নাম এখানে কারো কাছে বলিনি আমি। কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না, তবে লোকটার হুট করে এখানে আসা একটু কেমন যেন। মনে হয়–'

'কিচ্ছু না, আসলে আমরা বড্ড বেশি অসাবধান হয়ে পড়েছি,' বলল কর্টেয। 'ব্লেইন বা অন্য কেউ হলে এতক্ষণে এখানে আমাদের লাশ পড়ে থাকত। চল, এবার যাওয়া যাক ওয়াই যেডে।'

হাল ছেড়ে দিল ল্যারি, তবে সন্তুষ্ট হতে পারল না। ওয়াই যেডে এখন যাওয়ার অর্থ নিছক পাগলামি। কিন্তু বন্ধুকে সেটা বলতে জবাব পেল কেবলমাত্র এই একটা কারণেই যাওয়া নিরাপদ।

'ওখানে আমাদেরকে আশা করবে না কেউ,' কর্টেয তর্ক জুড়ল।

'নিশ্চিত হতে পারছি না এই যা দুঃখ,' অসন্তোষ প্রকাশ করল অপরজন।

কিন্তু এরপর আর কোন আপত্তি তুলল না ও কারণ বুঝতে পারছে তাতে কোন ফল হবে না; তার সঙ্গীর আর তর সইছে না, যে লোককে সে খুঁজছে তার সঙ্গে কথা বলে এখুনি সে তার শোনা কাহিনীর সততা যাচাই করতে চায়, তারপর ফয়সালা করবে, তবে যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে নয়। ল্যারি নিশ্চিত সাবাডিয়ার তরফ থেকে অন্তত বুড়ো সায়মনের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই, যদিও মনে মনে স্বীকার করছে অভিযোগ সত্য হয়ে থাকলে মৃত্যুদণ্ডই বুড়োর প্রাপ্য; শিশু অপহরণ গরু বা ঘোড়া চুরির চেয়ে কোন অংশেই লঘু অপরাধ নয়। আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল ও, মুখ থমথমে, চোয়াল দুটো পরস্পর চেপে বসেছে। মানুষের হৃদয়াবেগের শক্তি কত প্রচণ্ড তা যেন উপলব্ধি করতে পারল ল্যারি। তার সঙ্গের এই লোকটি প্রয়োজনে নির্মম; নিষ্ঠুর হতে জানে, অতীতে বহুবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো হবে, কিন্তু সে তার প্রতিহিংসার আগুনে পানি ঢেলে দিচ্ছে শুধুমাত্র একটি মেয়েকে আঘাত দিতে চায় না বলে।

'অদ্ভুত,' জোরে জোরে বলল ও, নিজের অজান্তেই।

'কি?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

ল্যারি বলতে চাইল না; থতমত খেয়ে অজুহাত খুঁজতে তাকাল আশপাশে। গাছপালায় ভরা একটা পাহাড়ি খাঁজ অতিক্রম করছিল ওরা, যেখান থেকে এসেছে সেইদিকে আকাশের বুকে ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল ল্যারি। একবার ভেঙে দিয়ে আবার জেগে উঠল রেখাটা। আঙুল তুলে ওটা দেখাল সে।

'কেউ সংকেত পাঠাচ্ছে ওখান থেকে।'

সংশয়ের চোখে ওর পানে তাকাল কর্টেয; কাউবয় ওটার ব্যাপারেই তখনকার মন্তব্যটা করেছিল বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, কারণ ল্যারির পিঠ সে সময় ধোঁয়ার দিকে ফেরান ছিল। ওরা দেখল থেমে থেমে আরও তিনবার পাঠান হলো সংকেত, তারপর সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল।

'কাজটা ওয়েস্টের নয় তো?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'জানি না, আর দেখারও সময় নেই এখন,' জবাব মিলল। 'মনে হচ্ছে তোমার বদ্ধমূল ধারণা, ও আকস্মিকভাবে আসেনি ওখানে।'

'আমি কড়া নজর রেখেছিলাম ওর ওপর। কেন যেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সাজান, তোমাকে ওয়াই যেডে পাঠানর একটা ফন্দি।'

'যাই হোক, আমি ঝুঁকি নিচ্ছি, তবে তোমার–'

'ওটা কিন্তু আগেই ফয়সালা হয়ে গেছে।'

আবার যাত্রা শুরু করল ওরা, ধীরে-সুস্থে, কারণ সন্ধ্যের আগে র‍্যাঞ্চ-হাউসে পৌঁছাতে চাইছে না। তবু যত মন্থরগতিই হোক না কেন, সিকি মাইল দূরে র‍্যাঞ্চ-হাউসের কাঠামোটা ওদের চোখে পড়ল তখন সবে সন্ধ্যে। ল্যারি ওর পনিটা বাঁধল।

'তুমি এখানেই থাক,' বলল ও। 'আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসছি অবস্থা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল কর্টেয, সিগারেট বানিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে বসল। হঠাৎ ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও, উঁকি মেরে দেখল স্বচ্ছন্দগতিতে ট্রেইল ধরে নেমে আসছে নরিন। বোঝা যায় নিত্যকার মত আজও বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ও বাসায় ফিরছে। পুলকের সঙ্গে কর্টেয লক্ষ্য করল র‍্যাঞ্চার দুহিতার সাথে টারম্যান নেই, এবং ও ব্লু ডেভিলের পিঠে চড়েছে। খানিক দোনোমনো করে, বাইরে বেরিয়ে এল সে, বরাবরের মত টুপি খুলে সম্মান দেখাল। মেয়েটা হয়তো পাশ কাটিয়েই যেত, কিন্তু ঘোড়াটা ঘোঁৎ করে একটা আনন্দধ্বনি করে সোজা ওর কাছে চলে এল। তুলতুলে নাকের পাটায় হাত বুলিয়ে তিক্তভাবে হাসল পাঞ্চার।

'সেদিনই এক লোক বলছিল, কোন কোন ঘোড়া একেবারে মানুষের মত হয়, এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি,' বলল ও।

ঠোঁট কামড়াল মেয়েটা, মুখ আরক্ত হলো, কিন্তু চলে যাওয়ার চেষ্টা করল না।

'এখানে কি করছ?' রাগতভাবে জানতে চাইল সে, তারপর কর্টেয ইতস্তত করছে লক্ষ্য করে যোগ করল, 'থাক আর কষ্ট করে মিথ্যেকথা বলতে হবে না; আমি জানি তুমি আমার বাবার জন্য অপেক্ষা করছ, মনগড়া প্রতিহিংসায় খুন করতে চাও তাকে। ওহ্! আমি যদি আগে বুঝতাম।'

বাহ্যত অবিচলভাবে মেয়েটার তিরস্কার শুনে গেল পাঞ্চার, যদিও ব্যথা বাজছিল ওর বুকে।

'তুমি বোধহয় ভুল বুঝছ আমাকে,' শান্ত গলায় বলল কর্টেয, ভাবছে মেয়েটা জানল কিভাবে। 'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি, তবে তাঁর কোন ক্ষতি করব না।' ওর চোখে সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখল সে। 'তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে,' শেষ করল কথা।

'তোমার কাছে?' ক্ষিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল নরিন।

মাথা নাড়াল কর্টেয। 'না, গাঢ় স্বরে বলল, 'একজন মৃত ব্যক্তির কাছে।'

'মানে,' কৌতূহল প্রকাশ করল মেয়েটা, ক্ষোভ সত্ত্বেও পাঞ্চারের আচরণে বিস্মিত বোধ করছে। 'এটাও কি তোমার একটা তথাকথিত ঠাট্টা?'

মুহূর্তের জন্য আগুন জ্বলে উঠল ইস্পাত নীল চোখজোড়ায়, আত্মসংযম বজায় রাখতে গিয়ে মুখের পেশীগুলো বেঁকে গেল। শিউরে উঠল মেয়েটা; শক্তিশালী একজন মানুষকে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হতে দেখেছে সে, ব্যাপারটা ওর মনে ভয় জাগাল। কিন্তু পরক্ষণেই ঝড় কেটে গেল এবং লোকটার চেহারা আবার শান্ত, নির্বিকার হয়ে উঠল।

'আমাকে বলবে না তুমি?' জিজ্ঞেস করল নরিন।

'ব্যাখ্যা তোমার বাবাকে করতেই হবে,' জবাব দিল পাঞ্চার। 'আমি কথা দিচ্ছি কোন ক্ষতি করব না ওঁর, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে, এবং দেখা আমি করবই। শান্তিতে এসেছি, চলেও যাব শান্তিতে, কিন্তু যদি কোন ফাঁদ পাতা হয়, কাল কবর খোঁড়ার দরকার হবে। তোমার বাবাকে কথাটা জানিয়ো।'

রূঢ় স্বরে কথাগুলো বলেছে কর্টেয। নরিন উপলব্ধি করল ওকে ওর উদ্দেশ্য থেকে টলান যাবে না, এমনকি যদি অ্যামবুশের মধ্যে গিয়েও পড়তে হয়, তবু র‍্যাঞ্চে ও যাবেই। বোবার মত মাথা ঝাঁকাল নরিন, তারপর কাউপাঞ্চার অনিচ্ছুক রোয়ানের মাথা ঠেলে ট্রেইলের দিকে ফিরিয়ে দিতে, ঝোপঝাড়ের ভেতর হারিয়ে গেল।

মেয়েটা যখন চলে গেল, কর্টেয আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে বের করল ওর পিস্তল দুটো, সিলিন্ডারগুলো ঘুরিয়ে দেখল ঠিকমত কাজ করছে কিনা। সায়মনের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ যেন শান্তিপূর্ণ হয় সে ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু তাই বলে অপ্রস্তুত অবস্থায় যাবে না। মেয়েটা ওর সম্পর্কে কি ভাবছে অনুমান করতে গিয়ে বুকের ভেতর যন্ত্রণা অনুভব করল ও, কাহিনীটা ওকে খুলে বলা ঠিক হত কিনা ভাবল। পরক্ষণে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল—নরিন বিশ্বাস করত না ওকে। হঠাৎ একটা ডাল ভাঙার আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এল কর্টেয, দেখল ল্যারি ফিরে এসেছে।

'আস্তে হাঁটতে পার না,' ওস্তাদের ধমক খেল শিষ্য। 'কি খবর?'

'বাংকহাউস একদম নিঝুম—থমথমে,' জবাব দিল যুবক। 'সুন্দরী ছাড়া আর কারো ছায়াও দেখতে পাইনি। ভিসুভিয়াসের পিঠে চেপে মুখ কাল করে ফিরে এসেছে, ঘোড়াটা কোরালে তুলেই ঝটপট ঢুকে গেছে বাসায়। তুমি কি বলেছ ওকে?'

কাউবয়ের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে হাসল কর্টেয। সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করল।

'এতে মনে হয় সুবিধেই হবে—ভাগ্যিস দেখা পেয়েছিলে,' মন্তব্য করল ল্যারি। 'বুড়োকে না চটিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না, এখন বোধহয় আর সে ভয় নেই।'

'তাহলে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর এখানে—অযথা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না তোমার।'

'ইস! আমি থাকব বলেই এসেছি, থাকবই। তোমার একা যাওয়া হবে না, বুড়ো খোকা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পার।'

এমনটাই আশা করছিল কর্টেয, তাই আর কোন আপত্তি তুলল না। ঘোড়ার লাগাম ধরে, যথাসম্ভব ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে র‍্যাঞ্চ-হাউসের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।'

বারান্দামুখী জানালার দিকে তাকিয়ে অফিস-কামরায় একাকী বসে আছে সায়মন। কাউপাঞ্চারের সঙ্গে তার দেখা করা উচিত মেয়ের এই আবেদনের কাছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতি স্বীকার করেছে সে, তবে সেই সাথে মেয়েকেও কড়া নির্দেশ

দিয়েছে নিজের ঘরে চলে যেতে। ওকে বিপদমুক্ত রাখতেই এটা করেছে, কারণ কর্টেয যে শান্তির আশ্বাস দিয়েছে তা ও একটুও বিশ্বাস করেনি। তবু, সাহসের অভাব নেই বলে, ওর আবেদনের মর্যাদা রেখেছে সায়মন, কোন ফাঁদ পাতেনি। তার অতিথি জানালাপথে আসবে ভেবে ওদিকে সে এমন নিবিষ্ট মনে তাকিয়েছিল যে দরজা খোলার আওয়াজ পেল না। তারপর একটা শান্ত ভরাট কণ্ঠ বলল:

'প্যাটারসন!'

চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরল র‍্যাঞ্চার, দেখল কর্টেয ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে, প্রশান্তভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুহাতের দুই বুড়ো আঙুল গানবেল্টে আংটার মত করে বাধিয়ে, অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল সাবাডিয়া। বৈরী মাটিতে এ লোকটিকেই এতদিন ধরে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। ওর হাসিটা ভাল ঠেকল না বাথান মালিকের, চকিতে তার ডান হাত কোমরে পিস্তলের কাছে চলে গেল।

'খবরদার,' সাবধান করল অতিথি, হিসহিস করছে গলা। 'তুমি ওটা বের করার আগেই আমি খুন করতে পারব তোমাকে, কিন্তু মৃত হুয়ান রামোসের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি, নরিনকে কথা দিয়েছি তোমার কোন ক্ষতি করব না। যে কারণে এসেছি সেটা—'

কথা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, কারণ সেই মুহূর্তে একটা হাত ঠেলে খুলে ফেলল জানালা, তারপর একটা উল্লসিত কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে এখানে, এবার শালাকে পেয়েছি আমরা।'

হিংস্র চেহারায় র‍্যাঞ্চারের দিকে ঘুরল কর্টেয, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। 'আচ্ছা, ফাঁদ পেতেছ তাহলে?' কর্কশ গলায় বলল ও। 'এজন্য তোমাকে আমার খুন করা উচিত, কিন্তু আফসোস—'

জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল কর্টেয, অন্ধকারের ভেতর একটা কাতরানি শোনা গেল। প্রায় একই সময়ে আরেকটা গুলির শব্দ হলো এবং সায়মন ঢলে পড়ল মেঝেতে। গুলির আওয়াজে নিজের ঘর থেকে ছুটে এসেছিল নরিন, দেখল টারম্যান অফিস-ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওর হাতের রিভলভার থেকে।

'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠল নরিন। 'বাবার কোন—'

'সাবাডিয়া ওকে গুলি করেছে,' টারম্যান বলল। 'ও এখানে আসছে খবর পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেছে। গুলি করেছিলাম ওকে, লাগাতে পারিনি। তবে পালাতে পারবে না, চারদিক আমরা ঘিরে ফেলেছি।'

'সরে যান দয়া করে, বাবার কাছে যাব আমি।'

মাথা নাড়াল টারম্যান। 'ঝুঁকি আছে; এলোপাতাড়ি গুলি হচ্ছে, তোমার গায়ে লাগতে পারে।'

'সেজন্যই বোধহয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি,' বিদ্রূপ করল মেয়েটা, তারপর পাশ কাটিয়ে একদৌড়ে ওর বাবার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ধোঁয়ার ঘূর্ণির মাঝ দিয়ে ওর দৃষ্টি দেখতে পেল কর্টেয—আতঙ্ক আর ঘৃণার দৃষ্টি। বাইরে থেকে লোকজন ভাঙা জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে, কর্টেয বুঝতে

পারল এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তার পাশাপাশি মেয়েটার জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়বে। যে পথে এসেছে সেখান দিয়ে পালান সম্ভব নয় কারণ দরজায় টারম্যানকে দেখতে পেয়েছে ও, অনুমান করেছে আরও সঙ্গী-সাথী রয়েছে ওর। দুটো পিস্তলই আবার ভরে নিয়ে একঝাঁক গুলি বর্ষণ করল ও, তারপর লাফিয়ে পড়ল জানালার বাইরে। অন্ধকারে একাধারে কয়েকটা পিস্তল গর্জে উঠল, হিংস্র শিস তুলে অনেকগুলো বুলেট বেরিয়ে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে। কর্টেয গুলি ছোঁড়ার সময় একটা মুখ ভূতের মত মাথা তুলেছিল ওর সামনে। নতুন করে রিলোডের সময় ছিল না বলে লোকটার মাথায় নলের বাড়ি মারল ও, ভূত লুটিয়ে পড়ল। তুমুল হট্টগোলপূর্ণ পরিবেশ, বাংকহাউসের দিকে নড়াচড়া করছে কয়েকটা বাতি, লোকজনের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। অন্ধের মত ডানে-বাঁয়ে এলোপাতাড়ি পিস্তলের বাড়ি মেরে নিজের পথ করে নিয়ে বারান্দার কিনারে চলে এল কর্টেয, রেইল টপকে অদৃশ্য হলো অন্ধকারের ভেতর। বিশ কদমও যায়নি ও এই সময় একটা চাপা কণ্ঠ বলল:

'এই দিকে, ডন, ডাইনে।'

ঘুরে আরেকটু হলেই ট্রেইলের পাশে ঘোড়াসহ অপেক্ষমাণ ল্যারির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে স্যাডলে উঠে বসল কর্টেয। ওর সারা শরীর ব্যথা করছে এখন, বুঝতে পারছে বুলেটের আঘাতে কয়েক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। কৌতূহলে মন আঁকুপাঁকু করলেও, কোন প্রশ্ন করল না ল্যারি, ট্রেইল ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল হ্যাচেটের দিকে। যখন বাথান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল ওরা কেবলমাত্র তখনই ও মুখ খুলল:

'কোথায় যাব?'

'আগে লিমিংয়ের কাছে, আমাদেরকে ওখানে খুঁজবে না ওরা। প্রথমে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে যাব কিছুদূর।'

যে গিরিখাতের কথা বলা হয়েছে তার মেঝে কঠিন পাথুরে, ফলে খুরের ছাপ পড়বে না। ওটা পেরিয়ে ওরা যখন আবার খোলা প্রান্তরে এসে পড়ল নীরবতা ভাঙল ল্যারি।

'আমি অংশ নিতাম খেলায়, কিন্তু ভাবলাম হুট করে আমাদের ঘোড়ার দরকার হতে পারে। তাহলে বুড়ো শেষ পর্যন্ত ফাঁদ পেতেছিল তোমার জন্য?'

'যদি পেতেও থাকে তবে ও নিজেই তাতে আটকা পড়েছে,' কর্টেয বলল ওকে। 'মনে হচ্ছে মারা গেছে—না, আমি গুলি করিনি, কে করেছে তাও বলতে পারব না। ও বেঈমানি করেছে ভেবেছিলাম আমি, কিন্তু যখন টারম্যানকে দেখলাম—'

'টারম্যান? ওখানে?' ল্যারি বাধা দিল। 'বলেছিলাম না, ওয়েস্ট ব্যাটার কোন শয়তানি মতলব আছে?'

'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক,' সায় দিল কর্টেয। 'যদিও প্যাটারসনকে আমি খুঁজছি এটা টারম্যান জানল কিভাবে বুঝতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, ওয়েস্টও আসলে জানত না কোন্ বিপদে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে ও।'

'তা তো বটেই, টিনের ফেরেশতা যে,' মুখ বাঁকাল কাউবয়। ওর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ধার অনুভব করে কর্টেয মুচকি হাসল।

'না, আমার মনে হয় এই দেশটা ফেরেশতাদের থাকার উপযুক্ত না,' ও জবাব দিল। 'বস্তুত—'

'তুমি শুধু একজনের কথা জান, কিন্তু আমার বিশ্বাস মেয়েটা এ মুহূর্তে ভাবছে তুমি ওর বাবাকে খুন করেছ,' তিক্ত স্বরে বলল ল্যারি।

'যা দেখেছে তাতে অন্যকিছু ভাববারও কথা না,' যুক্তি দেখাল কর্টেয। 'নিশ্চয়ই স্বীকার করবে চক্রান্তটা একেবারে নিখুঁত ছিল, একসাথে আমাকে আর সায়মনকে শেষ করবে। আর টারম্যান পেয়ে যাবে সবগুলো টেক্কা। নাহ্, শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে, লোকটার বুদ্ধি আছে।'

'এখন আমার মনে হচ্ছে সেটা হলেই বুঝি ভাল হত,' বিদ্রূপ করল ল্যারি। 'নাও, আর ঢিলেমি কোরো না, ছুটতে থাক।'

শেষের অংশটুকু ওর বাহনকে উদ্দেশ করে বলা, কিন্তু কোন প্রয়োজন ছিল না এর, কারণ জানোয়ারটা এমনিতেও জোরকদমে ছুটছিল। তাছাড়া সারা দিন যে ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে তা বিচার করলে ঘোড়াটা প্রশংসা পাবারই যোগ্য। কর্টেয গতি হ্রাস করল কিছুটা।

'ঘোড়াকে শেষ করার অর্থ হয় না,' বলল ও। 'আঁধারে ওরা আমাদের পিছু নিতে পারবে না। আর তাছাড়া জানেও না আমরা কোথায় যাচ্ছি। আচ্ছা, টারম্যান চুল-দাড়িতে কলপ লাগায় কেন বুঝতে পার কিছু?'

'কারণ ও একটা দুমুখো সাপ, যেমন নাটক-নভেলে থাকে,' ল্যারি হাসল।

'আর তুমি হচ্ছ গিয়ে একটা দুই ম্যাথাবিশিষ্ট গাধা, যার কোনদিকেই মগজ নেই। লিমিং যদি এখন আমাদের ভাগিয়ে—'

'ধেৎ! পানির রঙ না দেখে আমি কখনও নদীতে নামি না,' প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল ল্যারি। 'বদমেজাজের বুদ্ধি আছে, আর টারম্যান জিতলে ওর কোন লাভ নেই।'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না এর। আহত অবসন্ন শরীরে নিছক মনের জোরে স্যাডলে টিকে রয়েছে সাবাডিয়া। এই দুর্বল অবস্থায় পরিস্থিতি ওর কাছে হতাশাজনক মনে হচ্ছে। পিতার মৃত্যুতে, মেয়েটা এখন পুরোপুরি টারম্যান আর তার দলবলের খপ্পরে চলে যাবে। সে নিরপরাধ এরকম কোন প্রমাণ তার কাছে নেই, ফলে সায়মন হত্যার দায়ে এ অঞ্চলের প্রতিটি লোক এখন চলে যাবে তার বিরুদ্ধে। সত্যি, সে চক্রান্তের শিকার হয়েছে, কিন্তু টারম্যানের সাক্ষ্য এবং শোকার্ত কন্যার সমর্থনের মুখে কে বিশ্বাস করবে তাকে? লিমিংই তার একমাত্র ভরসা; যদি বুড়ো নিরাশ করে তাকে, টারম্যান জিতবে, তবে—চোয়াল চাপল সাবাডিয়া—বেশিদিন সে তার বিজয়সুখ উপভোগ করতে পারবে না।

ওরা যখন ওদের গন্তব্যে পৌঁছাল তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। আগেই ঠিক করা ছিল সংকেত, এক সেকেন্ডের বিরতিসহ পরপর তিনবার পেঁচার ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠল লিমিং, ত্রস্তপায়ে পেছনের দরজায় চলে এল। বসার ঘরের জানালায় পর্দা টেনে দিয়ে বাতি জ্বালাল সে, তারপর কর্টেয একটা চেয়ারে

নেতিয়ে পড়ে আছে দেখে আঁতকে উঠল। ঝট করে দেয়াল আলমারি খুলে বোতল আর গ্লাস বের করল বুড়ো, একদৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এল।

'কি ব্যাপার, কর্টেয, পাইকারি ধোলাই খেয়েছ মনে হচ্ছে,' বলল জব। 'কথা পরে হবে—আগে এক ঢোক হুইস্কি আর কিছু খেয়ে নাও।'

খুশি মনে পরামর্শটা গ্রহণ করল দুই মুসাফির। খাবার আর নির্জলা স্পিরিট চাঙা করে তুলল সাবাডিয়াকে, জখম পরিচর্যা করে ওর কাহিনী খুলে বলার জন্য তৈরি হলো। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল গৃহস্বামীর দিকে।

'অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে,' বলল ও। 'বুড়ো সায়মন মনে হয় মারা গেছে, আপনাকে বলা হবে আমিই খুন করেছি। কথাটা ঠিক না, কিন্তু ওদের হাতে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, আমাকে ঝোলাবার জন্য যথেষ্ট।'

'সায়মন মারা গেছে?' চেঁচিয়ে উঠল লিমিং, আর এবার ওরা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করল, তুচ্ছ কারণেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা যে মানুষটির স্বভাব, এখন প্রকৃত সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের ওপর লৌহকঠিন সংযম বজায় রাখল সে। 'সবটা খুলে বল আমাকে,' শান্ত গলায় বলল।

ওদের শেষ সাক্ষাতের পর এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে—বিগ রকে যাওয়া, গিরিখাতের লড়াই, ওয়েস্টের সঙ্গে আকস্মিক দেখা, ওয়াই যেডে তার মর্মান্তিক পরিণতি—সবই ধাপে ধাপে বলে গেল সাবাডিয়া। লিমিং বাধা দিল না, কিন্তু বক্তার মুখের ওপর তার চোখজোড়া সেঁটে রইল।

'এখন টারম্যান বলবে, আমি মিস্টার সায়মনকে খুন করতে আসছি শুনে লোকজন নিয়ে ছুটে এসেছিল সে, কিন্তু পৌছাতে দেরি হয়ে গেছে,' উপসংহার টানল কর্টেয।

'তোমার ধারণা খুনটা টারম্যান করেছে?' জব জিজ্ঞেস করল।

'ও কিংবা ওর কোন লোক। হ্যাঁ, গুলিটা আমার উদ্দেশেও ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে, তবে আমি সায়মনের ধারেকাছেও ছিলাম না। ও পড়ে যাওয়ার আগে মোটে একটা গুলি করেছিলাম আমি—এবং সেটা জানালা লক্ষ্য করে।'

'তুমি যখন মনস্থিরই করেছ সায়মনকে মারবে না, তাহলে দেখা করতে গেলে কেন?' ফ্রাইং প্যান মালিকের পরবর্তী প্রশ্ন।

বিব্রত দেখাল সাবাডিয়াকে। 'ম্, আপনার বোধহয় ব্যাপারটা পাগলামি মনে হবে, কিন্তু আমি চাইছিলাম রামোসের বিদেহী আত্মার কাছে উনি যেন অন্তত ক্ষমা প্রার্থমা করেন,' ব্যাখ্যা করল ও। 'রামোস ছিলেন আমার বাবার মত, বাবাই বলা যায়, তাই আমার মনে হয়েছিল এই ক্ষমা প্রার্থনাটা ওঁর ন্যায্য পাওনা, সেটাই আদায় করতে গিয়েছিলাম। উদ্ভট খেয়াল, তবে আমি এরকমটাই ভেবেছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল ফ্রাইং প্যানের মালিক। 'আমি তোমার কথাই বিশ্বাস করছি, কর্টেয,' বলল। 'অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, আমাদেরকে একটা কিছু উপায় ভেবে বের করতে হবে। তোমরা বরং আপাতত দু-চারদিন এখানেই থাক—আমার বিশ্বাস ফ্রাইং প্যানে গরুচোরদের খোঁজা হবে না,' গম্ভীর হাসি হাসল জব। 'তোমাদের ঘোড়া আমরা লুকিয়ে ফেলতে পারব। আমার লোকেরাও মুখ

খুলবে না। মিস্টার টারম্যানই দিক পরের চালটা।'

বাথান মালিকের উদারতার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হলো কর্টেয। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার মনটা সত্যিই সাদা, সিনর, আমরা আপনার গরু ফিরিয়ে আনব।'

'নিকুচি করি গরুর,' বিস্ফোরিত হলো অপরজন। 'আমি শুধু চাইছি ওই মেয়েটার জীবন যেন সুখী হয়!'

ওদেরকেও আসতে ইশারা করে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লিমিং, তারপর অতিথি দুজনের শোবার ব্যবস্থা সেরে আবার ফিরে এল নিজের কামরায়। তার মনোভাব ধরা পড়ে গেছে বলে লজ্জা পাচ্ছে ভীষণ।

নয়

পরদিন বিকেলে ওয়াই যেড বাথান রোজকার মতই শান্ত স্বাভাবিক দেখাল। কেবল যে ঘরে লড়াই হয়েছিল সেটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে এখনও। জানালার কাচ ভাঙা, দেয়ালগুলো বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। মার্শালের নেতৃত্বে হ্যাচেটের বেশকিছু লোকজনসহ বাথানের অধিকাংশ কর্মচারী বাইরে গেছে সাবাডিয়াকে খুঁজে বের করতে। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে সায়মন, মারাত্মকভাবে আহত, তবে বাঁচার আশা আছে। গুলিটা ওর ডান পাশ দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে ওপাশের মাংস ভেদ করে। সৃষ্টিকর্তার দয়া, শরীরের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চোট লাগেনি। রক্তক্ষরণ এবং আকস্মিক ধাক্কার ফলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর ভীষণ দুর্বল বোধ করলেও, জ্বর নেই। নরিনের মুখ থেকে বাথান মালিক শুনছিল সে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে, উদ্বেগের ছাপ ফুটল তার চেহারায়।

'তাহলে ও পালিয়ে গেছে, না?' জিজ্ঞেস করল সায়মন। 'যাক, বাঁচা গেছে।'

সবিস্ময়ে বাবার দিকে তাকাল মেয়ে, জানে সায়মন তার শত্রুদের কখনও ক্ষমা করে না। ক্ষণিকের জন্য ওর ভয় হলো বোধহয় জ্বর আসছে, তারপর দেখল বুড়োর দৃষ্টি স্বচ্ছ, গলা ধীরস্থির।

'না, আমার মাথা খারাপ হয়নি, মা, আসলে এখন বুঝতে পারছি লোক চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। আমাকে গুলি করতে পারত ও, কিন্তু করেনি, এমনকি যখন ভেবেছে আমি ফাঁদ পেতেছি ওর জন্য তখনও না। আরেকটা ব্যাপার, কর্টেয দরজার কাছে ছিল না, অথচ আমার গায়ে যে গুলিটা লেগেছে সেটা ওখান থেকেই এসেছিল।'

সহসা একটা সন্দেহ আঁকড়ে ধরল মেয়েটাকে, ফিসফিস করে বলতে গিয়ে ওর গলা কেঁপে গেল। 'টারম্যান দরজায় ছিল, কর্টেযের উদ্দেশে তখনই গুলি করেছিল সে,' বলল নরিন। 'তোমার ধারণা—?'

'আমার ধারণা আমি একটা আস্ত বোকা, মা,' জবাব দিল বুড়ো। 'আর এখন

বিছানা নেয়ায় আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। পানিতে বাস করতে হবে আমাদের, কিন্তু কুমিরদের টের পেতে দেয়া চলবে না আমরা ওদের সন্দেহ করেছি। মুশকিল হয়েছে, কাকে বিশ্বাস করব বুঝতে পারছি না।'

'স্ন্যাপ ল্যান্ট, ডার্টি, জিঞ্জার আর সিম্পলকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়,' নরি উত্তর দিল।

'চুপ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দে স্ন্যাপকে, আর অন্যদের বল আমার অবস্থা খুব খারাপ—হয়তো বাঁচব না।'

বেরিয়ে গেল মেয়ে। একটু বাদে পা টিপেটিপে ঘরে ঢুকল ল্যান্ট, ওর ঢাউস স্টেটসন টুপিখানা ধরে আছে এক হাতে, স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছে রোগীর ঘরে।

'হ্যালো, বস, কেমন আছেন এখন?' সম্ভাষণ জানাল বন্দুকবাজ।

'চমৎকার, স্ন্যাপ, তবে সেটা না বলার পেছনে বিশেষ কারণ আছে,' জবাব দিল রোগী, তারপর সেই কারণটা খুলে বলল।

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম,' বলল বন্দুকবাজ। 'সাবাডিয়া ওভাবে কাজ করে না। আপনাকে যদি মারতেই চাইত ড্র করতে বলত; ও পিঠে ছুরি মারে না।'

'টারম্যান সম্পর্কে তুমি কতটা জান, ল্যান্ট?' প্রশ্ন করল বাথান মালিক।

'দুঃখিত, বলতে পারব না, বস, আমি কথা দিয়েছি,' উত্তর দিল অপরজন। 'কর্টেযও আমাকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছে, সেও একই জবাব পেয়েছে। তবে এটুকু বলতে পার, লোকটাকে আমি এক কানাকড়িও বিশ্বাস করি না। সে-ই এখন কর্তা সেজে বসেছে, র‍্যাটলার এবং অধিকাংশ লোক তাতে আপত্তি করছে না।'

'কিন্তু কেউ কেউ করছে, তাই না?' জানতে চাইল সায়মন।

'আমি, জিঞ্জার, ডার্টি আর সিম্পল। আমরা বলেছি টারম্যান আমাদের বেতন দেয় না,' স্ন্যাপ অনাবিল হাসি ছড়াল মুখে।

'ভাল। ছেলেদের তুমি জানাও সবকিছু, বলবে মিস নরির ভালমন্দের ব্যাপারে আমি ওদের ওপর নির্ভর করছি; সামনে আমাদের কঠিন দুর্যোগ আসছে, স্ন্যাপ, তবে আমরা সেটা কাটিয়ে উঠব।'

'অবশ্যই উঠব,' আত্মবিশ্বাসী জবাব দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো বন্দুকবাজ।

সাবাডিয়াকে ধরার চেষ্টায় সারা দিন ব্যর্থ অনুসন্ধান চালাবার পর, সন্ধ্যে নাগাদ টারম্যান যখন বাথানে ফিরে এল তখন দেখল অত্যন্ত বিমর্ষ চেহারায় বারান্দায় একাকী বসে আছে নরিন। অচিরেই সে জানল বুড়োর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ওকে প্রফুল্ল করে তুলতে টারম্যানের প্রচেষ্টাটা খাঁটি মনে হলো, কিন্তু মেয়েটি সম্ভবত এরকম কিছুই আশা করছিল বলে ভেজালের গন্ধ পেল তাতে।

'তুমি একদম চিন্তা কোরো না, মিস নরি,' বলল ধনকুবের। 'ও ঠিকই সেরে উঠবে—এইসব আগের জমানার লোকদের এক গুলিতে কিছু হয় না। আর একান্তই যদি ঘটে যায় খারাপ কিছু, ঘাবড়াবার কি আছে—তোমার পাশে তো এখন বন্ধু রয়েছেই।'

টারম্যানের কণ্ঠে একধরনের হ্যাংলামো ছিল। ঘিনঘিন করে উঠল নরিনের গা, কিন্তু সতর্ক রইল যেন ওর মনোভাব প্রকাশ না পায়। তাই রাতের খাবারটা ও ধনকুবের আর তার অনুচর লাবানের সঙ্গেই সারল। টারম্যান যখন ফলাও করে বিবরণ দিল কিভাবে সে খুঁজেছে সাবাডিয়াকে তখন বাহ্যত আগ্রহভরে শুনল নরিন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর ব্যর্থতায় পুলকিত হলো; কর্টেয তার প্রতিশ্রুতি রেখেছে এবং ওর বাবাকে আহত করেনি, এই তথ্যটা ওকে সাবাডিয়ার প্রতি আরও দুর্বল করে তুলেছে। র‍্যাঞ্চার দুহিতা আবার যখন রোগীর ঘরে ফিরে গেল, অতিথি দুজন বসে ধূমপান আর নিচু গলায় আলাপ করতে লাগল। লাবান, যে এখন তার প্রভুর সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পেরেছে, তাকে মনে হলো ঘটনাবলী যেভাবে এগোচ্ছে তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় সে।

'নাহ্! তুমি সাহস হারিয়ে ফেলছ, সেথ,' বিরক্তির সঙ্গে বলল টারম্যান। 'বুড়ো এখন পটল তোলার পথে, তারপর ওই সাবাডিয়া হারামিটাকে যখন ধরব তখন আর আমাদের পায় কে।'

'ধর, মেয়েটা বিয়ে করল না তোমাকে,' তর্ক জুড়ল লাবান।

'আর কি করার আছে ওর, এমনকি যদি আপত্তিও থাকে?' প্রশ্ন করল অপরজন। 'সায়মন আমাকে দলিল করে বাথানের অর্ধেক অংশীদার করে নেবে–যদি সই করতে না চায়, আমি জাল করব; ও মরলে জায়গাটা আমার হবে। মেয়েটা দাবি করতে পারবে না–সায়মনের সাথে ওর কোন আত্মীয়তা নেই। আমিই হচ্ছি ওর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়, তা সত্ত্বেও যদি বুঝতে না চায়, রাজি করানর আরও অনেক রাস্তা আছে।'

'শুনতে ভালই,' স্বীকার করল লাবান, 'তবে ওই ব্যাটা আউট-ল আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে; ও মরলে শান্তি পেতাম।'

টারম্যান হাসল সশব্দে। 'পালাতে পারবে না–এ তল্লাটে এখন এমন কেউ নেই যে দেখামাত্র গুলি করবে না ওকে।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না, জো,' সাবধান করল লাবান। 'এই বাথানেই ওর কিছু চ্যালা আছে–ল্যান্ট তাদের একজন।'

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকাল ধনকুবের। 'হুম্, এমনিতেই স্ন্যাপের কাছে আমাদের কিছু ঋণ জমে গেছে, জেফকে বল গরিলাকে লেলিয়ে দিতে।'

'গরিলা নেই–বেমালুম গায়েব,' সেথ জানাল ওকে। 'আরও তিনজনকে নিয়ে সব গরুবাছুর যেখানে আছে সেখানে গিয়েছিল, উপত্যকার সামান্য আগে ঝোপের মধ্যে একা রয়ে যায় ট্রেইলের ওপর নজর রাখবে বলে, তারপর থেকে আর কোন খোঁজ নেই। পরদিন সকালে ওর ঘোড়াটা একা ফিরে এসেছে বাথানে। আমার বিশ্বাস সাবাডিয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছে কে আঘাত করেছিল ওর মাথায়, তাই নিকেশ করে দিয়েছে।'

চিন্তার রাজ্যে ডুব দিল টারম্যান, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। তারপর আবার হো-হো করে হেসে উঠল, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'যা হোক, ভালই হয়েছে, এমনিতেই আমাদের লোকজন বেশি।'

'মনে হয়,' জবাব দিল লাবান, বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে কারণ

এই মনোভাবটির সাথে ও সম্পূর্ণ একমত। গরিলা ছিল একটা সামান্য হাতিয়ারমাত্র, পয়সার বিনিময়ে ব্যবহৃত হবে, কাজ ফুরালে ফেলে দেয়া হবে ছুঁড়ে। রাজ্যদখলের সময় লোকজন যত কম থাকে ততই মঙ্গল—লাভের বখরা তাতে বাড়বে।

নরিনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পরদিন সকালে রোগীর সঙ্গে দেখা করার জন্য জেদ ধরল টারম্যান। ও বারবার বলল ওর বাবা খুবই অসুস্থ, বাইরের লোকের ভিড় করা উচিত হবে না, কিন্তু ধনকুবের কোন কথাই কানে তুলল না। ঠেলে ওকে একপাশে সরিয়ে, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। বিবর্ণ চুপসে যাওয়া মুখটার দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝল তাকে যা বলা হয়েছে সত্যি—বুড়োর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই।

'তো, সায়মন, কেমন সেরে উঠছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মনে হয় সারছি না, চলে যাচ্ছি, তবে নরিকে কথাটা বোলো না,' দুর্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল রোগী।

'ধেৎ, তোমার এসব অলক্ষুণে কথা বলা উচিত নয়,' টারম্যান বলল। 'শোন, তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি ঠিক করেছি, এখানে থেকে সবকিছু দেখাশোনা করব। কাজেই তুমি কেবল তোমার শরীরের দিকে নজর দাও। তোমাকে বিরক্ত করতাম না আজ, কিন্তু ভেবে দেখলাম কর্মচারীরা যদি জানে ব্যবসায়ে আমারও একটা অংশ আছে তাহলে কাজ চালাতে সুবিধে হবে। আমার সাথে এখন টাকা নেই, তবে ড্রাফট দিতে পারব। আমি একটা চুক্তিনামা লিখে এনেছি, তোমাকে শুধু একটা সই করতে হবে।'

নিস্তেজভাবে মাথা নাড়াল সায়মন। 'ওটা বোধহয় আপাতত বন্ধই রাখতে হচ্ছে, টারম্যান, ব্যবসার চিন্তা করার মত অবস্থা এখন নেই আমার,' বলল ও। 'নরির সাথে কথা বলেছ?'

'না, নির্দিষ্ট করে কিছু না, তবে আমার ধারণা ও জানে,' অতিকষ্টে বিরক্তি চেপে জবাব দিল অপরজন। 'অযথা দেরি করে লাভ কি? এখানে সবদিক সামলাবার মত এখন একজন লোক দরকার, তুমি অন্তত বেশ কিছুদিন কোন কাজে হাত দিতে পারবে না—তোমার সেরে উঠতে সময় লাগবে।'

'এখন হবে না ওটা,' পুনর্ব্যক্ত করল রোগী, এবং টারম্যানের বহু যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল।

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করলে না, প্যাটারসন, এই আরকি,' অর্থপূর্ণ গলায় বলল ধনকুবের।

ওই নাম আর প্রচ্ছন্ন হুমকি শুনে বাথান মালিকের চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেল, কিন্তু সে কোন জবাব দিতে পারার আগেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নরিন।

'সময় শেষ, মিস্টার টারম্যান,' বলল ও। 'ব্যবসার কথাবার্তা বলে আমার রোগীকে আর বিরক্ত করা চলবে না।'

'আমি এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাইছিলাম যাতে আদৌ কোনরকম বিরক্ত করা না হয় ওকে,' জবাব এল। 'চলি, সায়মন: হাসিখুশি থেক।'

বেরিয়ে গেল সে, তবে তার আগে র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে বলল ওর মত সেবিকা পেলে গুলি খেয়েও সুখ। টারম্যান যা চাইছিল, এই স্তুতি সেরকম কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারল না। ওর প্রতি এখন আর বিন্দুমাত্র মোহ নেই নরিনের, তারপর যখন শুনল বাথানটা ধনকুবের কবজা করার প্রয়াস পেয়েছিল ওর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

'কাপুরুষ, একটা অসুস্থ মানুষকে জোর করে,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তুমি কোন কাগজে সই দিও না, বাবা।'

বুড়ো মেয়েকে অভয় দিল তার ওরকম কোন ইচ্ছাই নেই। নরিন আশ্বস্ত হলো এতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত অতিথির প্রতি সদয় আচরণ করা কষ্টকর হয়ে উঠল ওর পক্ষে। দিন গড়ানর সাথে সাথে টারম্যান যখন বাথানের কাজকর্ম এবং ওর প্রতিটা ব্যাপারে বেশি করে প্রভুত্ব ফলাতে শুরু করল এই সমস্যা আরও অবনতির দিকে গেল। অসুস্থ বাবার কাছেই ওর অধিকাংশ সময় কাটে, নইলে এতদিনে বিদ্রোহী হয়ে উঠত ওর মন কারণ সেক্ষেত্রে যা সইছে তার চেয়েও বেশি পরের খবরদারি সহ্য করতে হত ওকে। অবশেষে, স্ন্যাপই একদিন পুরোপুরি খুলে দিল ওর চোখ।

'জিঞ্জার, ডার্টি, আর সিম্পলকে বরখাস্ত করার নির্দেশ পেয়েছে ব্লেইন,' বলল ও। 'তুমি বোধহয় শোননি কথাটা?'

হতবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল র‍্যাঞ্চার দুহিতা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নির্দেশ? কার?'

'টারম্যান নিশ্চয়ই; মালিক এরকম কথা কখনই বলবেন না,' বলল ল্যান্ট।

'আমারও তাই বিশ্বাস,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নরিন। 'ওদের অপরাধটা কি?'

'কর্টেযের সাথে ওদের বন্ধুত্ব, এবং ওরা সেটা লুকানর চেষ্টা করেনি।'

'ওরা যাবে না—মিস্টার টারম্যানের সাথে কথা বলব আমি। কর্টেয কোথায় আছে জান, স্ন্যাপ?'

'না, মিস নরি, জানতে পারলে সুবিধেই হত। টংক পসি নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও হদিস পায়নি ওর; একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাছেপিঠেই কোথাও আছে।' র‍্যাঞ্চার দুহিতা ফিরে গেল বাসায়। পেছন থেকে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে স্ন্যাপ বলল, 'আর তা থাকলেও, যদ্দিন ওকে প্রয়োজন তোমার, আর না থাকলে—আমি আছি।'

টারম্যানকে নরিন অফিস-ঘরে পেয়ে গেল। কামরাটাকে এখন আবার আগের মত সুন্দর করে সাজান হয়েছে। বাবার চেয়ারে ওকে বসে থাকতে দেখে জ্বলে উঠল ছাই চাপা আগুন, সরাসরি কাজের প্রসঙ্গ পাড়ল নরিন।

'শুনতে পেলাম আপনি আমাদের কিছু লোককে ছাঁটাই করছেন,' শুরু করল ও। 'বাবা জানেন কথাটা?'

সবিস্ময়ে ওর পানে তাকাল টারম্যান, সম্পূর্ণ আলাদা এক নরিনকে দেখছে সে, চকিতে ধনকুবের উপলব্ধি করল তার সব ইচ্ছায় তোতাপাখির মত সায় দেয়ার বদলে মেয়েটা শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে, এবং সাবধানে সামলাতে হবে।

'তোমার বাবাকে এ সময় বিরক্ত করা উচিত হবে না বলেই জানাইনি,'

ব্যাখ্যা করল সে। 'রেইন আমার কাছে অভিযোগ করেছে লোকগুলো বেয়াদপ, নির্দেশ শোনে না, তাই আমি ওদেরকে বিদায় করে দিতে বলেছি। বাথানের প্রতি অনুগত নয় এ ধরনের লোকজন রাখা এখন ঠিক না।'

'ওরা অনুগত,' সংক্ষেপে জবাব দিল নরিন।

'তার মানে ফোরম্যানের বিচারশক্তির ওপর তোমার কোন আস্থা নেই,' তর্ক জুড়ল টারম্যান।

'আমি আমার নিজের বুদ্ধিতে চলতে পছন্দ করি, আর বাবাও একমত হবেন আমার সাথে,' হুল ফোটাল র্যাঞ্চার দুহিতা। 'আমি ওদেরকে ছাঁটাই করতে দেব না।'

ওর কণ্ঠে দৃঢ়তার কমতি ছিল না। মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ল টারম্যান, ভাবল কিভাবে এগোলে সবচেয়ে সুবিধে হয় ওর স্বার্থের পক্ষে। মেয়েটার বিরোধিতায় ক্রুদ্ধ হয়েছে সে, কিন্তু রাগ দমন করে হাসির ভান করল।

'তর্ক না করাই মনে হয় ভাল—মেয়েলোকের কাছে পুরুষকে হার মানতেই হয়, বিশেষ করে সে যখন হয় কোন বিশিষ্ট মেয়ে,' প্রশ্রয়ের স্বরে বলল ধনকুবের। তারপর নরিনের চেহারায় ভাবান্তর লক্ষ্য করে যোগ করল, 'আমার বিশ্বাস সায়মন তোমাকে বলেছে কি আশা করছি আমরা—তোমাকে আমি বিয়ে করব?'

'হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাসটা একটু বেশিই, মিস্টার টারম্যান,' বলল নরিন। 'বিয়ের ব্যাপারে—সেটা আপনাকে হোক বা অন্য কারোকে—এখনও আমি ভেবে দেখিনি কিছু।'

কঠিন আত্মসংযম সত্ত্বেও, টারম্যানের মুখ আরক্ত হলো। 'দুঃখিত, আমার আসলে এভাবে কথাটা পাড়া উচিত হয়নি,' ক্ষমা চাইল ও। 'আমি আসলে মেয়েদের সাথে বিশেষ মিশিনি, মিস নরিন, গুছিয়ে কথা বলতে জানি না। তবে সত্যি যেটা সেটাই বলছি, আমি তোমাকে চাই—দারুণভাবে। বল, তুমি রাজি?'

চুপ করে রইল মেয়েটা, প্রস্তাবটা বিচার করছে, বাস্তবে তার প্রথম প্রেমিক। দীর্ঘকায়, সুদর্শন, সুপুরুষ, বেশিরভাগ মেয়েই আর কিছু চাইবে না; কিন্তু নরিন, সংসার সম্বন্ধে যতই অনভিজ্ঞ হোক, ভেতরের মানুষটাকে দেখেছে, টারম্যানকে সে মোটেও বিশ্বাস করে না। তাছাড়া—তবে ওটা এমন একটা কারণ যা সে কারো কাছে স্বীকার যাবে না, এমনকি নিজের কাছেও নয়। মাথা নাড়াল ও। 'দুঃখিত, মিস্টার টারম্যান,' বলল।

'আরেকবার ভেবে দেখ,' মিনতি করল ধনকুবের। 'আমার টাকা আছে, আরও হবে। এখানে থাকার দরকার হবে না আমাদের; কিছুদিন পর সব বেচে দিয়ে ভ্রমণে বেরোব। দুনিয়া দেখব এবং ধুমধাম করে। আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তখন আমার স্ত্রী হিসেবে তুমিও একজন কেউকেটা হয়ে যাবে। এরকম সুযোগ এখানে তোমাকে আর কে দিতে পারবে বল?'

' "এবং তারপর শয়তান তাহাকে পাহাড়ের ওপর লইয়া গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত শহর দেখাইল আর তাহাদের মহিমাকীর্তন করিল," ' অনুচ্চ স্বরে বাইবেল আউড়াল নরিন, তারপর আবার বলল, 'না, মিস্টার টারম্যান।'

এবার ওর কণ্ঠে এমন একধরনের দৃঢ়তা ছিল যা এমনকি ধনকুবেরের

অহঙ্কারও উপেক্ষা করতে পারল না; উপলব্ধি করল সে ওকে টলান যাবে না, অন্ধ আক্রোশ ফুঁসে উঠল তার ভেতর। সে, টারম্যান, যে নাকি চিরকাল তার সমস্ত প্রতিপক্ষকে তুড়ি মেরে মাছির মত উড়িয়ে দিয়েছে, আজ একটা সামান্য ছুকরির কাছে হার মানবে? কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল ও।

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তুমি, কিন্তু দু-একটা জিনিস বোধহয় ভুলে যাচ্ছ,' হিসহিস করে উঠল টারম্যানের গলা। 'প্রথমত, আমি এই র‍্যাঞ্চের আংশিক মালিক।'

'দাম মেটান হয়নি এখনও, চুক্তিও হয়নি।'

'দূর! নিছক আনুষ্ঠানিকতা। ফয়সালা হয়েই গেছে, আর সায়মন ওয়াদা বরখেলাপ করার মানুষ না, এমনকি সে ইচ্ছে থাকলেও। তাছাড়া—' চরম আঘাত হানবার আগে কুৎসিত হাসিটা হাসল টারম্যান—'তোমার কি সাধ এর সাথে? কিছুক্ষণ আগে বিশ্বাসের কথা বলছিলে তুমি। তোমার বিশ্বাস তুমি সায়মনের মেয়ে—অথচ আদৌ তা নও। ওর সাথে কোন আত্মীয়তাই নেই তোমার।'

বিমূঢ় বিস্ময়ে একমুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা, তারপর অবজ্ঞার হাসি হাসল। 'আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বলল ও। 'তাহলে আপনি বোধহয় এটাও বলতে পারবেন, আমি কার মেয়ে?'

'আলবত,' জবাব এল। 'তুমি ক্রিস্টি, ক্রিস্টিনার সংক্ষেপ। হুয়ান রামোসের একমাত্র সন্তান। মেরিল্যান্ডে তোমার বাবার র‍্যাঞ্চ ছিল। তখন তুমি শিশু, সে সময় প্যাটারসন নামে এক লোক চুরি করে তোমাকে; এখন সে নিজের পরিচয় দেয় সায়মন পিটার বলে।'

মেয়েটার চোখে যদিও অবিশ্বাস ঘনাল, কিন্তু ওর মন বলল টারম্যান সত্যকথাই বলছে।

'এই রামোসই পরে দত্তক নেয় সাবাডিয়াকে, এবং প্যাটারসনকে খুন করার জন্য লেলিয়ে দেয়—তুমি জান ও তাতে সফলও হয়েছে,' থামল ধনকুবের।

আর একটু হলেই নরিন বলে ফেলেছিল কথাটা ডাহা মিথ্যা, টারম্যানই গুলি করেছে সায়মনকে, কিন্তু অতিকষ্টে সংযত করল নিজেকে; বস্তুত, অভিযোগটা সম্পর্কে ও এখনও নিশ্চিত নয়। ঘূর্ণিঝড় উঠেছে ওর মনে, ঘুরে-ফিরে একটা চিন্তাই আচ্ছন্ন করছে চেতনাকে—দীর্ঘদিন ধরে কর্টেয ওকে খুঁজছে—প্রতিহিংসাপরায়ণ উদ্দেশ্যে, সন্দেহ নেই, তবু, ওকেই খুঁজে ফিরছে। তথ্যটা নরিনকে অলৌকিক এক সাহস জোগাল।

হিংস্র উল্লাসে র‍্যাঞ্চার দুহিতাকে জরিপ করছে টারম্যান, নির্মম আঘাতের প্রতিক্রিয়া মেয়েটার চেহারায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওর লোভাতুর চোখ দুটো চঞ্চলভাবে ঘোরাফেরা করছে নরিনের যৌবনপুষ্ট দেহের প্রতিটি বাঁকে, মেয়েটার হতাশা দেখে পুলক অনুভব করছে সে। ওকে তার চাই—ধনকুবেরের মনের কথা এটা, তবে প্রথমে ওর বিষদাঁত সে ভেঙে দেবে।

'তাহলে এখন বুঝতেই পারছ তোমার অবস্থান কোথায়,' রূঢ় গলায় খেই ধরল টারম্যান। 'বুড়ো যদি পটল তোলে—দেখে মনে হয় সেটাই অবশ্যম্ভাবী—আমিই তোমার নিরাপদ অবলম্বন। ইচ্ছে করলেই আমি তোমাকে

পথে বসাতে পারি, আর যদি ভেবে থাক সাবাডিয়া উদ্ধার করতে আসবে, ভুলে যাও ওই চিন্তা, তার আগেই লটকে যাবে শয়তানটা।'

মাথা উঁচু করল নরিন, আত্মাভিমানী কণ্ঠে বলল, 'উপোস করব, তবু হাত পাতব না তোমার কাছে।'

'উপোস করা এত সহজ না, বিশেষত যারা আরাম-আয়েসে অভ্যস্ত,' মুখ বাঁকাল টারম্যান। 'তখন ঠিকই তোমার সুর বদলে যাবে। আরেকটা কথা মনে রেখ, সায়মন যদি সেরে ওঠে, অপহরণের দায়ে হাজতে যেতে হবে ওকে, অবশ্য তার আগেই যদি হ্যাচেটের লোকেরা লিঞ্চ না করে।'

এদিকটা ভাবেনি নরিন, আশঙ্কায় ওর বুক কেঁপে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। যে সত্য সে জেনেছে তা ওর সুদীর্ঘকালের স্নেহমমতাকে মুছে দিতে পারবে না, আর বুড়োও তাকে অন্তর থেকে ভালবাসে। নরিন উপলব্ধি করল ওর সামনে দাঁড়ান ওই দুর্বৃত্তের ইচ্ছের মুঠোয় সে বন্দী। তবে সেটা ওকে বুঝতে দেবে না ও।

'আর কিছু বলার আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ও, তারপর যখন কোন জবাব পেল না স্খলিতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

চোয়াল চেপে সংকুচিত দৃষ্টিতে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল টারম্যান।

'আশা করি তুমি এবার থেকে সমঝে চলবে, মেয়ে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ধনকুবের। 'পরে তোমার তেজ আমরা ঝেড়ে ফেলব আরও। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়–'

মাঝপথে জিভে লাগাম পরাল টারম্যান, তারপর একটুক্ষণ চিন্তা করে, উঠে লাবানের খোঁজে বেরোল।

ওদিকে নরিন তখন ওর শোবার ঘরের নিভৃত কোণে নিজের নাজুক অবস্থা খতিয়ে বিচার করছে। অসুস্থ বুড়ো আর বাসার পুরান ইন্ডিয়ান ঝি, এ সময় এরাই ওর একমাত্র অবলম্বন, অথচ দুজনই এখন অসহায়। তারপর লিমিংয়ের কথা মনে পড়ল, সিদ্ধান্ত নিল দেখা করবে তার সাথে। সায়মনকে আরেকবার দেখতে গেল ও, তবে নিজের উদ্দেশ্য বা যা জেনেছে তার কিছু ভাঙল না, অসুস্থ মানুষটার উদ্বেগ আর বাড়াতে চায় না। ও যখন কোরালে গিয়ে ব্লু ডেভিলের পিঠে স্যাডল চাপাল বাথানটা ফাঁকা বলেই মনে হলো। তিন পাঞ্চার ইতিমধ্যেই চলে গেছে কিনা জানতে বাংকহাউসে উঁকি দিল ও, কিন্তু কারোকে দেখতে পেল না। এমনকি বাবুর্চিও নেই। অগত্যা রওনা হয়ে গেল সে, টের পেল না কয়েক জোড়া ধূর্ত চোখ ওর সমস্ত গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

সবে মাইল দুয়েক রাস্তা অতিক্রম করেছে নরিন এই সময় ট্রেইলের পাশে একটা ঝোপঝাড়ের ভেতর নড়াচড়ার শব্দে ও রাশ টানল। আবার যাত্রা শুরু করবে হঠাৎ শিস কেটে একটা দড়ি ওর কাঁধ গলে কোমরের কাছে এঁটে বসল, আরেকটা ফাঁস আটকাল ওর বাহনের গলায়। স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার সময় পলকের জন্য মুখোশ আঁটা মুখগুলো দেখতে পেল ও, তারপর একটা কম্বল ছুঁড়ে ফেলা হলো ওর গায়ের ওপর এবং আপাদমস্তক ঢেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো।

নির্দেশ জারি করল একটা ভারি কর্কশ কণ্ঠ, নরিন বুঝতে পারল তাকে পাঁজাকোলা করে আড়াআড়িভাবে স্যাডলে চাপান হচ্ছে।

'রোয়ানটাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়াই বোধহয় ভাল, না?' একজন অপহরণকারীকে বলতে শুনল ও।

'মনে হয়,' জবাব আসতে নরিন বুঝতে পারল কার খপ্পরে পড়েছে সে—আবারও বাজিমাত করেছে টারম্যান।

দশ

'আবার কি হলো?' ঘর থেকে বেরিয়েই দূরে তিনজন অশ্বারোহীকে ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে দেখে, বিড়বিড় করে বলল ফ্রাইং প্যান বাথানের মালিক। বোঝা গেল তাকে দেখতে পেয়েছে অশ্বারোহীরা, টুপি খুলে কাউবয়দের প্রচলিত একটা চিৎকার দিয়ে ওরা ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল। একটু বাদেই জিঞ্জার, ডার্টি আর সিম্পলের হাস্যোজ্জ্বল মুখ নজরে এল লিমিংয়ের। তার তীক্ষ্ণ চোখ একলহমায় দেখে নিল প্রত্যেকের স্যাডলের পেছনে অস্ত্রশস্ত্র বাঁধা রয়েছে।

'কি খবর, তোমাদের কি খেদমত করতে পারি আমি?' যাত্রার ঢঙে অভ্যর্থনা জানাল বুড়ো।

'সম্ভব হলে আমাদের চাকরি দিন,' স্মিত হাসল জিঞ্জার। 'আমরা বেকার।'

'ওয়াই যেড ছেড়ে এসেছ?' অবিশ্বাসভরে প্রশ্ন করল লিমিং। 'কেন?'

'টারম্যান আমাদের চায় না, তাই,' ফোড়ন কাটল ডার্টি।

'সে কিভাবে আসছে এসবের মধ্যে?'

'ও-ই এখন চালাচ্ছে সবকিছু—বলছে বাথানে তার আংশিক মালিকানা আছে। মালিক অসুস্থ, ফলে প্রতিবাদ করার কেউ নেই,' ব্যাখ্যা করল জিঞ্জার। 'ব্লেইনটা হয়েছে ওর খয়ের খাঁ।'

'হাহ্। আমি সায়মনকে দেখতেই যাচ্ছিলাম,' জব বলল। 'তোমরা একটু কষ্ট করে বাংকহাউসে নাস্তা সেরে নাও। ডার্ককে বলবে ওয়াই যেড তোমাদেরকে ফেরত না চাওয়া অবধি তোমরা ফ্রাইং প্যানের পে-রোলে আছ। সেটারও বেশি দেরি হবে না, বুড়োর সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলছি আমি।'

'আপনি চান না আমরা আপনার সাথে আসি?' ব্যগ্রতা ঝরে পড়ল সিম্পলের কণ্ঠে।

'চাই, তবে এতে কাজ হবে না,' হাসল ফ্রাইং প্যান মালিক। 'টারম্যানকে ওয়াই যেডে পার্টনার করে নিতে চাইছিল সায়মন, সম্ভবত তা করেওছে; যদি তাই হয়, আমরা বেকায়দায় পড়ে যাব। আমি ওর সাথে দেখা না করা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। কর্টেযের কি হলো কিছু শুনেছ?'

'কিস্যু না,' জবাব দিল জিঞ্জার। 'মনে হয় লাফিয়ে পড়েছে পাহাড় থেকে।'

'ক্ষতি নেই—এখানে কোন আউট-ল আসর জাঁকিয়ে বসুক, আমরা তা চাই

না,' প্রত্যুত্তর দিল লিমিং।

'হতে পারে আউট-ল, তবে ও একজন মানুষ: যারা ওকে খুঁজছে তাদের বেলায় পারব না, কিন্তু ওর দিকে পেছন ফিরে চলতে আমার ভয় করবে না,' ঝাঁঝাল গলায় বলল জিঞ্জার। তারপর ওর জবাবে গরু ব্যবসায়ীকে স্মিত হাসতে দেখে অবাক হয়ে গেল—এর রহস্য অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারল না ও।

সকলেই ওদের সৎমানুষ হিসেবে জানে, তাই বাংকহাউসে ওরা সাদর অভ্যর্থনা পেল। তবে সুযোগ বুঝে ফ্রাইং প্যানের কাউহ্যান্ডরা এক-আধটু রসিকতা করতে ছাড়ল না।

'এই দলে কিছু বুদ্ধিমানের সমাগম হচ্ছে,' মন্তব্য করল ল্যাকি লোমাস। 'একধাক্কায় তিনজন ''চালাক-মাথা''; বুড়ো সায়মনের নিশ্চয় ভীমরতি ধরেছে।'

'এবং ফ্রাইং প্যানেরও যা প্রয়োজন তা সে পাচ্ছে,' বলে একগাল হাসল জিঞ্জার, তারপর হাতের স্যাডলটা নামিয়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর। তার বন্ধুরাও মুহূর্তেক দেরি না করে অনুসরণ করল এই দৃষ্টান্ত।

'কেমন আছে বুড়ো?' নবাগতদের রাক্ষুসে ক্ষুধার ধার যখন কিছুটা ভোঁতা হলো তখন প্রশ্ন করল ফোরম্যান ডার্ক আইডন। স্যাপের নিষেধ মনে পড়ল জিঞ্জারের, মাথা নাড়াল ও।

'আমি নিজে দেখিনি, তবে স্যাপ বলছে বাঁচবে না,' জবাব দিল কাউপাঞ্চার। 'ওই টারম্যান ব্যাটা এমন ভাব করছে যেন বাথানটা ওর বাপের সম্পত্তি।'

ঘোঁৎ শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করল ফোরম্যান। 'আমাদের বুড়োর বোধহয় এ ব্যাপারে নিজস্ব বক্তব্য আছে কিছু,' বলল সে, 'এবং সেটা বলার সময় সঙ্গীও পাবে—কি বল, ভাইসব?'

সর্বসম্মত সাড়া মিলল এতে। টারম্যান যদি এখন নিজের কানে শুনতে পেত এটা নিঃসন্দেহে তার মনোবল অনেকটাই যেত কমে; ফ্রাইং প্যানের কর্মচারীরা এমনিতেই বেপরোয়া, বদমেজাজি মালিকের প্রতি ওদের ভক্তি-শ্রদ্ধা অগাধ, তার ওপর এখন ওয়াই যেডের তিন পাঞ্চার এসে জোটায় ওদের শক্তি বেড়ে গেছে বহুগুণ।

'ওই অপদার্থ মার্শাল বুঝি এখনও আউট-ল দাবড়ে বেড়াচ্ছে?' প্রশ্ন করল চার্লি, তারপর জিঞ্জারকে ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাতে দেখে যোগ করল, 'কর্টেযের সন্ধানে কাল ও এসেছিল এখানে। খোদার কসম, বুড়ো ওকে যে ভাষায় গালাগাল করল যদি শুনতে; আমার তো মনে হয় অন্য কেউ হলে তার গায়ে ফোসকা পড়ে যেত।'

'টংকের মন আঁকুপাঁকু করছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত পিস্তল বের করতে সাহস পায়নি,' তথ্য জোগাল উড। 'ওর নিজের লোকরাই দলপতির দুর্দশা দেখে হাসাহাসি করছিল। ''তুমি?'' চেঁচিয়ে উঠল জব। ''তোমার মত একটা অপদার্থ, মাথামোটা ছাগলের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আইনের। এক্ষুণি ছুট দাও, নইলে এরকম একটা দুর্বল মার্শালের জন্য লজ্জায় আইনের মাথা কাটা যাবে।'' টংক ওর দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, ''আমি এই অপমান ভুলব না, লিমিং।'' ওর মুখের ওপর হাসল বুড়ো, তারপর বলল, ''না ভুললেই ভাল করবে—যদি বাঁচতে

চাও,' আর অমনি বেত্রাহত কুকুরের মত কুঁকড়ে গেল মার্শাল।'

'জবের জিভে বিষ আছে কিন্তু মনটা পরিষ্কার,' প্রশংসাসূচক মন্তব্য করল লাকি।

নাস্তার পাট চুকতে কোরালে গেল সবাই, ওই দিনকার দায়িত্ব কর্তব্য ওদের মধ্যে ভাগ করে দিল ডার্ক। পুরোদমে ঘোড়া সাজাবার কাজ চলছে এই সময়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ডার্টি, হাত নেড়ে সকলের দৃষ্টি দিগন্তের দিকে আকর্ষণ করল।

'একজন অতিথি আসছে, তাড়া আছে মনে হয়,' বলল ও।

প্রান্তরের শেষমাথায় একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল ওরা, ঝুঁকে রয়েছে স্যাডলের ওপর, পূর্ণগতিতে বাথানের উদ্দেশে ছুটে আসছে। লিমিংও আগুয়ান অশ্বারোহীকে দেখতে পেয়েছিল, এবার সে কোরালে তার কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ দিল।

'স্ন্যাপ মনে হচ্ছে,' বলল জিঞ্জার। 'জোরে ছোটার সময় ওইভাবে ঝুঁকে থাকে ও-বলে এতে নাকি বাতাস কেটে গিয়ে ঘোড়ার ছুটতে সুবিধে হয়। আল্লা মালুম, আবার কোন ঝামেলা দেখা দিল?'

'হয়তো টারম্যানকে নিকেশ করে দিয়েছে, এখন সবাই ওকে তাড়া করছে,' অনুমান করল ফ্রাইং প্যানের একজন।

'স্ন্যাপ পালাবার বান্দা না-ও মাটি কামড়ে থেকে লড়বে,' লিমিং বলল।

শ্বাসরুদ্ধ কয়েকটা মিনিট কাটল, তারপর ধুলো উড়িয়ে ভয়ালদর্শন একটা পনি ওদের মাঝে এসে থামল। যা আন্দাজ করেছিল জিঞ্জার, নবাগত ঘোড়সওয়ার ল্যান্ট। নেমে লাগাম ছেড়ে দিল ও, লিমিংয়ের দিকে ঘুরল।

'হাউডি, মিস্টার লিমিং? মিস নরি এখানে?'

'কই, না,' জবাব দিল লিমিং। 'কেন?'

'কাল বিকেলে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। শহরে খোঁজ করেছিলাম, যায়নি ওখানে, তাই ভাবলাম নিশ্চয় এখানে এসেছে। মনে হয় কিছু একটা হয়েছে ওর।'

'নিকুচি করি! হতভাগা দেশটার হলোটা কী?' চিৎকার করে উঠল লিমিং, রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে। 'কি আশঙ্কা করছ তুমি?'

'আমি কিভাবে জানব?' শান্ত গলায় জবাব দিল স্ন্যাপ। 'ব্লুকে নিয়ে বেরিয়েছিল, ঘোড়াটা হিংস্র কিছু করে বসে থাকতে পারে, এসব বেয়াড়া ঘোড়ার মর্জি কখন কি হয় বোঝা যায় না। কিংবা হয়তো অ্যাপাচি বা গরুচোরদের খপ্পরে পড়েছে। তবে একটা কথা নিশ্চিত, স্বেচ্ছায় ও বুড়োর কাছ থেকে দূরে সরে নেই।'

'তুমি চেঁচিয়ে কথা বলছ,' জব বলল। 'খোদার কসম, কেউ যদি ওই মেয়ের গায়ে ফুলের টোকাটিও দেয় আমি তাকে জ্যান্ত কবর দেব!' চারপাশের লোকজনের উদ্দেশে অগ্নিদৃষ্টি হানল লিমিং, তারপর সহসাই খেয়াল করল ওরা কোন দোষ করেনি। 'হাঁ করে কি দেখছ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, নচ্ছারের দল?' ধমকে উঠল ও। 'ঘোড়া আর খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড় এক্ষুণি। ওই মেয়েকে যতক্ষণ খুঁজে না পাচ্ছ, বন্ধ থাকবে এই বাথানের সব কাজ। ডার্ক, তুমি নেতৃত্ব দেবে। পুরো তল্লাট চষে ফেলবে। আমি ওয়াই যেডে যাচ্ছি মিস্টার

টারম্যানের সাথে কথা বলতে; ওখানে পাবে আমাকে।'

কথা সেরেই গটগট করে র‍্যাঞ্চ-হাউসের উদ্দেশে হাঁটা দিল লিমিং। পেছনে মুখ টিপে হাসল বাথানের কর্মচারীরা, তল্লাশির প্রস্তুতি নিতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল ওদের মধ্যে। অল্পক্ষণের ভেতর খাবার, অস্ত্রশস্ত্র ঘোড়া সব তৈরি হয়ে গেল, তারপর ছোট ছোট কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে রওনা হলো বিভিন্ন দিকে।

'আজব চিড়িয়া না?' ওয়াই যেডের হাস্যরত পাঞ্চারদের কাছে গুমর ফাঁস করল লাকি। 'এই অঞ্চলে আর কারো মুখে এসব গাল সহ্য করব না আমরা, বুড়োও সেটা জানে, পাগল।'

যে মানুষটি এই অভিযোগের লক্ষ্যবস্তু, সে আর তার কর্মচারীদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না; ওদের দায়িত্ব ওদেরকে দেয়া হয়েছে, জানে সেটা সুচারুভাবেই পালিত হবে। কর্টেয আর ল্যারি যে কামরায় বসে পাশা খেলে সময় কাটাচ্ছিল এবার সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো ফ্রাইং প্যান মালিক। তার সংবাদে দুজনের যে প্রতিক্রিয়া হলো তা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। ল্যারি নিমেষে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, পক্ষান্তরে ওর সঙ্গী বসে রইল ঝিম মেরে, কেবল তার চোয়ালের দৃঢ়বদ্ধ পেশী আর সংকুচিত চোখজোড়া বলে দেয় কথাটা সে শুনতে পেয়েছে।

'এখন কি করব আমরা?' ঘরের এমাথা-ওমাথা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করল ল্যারি।

'চুপ করে বসে ঠাণ্ডা হও আগে,' বিদ্রূপের সুরে বলল ওর বন্ধু। 'একটা ভীতু মুরগির মত আচরণ করছ তুমি।'

'তুমি কিছুই করছ না-সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছি,' উত্তপ্ত গলায় জবাব দিল অপরজন, তবে ওস্তাদের নির্দেশ ঠিকই মান্য করল।

'তোমার কি ধারণা?' প্রশ্ন করল জব।

'টারম্যানের কাজ,' ধীরে ধীরে উত্তর দিল সাবাডিয়া। 'বোধহয় বাথানটা বেচে দেয়ার জন্য এভাবে চাপ সৃষ্টি করছে সায়মনের ওপর, কিংবা মেয়েটাকে বাধ্য করেছে বিয়েতে রাজি হতে। আরেকটা সম্ভাবনা আছে-আপনার বাথানের লোকজনকে অন্যখানে সরিয়ে দিয়ে বড়সড় একটা হামলা চালাবে। আপনি সবাইকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন?'

'বাবুর্চি বাদে,' লিমিং বলল। 'এই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হচ্ছে। এখন আমি ওয়াই যেডে যাচ্ছি; তোমরা সাহায্য করতে পারবে না এটাই যা দুঃখ।'

'করব,' কর্টেয বলল। 'আমাদের ঘোড়াগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

'এই বাসার শেষপ্রান্তে, পুরান আস্তাবলে-দীর্ঘদিন হলো খালিই পড়ে আছে। বাসার ভেতর দিয়েও যাতায়াত করা যায়। যা যা লাগবে মনে কর, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার-সংকোচ করবে না।'

মানুষটার স্বভাবই এরকম: ওদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে কোনরকম প্রশ্ন বা ওদেরকে নিরস্ত্র করার বিন্দুমাত্র চেষ্টাই সে করল না; স্থানীয় বুলিতে একে বলা যায় যার গরু তাকেই তা জবাই করতে দেয়া।

বুড়ো বিদায় নেয়ার একটু বাদে অপর দুজনও সক্রিয় হয়ে উঠল। কিছু

খাবার বেঁধে নিয়ে ঘোড়া দুটো সংগ্রহ করল ওরাও, তারপর বাংকহাউস আর নিজেদের মাঝখানে র‍্যাঞ্চ-হাউসকে রেখে সাবধানে বেরিয়ে পড়ল। অপ্রত্যাশিত একটা ছুটি পেয়ে নিঃসঙ্গ বাবুর্চি তখন মহা আনন্দে বাংকে শুয়ে দিবানিদ্রা যাচ্ছিল, ফলে টেরও পেল না কিছু। বাথান থেকে ওরা যখন বহুদূরে চলে এল, কেবলমাত্র তখনই ল্যারি জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছে ওরা।

'সোজা ক্রসড ডাম্ব-বেলে। যদি ওখানে পেয়ে যাই, জব আর তার লোকজনকে ডেকে আনবে তুমি, তারপর আমরা পাকড়াও করব ওদের।'

অপেক্ষাকৃত তরুণ কাউপাঞ্চারের আপত্তি করার মত কোন কারণ ছিল না, কাজেই নীরবে অথচ জোরকদমে মধ্যবর্তী ওয়াই যেড রেঞ্জ পেরিয়ে আবার সেই ট্রেইলের উদ্দেশে ছুটল ওরা যেটা মরুভূমির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। বেশকিছু গরুবাছুর চোখে পড়ল ওদের, কিন্তু কোন পাহারাদার দেখতে পেল না, লাইন-হাউসও জনশূন্য। অর্থপূর্ণ হাসি হাসল কর্টেয।

'ওরা মনে হয় আর চোরের ভয় করছে না,' মন্তব্য করল ও। 'তবু ফ্রাইং প্যান অরক্ষিত ফেলে রাখা উচিত হলো না মিস্টার লিমিংয়ের, টারম্যান এমন সুযোগ হেলায় হারাবার লোক না।'

'হাহ্! আমরাও জানি কোথায় গেলে মিলবে সব গরু,' বলল ওর সঙ্গী। 'যখন মোকাবেলা শেষ হবে, আমরা ফেরত আনব ওগুলো।'

'তারও এখন আর বেশি দেরি নেই,' কর্টেয সাড়া দিল। 'টারম্যান যদি মিস নরিকে ইলোপ করে থাকে; নিজের জালেই ফেঁসে যাবে ও। এমনকি হ্যাচেটের লোকজনও সহ্য করবে না এটা, আর লিমিংয়েরও অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওখানে।'

একনাগাড়ে মাইলের পর মাইল ছুটে চলেছে ওরা, বেশির ভাগ সময় অনুসরণ করছে তস্করদের ট্রেইল; শুধু মাঝে-মধ্যে দূরত্ব কমাবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল বা মেঠোপথে কোনাকুনিভাবে এগোচ্ছে। এ পথের আরেকটা সুবিধা, আচমকা গরুবাছুর পথ রোধ করে দাঁড়ায় না। চারপাশের প্রকৃতি পাখির কলকাকলিতে মুখর, গাছের পাতা গলে রোদ আসছে, ছোট ছোট ঝরনা কলহাস্যে দুরন্তগতিতে বয়ে চলেছে বৃহতে লীন হতে। বনানী নিস্তব্ধ; পাইন পাতার গালিচায় ঘোড়ার খুরের কোন শব্দই হচ্ছে না।

আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের দিকে এখন কোন খেয়ালই নেই কর্টেযের; বাহ্যত শান্ত, কিন্তু টারম্যানের মত একটা অমানুষের দয়ামায়ার ওপর নির্ভর করছে নরিনের জীবন এই চিন্তা ওর ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। এ মুহূর্তে ওর লক্ষ্য একটাই: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটির কাছে পৌঁছান। যেহেতু ওর সঙ্গীও সমভাবে ব্যাকুল, দুপুরের খাওয়ায় অযথা সময় নষ্ট করল না। ফলে ওরা যখন গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে পরিকল্পনা আঁটতে একটা ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল তখনও দিনের আলো আছে। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে কয়েকশো গজ দূরের বাথানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। দুটো ধোঁয়ার রেখা বলে দিচ্ছে বাসিন্দা আছে ওখানে, কোরালে বাঁধা ঘোড়ার সংখ্যা প্রমাণ করে দলের অধিকাংশ লোকই উপস্থিত। পিছলে মাটিতে নেমে সন্তর্পণে এমন জায়গায়

গিয়ে বসল কর্টেয যেখান থেকে ঘোড়াগুলো আরও ভালভাবে দেখতে পাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল ও, রাগে মুখ থমথম করছে।

'রোয়ানটা আছে। কাজেই ধরে নেয়া যায়, নরিনকে ফোরম্যানের কোয়ার্টারেই রেখেছে,' বলল ও। 'আমি ওকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি, পালিয়ে গিয়ে অন্যদের ডেকে আনবে।'

ল্যারি তর্ক জুড়ল। 'দুজন মিলে সামলাতে বেশি সুবিধে হবে। এই দূতালির কাজ আমার একদম পছন্দ না।'

'ওই কান দুটো আলাদা রাখা ছাড়া, মাথাটাকে তুমি কখনই অন্য কাজে লাগাও না, না?' নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ওর বন্ধু। 'না, তর্ক করে লাভ হবে না, আমি যা বলছি তাই করবে তুমি। আসি, আর শোন, গোলাগুলির শব্দ পেলে আবার যেন নাক গলিও না, সোজা ওয়াই যেডে ছুটবে, তক্ষুণি।'

'আহ্, তুমি কেন—' শুরু করেছিল ল্যারি, পরক্ষণে লক্ষ্য করল সে বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে। 'ধেৎ,' উপসংহার টেনে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে বসল ও।

ঝোপঝাড়গুলো যেখানে র‍্যাঞ্চ-হাউসের সবচেয়ে কাছে চলে গেছে, বুকে হেঁটে সেখানে এল কর্টেয। তারপর ঘনায়মান অন্ধকারে মাঝের ফাঁকা অংশটুকু পেরিয়ে বাড়ির পেছনের দেয়ালে সেঁটে গেল। তালা ছিল না খিড়কি দরজায়, পা টিপে টিপে সরু একটা প্যাসেজ হয়ে আরেকটা দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলো ও। এটা আধখোলা, ভেতর থেকে ক্ষীণ আলোকরশ্মি এসে পড়েছে বাইরে। উঁকি মেরে দেখল একটা টেবিলে বসে আছে জেফ, অধ্যবসায়ের সাথে কাগজে কিছু হিসাব কষছে। কাজটা বোধহয় একাধারে আনন্দদায়ক এবং দারুণ লাভজনক কারণ ও মিটিমিটি হাসছিল, দরজাটার ক্রমশ খুলে যাওয়া এবং একজন অতিথির প্রবেশ লক্ষ্য করল না।

'নড়বে না,' কাটখোট্টা হুকুম এল একটা।

চমকে মাথা তুলল ফোরম্যান, হাত দুটো দ্রুত চলে যাচ্ছিল কোমরের কাছে, পরমুহূর্তে উদ্যত অস্ত্র আর তার মালিককে দেখে জমে গেল।

'সাবাডিয়া?' আঁতকে উঠল সে।

'তাই,' কঠিন গলায় জবাব দিল কর্টেয। 'এখন, গলা নামাও আর সোজা উত্তর দাও। মিস পিটার কোথায়?'

'নামই শুনিনি কখনও,' গোমড়া মুখে বলল জেফ।

'ফালতু কথা বলবে না,' কর্টেয সাবধান করল ওকে। 'দুসেকেন্ড সময় দিচ্ছি। হয় বল নয়তো—'

ক্রোধের লেশমাত্র ছিল না স্বরে, কিন্তু একধরনের ভয়ঙ্কর শীতলতা ফুটে উঠেছিল যার ফলে অপরজন উপলব্ধি করল মুখ না খুললে তার মৃত্যু অনিবার্য। জেফ সাহসী লোক, বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে, কিন্তু এবার তার কোন আশাই নেই।

'দোতলার পেছনের একটা ঘরে,' স্বীকার করল ও। 'মাকড়সা বোধহয় বিয়ে করতে চায়। নাম জানি না।'

'দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও,' সংক্ষেপে বলল কর্টেয।

ফোরম্যানকে নিরস্ত্র করে ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিল সে, বাঁধল চেয়ারের সাথে। ওর প্রতিটি কার্যকলাপ উপহাসের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে জেফ। নিজের চিন্তায় বিভোর ছিল কর্টেয, খেয়াল করল না ব্যাপারটা—করলে হয়তো সন্দেহ জাগত ওর। যখন বন্দীর বাঁধনগুলো পরখ করে সন্তুষ্ট হলো ও, মেয়েটার খোঁজে দোতলায় গেল। খোলাই ছিল প্রথম ঘর দুটো, ফাঁকা। কিন্তু তৃতীয়টার দরজায় তালা ঝুলতে দেখল কর্টেয।

'মিস নরি?' চাপা গলায় ডাকল ও। 'তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ,' সাড়া এল ভেতর থেকে। 'কে?'

নিজের পরিচয় জানাল সাবাডিয়া, দরজা ভাঙার সময় ওকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকতে নির্দেশ দিল। শক্তিশালী কাঁধের একধাক্কায় কড়াসুদ্ধ উপড়ে গেল তালা, টিমটিমে মোমের আলোয় দেখা গেল ভাঙাচোরা একটা খাটের ওপর বসে রয়েছে মেয়েটা, বন্দী হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রেখেছে।

'দেরি করা চলবে না,' বাঁধন কাটতে কাটতে বলল কর্টেয, দড়িটা নরিনের কবজিতে কালসিটে ফেলে দিয়েছে দেখে চাপা গলায় খিস্তি করল। 'এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। ল্যারি ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

যথাসম্ভব নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করতে হুঁশিয়ারি জানিয়ে আলতোপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল কর্টেয। এ পর্যন্ত সবকিছুই চলছিল ঠিকমত, কিন্তু যখন আর শেষ কয়েকটা ধাপ বাকি আছে, হঠাৎ একটা দড়িতে পা বেধে হোঁচট খেল ও, উড়ে গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল নিচের শক্ত মেঝেতে। ঠিক ওই মুহূর্তে দুজন লোক লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর, মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে দিল।

আবার যখন চেতনা ফিরে পেল সে দেখল যে ঘরে জেফকে বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেই ঘরে ও রয়েছে। তবে সম্পূর্ণ উলটে গেছে পরিস্থিতি, ফোরম্যানের পরিবর্তে তার নিজের হাত-পা এখন বাঁধা। আঘাতজনিত ঘোরটা কেটে যেতে কর্টেয উপলব্ধি করল কি চরম বিপদে পড়েছে সে, এবং কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা। সে দোতলায় যাওয়ার পরপরই সদলবলে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় টারম্যান, এবং ফোরম্যানের মুখে সব শুনে ফাঁদ পাতে। ওরা সকলেই রয়েছে এখানে, যারা ঘৃণা করে ওকে, বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটা নেই। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ওকে কুর্নিশ করে স্বাগত জানাল টারম্যান।

'অভাবনীয় সৌভাগ্য, তাই না?' হিসহিস করে উঠল ওর গলা। 'আমাদের খাতির-যত্নে যদি তোমার কষ্ট হয় দুঃখ নিও না, আসলে আবার তোমাকে ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছি সবাই। চাইছি, কিছুক্ষণ আমাদের মাঝে তোমাকে রেখে দিতে।'

ব্যথায় দপদপ করছে বন্দীর মাথা, মৃত্যু ছাড়া এদের কাছে অন্যকিছুই আশা করছে না সে, তবু জবাব দেয়ার সময় জোর করে তাচ্ছিল্যের হাসি ফোটাল মুখে।

'কষ্ট হচ্ছে না আমার।'

'খাঁটি বাহাদুরের মত কথা। নির্ভীক আউট-ল সুন্দরী তরুণীকে উদ্ধার করতে এসে নিজের গলাতেই ফাঁস পরেছেন,' দাঁত কেলিয়ে হাসল টারম্যান। 'কাজটা একাকী করতে যাওয়া একটু বেশি দুঃসাহস হয়ে গেল না কি, সাবাডিয়া?'

'বোধহয়,' একমত হলো কর্টেয। ল্যারির ব্যাপারে তাহলে ওরা কিছুই জানে না, ও ভাবল, এতক্ষণে ওর ওয়াই যেডের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া উচিত। 'মনে হচ্ছে তুরুপের সব তাসই এখন তোমার হাতে,' যোগ করল কর্টেয।

'অবশ্যই। এবং সেগুলো কিভাবে খেলব তাও দেখার সৌভাগ্য হবে তোমার,' জবাব দিল টারম্যান। 'তারপর আমরা নজর দেব তোমার ব্যাপারে।'

'এখনই ঝুলিয়ে দিতে বাধা কোথায়?' পরামর্শ দিল ডেক্সটার। 'ব্যাটা খুব বেশি জেনে ফেলেছে।'

টারম্যান এমনভাবে চোখ পাকিয়ে তাকাল ডবল এক্সের লোকটা নিমেষে চুপসে গেল।

'মরার আগে আরও বহুকিছু জানবে,' বলল সে। 'আর যদি কেউ চালাকি করতে আসে আমার সাথে, তার দশাও ওর মতই হবে।' একটুক্ষণ অপেক্ষা করল ধনকুবের কিন্তু ডেক্সটার তখন একেবারেই মিইয়ে গেছে। 'এবার তাহলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।'

দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল গানবেল্টে বড়শির মত করে আটকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে টারম্যান, কর্তৃত্ব করছে সকলের ওপর। সন্দেহ নেই বিপথগামী, তবু কর্টেয মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো লোকটার ক্ষমতা আছে। খোশমেজাজে রয়েছে টারম্যান, সবকিছুই তার মর্জিমাফিক ঘটছে, সাবাডিয়া ধরা পড়ায় তার শেষ বাধাটাও অপসারিত হয়েছে এখন। তবে হাসি-হাসি মুখ করে থাকলেও, দলের লোকদের ওপর সে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে; কারোকে বিশ্বাস করে না ও।

'তো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা,' শুরু করল ধনকুবের। 'বুড়ো সায়মন ধুঁকছে, ও মরলেই ওয়াই যেড আমার হচ্ছে।'

'ওর না মেয়ে আছে?' জিজ্ঞেস করল ব্রেইন। 'উইল করে যায়নি বুড়ো?'

'ও বুড়োর মেয়ে না–কোন সম্পর্কই নেই, আর সেরকম কোন উইল থাকলেও এখন আর কাজ হবে না তাতে,' ব্যাখ্যা করল টারম্যান। এ কথায় মুখ টিপে হাসল উপস্থিত সবাই। 'ফ্রাইং প্যান খালি পড়ে আছে–দলবল নিয়ে লিমিং যা খুঁজছে কোনদিনই তা সে পাবে না। এখন, কাল সকালে হানা দিয়ে বাদ বাকি গরুবাছুরও কেড়ে নেব আমরা। আমার বিশ্বাস, এরপর আর বিক্রি করতে আপত্তি হবে না ওর–আমার শর্তে। ওই দুটো বাথানকে কবজা করতে পারলেই আমিই হব এখানকার হর্তাকার্তা, সবাই আমার কথায় উঠবে, বসবে। এবার আসা যাক গরুর প্রসঙ্গে, আগামী কালের লুটের পর প্রায় দুহাজারের মত দাঁড়াবে ওদের সংখ্যা, তার মানে তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই অনেক টাকা। আরও আছে, বাথানগুলো চালাতে লোক লাগবে আমার, চড়া বেতন দেব। মোট কথা, আমি এবার বড় দাঁও মারছি–যারা আমার সাথে থাকবে, ভাগ পাবে।'

'রেঞ্জের রাজা, আঁ, জো?' লাবান বলল।

টারম্যান অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'আলবত, আর তোমাদের জন্যও আছে প্রচুর সুযোগ, ভাইসব।'

থেমে চারপাশে নজর বোলাল ধনকুবের। ওর ভাষণে মোহিত হবে সবাই, ও

নিশ্চিত। হতাশ হতে হলো না টারম্যানকে। সবিস্ময়ে কর্টেয লক্ষ্য করল লোকগুলোকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে; স্পষ্টতই বুঝতে পারেনি ওরা, লুটের সিংহভাগ একাই হজম করার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্ত ব্যবহার করেছে ওদের। টারম্যান চতুর লোক; জানত এদের কাছে জমির তুলনায় চোরাই গরু বিক্রিলব্ধ নগদ টাকাই বেশি কদর পাবে, সম্ভবত ওর সাঙ্গাতরাও ভাবছে তারাই যথার্থ লাভবান হচ্ছে এখানে। তবে সকলেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি, কারণ নেতার বক্তব্য শুনতে শুনতে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ব্লেইনের চেহারা। বোঝা যায়, ঘটনাবলী তার প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোচ্ছে না।

'মেয়েটাকে কি করতে চাও?' প্রশ্ন করল ও, প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের সুর বাজল কণ্ঠে।

টারম্যান তাকাল ওর দিকে। 'করতে চাই–আমার–যা–ইচ্ছে,' কেটে-কেটে জবাব দিল।

'আমার ভাগে পড়ার কথা ছিল ওর; তুমি বলেছিলে,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ব্লেইন।

'তখন আমি দেখিনি ওকে,' টারম্যান বেহায়ার মত হাসল, অন্যরা সশব্দে সুর মেলাল ওর সাথে।

ওয়াই যেডের ফোরম্যান যোগ দিল না এতে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঈষৎ বাঁকা হয়ে রয়েছে শরীর, মাথাটা সামনের দিকে বাড়ান, চোখজোড়া জ্বলছে ধকধক করে–দেখলেই মনে হয় মানুষরূপী একটা সাপ, এক্ষুণি বুঝি ছোবল দেবে। এমনকি ওর গলার স্বরও হিসহিস করছে।

'আমার ওকে পাওয়ার কথা, সুতরাং আমি ওকে চাই–আর বাথানের একটা শেয়ার,' বলল ও। 'আমার সাথে বেঈমানি করলে, টারম্যান, তোমার সব মতলব আমি ফাঁস করে দেব–এমনকি দরকার হলে গভর্নরের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও কসুর করব না।'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করছে টারম্যান, সামান্যতম নড়াচড়ার জন্য সতর্ক হয়ে আছে: বুঝতে পারছে ফাঁকা বুলি আউড়াচ্ছে না লোকটা, এর মর্মান্তিক পরিণামও তার জানা। মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে ও জানত, কিন্তু ব্লেইন প্রকাশ্যে তার অবাধ্য হবে, প্রশ্ন তুলবে কর্তৃত্বে এতটা আশা করেনি। পলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আরে, দুনিয়াতে মেয়ের অভাব আছে নাকি, ব্লেইন,' হাসল মাকড়সা। 'তবে তুমি যদি ওকেই চাও, ঠিক আছে, পাবে–আমার খায়েশ মিটে যাক আগে।'

বিদ্রূপটা সুচিন্তিত, উদ্দেশ্যমূলক; বস্তুত এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মৃত্যুশীতল নীরবতা নামল ঘরে। রুদ্ধশ্বাসে আধমিনিট দাঁড়িয়ে রইল ব্লেইন যেন জমে গেছে, শুধু যে লোকটা ব্যঙ্গ করেছে ওকে তার উদ্দেশে তপ্ত আক্রোশে জ্বলছে চোখ দুটো। তারপর ডান হাতের মুঠি আস্তে আস্তে খুলে গেল থাবার মত, প্রায় অকথ্য একটা খিস্তি করে ছোঁ মারল পিস্তলের দিকে। দর্শকদের মনে হলো একই সঙ্গে হয়েছে দুটো গুলি, কিন্তু তারপর, ধোঁয়ার ঘূর্ণির ভেতর দিয়ে, ওরা দেখতে পেল ভারি বুলেটের ধাক্কায় টলছে ওয়াই যেডের ফোরম্যান, ভাঁজ হয়ে গেল দুই হাঁটু, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেতে, আর পিস্তলটা সশব্দে আছড়ে পড়ল ওর পাশে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় হেঁচকি তুলল ও, টারম্যানের দিকে তর্জনী নাচিয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'ওয়েব, তুমি একটা বেঈমান—তবে তোমারও সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

উপুড় হয়ে গেল ব্রেইন, একটা খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল। উদ্যত পিস্তলহাতে, সংকুচিত, স্থির, নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত ওকে পর্যবেক্ষণ করল টারম্যান। যখন বুঝল শেষ হয়ে গেছে সবকিছু, অস্ত্রটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল।

'তো, ভাইসব, তোমরা সবাই শুনেছ ওর হুমকি, দেখেছ ও পিস্তল বের করছিল,' বলল সে। 'তোমাদের আর কারো ইচ্ছে আছে ওর সঙ্গী হওয়ার?'

'ন্যায্য লড়াই; ওর সাজা ও পেয়েছে, শালা কেউটের বাচ্চা,' জবাব দিল পিট। অন্যরাও, তাদের নীরবতায় মনে হলো, এই মতবাদেই বিশ্বাসী।

'বেশ,' খেই ধরল টারম্যান। 'ওর অংশটা তোমরা ভাগ করে নেবে—আমি কিছুই চাই না।'

দুজন লোক ধরাধরি করে পাশের একটা কামরায় সরিয়ে ফেলল লাশটা, তারপর যখন ফিরল ওরা তখন টারম্যান বলল, 'এবার তাহলে আমাদের এই বন্ধুর ব্যাপারটা ফয়সালা করতে হয়,' বন্দীর উদ্দেশে একটা হাত নাচাল সে। 'যারা ওকে এক্ষুণি ঝোলাতে চাও হাত তোল।'

একজন ছাড়া, ঘরের সবাই হাত তুলল, আতিশয্যের বশে কেউ কেউ দুটোই। হাসিমুখে চারপাশে নজর বোলাল টারম্যান।

'আরে! তোমাকে দেখি কেউ দেখতে পারে না, সাবাডিয়া,' মন্তব্য করল সে। 'কেবল একজন অন্যরকম কিছু ভাবছে। তোমার আপত্তিটা কোথায়, ওয়েস্ট?'

'বস,' জবাব দিল ক্যালিফোর্নিয়া, 'আমি ব্যাপারটা দেখতে চাচ্ছি এভাবে। এই লোকের মাথার দাম বিশ হাজার ডলার। এ দেশে দশ—জীবিত। মেক্সিকোতে দশ—মাথাটা নিলেই হলো। খামোকা দশ হাজার লোকসান দিয়ে লাভটা কি, যেখানে যারা পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাদের কাছে ওকে নিয়ে গেলে, ওরাই আমাদের হয়ে করে দেবে কাজটা?'

'হ্যাঁ, ওকে বাঁচিয়ে রাখ, আর ও সব ফাঁস করে দিক,' ফোড়ন কাটল ডেক্সটার। 'তখন আমাদের অবস্থা কি হবে?'

'এখন আমাদের অবস্থা কি,' বিরক্তি প্রকাশ করল ওয়েস্ট। 'তোমার মাথাটা তো গোবরে ভরা। একজন আউট-লয়ের কথা কে বিশ্বাস করবে, তাও আবার যারা তাকে ধরেছে তাদেরই বিরুদ্ধে? কেন, আমার তো মনে হয়, মানুষের সন্দেহ দূর করতে এর বাড়া আর অস্ত্র হয় না। আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, দুই গণ্ডা শেরিফ যা পারেনি, ওকে ধরে টারম্যান রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

'কসম খোদার, ও ঠিক কথাই বলছে হে,' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল টারম্যান, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি রাশি রাশি ফুলের মালা জুটছে তার গলায়। 'তোমাকে আমি ভাল একটা পুরস্কার দেব, ওয়েস্ট—দামী কথা বলেছ।' তারপর বন্দীর উদ্দেশে ফিরে ভেংচি কাটল মাকড়সা। 'তোমার হায়াত আরও কদিন বাড়ল, সিনর সাবাডিয়া।'

কর্টেয জবাব দিল না; টারম্যানের সাম্প্রতিকতম শিকারের অন্তিম কথাগুলো এখনও বাজছে ওর কানে। বুঝতে পারছে এই আরেকজন লোক, যাকে সে খুঁজছে

দীর্ঘদিন ধরে। আগের চেয়ে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে ওর, তার ওপর দাড়ি আর কলপ দেয়া চুলের জন্য ওকে ছদ্মনামে চিনতে পারেনি কর্টেয। হুয়ান রামোসের বাথানে লোকটাকে মোটে বার কয়েক দেখেছে ও। তখন ও ছোট ছিল, তবে এটুকু জানে এই লোকের কারণেই তার পালক বাবাকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে মেক্সিকো চলে যেতে হয়। ওর সামনে এসে দাঁড়াল টারম্যান।

'আমিই বাজিমাত করলাম তাহলে, বালক,' দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। 'ভেবেছিলে আমাকে একহাত দেখে নেবে, তাই না? মেয়েটা অবশ্য–'

'ওই নোংরা মুখে আর ভদ্রমহিলার নাম উচ্চারণ কোরো না,' গর্জে উঠল বন্দী। 'তোমার সাহস থাকলে সামনাসামনি লড়তে আমার সঙ্গে। কিন্তু তা করনি: অসহায় বুড়োমানুষ আর মেয়েদের সর্বনাশ করা পর্যন্তই তোমার দৌড়।'

ক্রোধে লাল হয়ে গেল বিশালবপুর চেহারা, দাঁত কড়মড় করল। 'কেউ আমাকে এখন একটা ফুটো পয়সা দিলে তোকে খুন করে সুখ পেতাম,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে।

'আমার কাছে থাকলে দিতাম,' বিদ্রূপ করল কর্টেয, তারপর ঘৃণার স্বরে যোগ করল, 'অবশ্য আমার পকেট হাতড়ে দেখতে পার তুমি।'

কিন্তু টারম্যান তখন আবার ধাতস্থ হয়ে গেছে। 'এত সহজে পার পাবি না তুই,' বলল সে। 'তোর চোখের সামনে ওই মেয়েকে নিয়ে আমি ফূর্তি করব, আর বন্দী অবস্থায় তুই তড়পাবি, হা-হা।'

শান্ত রইল বন্দী। 'টারম্যান, ওয়েব, কিংবা আর যাই হোক তোমার নাম, আমি এরকম ফালতু বাটপার আর কখনও পাইনি যাকে পটিয়েছি–একবার তো ভাল প্যাঁদানিই খেয়েছ আমার হাতে, তাই না?'

আবার লাল হয়ে গেল টারম্যানের মুখ, হাত দুটো মুঠি পাকাল। 'ওয়েস্ট, তুমি আর ডুরান অন্য কোথাও আটকে রাখ ওকে, নজর রাখবে সারাক্ষণ,' খেঁকিয়ে উঠল মাকড়সা। 'নইলে আমাকেই জল্লাদের কাজটা সারতে হবে।'

ওয়েস্ট আর ডুরানের পাহারায় দোতলায় স্থানান্তরিত হলো সাবাডিয়া। পথে, ওয়েস্ট সুযোগ বুঝে ফিসফিস করে বলল:

'আপাতত এটুকুই, বন্ধু: আর কিছু মাথায় আসেনি আমার। ওই সাপের ঘটনাটা আমি ভুলিনি।'

তারপর সজোরে ধাক্কা মেরে একটা ঘরের ভেতর ওকে ঢুকিয়ে দিল সে, সশব্দে দরজা বন্ধ করে তালা ঝোলাল।

এগারো

পরদিন খুব ভোরে হ্যাচেট থেকে ফিরছে স্টিফি, হঠাৎ পেছনে ঢাকের বাজনার মত অশ্বখুরের শব্দ শুনে সন্দেহ জাগল ওর মনে, ঝটপট ঘোড়াসহ ঝোপের ভেতর লুকাল। ক্রমশ জোরাল হলো আওয়াজ, একদল অশ্বারোহী ধুলো উড়িয়ে চলে

গেল। আধো-আলোয় ওদের অনেককেই চিনতে পারল সে। এও দেখতে পেল ঘোড়াগুলো পরিশ্রান্ত, এবং সওয়ারিদের মুখ দৃঢ়সংকল্পে সমাহিত।

'ফ্রাইং প্যান আউটফিট মনে হয়, পনেরোজন, আনন্দভ্রমণে বেরোয়নি,' বিড়বিড় করে বলল ও'। 'সন্দেহ, ক্রসড ডাম্ব-বেলেই যাচ্ছে। জেফকে সাবধান করতে হয়।'

আবার স্যাডলে চেপে আধমাইলটাক এগোল স্টিফি, তারপর রাস্তার বাঁ দিকে যেখানে বন্য জীবজন্তু চলাচলের অস্পষ্ট সরু একটা ট্রেইল রয়েছে সেখানে এসে মোড় ঘুরল। একঝলকে দেখে নিল সামনের অশ্বারোহীরা এগিয়ে যাচ্ছে সোজা, হাঁফ ছেড়ে ভাঙাচোরা সংকীর্ণ পথ ধরে এগোল সে। উবু হয়ে বসেছে স্যাডলে যেন গাছের ডালে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়তে না হয়। পরবর্তী আধঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম গেল ওদের, কিন্তু যেহেতু মনিব এবং পশু দুজনেই জানে সামান্য বেচাল হলে সর্বনাশ অনিবার্য। নির্দ্বিধায় কষ্ট স্বীকার করে নিল ওরা। ঘন ঝোপঝাড়, গলিপথ, আর বিপদসংকুল পাহাড়ি খাঁজ পেরিয়ে একমসয় সমতল প্রান্তরে নেমে এল ক্ষুদ্রকায় অথচ বলবান পনিটি, তারপর ঊর্ধ্ব শ্বাসে ছুটে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। চারদিক শান্ত, কিন্তু স্টিফি জানে অতিথিরা বেশিদূরে নেই, তাই তিলমাত্র সময় নষ্ট করল না ও। বেপরোয়া ছোটার ফলে ওর আহত পা টাটাচ্ছে, তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার দিকে ছুটল সে, আঘাত হানল বন্ধ পাল্লায়। জেফ এগিয়ে এল ওর ডাকে সাড়া দিতে।

'হ্যালো, স্টিফি, এত তাড়া কেন?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান। 'তেষ্টা পেয়েছে?'

'ফ্রাইং প্যানের লোকজন সব আসছে এখানে, যেকোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অপরজন। 'আমি শর্টকাটে এসেছি তবে–তুমি জানই তো সব। ওরা পনেরজন, লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছে।'

'নিকুচি করি,' গাল বকল ফোরম্যান, হাসি মিলিয়ে গেছে মুহূর্তে। 'এস, মাকড়সাকে বলবে।'

বড় ঘরটায় গেল ওরা। টারম্যান পিট এবং দলের অধিকাংশ লোকজন তখন নাস্তা করছিল বসে। শান্তভাবে খবরটা শুনল দলপতি, তারপর চাতুর্যের সাথে এরকম ভান করল যেন তার পরিকল্পনাটা পালটাতে হচ্ছে বলে সে খুশি হয়েছে।

'চমৎকার,' বলল মাকড়সা। 'এখনই সাবাড় করে দেব সবকটাকে। গায়ে পড়ে লাগতে আসছে, কেউ আমাদের দোষ দিতে পারবে না। পনেরজন না? আমরা বিশজন আছি, এবং ঘরের ভেতর। জলদি কিছু খাবার-দাবার, পানি আর গুলি নিয়ে এস–এখানে থেকেই লড়ব আমরা। ফ্রাইং প্যানের দলটাকে খতম করতে পারলেই আর কোন চিন্তা নেই আমাদের, সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে।'

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে র‍্যাঞ্চ-হাউসে ছোটখাট একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লেগে পড়ল তস্করেরা। দেয়ালগুলো মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, গুলি ঠেকানর ক্ষমতা রাখে। দরজা-জানালগুলোই যা একটু দুর্বল, তবে জানালার সামনে ভারি খড়খড়ি থাকায় সেগুলোও মোটামুটি সুরক্ষিত বলা যায়। খড়খড়িগুলো ঘুলঘুলিযুক্ত, পালটা আক্রমণ চালান যাবে ভেতর থেকে। র‍্যাঞ্চ-হাউসের চারপাশ

খোলামেলা, কেউ হামলা চালাতে চাইলে মৃত্যুঝুঁকি নিতে হবে তাকে। কাজেই অনায়াসে লড়াইয়ের জন্য এখানে অপেক্ষা করতে পারে ওরা। কিন্তু টারম্যান, বাহ্যত সকলের কাছে দৃঢ়তা দেখালেও, হতভম্ব হয়ে গেছে। যে বাথানে সে হানা দিতে যাচ্ছিল তারাই আচমকা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটে দিয়েছে ব্যাপারটা কিছুতেই যেন হজম করতে পারছে না ও। পোকার পিটও অস্বস্তিতে ভুগছে।

'লিমিং এই জায়গার খোঁজ জানল কিভাবে তাই ভাবছি,' বলল সে।

'মনে হয় কর্টেয একা আসেনি কাল রাতে,' টারম্যান জবাব দিল। 'নিশ্চয়ই কারোকে রেখে এসেছিল ঝোপের ভেতর। নির্দেশ ছিল তার ওপর ও যদি নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে মেয়েটাকেসহ ফিরে না আসে, তাহলে ওই লোক যেন সাহায্যের জন্য মানুষজন আনতে ছুটে যায়। আমাদের এদিকটা ভাবা উচিত ছিল। ওদের নামনিশানা মুছে ফেলতে হবে, পিট–সবকটার।'

গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকাল জুয়াড়ি। স্বগোত্রের কিছু লোককে বধ করতে হবে বলে বিচলিত বোধ করছে ও তা নয়, আসলে উপলব্ধি করেছে কাজটা মোটেও সহজ হবে না। বাইরে একটা হাঁকডাকের আওয়াজে বাধা পড়ল ওদের আলাপে, ঘুলঘুলিপথে উঁকি দিয়ে দেখল অনায়াস ভঙ্গিতে একজন ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরের উঠোনে, রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে হাঁটুর কাছে রাখা। লোকটা আর কেউ নয়–খোদ ফ্রাইং প্যানের মালিক। টারম্যানের নির্দেশ পেয়ে, সামনের দরজাটা খুলল ফোরম্যান, কপাটে বেপরোয়া ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কি চাই?'

'প্রথমত তোমার ফালতু বকবক শুনতে চাই না,' ধমক দিল বদমেজাজি বাথান মালিক। 'আমরা ঘিরে ফেলেছি তোমাদের। একটা সুযোগ দেব; ওই মেয়েটা আর কর্টেযকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দাও, আমরা চলে যাব–আপাতত।'

'জাহান্নামে যাও, ফের যদি এখানে দেখি বিনাটিকিটে পাঠাবার ব্যবস্থা করব,' বলে জেফ তার হাতের রাইফেলটা ঝাঁকাল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিবিড় ঝোপঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হলো দূত, অন্যদিকে ফোরম্যান দড়াম করে দরজা লাগিয়ে হুড়কো তুলে দিল; আপস-আলোচনা ভেস্তে গেছে।

আক্রমণকারী দল, নিজেদের ঘোড়াগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে, ছড়িয়ে পড়েছে জোড়ায় জোড়ায়, দালানের চারদিকে অবস্থান নিয়েছে। ওয়াই যেডের চারজন হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে বাড়ির পেছন দিকে, কোরালের ওপর নজর রাখবে। ল্যারির মতে, 'পাখিদের কেউ কেউ হয়তো পালাতে চাইবে, আমাদের দায়িত্ব ওদের ডানা উপহার দেয়া।'

জিঞ্জার আর ও জোড় বেঁধেছে একসঙ্গে, গর্তমত একটা জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ওরা, সামনে ডালপালা থাকায় কেউ ওদের দেখতে পাবে না।

'সাবধান, ডালগুলো কিন্তু বুলেট প্রুফ নয়,' সঙ্গীকে হুঁশিয়ার করল জিঞ্জার। 'শালা, সব ভাল জায়গা দখল করে রেখেছে ওরা। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কিভাবে কাবু করব ওদের, এক যদি না উপোস করিয়ে মারতে পারি। কিন্তু

সেটাও সহজ হবে বলে মনে হয় না—খাবার ওদের কাছে প্রচুরই আছে, নিশ্চয়।'

'ঠিকই কাবু করব,' উৎফুল্ল কণ্ঠে সাড়া দিল ল্যারি। 'বুড়ো বদমেজাজ অপেক্ষা করার বান্দা না—রাস্তা একটা সে বের করেই ফেলবে। ওই শোন, এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছে খেলা।'

একটা গুলির আওয়াজ হলো, ভারি কাঠের দেয়ালে বুলেট আছড়ে পড়ার শব্দ শুনল ওরা। তস্করদের তিনজন জবাব দিল চটজলদি, ওদের একজন খিড়কি দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে গুলি করছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াই যেডের চার 'চালাক-মাথার' নিশানা হয়ে উঠল ওই দরজা।

'মনে হয় শয়তানটাকে ভিরমি খাইয়ে দিয়েছি আমরা,' ওপাশ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মন্তব্য করল জিঞ্জার। 'মরে গেল না সরে গেছে?'

আরেকটু ভাল করে দেখতে সামান্য মাথা জাগাল ও, নিমেষে উড়ে গেল ওর টুপি, আরেকটা বুলেট চলে গেল থুতনি ঘেঁষে। দুটোই এসেছে দরজা-সংলগ্ন জানালার খড়খড়ির ঘুলঘুলি থেকে। অদৃশ্য লক্ষ্যভেদীর উদ্দেশে দ্রুত দুবার গুলি ছুঁড়ল ল্যারি, একপাশে গড়িয়ে সরে গেল কয়েক গজ দূরে।

'গাধা,' বলল ও। 'দাঁড়িয়ে বললেই তো পার আমরা এখানে।'

নিরুত্তর রইল জিঞ্জার, তবে একটা মাটির ঢিবি চোখে পড়তে তার আড়ালে গিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ একটা লক্ষ্যে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল। ব্যাপারটা কৌতূহল জাগাল ওর সঙ্গীর মাঝে।

'কাকে মারছ?' ল্যারি প্রশ্ন করল।

'আকাশকে, বোকা পাঁঠা কোথাকার,' বিনম্র জবাব এল, তারপর বলল, 'আমি কবজা কেটে দিচ্ছি; সম্ভব মনে করলে তুমি বাঁয়েরটায় লাগাও।'

উঁকি মারল ল্যারি, দেখল জানালার খড়খড়িকে ওপর থেকে যথাস্থানে ধরে রেখেছে দুটো র-হাইডের কবজা। একটা ইতিমধ্যেই ছিঁড়ে গেছে প্রায়, জিঞ্জারের লক্ষ্যভেদ-ক্ষমতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তক্ষুণি অন্যটার ওপর চড়াও হলো ল্যারি, কাজ সেরে এনেছে এই সময়ে পেছনে শোনা গেল একটা গলা।

'কেমন বুঝছ তোমরা?'

স্ন্যাপ ল্যান্ট। রণক্ষেত্র জরিপ করতে লিমিং ওকে সফরে পাঠিয়েছে।

'হ্যালো, স্ন্যাপ; তোমরা নিকেশ করতে পারলে কারোকে?'

'বলতে পারব না; কামান লাগবে মনে হয় ভাঙতে। তোমরা কোথায় গুলি ছুঁড়ছ?'

অল্প কথায় পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল ল্যারি, প্রশংসার সুরে তা অনুমোদন করল খর্বকায় বন্দুকবাজ।

'দারুণ প্ল্যান,' বলল সে। 'তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, ল্যারি?'

'না, জিঞ্জার সাহায্য করেছে,' জবাব দিল ল্যারি, সলাজে।

স্ন্যাপ হাসল। 'কথাটা সবাইকে জানাচ্ছি আমি,' প্রতিশ্রুতি দিল। 'খড়খড়িগুলো অকেজো করে দিতে পারলে একটা মাছিও টিকতে পারবে না ওখানে। তামাক হবে?'

'হবে; কাগজ, ম্যাচ আর ঝোলাবার জন্য ঠোঁটও আছে; সবই চাই?' যাত্রার

ঢঙে জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'ঠোঁট ছাড়া সব,' ছুঁড়ে দেয়া থলে থেকে দরাজহাতে সিগারেটের মালমশলা বের করে, জানাল স্ন্যাপ।

খর্বকায় বন্দুকবাজ সরে গেলে, ল্যারি আবার মন দিল তার নির্দিষ্ট কবজাটা ধ্বংস করতে। স্বল্প দূরত্ব, ফলে নিশানা ভেদ করতে অসুবিধে হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সামান্যতম উসকানিতে প্রতিপক্ষ পালটা জবাব দিচ্ছে বলে বারবারই জায়গা বদল করতে হওয়ায় কাজটা একটু কঠিন হয়ে পড়ছে। দুবার বুলেটের ঘষায় ছড়ে গেল ল্যারির গালের চামড়া, তারপর সঙ্গীকে একগাদা খিস্তি করতে শুনে বুঝল সেও বেকায়দায় রয়েছে।

'কোথায় লেগেছে?' বার্টন প্রশ্ন করল।

'মাথায়,' খিটখিটে জবাব এল। 'কই, আমার হাতটা বেঁধে দাও; জবাই করা শুয়োরের মত রক্ত পড়ছে।'

'চিৎকারও করছ সেরকমই,' হুল ফোটাল ল্যারি। 'মাথায়, হাহ?'

জিঞ্জার যেখানে পড়ে আছে হামা দিয়ে সেখানে এসে ওর জখম হাতটা বেঁধে দিল ও। গোলাগুলির মাত্রা বেড়ে গেছে এখন, নিয়ন্ত্রণের ধরন থেকে বোঝা যায় নির্দিষ্ট একটা ছক অনুযায়ী এগোচ্ছে।

'আমাদের আইডিয়াটা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে স্ন্যাপ,' বলল ল্যারি, আত্মপ্রসাদের স্বরে।

'আমাদের আইডিয়া,' সবিস্ময়ে চিৎকার করল জিঞ্জার। 'হ্যাঁ, তখন অবশ্য তুমি দূরে ছিলে না; শিগ্‌গিরই হয়তো দাবি করবে প্ল্যানটা তোমারই। আমি—'

'ঠিক আছে, বাপু, আমি কালা নই,' ল্যারি বলল। 'তোমাকে নিয়ে এই এক সমস্যা, বড্ড বকবক কর। খড়খড়ি খসে পড়ল বলে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি, তুমি তৈরি থাক যেন পড়ে গেলেই গুলি করতে পার।'

নির্ভুল দুটো গুলিতে ছিঁড়ে গেল ডানের কবজাটা, হুড়মুড় করে মাটিতে খসে পড়ল শিথিল খড়খড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল জিঞ্জার, দেখল একজন লোক ঢলে পড়ল চৌকাঠের ওপর, তারপর গড়িয়ে মাটিতে। পরমুহূর্তে ল্যারির বুলেট ছুটে গেল একই পথে, মনে হলো আরেকটা ছায়ামূর্তি লুটিয়ে পড়ল। কোন পালটা হামলা এল না জানালা থেকে।

'দুটোই খতম মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল জিঞ্জার, তারপর যোগ করল, 'ওই যে আরেকটা খড়খড়ি গেল—দেখেছ—দরজার আরেক পাশে। ওটা নিশ্চয় সিম্পল আর ডার্টি। এবার বোধহয় নেকড়েগুলোকে বাগে পেয়েছি আমরা।'

আচমকা হিংস্র সুর তুলে একটা বুলেট ছুটে আসতে ভাটা পড়ল জিঞ্জারের উৎসাহে, মাটি কামড়ে ধরল সে, ল্যারি দুবার গুলি ছুঁড়ল জানালার উদ্দেশে। তক্ষুণি জবাব এল ওপাশ থেকে, এবার ল্যারি খিস্তি করল, চুল আঁচড়ে চলে গেছে তপ্ত সীসে।

'উফ্!' চমকে উঠে বলল ল্যারি, 'মনে হচ্ছে আমার মাথাটাই বুঝি গেছে।'

জিঞ্জার চুলে বিলি কেটে পরীক্ষা করল ক্ষতটা। 'কিছু না, সামান্য আঁচড় কেটেছে,' বলল ও।

প্রাথমিক অবস্থায় তস্করদের চড়া মাশুল অবশ্য গুনতে হলো, কিন্তু জিঞ্জার যেমনটা আশাবাদী হয়েছিল রক্ষণব্যূহের দুর্বল স্থান আবিষ্কার করে ততখানি লাভ ওদের হলো না। অল্পক্ষণের ভেতর বিছানার গদি, তক্তা এবং আরও কিছু জিনিস দিয়ে অনাবৃত জানালাগুলো আড়াল করল ওরা যেন গুলি ভেতরে ঢুকতে না পারে। এবং আগের মতই চলতে লাগল লড়াই। তস্কররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে কারণ দালানের ভেতর থেকে কমসংখ্যক গুলি হচ্ছে এখন, তবে ওরা এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী–মাঝের ফাঁকা অংশটুকু পেরিয়ে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভবপর হবে না। তাই বাড়তি গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে যাওয়ার পথে ডার্ক আইডন যখন ওয়াই যেডের দুই কাউবয়ের কাছে এক মিনিট বসে গেল, তখন সে কোনরকম উচ্চাশা পোষণ করল না।

'ওরা আমাদের দুজনকে শেষ করেছে, আহতও হয়েছে কয়েকজন,' জিঞ্জারের প্রশ্নোত্তরে বলল সে। 'আমরাও বোধহয় নিকেশ করেছি কয়েকটাকে, কিন্তু সন্ধ্যের আগেই বাড়ি দখল করতে না পারলে ওরা পালাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। তোমাদের অবস্থা কেমন?'

'আমার হাতে সামান্য চোট লেগেছে, ল্যারির মাথায়, তবে দেখতে খারাপ লাগবে না,' জানাল লালচুল। 'তবে আমরাও খতম করেছি দুটোকে?'

'ভাল,' বলে ফোরম্যান নিজের কাজে চলে গেল।

আক্রমণকারীদের যা সন্দেহ, র‍্যাঞ্চ-হাউসের ভেতরের অবস্থা তার চেয়ে সঙ্গিন। জানালার মুখোশ খুলে পড়ায় সাতজন নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবু, কোণঠাসা ইঁদুরের মত, মরণকামড় দিতে প্রস্তুত হচ্ছে ওরা–কেবল একজন বাদে। পরিস্থিতি তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে টের পেয়ে টারম্যান এখন বুদ্ধি আঁটছে কিভাবে নিজের গর্দান বাঁচান যায়। যারা তার হয়ে লড়ছে, সেইসব অনুচরদের ভাগ্যের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি না দেখিয়ে সেই পরিকল্পনাটা সে কার্যকর করতে মাঠে নামল। সকলেই যখন মাটি কামড়ে লড়ছে, কারণ মুহূর্তের অসতর্কতায় প্রাণ যেতে পারে, তখন চোরের মত দোতলায় উঠে নরিনের ঘরে গেল সে। মুখ-হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল মেয়েটা, ওকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে এনে খিড়কি দরজার পাশে রাখল। সিম্পল আর ডার্টির নিরলস প্রচেষ্টায় ওই জায়গাটা তখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার পক্ষে ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাবধানে দরজাটা সামান্য ফাঁক করল টারম্যান, অমনি দুটো বুলেট আছড়ে পড়ল কপাটের গায়ে।

একঝটকায় অচেতন প্রায় মেয়েটাকে নিজের সামনে টেনে আনল টারম্যান, বাইরে পা রাখল। ওর আবির্ভাবে কমপক্ষে তিন গণ্ডা কণ্ঠে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রোধের চিৎকার শোনা গেল, কিন্তু যেমনটি সে হিসাব করেছিল, একটা গুলিও ছুঁড়ল না কেউ, যদিও প্রত্যেকের রাইফেলের নল ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কুটিল বিজয়োল্লাসের হাসি ফুটিয়ে এক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে কোরালের দিকে এগোল।

'আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছ কি মেয়েটা মরবে,' হেঁড়ে গলায় বলল মাকড়সা, তার বাঁ হাতের রাইফেলটা ছাড়াও, ডান হাতে একটা রিভলভার শোভা

পাচ্ছে এখন।

কাপুরুষোচিত হুমকি, তবে দর্শকরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে বাধা দিতে গেলে তা কার্যকর করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না টারম্যান। তাই মিনিটখানেকের মধ্যেই সকলের মুখে মুখে খবরটা রটে গেল। কোরালে পৌছাবার আগেই দুর্বৃত্তকে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল ল্যারি, কিন্তু জিঞ্জারের তিরস্কারে মিইয়ে গেল।

'বোকামি কোরো না; দেখতে পাচ্ছ না কুকুরটা আমাদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে? সম্ভবত মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে—তখন দেখা যাবে।'

কিন্তু অচিরেই ওরা দেখতে পেল, তস্করনেতার আদৌ সেরকম কোন ইচ্ছে নেই; গুলি খাওয়ার কোন ঝুঁকিই সে নিচ্ছে না। কোরালে পৌছে অসহায় বোঝাটাকে পরিত্যাগ না করেই একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে তার গলায় লাগাম পরাল। জিম্মির নিরাপদ ছত্রছায়ায় থেকে কঠিন কাজগুলো ধীরে-সুস্থে সমাধা করল সে, কাঁধের ওপর একটা অসাড় দেহ পড়ে রয়েছে সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। অসহায় দর্শকদের জন্য ব্যাপারটা চরম ঔদ্ধত্যের শামিল, কিন্তু তারা কেউই বাধা দিতে সাহসী হলো না। অবশেষে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে দাঁড়াল টারম্যান।

'আমার ওয়াদা কিন্তু এখনও বলবৎ আছে; আমার পিছু নিলেই ও মরবে,' চিৎকার করল ও, তারপর বিদ্রূপের স্বরে, 'অ্যাডিয়োস' বলে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল।

বাড়ির সামনের অংশটা আগলাচ্ছে যেসব গরুচোর তারা তাদের নেতার স্বপক্ষ ত্যাগের ব্যাপারটা টেরই পেল না, আর যারা পেছনে ছিল তারা যখন ওর মতলব বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কর্টেযকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তার দেয়ালে জানালা নেই, একটামাত্র ঘুলঘুলি আছে। ওটা দিয়ে সমস্ত ঘটনাই লক্ষ্য করেছে সে, এবার বাঁধন ছেঁড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওয়েস্ট।

'আগে আসা সম্ভব হয়নি—ডুরানের কাছে চাবি ছিল,' বলল ও। 'তোমার হাত দুটো দেখি।'

'এখন কোথায় ডুরান?' ক্যালিফোর্নিয়া ওর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিতে প্রশ্ন করল বন্দী।

'অক্কা পেয়েছে, সঙ্গে আরও কজন। আর টারম্যান কুত্তাটা আমাদের ফেলে রেখে ভেগেছে,' সক্ষোভে জবাব দিল অপরজন। 'এই তোমার অস্ত্রপাতি। পাশের কামরায় জানালা আছে, ওটা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারবে। পাকড়াও কর ওই শয়তানটাকে—মেয়েটা না থাকলে আমিই মারতাম।'

'চিরঋণী হয়ে গেলাম তোমার কাছে,' কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়ে বলল কর্টেয।

'কিছু না,' বলল ওয়েস্ট। 'আমি এবার যাই। নইলে ওরা সন্দেহ করবে। গুড লাক।'

ও চলে যেতেই বেরিয়ে এল বন্দী। ওয়েস্ট যা বলেছিল, তেমনি বড়সড় একটা জানালা রয়েছে পাশের ঘরে। কামরাটা চিনতে পারল কর্টেয, এখানেই নরিনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। জানালাটা খুলতে যাবে হঠাৎ বাইরে ক্ষীণ পদশব্দ শুনতে পেল ও, ঝট করে পিছিয়ে এসে কপাটের গায়ে সেঁটে গেল যেন বাসিন্দাকে দেখতে হলে নবাগতকে ঘরে ঢুকতে হয়। আগুয়ান লোকটার অস্ফুট কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে ও।

'গেল কোথায় ব্যাটা? ডুরান বলেছিল ছোট ঘরটার কথা'। নিশ্চয় মেয়েটার সাথে এখানে আছে। দরজাটা খোলা কেন? সব বোকা গর্দভের দল–'

ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা, পোকার পিঠ ভেতরে ঢুকল।

'ছুরিটা ফেলে দাও,' চাঁছাছোলা আদেশ এল।

মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল ভাবী আততায়ী, বন্দী অবস্থায় যে লোকটাকে খুন করতে এসেছিল সাক্ষাৎ যমদূতের মত তাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখের পাতা ফেলল বার কয়েক, তারপর উদ্যত পিস্তলটার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না বুঝে মুঠি খুলল: মারণাস্ত্রটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আলো লেগে চকচক করে উঠল ফলা।

'তোমাকে ছেড়ে দিল কে, মেয়েটা কোথায়?' আঁতকে উঠল জুয়াড়ি, বাড়ির সামনের অংশে ব্যস্ত থাকায় দলপতির পলায়ন ওর নজরে পড়েনি। সেও বুঝে গেছে তাদের খেলা সাঙ্গ হতে চলেছে, তাই কর্টেযের ওপর প্রতিশোধ নিতে ওপরে উঠে এসেছে।

'টারম্যান তার নোংরা চামড়া বাঁচাবার জন্য ওকে জিম্মি করেছে,' কর্টেয জবাব দিল। 'তোমার খেলা অবশ্য এখানেই শেষ হবে।' পিস্তল হোলস্টারে রাখল ও, তারপর বলল, 'মরদের মত লড়ার জন্য তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। বের কর তোমার অস্ত্র।'

'তোমার বিরুদ্ধে চমৎকার সুযোগ, তাই না?' বলল দুর্বৃত্ত, বাঁচার ফিকির খুঁজতে সময় চুরি করছে।

'বন্দী অবস্থায় তোমার ছুরির সামনে আমি যা পেতাম, তার চেয়ে ভাল,' কঠোর জবাব দিল কর্টেয। 'কই, বের কর! আমার সময় কম।'

'যেচে কবরে যাওয়ার সাধ আমার নেই,' বলে ঠাণ্ডামাথায় হাত দুটো ওপরে তুলল জুয়াড়ি। 'তোমার তাড়া থাকে, মেরে রেখে চলে যাও।'

অসীম বিরক্তির সঙ্গে ওর পানে তাকাল কাউপাঞ্চার। ঠিক সেই মুহূর্তে পিটের ডান হাতটা ঝপ করে চলে গেল ঘাড়ের কাছে, তারপর আবার উঠে গিয়েই চকিতে নেমে এল নিচের দিকে, ঝিলিক মারল ওর দ্বিতীয় ছুরির ফলাটা। জুয়াড়ির স্বভাব যারা জানে না, তাদের জন্য ব্যাপারটা সম্ভবত মারণঘাতী হত, কিন্তু কর্টেয ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছে ওই কৌশল তাই এরকম কিছুরই প্রত্যাশা করছিল সে। বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে আগে বাড়ল ও, বাঁ হাতে চেপে ধরল নেমে আসা ডান কবজিটা, হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এল লোকটাকে, সেই সাথে ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকাল ওর মুখে। মারের পেছনে সারা শরীরের শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এর প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। পিছিয়ে গেল আততায়ী, টলে উঠে ধপ

করে মেঝেতে পড়ে গেল নিতম্ব দিয়ে, একটা পা সামান্য নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ধরাশায়ী লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল কাউবয়, হাঁপাচ্ছে, প্রস্তুত হয়ে আছে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। তারপর পিস্তলহাতে আগে বাড়ল সে, একনজরেই বুঝল লোকটা মারা গেছে; পড়ে যাওয়ার সময় ওর হাতটা শরীরের নিচে চলে যায়, ফলে নিজের শূলে চড়েই নরকযাত্রা করেছে।

আর একমুহূর্ত দেরি করল না কাউপাঞ্চার। রুমাল বের করে নাড়াল জানালার কাছে গিয়ে, তারপর যখন দেখল কোন গুলি ছুটে আসছে না চৌকাঠ টপকে লাফিয়ে মাটিতে নামল। একবার গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, তীরবেগে ছুটল কোরালের উদ্দেশে। ল্যারির হুঁশিয়ারি আক্রমণকারীদের গুলি থেকে রক্ষা করল ওকে, তবে বাড়ির ভেতরে যারা রয়েছে তারা পলায়নপর লোকটিকে বধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু এঁকেবেঁকে দৌড়াবার কৌশল যে লোক জানে তাকে নিশানা করা সহজসাধ্য নয়, তাই অক্ষত দেহে ঝোপের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্টেয, দেখল ল্যারি ওর জন্য লাগাম, জিন আর রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'গুড,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সাবেক বন্দী, কোরালের দিকে ছুটল ওরা।

গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে সমস্ত ঘোড়া খোঁয়াড়ের শেষপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু কর্টেয শিস বাজাতেই রোয়ানটা সোজা চলে এল ওদের কাছে। অল্পক্ষণের মধ্যে স্যাডল চাপিয়ে ওর পিঠে চড়ে বসল কর্টেয। আশাভরে বাকি ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাল ল্যারি।

'তোমার সাথে যেতে ইচ্ছে করছে,' বলল ও।

'না, এখানে থেকে সাহায্য কর বন্ধুদের,' কর্টেয বলল ওকে। 'লিমিংকে বলকে পোকার পিটসহ ওদের প্রায় অর্ধেক লোকই মারা গেছে।'

রোয়ানের পেটে গোড়ালি ছোঁয়াল পাঞ্চার, ছুটল টারম্যানের পথ ধরে। ল্যারি ঠায় চেয়ে রইল কর্টেযের গমনপথের দিকে, তারপর যখন একঝাঁক গুলি ওর পাশের একটা খুঁটিতে আঘাত হানল, চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল জিঞ্জার যেখানে বসে আছে সেখানে।

বারো

শুরুতে তস্করের সঙ্গে ব্যবধান কমাবার উদ্দেশ্যে জোরকদমে ঘোড়া ছোটাল কর্টেয। দুটো কারণে সামান্য সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে ও: প্রথমত টারম্যান জানে না তাকে ধাওয়া করা হচ্ছে, কাজেই অযথা তাড়াহুড়ো করবে না, এবং একসঙ্গে দুটো মোট বইতে হচ্ছে ওর ঘোড়াকে। কাউপাঞ্চার অনুমান করল ফেরারি বিগ চীফ রেঞ্জের দিকে যাবে, তারপর শহরে যাওয়ার কোন একটা গিরিপথ ধরবে। বিগ রকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ সেখানে ওর কিছু বন্ধু রয়েছে, এবং রসদ নিতে পারবে। শিগ্গিরই ওর ট্রেইল চোখে পড়ল কর্টেযের,

বুঝল তার অনুমান নির্ভুল।

ও এখন দুর্গম পাথুরে রাজ্যে প্রবেশ করেছে, পর্বতমালার নিচের ঢাল ধরে এগোচ্ছে, র‍্যাঞ্চ-হাউসের গোলাগুলি এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না। মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে এগোলেও বাধাবিঘ্ন এড়াবাড় জন্য বারবার ট্রেইল বদল করছে টারম্যান। এর ফলে বাড়তি সুবিধে পাচ্ছে ধাওয়াকারী, সঙ্গে দ্রুতগামী ঘোড়া থাকায় কম সময়ে বেশি পথ পাড়ি দিতে পারছে।

মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাচ্ছে কর্টেয, যখন খোলা প্রান্তর পাচ্ছে তখন পূর্ণগতিতে, যেখানে ছোটখাট ভূমিধসের ফলে পিছলে যাচ্ছে ঘোড়ার পা সেখানে প্রায় হেঁটে। একবার একটা ঝরনার পাড়ে কিছু ট্র্যাক চোখে পড়তে বুঝল টারম্যান ওখানে পানি খেতে নেমেছিল, ভিজে নরম মাটিতে বুটের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে।

'ও আর বেশিদূরে নেই, ব্লু,' বিড়বিড় করে বলল কর্টেয। 'শিগ্গিরই আমরা দেখতে পাব।'

টারম্যান মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ওর মধ্যে যে ক্রোধ জেগে উঠেছিল তা এখন এক উদ্দেশ্যমুখী হিমশীতল সংকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সময় ওর কার্যকলাপ কেউ দেখলে তার হয়তো মনে হবে ও অতিমাত্রায় সতর্ক এবং ধীর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্টেয কোনরকম অহেতুক ঝুঁকি নিতে চাইছে না। নিজের আর বাহনের পিপাসা মিটতে আবার রওনা হলো ও। পালাক্রমে বের করল ওর রিভলভার দুটো, সিলিন্ডার ঘুরিয়ে নিশ্চিত হলো প্রয়োজনের মুহূর্তে ওকে বিপাকে ফেলবে না ওগুলো। এরপর সে রাইফেলটা পরখ করল।

'বুড়ো খোকার জিনিস,' বলল ও। স্যাডল-ফেন্ডারে উইনচেস্টারখানা ফেরত পাঠিয়ে যোগ করল, 'ছোকরা নিজের চেয়ে অস্ত্রের যত্ন নেয় বেশি।'

এখন পর্বতমালার কাছে এসে পড়েছে ওরা। প্রকৃতি ক্রমশ ভয়াল আর বন্ধুর রূপ ধারণ করেছে। উঁচু-নিচু ট্রেইল এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গভীর পাইন বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। দিনের বেলাতেও আলো ওখানে ঢোকে না বললেই হয়। গাছপালা আর ছড়ান ছিটান পাথরচাঁইয়ের পাশ দিয়ে খোলামেলা একটা শৈলশিরা বা পাহাড়ি তাকে বেরিয়ে এল কর্টেয। ট্রেইলটা এবার পাহাড়ের আরেকটা শাখার কোল ঘেঁষে ওপর দিকে উঠে গেছে। বোঝা যায়, পার্বত্যাঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা পথ এটা। প্রায় আধমাইল দূরে ক্লান্তপায়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে একটা ঘোড়া, পিঠে দুটো বোঝা।

কর্টেযের বিশ্বাস হলো না, মেয়েটাকে এতদূর বয়ে আনার পর টারম্যান এখন আর তার হুমকি কার্যকর করতে চাইবে। তাছাড়া তাকে মোকাবেলা করতে হবে মাত্র একজনের বিরুদ্ধে, এ অবস্থায় ওর রুখে ওঠাই স্বাভাবিক। আশপাশে কোন আড়াল নেই যে আত্মগোপন করে এগোবে, বাধ্য হয়ে লাগামে ঢিল দিল কর্টেয। যা আশা করেছিল ও, রোয়ানের খুরের আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছাল। চকিতে একবার পেছনে তাকিয়ে স্পার দাবাল টারম্যান, তবে এর দরকার ছিল না কোন, এবং একটু বাদে সেটা সে উপলব্ধি করল। আরেকবার

পেছন ফিরতেই ও বুঝল ধাওয়াকারীর সঙ্গে আর কেউ নেই—একলা। হিংস্র একটা হাসিতে বিকৃত হলো ওর মুখ, রাশ টেনে পিছলে নামল মাটিতে, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করল।

কর্টেযের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা, বুঝল ওর শত্রু সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছে। মেয়েটা ওর পেছনে থাকায় টারম্যানকে গুলি করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে সে নিজে আছে সম্পূর্ণ খোলা জায়গায়, এবং রাইফেলের আওতার ভেতরে। তবু, একনাগাড়ে এগিয়ে চলল, দৃষ্টি সজাগ, শরীরের সমস্ত পেশী টানটান; জানে মাত্র একটা আশা আছে ওর, এবং সেটাও হাজারে একবার ঘটে। হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় মেয়েটা বসে আছে স্যাডলে, সেও দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা, আতঙ্ক চেপে ধরেছে ওর টুঁটি। যখন আর শ-খানেক গজ দূরে আছে, কাউপাঞ্চার দেখল রাইফেল তুলে নিশানা স্থির করছে টারম্যান। তারপর গুলির আওয়াজে খানখান হয়ে গেল নীরবতা, পেছনের পায়ে ভর রেখে সোজা হলো রোয়ান, আরোহী কাত হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে, নিশ্চলভাবে ওখানেই পড়ে থাকল। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল টারম্যান, দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি। দেখল শান্ত হয়ে গেছে ঘোড়া, ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে শুঁকছে ভূপাতিত দেহটাকে।

'খোদার কসম, শেষ করেছি হারামিটাকে!' আনন্দে আত্মহারা হলো মাকড়সা।

অসহায় দর্শক ডুকরে কেঁদে ওঠায় কুৎসিত হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ। 'সিনর সাবাডিয়ার বিদায়,' যাত্রার ঢঙে বলল। 'এবার বুঝলে তো, আমার সঙ্গেই রাত কাটাতে হবে তোমায়। শোন, আমি যা চাই তা পাই। তোমাকে পেয়েছি, ঘোড়াটা আছে, আর গর্দভের দল যদি গরুবাছুরগুলো ভাগাভাগি করে না থাকে, সেগুলোও পাব।'

রাইফেল খাপে পুরে স্যাডলহর্ন থেকে ল্যারিয়েট তুলে নিল টারম্যান, কর্টেয যেখানে পড়ে আছে ঘোড়াসহ ঢালের সেই জায়গায় হেঁটে নেমে এল। লাগাম ছেড়ে দিয়ে পিস্তল বের করল সে, ভূলুণ্ঠিত শত্রুর দিকে তাকাল। ওর মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছে, বেশিটাই ঢাকা পড়েছে বাম কনুইয়ের ভাঁজে। কিন্তু ছড়ান ডান হাত আর পা দুটো নিজেরাই বলে দিচ্ছে তদের নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব অবস্থা। অস্ত্র তাক করল গরুচোর।

'মড়া,' জোরে জোরে বলল সে, 'তবে তোমার খাতিরে আরেকটা গুলি আমি অপচয় করব, বন্ধু।'

ট্রিগার টিপতে যাবে এই সময় নরিনের ঘোড়া হঠাৎ লাফিয়ে আগে বাড়ল। গাল দেয়ার জন্য ঘাড় ফেরাল টারম্যান।

'হাত তোল!'

মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় এতটা অবাক হত না দুর্বৃত্ত, ঝট করে ঘুরল—তারপর দুই হাত আপনাআপনি উঠে গেল আকাশ পানে। এখনও মাটিতে পড়ে আছে কর্টেয, তবে এখন ওর হাতে একটা রিভলভার শোভা পাচ্ছে। বিশালবপুর ওপর কড়া নজর রেখে, ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল সে। ওই ভয়াল কঠিন চেহারার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল টারম্যান; যে লোক উদ্যত পিস্তলের

মুখেও ওরকম নিশ্চলভাবে পড়ে থাকার ঝুঁকি নিতে পারে তাকে ভয় করতে হয় বৈকি। এক হাতে পিস্তল এবং আরেকটায় ল্যারিয়েট ধরে দাঁড়িয়ে আছে ও, খানিক আগে সে নিজেই যা করতে যাচ্ছিল সেই বুলেট ছুটে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু এবারও মানুষটাকে চিনতে ভুল হলো ওর।

'পিস্তল হোলস্টারে রাখ,' আদেশ এল। যখন সে পালন করল তা, কর্টেয তার নিজেরটা খাপে পুরল। 'তো, টারম্যান, ওয়েব, কিংবা আর যাই হোক তোমার নাম, এবার তোমাকে আমি সেই জিনিস দেব, যা তুমি কখনও কারোকে দাওনি—সুযোগ। ড্র কর।'

অপেক্ষা করছে ও, দুই হাতই পিস্তলের বাঁট দুটো থেকে অনেকটা দূরে, কিন্তু বিশালবপুর মাঝে আমন্ত্রণ গ্রহণের কোন তাড়াই লক্ষ্য করা গেল না। বরং, দাঁত মুখ খিচাল নেকড়ের মত।

'সুযোগ?' তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল সে। 'যেখানে জানই আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না। মেয়েছেলের সামনে বীরত্ব ফলাচ্ছ? আমার কাছে ওসব চালাকি খাটবে না।'

'তাহলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাব, বাকি চোরগুলোর সাথে একদড়িতে ঝোলাব,' বিদ্রূপ করল কর্টেয, পিস্তল বের করে আগে বাড়ল বন্দীকে নিরস্ত্র করতে।

'ঘোড়াটার জন্যেই, নাহলে এতক্ষণে শকুনের খোরাক হয়ে যেতিস,' খেঁকিয়ে উঠল টারম্যান, তারপর নরিনের দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টি হেনে বলল, 'যদি বুঝতাম—'

'ফালতু প্যাচাল বাদ দিয়ে এখন ঘুরে দাঁড়াও,' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিল অপরজন।

মুখ টিপে কুটিল হাসি হেসে, হুকুম তামিল করল টারম্যান, তবে আধপাক ঘোরার বদলে বিদ্যুৎগতিতে পুরোপুরি ঘুরে গেল সে, এবং সেই সঙ্গে দড়ির গোছাটা আগুয়ান পাঞ্চারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল। কর্টেয মোটেও প্রস্তুত ছিল না এর জন্য, চকিতে অন্ধ হয়ে গেল সে, ট্রিগার টিপল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি, পরমুহূর্তে শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, অস্ত্রটা থাবা মেরে ফেলে দিল হাত থেকে। ভয়ঙ্কর একটা ঘুসি খেয়ে টলে উঠল ও, পিছিয়ে গেল, তারপর যখন ঝাপসা চোখে ফিরে পেল দৃষ্টি, দেখল টারম্যানের দুহাত ওর টুঁটি চেপে ধরতে এগিয়ে আসছে। মাথা নিচু করল ও, হিংস্র কদাকার মুখটা লক্ষ্য করে ঘুসি হাঁকাল, কিন্তু বিশালবপুর নিগড় থেকে রক্ষা করতে পারল না নিজেকে। মাতালের মত ধস্তাধস্তি করতে লাগল ওরা। কর্টেয বুঝতে পারছে শত্রু তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে গলা টিপে মারতে চাইছে। প্রাণপণে পা সোজা রাখল ও, নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় টারম্যানের পাঁজরে অবিরাম আঘাত হেনে চলল। শিগ্গিরই বুঝতে পারল তার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে, ভারি হয়ে আসছে বিশালবপুর নিশ্বাস।

হঠাৎ কৌশল বদল করল টারম্যান। প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিয়ে সবেগে ডান হাতে ঘুসি হাঁকাল একটা। ওই আঘাত লাগলে হয়তো ওখানেই সাঙ্গ হত সাবাডিয়ার খেলা, কিন্তু সময়মত মাথা সরিয়ে নিল সে, তারপর প্রকাণ্ড মুঠিটা ওর

কানের পাশ দিয়ে নির্জীবভাবে বেরিয়ে যেতে, পালটা আক্রমণ করল। ক্রোধে বিকট গর্জন করে উঠল বিশালবপু, অন্ধের মত ধেয়ে এল। পরবর্তী কয়েকটা মুহূর্ত এলোপাতাড়ি কিল-চড়-ঘুসির ঝড় বয়ে গেল, কেউই আত্মরক্ষার প্রয়াস পেল না; দুজনেই বুনো আক্রোশে পরস্পরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে লড়ছে, দেখে মনে হয় আদিম পশুবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। মেয়েটা, যে এই লড়াইয়ের একমাত্র দর্শক, তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো মানুষে মানুষে এরকম উন্মত্ত হানাহানি। হাড়ে হাড়ে, মাংসপেশীতে পরস্পর ঠোকাঠুকির শব্দে শিউরে উঠছে ও, নারকীয় দৃশ্য তবু চোখ ফেরাতে পারছে না; ওর দখল নিয়ে লড়ছে ওরা, সমস্যাটা যেন জীবনমরণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

একবার সামনে আরেকবার পিছু হটছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, দুজনেই ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে, কেউই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছে না। টারম্যানের বিশাল শরীর খানিকটা সুবিধে দিচ্ছে তাকে, কিন্তু সাবাডিয়ার পোড় খাওয়া কাঠিন্য আর ক্ষিপ্রতার সামনে তা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ওর দেহের প্রতিটা পেশী টনটন করছে ব্যথায়, তবে জায়গামতই আঘাত হানছে ঘুসিগুলো; নিস্তেজ হয়ে আসা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সন্তুষ্ট বোধ করছে ও–প্রতিপক্ষ কোন অংশে ভাল নেই। টারম্যানের ঠোঁট ফেটে গেছে, শব্দ করে বাতাস ভরছে পরিশ্রান্ত ফুসফুসে, বুঝতে কষ্ট হয় না, শেষ হয়ে এসেছে ওর সময়। কর্টেয আঁচ করেছিল এটা, অবশিষ্ট শক্তি একত্রসংহত করে এগিয়ে গেল। চোয়ালে বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি খেয়ে টলে উঠল টারম্যান, দুর্বল শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল, ঘাসের মধ্যে একটা ধাতব বস্তুর সঙ্গে ঘষা খেল ওর হাত। কর্টেয দাঁড়িয়ে রইল ভূপাতিত লোকটার ওঠার অপেক্ষায়, ক্ষণিকের বিশ্রাম পাওয়ায় আনন্দিত বোধ করছে। লক্ষ্য করল না দুর্বৃত্ত ওকে ধূর্ত দৃষ্টিতে জরিপ করছে।

'আরেকটা মহত্ত্ব না?' উপহাস করল টারম্যান। 'ওঠার সুযোগ দিচ্ছ?'

'অসহায় লোককে মারি না আমি–নেড়িকুত্তা হলেও,' পালটা বিদ্রূপ করল কর্টেয।

'আমার ওসব বালাই নেই; আমি লড়ি জেতার জন্য, সুযোগের সদ্ব্যবহার করি,' বলে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল মাকড়সা। ডান হাতখানা পেছনে লুকিয়ে রেখেছে। 'এবার আয়, তোকে–'

বলতে বলতে কেঁপে উঠল সে, যেন দুর্বলতার কারণে এখনই পড়ে যাবে, কর্টেয ওর ফাঁদে পা দিল। বিশ্রামের সুযোগে কিছুটা চাঙা অনুভব করছিল সে, চকিতে আগে বাড়ল লড়াই খতম করে দিতে। টারম্যান ওত পেতে রইল, ফুলে ওঠা চোখজোড়ায় ঝিলিক মারছে ক্রূর কৌতুক। পিস্তল আছে ওর কোমরে, তবু বের করতে সাহস পাচ্ছিল না কারণ কর্টেযের বাঁ হোলস্টারের অস্ত্রটা যথাস্থানেই ছিল তখনও–এই অবস্থায় ঝুঁকি নেয়া নিরাপদ নয়। তবে এবার বিধাতা ওকে তুরুপের তাস মিলিয়ে দিয়েছেন, কর্টেযের হস্তচ্যুত কোল্টখানার ওপরেই তখন লুটিয়ে পড়েছিল সে।

কোনরকম তাড়াহুড়ো না করে কর্টেয ওর একেবারে কাছে চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মাকড়সা, তারপর ডান হাত সামনে এনেই গুলি করল। ভারি

বুলেটের ধাক্কায় মাঝপথে থেমে গেল আগুয়ান লোকটা যেন পাগলাহাতি পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তারপর উলটে পড়ল। কিন্তু পতনের মুহূর্তেও বুদ্ধি হারাল না সে, বাঁ হাতখানা ঝলসে উঠল, মাজার কাছ থেকে ভোঁতা গর্জন শোনা গেল একটা, পরক্ষণে টারম্যান আর্তচিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পরস্পর মাথা ঠেকিয়ে দুজনেই পড়ে রইল, আর মেয়েটা ভয়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। দূর-আকাশে কাল বিন্দুমত দেখা যাচ্ছে একটা, ক্রমশ বড় হলো বিন্দুটা, তারপর মাথার ওপরে চক্কর দিতে লাগল একটা শকুন।

'আমার দেখা সেরা লড়াই, মনে হয়, এবং সেরা পরিণতি।'

কর্কশ কণ্ঠস্বরটা চকিতে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল নরিনকে, ঘুরেই দেখতে পেল অনতিদূরে স্যাডলে বসে আছে সেথ লাবান। ধীরেসুস্থে নেমে গদাইলশকরী চালে বন্ধুর মৃতদেহের কাছে হেঁটে এসে, তাচ্ছিল্যভরে বুটের ডগা দিয়ে লাশটা চিত করল সে, পাতলা ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে জরিপ করল।

'তুমি, মনে হয়, মারাই গেছ, জো,' বলল লাবান। 'দুই চোখের মাঝখানে ঢুকেছে, বাঁ হাতের গুলি, অন্যটাও মরেছে। সাবাডিয়ার খ্যাতি তা হলে খামোকা না। হুম্, আর কেউ যখন নেই, আমিই তার মানে পাচ্ছি টাকাটা।' লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল ও। 'জো যেভাবে চাইছিল, আমি তোমাকে সেভাবে চাই না—তবে মনে হয় তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে বুড়ো সায়মনের কিছু টাকা খসান যাবে! আর ওর ক্ষেত্রে'—মাথা ঝাঁকিয়ে কর্টেযকে দেখাল—'সোবহানাল্লা! শালা এখনও মরেনি, শ্বাস নিচ্ছে।'

একছুটে মেয়েটার কাছে গিয়ে ওর বাঁধন কেটে দিল লাবান, টেনে নামাল স্যাডল থেকে।

'বাঁধতে হবে ওকে; এস, সাহায্য করবে; পুরো পুরস্কারই পাব মনে হচ্ছে—কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলাম আজ। চালাকি কোরো না, মেরে ফেলব।'

হুমকি দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ নরিন এমনিতেই আহত লোকটাকে শুশ্রূষা করতে উতলা হয়ে আছে। জামা খুলে জখম পরীক্ষা করতে দেখা গেল বুকের ডান পাশে গুলি ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য নরিন ওর শেমিজ ছিঁড়ল, তারপর লাবানের সহায়তায় পট্টি বাঁধল ক্ষতস্থানে। যখন শেষ হলো কাজ, উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসল সেথ।

'এখান থেকে নিয়ে যেতে পারলে ফাঁসি পর্যন্ত বেঁচে থাকবে মনে হয়; আমার ঘোড়াটা নিয়ে এস, ওর পিঠে তুলব।'

'মারা যাবে,' প্রতিবাদ করল নরিন।

'তোমাকে যা বলছি কর,' গর্জে উঠল লাবান, 'নাহলে—'

শূন্যে হাত নাচিয়ে শাসাচ্ছিল ও, হঠাৎ পেছন থেকে একটা শান্ত অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ গলা বলে উঠল, 'অন্যটাও তোল, সেথ।'

ওই কণ্ঠ লাবানের পরিচিত; দশ গজ দূরে দাঁড়ান স্ন্যাপ ল্যান্টের মুখোমুখি হতে ও যখন ঘুরল, ওর দুহাতের পেশী কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ব্যান্ডেজ বাঁধায় ব্যস্ত ছিল বলে নরিন বা ও, কেউই টের পায়নি কখন নিঃসাড়ে উপস্থিত হয়েছে

খর্বকায় বন্দুকবাজ। চোখজোড়া ওর ধকধক করে জ্বলছে, জিঘাংসা জেগে উঠেছে। লাবান পরিবেশ হালকা করার প্রয়াস পেল।

'হ্যালো, স্ন্যাপ; মিস পিটারকে বাড়ি নিয়ে যেতে ঠিক সময়েই এসেছ তুমি–আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না ওর কি ব্যবস্থা করব,' শুরু করল ও। 'জো আর সাবাডিয়া লড়ে খতম–'

'পিছাও, থামবে না,' কঠিন আদেশ এল, সঙ্গে উদ্যত পিস্তলের হুমকি।

ল্যান্ট ওকে মেয়েটার কাছ থেকে দূরে সরাতে চাইছে মনে করে আদেশ পালন করল লাবান, কিন্তু ও পিছু হটার সাথে সাথে প্রতিবারই এক কদম আগে বাড়ল বন্দুকবাজ। অবশেষে, বিশ কদম যাওয়ার পর মুখ খুলল লাবান।

'তোমার মতলবটা কি, স্ন্যাপ? কিছু বলার থাকলে–'

'থামবে না,' কঠোর জবাব এল।

শিরদাঁড়ায় অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হতে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল গরুচোর, চমকে উঠল। আর এক পা পিছালেই কয়েকশ ফুট নিচে পাথুরে জমিতে সমাধি রচিত হবে ওর। ভয়ে কাঁটা দিল লাবানের গায়ে, পাহাড়ের কিনার থেকে সরে আসার প্রয়াস পেল।

'পিছাও,' কর্কশ কণ্ঠে হুকুম এল আবার, একটা বুলেট ওর কানের লতি উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ঝট করে নতজানু হলো বিপদগ্রস্ত জীবটি, প্রাণভিক্ষা চাইল। নাকিসুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল সাবাডিয়াকে আঘাত করেনি সে, বরং তার জখম পরিচর্যা করেছে, বরাবর স্ন্যাপকে তার ভাল লাগে, এবং নরিনের কোন ক্ষতি করতে চায়নি। পাথরের মূর্তিরও বোধহয় মন গলে যেত এভাবে প্রার্থনা করলে, কিন্তু স্ন্যাপ আরেক কদম এগোল।

'সেথ,' বলল সে। 'তুমি পাহাড় টপকাচ্ছ, জীবিত কিংবা মৃত। কোনটা তোমার পছন্দ?'

হুমকি নয়, কথাটা মন থেকেই বলেছে স্ন্যাপ; খুনের নেশা জেগে উঠেছে ওর মাঝে, তাছাড়া জানে ওর সামনের ওই নতজানু জীবটির বেঁচে থাকার কোন যোগ্যতাই নেই। নরিনের পক্ষে এই নিষ্ঠুর দৃশ্য সহ্য করা সম্ভব হলো না। দৌড়ে এসে বন্দুকবাজের হাত চেপে ধরল ও।

'ওকে ছেড়ে দাও, স্ন্যাপ,' মিনতি করল। 'আমার কোন ক্ষতি করেনি ও; উদ্দেশ্য যা-ই হোক, মিস্টর কর্টেযের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো সোজা হয়ে চলবে।'

'হাহ্! সাপের প্যাঁচের মত সোজা,' রসিকতা করল ল্যান্ট। 'একটা জঘন্য লোক এই লাবান, ওকে ছেড়ে দিয়ে মানবজাতির দুঃখ বাড়াচ্ছ তুমি। তবে আমাকে তোমার কোন কথা দুবার বলতে হয়নি, মিস নরি, আজও হবে না।'

এগিয়ে গিয়ে লাবানের পিস্তলটা কেড়ে নিল বন্দুকবাজ, হাতের ইশারায় গিরিপথটা দেখাল। 'যাও,' বলল ও। 'আর শোন, ফের যদি কখনও দেখতে পাই তোমাকে–খুন করব।'

'ঘোড়া, খাবার এগুলো দেবে না?' আঁতকে উঠল লাবান।

'হাঁটবে,' হুকুম করল বন্দুকবাজ। 'জীবন ফিরে পেয়েছ এই ঢের।'

তস্কর যখন উজিয়ে গিয়ে গিরিপথের একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হলো, রোগীর দিকে মনোযোগ দিল স্ন্যাপ। তখনও চেতনা হারায়নি কর্টেয—বন্দুকবাজকে দেখে হাসল—পরিস্থিতি জটিল তাও উপলব্ধি করল।

'স্যাডলে বেঁধে দাও আমাকে,' বলল ও। 'মনে হয় টিকে থাকতে পারব।'

দুজনার সহায়তায়, অতিকষ্টে লাবানের বেতোঘোড়ার পিঠে চাপল সে। এতেই কাহিল হয়ে গেল ওর অবস্থা, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল কপালে। তারপর একপাশে র‍্যাঞ্চার দুহিতা এবং অন্যপাশে স্ন্যাপকে নিয়ে শুরু হলো যাত্রা। ওই দুঃসহ মুহূর্তগুলোর কথা কোনদিন ভুলতে পারবে না নরিন। পায়ে পায়ে এগোতে হচ্ছে, পাছে আহত লোকটা গড়িয়ে পড়ে যায় স্যাডল থেকে এই ভয়ে সর্বক্ষণ নজর রাখছে ওর ওপর। নরিনের মনে হলো এই অগ্নিপরীক্ষা বোধহয় কোনদিন শেষ হবে না। এক মাইলও যায়নি, এমন সময় কর্টেযের মাথা হেলে পড়ল বুকের কাছে, প্রলাপ বকতে শুরু করল। টারম্যান, হুয়ান রামোস আর ল্যারির নাম অস্পষ্টভাবে নরিনের কানে এল, তারপর ওর নিজের নাম শুনতে পেল। বাইরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মেয়েটা, কিন্তু ওর হৃদয়ে সংগীতের মূর্ছনা বেজে উঠেছে।

'ওর কথায় রাগ কোরো না, মিস নরি,' জ্বরের ঘোরে কর্টেয একটা খিস্তি করায় বলল ল্যান্ট। 'ও ভুল বকছে—আর কিছু না।'

'পথের ধকল মেরে ফেলবে ওকে,' উদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল নরিন। 'ওর হার্টের অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'বলতে পারব না, মিস নরি, তবে আমি এর চাইতেও খারাপ চোট দেখেছি,' স্ন্যাপ জানাল ওকে। 'ফুসফুসে ঈশ্বরের দয়ায় কোন চোট লেগে না থাকলে, মাস দুয়েকের মধ্যেই আগের মত তরতাজা হয়ে উঠবে।'

নরিন নীরবে এগিয়ে চলেছে। টারম্যানের ছলনাময় বুলেটের আঘাতে কাউপাঞ্চার যখন লুটিয়ে পড়ে কেবলমাত্র তখনই ও উপলব্ধি করতে পেরেছে পিতৃমাতৃপরিচয়হীন ওই মানুষটি বাস্তবিক তার হৃদয়ে কতটা আসন জুড়ে রয়েছে। একটিমাত্র শব্দে এর ব্যাখ্যা শেষ করেছে ও—সবটুকু। মুমূর্ষু লোকটাকে প্রতি মুহূর্তে সাহায্য করছে ও যেন সে স্যাডল থেকে পড়ে না যায়, আর মনে মনে বিধাতার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে ওর। মাইলের পর মাইল শম্বুকগতিতে পাড়ি দিচ্ছে ওরা, বারবার ওর স্যাডলহর্নের ওপর ঢলে পড়েছে রোগী। নরিনের ভয় হলো পাঞ্চার বোধহয় পথেই মারা যাবে। ওর নিজের শরীরও খুব ভাল না, কেবল বেঁচে থাকার আকুতি এই দুঃসহ পথযাত্রায় সাহস জোগাচ্ছে ওকে। তারপর একসময় যখন ও ভাবছে আর সে সামলাতে পারবে না, ল্যান্টের মুখে একটা উৎসাহব্যঞ্জক কথা ধ্বনিত হলো:—

'এসে গেছি,' বলল ও। 'মনে হয় লড়াই শেষ হয়ে গেছে।'

স্ন্যাপের অনুমান যথার্থ। ক্রসড ডাম্ব-বেলের উঠোনে ঢুকে ওরা দেখল আক্রমণকারীরা ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটোছুটি করছে জঙ্গলের ভেতর থেকে তাদের ঘোড়া নিয়ে আসতে, বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে

নবাগতদের স্বাগত জানাল ওরা, সেই চিৎকার শুনে ছুটে এল লিমিং। ইতিমধ্যে কর্টেযকে স্যাডল থেকে নামিয়ে একটা কম্বলের ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছে, এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে ও।

'খতম করেছ ওকে?' প্রশ্ন করল ফ্রাইং প্যানের মালিক।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সাবাডিয়া। 'আপনিও এদিককার জঞ্জাল সাফ করেছেন মনে হচ্ছে।'

'ওদের বাদে, তবে সেটারও বেশি দেরি হবে না,' কঠিন স্বরে বলল জব। পাঁচজন লোকের একটা দলকে দেখাল, ঘোড়ায় বসে আছে, তবে হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। ওয়েস্ট ওদের একজন, কর্টেযকে ওর দিকে তাকাতে দেখে স্মিত হাসল সে।

'বিদায়, বন্ধু,' বলল ক্যালিফোর্নিয়া। 'মাকড়সাকে খতম করে ওকে উদ্ধার করেছ তুমি—আমার আনন্দ লাগছে।'

অনেক কষ্টে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে বসল কর্টেয। 'ওই লোককে ছেড়ে দিন, সিনর লিমিং,' বলল। 'ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে, টারম্যানের পিছু নেয়ার জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'ও-ও ছিল চোরদের সঙ্গে,' বলল লিমিং। 'না জানি কত গরু চুরি করেছে, আমার লোকদের মেরেছে।'

'থাক, বন্ধু, আমাকে আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।'

'ওকে ছেড়ে দিন,' জেদ ধরল কর্টেয। 'ও না থাকলে আমি মারা যেতাম, এবং মিস নরি—'

হাল ছেড়ে দিল লিমিং, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের নিয়ে ফ্রাইং প্যানের ছজন রাইডার যখন বনের ভেতর ঢুকল—বাদ পড়ল শুধু ক্যালিফোর্নিয়া। সবাই অবাক হয়ে গেল যখন দেখল চলে যাওয়ার কোন লক্ষণই নেই ওর মাঝে।

'আমি থাকছি,' ল্যারির কাছে ব্যাখ্যা করল ওয়েস্ট। 'যখন সেরে উঠবে, ওকে ধন্যবাদ জানাব।'

এইভাবে তস্করের কাছে নিজের ঋণ পরিশোধ করে জ্ঞান হারাল কর্টেয, বন্ধুদের রেখে গেল প্রবল উৎকণ্ঠার ভেতর।

তেরো

তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা। ওয়াই যেড র‍্যাঞ্চ-হাউসে আজ 'ভিজিটিং ডে' পালিত হচ্ছে; পঙ্গু অচেতন অবস্থায় ওকে এখানে বয়ে আনার পর, এই প্রথমবারের মত কর্টেয অনুমতি পেয়েছে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার। এক-এক করে পাঞ্চাররা ঢুকছে ঘরে, কিছুক্ষণ গল্প করছে কর্টেযের সাথে। তারপর নরিন, যে নির্দ্বিধায় পঙ্গু মানুষটির সমস্ত শুশ্রূষার ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে, তার নীরব ইশারায় বেরিয়ে যাচ্ছে আবার। একই ধরনের প্রশ্ন আর শুভেচ্ছার পুনরাবৃত্তি ঘটছে, কিন্তু

মেয়েটা অনুভব করছে আন্তরিকভাবে এই লোকটাকে ভালবাসে ওরা, তাই সমবেদনা জানানোর সুযোগ হেলায় হারাতে চাইছে না। রোগীর প্রতি ওর শ্রদ্ধা এতে বেড়ে গেল আরও। ফ্যাকাসে মুখে কয়েক জোড়া বালিশের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে কর্টেয, প্রত্যেককেই মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একধরনের নরম দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর চোখে যা দেখে নরিন বুঝতে পারছে রোগী নিজেও আন্তরিক টান অনুভব করে ওই বেপরোয়া লোকগুলোর প্রতি। যখন ওয়েস্ট ভেতরে এসে ওর হাত দুটো চেপে ধরল তখন সদা-বাচাল ওই ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষটির মুখে কেবল একটিমাত্র ভাষাই জোগাল:

'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

'কিছু না, বরাবর হয়ে গেছি আমরা,' বলল রোগী।

ওয়েস্ট মাথা নাড়াল। 'এখনও না,' জবাব দিল ও, তারপর যোগ করল, 'আমি থেকে যাচ্ছি।'

'খুশি হলাম,' বলল কর্টেয। 'চাইছিলাম তুমি যেন থেকে যাও।'

এরপর এল বুড়ো সায়মন, এখন প্রায় সেরে উঠেছে সে। ওর সঙ্গে রয়েছে জব লিমিং। সব গরু ফিরে পেয়েছে ফ্রাইং প্যানের মালিক, বিগ চীফ রেঞ্জ তস্করমুক্ত করতে তার ভূমিকা অপরিসীম, তাই আজ সে খোশমেজাজে আছে। রোগীর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল সে।

'হুমম্!' মন্তব্য করল। 'এখন জানলাম, কখনও গুলি খেলে সেবিকার জন্য কোথায় আসতে হবে আমাকে।'

'মিস নরিনের তুলনা হয় না, ওঁর সেবা না পেলে, আমার বিশ্বাস এতবড় ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারতাম না আমি,' জবাব দিল কর্টেয। ওর কণ্ঠে উষ্ণতা আর প্রগাঢ় দৃষ্টির পরশে নরিন আরক্ত হলো। লিমিংয়ের চোখ পালা করে দুজনকে নিরীক্ষণ করল। তারপর মুচকি হেসে বলল:

'কিছুক্ষণ আগে সায়মনের সঙ্গে একটা ব্যাপারে আমার তর্ক হচ্ছিল, এখন আমি তোমাকে হাকিম মানছি, কর্টেয। আমার তিনজন সেরা পাঞ্চার, যারা ওয়াই যেড থেকে চাকরি হারিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল, তারা এখন আবার এখানে ফিরে আসতে চাইছে। আর সায়মন উসকানি দিচ্ছে ওদের বিদ্রোহে। আমি বলছি, এটা অন্যায়।'

কৌতুকপূর্ণ চোখজোড়ার দিকে তাকাল কর্টেয, জবাব দেয়ার সময় ওর নিজেরগুলোর কোলে ভাঁজ পড়ল।

'হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে আমি শুধু আপনাকে একটু বিবেচক হতে অনুরোধ করব। জিঞ্জার, ডার্টি আর সিম্পলকে ছাড়া আমরা অচল।'

'আমরা?' বিস্ময় প্রকাশ করল অপরজন।

'ও আমাদের নতুন ফোরম্যান, বাথানের একটা শেয়ার পাচ্ছে,' ব্যাখ্যা করল সায়মন। 'আমার বিশ্বাস এটা ওর প্রাপ্য।'

'অবশ্যই, এবং আরও কিছু,' কাটখোট্টা জবাব দিল ওর বন্ধু। 'তবে একটা কথা বলব, তোমার মত এরকম রাক্ষস আমি আর দেখিনি, সামনে যা পাও তাই গ্রাস করতে চাও। এই যেমন আমি, একদম একলা, একজন হাউস-কিপারের

অপেক্ষায় রয়েছি–' নরিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল বুড়ো বদমেজাজ, জবাবে ও হেসে উঠল উচ্ছল কণ্ঠে, কাঁচকলা দেখাল।

'যা বলছিলাম, সবকিছু গ্রাস করতে চাও,' আবার বলল লিমিং, তারপর সুর নরম করে যোগ করল, কিন্তু তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি, আমাদের এই বন্ধুর একটা কাল অতীত আছে?'

এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় সমস্ত হাসিখুশি মুছে গেল ওদের মুখ থেকে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারার আগেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মার্শাল টংক–ওর ঠিক পেছনে ল্যারি।

'মার্শাল আসার জন্য জেদ ধরেছিল, আমি ঝামেলা বাড়াতে চাইনি বলে অনুমতি দিয়েছি,' ঘোষণা করল ল্যারি। 'এখন আপনি যদি অনুমতি করেন, বস, কান ধরে বের করে দেব।'

'থাক, ল্যারি,' শান্ত গলায় জবাব দিল বাথান মালিক। তারপর পাঞ্চার যখন আশাহত হয়ে বিদায় নিল তখন বলল, 'কি চাই, টংক?'

'ওকে।' রুগ্ন লোকটাকে দেখিয়ে জবাব দিল মার্শাল, ওর কুঁতকুঁতে চোখ দুটোতে লোভের ছাপ স্পষ্ট।

'ওর শরীর এখনও সারেনি, নড়াচড়া করা ঠিক হবে না,' দুর্বলভাবে প্রতিবাদ করল নরিন, মুখ সাদা হয়ে গেছে।

'আমার তা মনে হয় না; ফাঁসিতে ঝুলবার জন্য তরতাজা হওয়ার দরকার পড়ে না।' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সায়মন, নিষ্ঠুর বিদ্রূপটা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, হাত পিস্তলের বাঁটে। সভয়ে দুকদম পিছিয়ে গেল মার্শাল। 'দ্যাখ, সায়মন, ভাল হচ্ছে না কিন্তু,' প্রতিবাদ করল, 'আইন অমান্য করছ তুমি। ওই লোকের নামে হুলিয়া আছে, ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পসি এনেছি আমি, বাইরে ওরা অপেক্ষা করছে।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল বাথান মালিক। 'কি করতে চাও এরপর?' প্রশ্ন করল সে।

'বিগ রকে নিয়ে যাব ওকে, তারপর ট্রেনে করে রাজধানীতে, চমৎকার একটা লালবাড়ি আছে ওখানে,' জবাব মিলল।

'সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যেও,' জেদ ধরল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, সুযোগ পেয়ে আবার তুমি ওকে ছেড়ে দাও আরকি,' ঘেউ ঘেউ করল মার্শাল। 'না, ওকে এক্ষুণি যেতে হবে আমার সাথে।'

'যাবে না,' রূঢ়ভাবে বলল সায়মন। 'সবাইকে তৈরি হতে বল, জব; এদেরকে ঘাড় ধরে বের করে দেব আমরা।'

আগুন জ্বলছে যেন বুড়োর চোখে। লিমিংয়ের মেজাজ এমনিতেই বারুদ, এবার তাতে অগ্নিসংযোগ হলো। উঠে লোকজন ডাকতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ বিছানা থেকে একটা শান্ত গলা বাধা দিল।

'আমার ব্যাপারেই যখন সমস্যা, তখন আমাকেও বোধহয় কিছু বলতে হয়,' নাটকীয়ভাবে শুরু করল রোগী। 'লোকজন ডাকার প্রয়োজন হবে না। মিস নরি, আমার কোটটা দাও তো, দয়া করে–'

মার্শালের হাত তার অস্ত্রের কাছে উড়ে গেল। 'খবরদার, পিস্তল দেয়ার চেষ্টা করলে কিন্তু ও মরবে,' ফাটা বাঁশের মত চিরে গেল ওর গলা।

'বোকার মত কথা বোলো না, টংক; তুমি আসার পর থেকেই তোমাকে কাভার করে রেখেছি আমি,' অবজ্ঞার সুরে বলল পাঞ্চার। 'তোমার মত একটা ছুঁচোকে মারতে পিস্তল লাগে না।'

বিছানার কিনারে বালিশের তলা থেকে একটা কোল্টের নল উঁকি দিল। ঝট করে হাত গুটিয়ে নিল মার্শাল যেন আরেকটু হলেই বিছার কামড় খেত। মেয়েটার কাছ থেকে কর্টেয ওর কোটখানা নিল হাত বাড়িয়ে, লাইনিং ছিঁড়ে একতাড়া কাগজ আর একটা ইস্পাতের চকচকে নক্ষত্র বের করে শেষোক্ত জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলল চাদরের ওপর।

'ওটা ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ, আর এই আমার বৈধ কাগজপত্র, মার্শাল লরেন আর গভর্নর বুশের সই করা,' বলল সাবাডিয়া। 'এই কাগজের বলে ইচ্ছা করলে আমি তোমাকেও গ্রেফতার করতে পারি, মার্শাল।'

কম্পিত হাতে সরকারি আদেশনামাটা তুলে নিল টংক; জাল হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু একঝলক তাকিয়েই বুঝল তা নয়।

'কি-কিন্তু তুমি সা-সা-সাবাডিয়া, আউট-ল,' তোতলাল মার্শাল। 'গভর্নর নিশ্চয় জানেন না–'

'তোমাকে ছোট্ট একটা কাহিনী বলি, মার্শাল, তাহলেই বুঝতে পারবে,' মাঝপথে টংকের মুখের কথা কেড়ে নিল শয্যাশায়ী লোকটা। 'বছর কয়েক আগে, যখন আমি মেক্সিকো থেকে আমেরিকায় আসি তখন কোলির এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ি। ওই সূত্রে টলোভারে মার্শাল লোরেনের সাথে আমার পরিচয় হয়। তখনই লোরেন আমাকে তাঁর সহকারী করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি–কারণ আমি তখন ফেরারি, মেক্সিকোয় আমার নামে হুলিয়া ছিল। ছিল বলছি কারণ হালে, তোমরা বোধহয় জান না, মার্কিন সরকার আমাকে এ দেশের নাগরিকত্ব দিয়েছেন। গভর্নরের চেষ্টায়ই সম্ভব হয়েছে এটা, তবে লোরেনের অবদানও কম নয়। বিনিময়ে তাঁরা অনুরোধ করেন আমি যেন দরকার হলে অপরাধ দমনের কাজে তাদের সহায়তা করি। তো, আমি তাঁদেরকে মেক্সিকো সরকারের হুলিয়ার কথা স্মরণ করালে গভর্নর আশ্বাস দেন, ওটা কোন সমস্যা নয়, ওই মিথ্যে মামলা তুলে নেয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন, মেক্সিকোতে তাঁর উচ্চপদস্থ বন্ধুবান্ধব রয়েছে। গভর্নর তাঁর কথা রেখেছেন, তাই আমিও কাজটা নিয়েছি। তাছাড়া'–এ পর্যন্ত বলে থামল বক্তা, সায়মন আর লিমিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল–'আমিও খুঁজছিলাম দুজন লোককে। ভেবে দেখলাম, কাজের উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে আমাকে, এভাবে একদিন ঈপ্সিত লোক দুটোর সন্ধান পেয়েও যেতে পারি। তবে আমি অকারণে কখনও আমার ব্যাজ দেখিয়ে বেড়াইনি লোকজনকে, যা অনেকেই করে থাকে। ফলে অচিরেই কুখ্যাতি ছড়াল আমার নামে, এমন সব ডাকাতি, লুটের দায় আমার ঘাড়ে চাপল, যে সময় আমি ঘটনাস্থল থেকে শতাধিক মাইল দূরে ছিলাম। গভর্নরকে ব্যাপারটা জানাতে উনি বললেন এতে আমার কাজের সুবিধে হবে, আমাকে আইনের লোক

বলে সন্দেহ করতে পারবে না কেউ। এজন্যই সরকারি নির্দেশে বলা আছে, আমাকে ধরতে পারলে সরাসরি গভর্নরের কাছে হাজির করতে হবে–শাস্তির ব্যবস্থা উনি নিজে করবেন। এখন তাহলে বুঝতেই পারছ, মার্শাল, গভর্নর আমার সম্বন্ধে সবই জানেন। আর এই আরেকটা চিঠি; বিগ রক থেকে আমি যেটা লিখেছিলাম, গভর্নর তার জবাব পাঠিয়েছেন। এখানকার পাট চুকলেই আমাকে দেখা করতে বলেছেন তাঁর সাথে।'

হতোদ্যম মার্শালের দিকে আরেকটা কাগজ ছুঁড়ে দিল কর্টেয, কিন্তু টংকের অসাড় হাত ধরতে পারল না সেটা, বুঝতে পারছে তার কপালে দুর্ভোগ আছে।

'তুমিই বোধহয় গভর্নর বুশকে চেন না,' খেই ধরল সাবাডিয়া। 'চমৎকার মানুষ, মার্শাল, তবে অপরাধীদের জন্য ভয়ঙ্কর কঠিন। আমার বিশ্বাস তোমাকে ডেকে পাঠাবেন উনি, বিশেষ করে আমি যখন টারম্যান আর পোকার পিটের কাছ থেকে উদ্ধার করা কিছু কাগজপত্র তাঁকে দেখাব। ওরা তোমাকে টাকা বেশি দেয়নি, তবে লুটের মালের বখরা দেবে বলেছিল, না, মার্শাল?'

সরাসরি অভিযোগে ব্যাজধারীর লালমুখ নীলচে হয়ে গেল। অস্বীকার করার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু কম্পিত ঠোঁটজোড়া বেঁকে বসল। টংকের সমস্ত হম্বিতম্বি শেষ হয়ে গেছে, ফাটা বেলুনের মত লাগছে দেখতে। নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে ওকে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল কর্টেয, তারপর চিন্তাচ্ছন্ন গলায় বলল:

'জানি না, গভর্নর কি বলবেন আমায়–তবে তোমার উপস্থিতিটা খুব সুখের নয়। আমি হলে কিন্তু টংক, ভ্রমণে বেরোতাম, সবাই বলে এতে নাকি মন ভাল হয়; খোদার কসম, তোমার এটা দরকার। কাজেই পা ফেলতে শুরু কর–লম্বা লম্বা, দ্রুত–অন্য কোন এলাকার দিকে।' হঠাৎ বদলে গেল সাবাডিয়ার সুর, দরজা দেখিয়ে হিসহিসে গলায় বলল, 'বেরিয়ে যাও! ফের যদি তোমার বিষাক্ত ছায়া দেখি এখানে, তোমাকে–খুন–করব।'

বিধ্বস্ত পরাজিত চেহারায় এলোমেলো পা ফেলে মার্শাল বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। দরজাটা ওর পেছনে আবার বন্ধ হয়ে যেতে কর্টেয বলল, 'শেষটাও গেল তাহলে। হ্যাচেটে আরও কিছু আছে যারা মদ খেত মার্শালের পয়সায়–তবে আমার মনে হয় ওরাও এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল টংককে, তবে টারম্যান ওকে কিনে ফেলেছে বুঝতে পারিনি,' সায়মন বলল। 'গরুচোর ধরার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহ দেখিয়েছিল ওই লোক।'

'গরুর ব্যাপারে টারম্যানের কোন আগ্রহ ছিল না–ওগুলো চুরি করত সাঙ্গপাঙ্গদের খরচাপাতি মেটাবার জন্য,' কর্টেয বলল। 'ওর লক্ষ্য ছিল জমি। তাই মতলব এঁটেছিল যত কম পয়সায় প্যারে ওয়াই যেড আর ফ্রাইং প্যান কিনে নেবে। একবার ভেবে দেখেছেন, বিগ রক থেকে রেলরাস্তা হ্যাচেট পর্যন্ত এলে আপনাদের জমির দাম কি দাঁড়াবে?'

শিস দিয়ে উঠল লিমিং। 'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার, না? কিন্তু রেল তো এদিকে আসছে না।'

'আসছে, এবং টারম্যান সেটা জানতও,' কর্টেয জানাল।

'তো, বাছা, তোমার কাছে আমার ঋণ বেড়েই চলেছে,' বলল সায়মন। 'কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমি আর জব ভেবেছিলাম গভর্নরের কাছে দরবার করব তোমার ব্যাপারে, এখন দেখতে পাচ্ছি তোমার সঙ্গেই বরং তাঁর সম্পর্ক আরও ভাল। যাক, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

আরও একজন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে এবং সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার মায়াভরা চোখ দুটোয়। কর্টেয যখন লাজুকভাবে হেসে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তার কাছে কোন ঋণ নেই সায়মনের তখন নরিন লক্ষ্য করল ও গলায় হাত দিয়ে খুঁজছে একটা কিছু।

'এটা খুঁজছ?' চিকন র-হাইডের ফিতের সঙ্গে বাঁধা ছোট্ট একটা সোনার লকেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল নরিন। লকেটটা চ্যাপ্টা, একদিকে ষাঁড়ের মাথার প্রতিকৃতি খোদাই করা। 'তোমার গলায় ছিল এটা, বুলেটের ঘষায় ফিতেটা প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল, হারিয়ে যেতে পারে ভেবে আমি খুলে রেখেছি,' ব্যাখ্যা করল ও।

'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

কথাটা বলেই মেয়ের হাত থেকে অলঙ্কারটা একরকম ছিনিয়ে নিল সায়মন; কাঁপা কাঁপা আঙুলে একটা গুপ্ত স্প্রিং খুঁজে বের করল ও, টিপ দিতেই খুলে গেল লকেটের ডালা, ভেতরে একজন সুন্দরী মহিলার ছবি। ওদিকে একনজর তাকাল বুড়ো, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে যেন কেউ তাকে গুলি করেছে।

'খোদা!' গুঙিয়ে উঠল সে, অপলকে চেয়ে রইল হাতে ধরা ছবিটার পানে। তারপর ধীরে ধীরে কর্টেযের দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?'

'ওটা আমার, হুয়ান রামোসের কাছে শুনেছি। মারা যাওয়ার আগে এটা আমাকে দিয়ে যান উনি। বলেন, ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে যখন আমাকে কিনে নিয়েছিলেন তখন এটা আমার গলায় ছিল। ওঁর ধারণা, এটা আমার মায়ের।'

'এবং আমার স্ত্রীর,' বলল বুড়ো সায়মন। 'আমাদের ছেলে, ডোনাল্ড, যেদিন হারিয়ে যায় সেদিন এটা ওর গলায় ছিল।' বিছানায় শায়িত লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো। 'বাবা, আমাকে তুমি পারবে ক্ষমা করতে? নরিন ছিল তাই, না হলে আমি তোমাকে সেদিন জল্লাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলাম।'

আবেগে কেঁপে গেল বুড়োর গলা, কর্টেয লক্ষ্য করল এই দুর্বল শরীরে বাথান মালিক একেবারে ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে। অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত সত্য জানতে পেরে সে নিজেও নাড়া খেয়েছে দারুণভাবে, অতিকষ্টে সেই অনুভূতিকে সংযত করে কর্টেয ওর রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে।

'এ কথা বলছেন কেন, সিনর,' বিনম্র গলায় বলল ও, 'আমার বিশ্বাস আমরা বরাবর হয়ে গেছি; আমিও এখানে খুন করতেই এসেছিলাম আপনাকে।'

লিমিং বুঝতে পারল ওর উদ্দেশ্য, সেও ঝটপট এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করতে। 'কিন্তু করনি, আর তা করতেও না,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে। 'একটা কিছু বাধা দিতই তোমাকে। ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার। কেন, সায়মন, তোমার মনে নেই আমাকে বলেছিলে, ছেলেটা তোমার গরু চুরি করছে জেনেও ওর প্রতি নাড়ির

টান অনুভব কর তুমি?'

'আছে, এর কারণ আমি তখন বুঝতে পারিনি,' স্বীকার করল সায়মন। মাঝে মাঝে চেহারাটা পরিচিত মনে হত, কিন্তু মেলাতে পারিনি; মায়ের আদলটাই বেশি পেয়েছে ও–নিজের চোখেই এখন সেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা।

পারছে ওরা; ছবির সঙ্গে পঙ্গু লোকটার চেহারা তুলনা করলেই মিল খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। কর্টেয যতটুকু জানে, ওর জীবনের সেসব ইতিহাস ওদের শোনাল। ইন্ডিয়ানদের কথা ওর মনে নেই, তবে হুয়ান রামোসের সাথে কিভাবে বুনো ঘোড়া আর গরুবাছুর ধরেছে ওয়েবের শঠতায় রামোসের পথে বসা, ওদের মেক্সিকোতে পাড়ি জমান, সেখানে ওর বিপ্লবী ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্রে আগমন, গভর্নর বুশের সাথে পরিচয়, গরুচুরির সংবাদে তাঁর নির্দেশে হ্যাচেট-স্ ফলিতে আসা–একে একে সব খুলে বলল ও। যখন শেষ হলো কাহিনী, বুড়ো সায়মন উঠে দাঁড়িয়ে বক্তার হাত চেপে ধরল।

'বাছা, আমার নিজের কাছেই আমি অপরাধী হয়ে গেছি,' বলল সে। 'তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলতে তবে তা হত উচিত সাজা। কিন্তু আমার মনে হয় পাদ্রিরা আমাদের যা বলে সেটাই বোধহয় আরও মারাত্মক–অনুশোচনা। যাকে এতদিন দোষ দিয়ে এসেছি, এখন জানছি সে-ই তোমাকে উদ্ধার করেছিল শেষ পর্যন্ত। হুয়ান রামোসের আত্মার কাছে ক্ষমা চাইব আমি–যদিও নিজেকে হয়তো আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারব না।'

ওর গলা কাঁপছে, বসে গেছে। নরিন আর লিমিং দুজনেই অনুভব করছে শেষ মুহূর্তের ঘটনাবলী ওর ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে। দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা, তারপর জব বলল:

'বুড়ো খোকা, চল, এবার আমরা যাই। রোগীর উত্তেজনা আর বাড়ান উচিত হবে না। এখন তুমি আর আমি গিয়ে ছোকরাদের বলব আনন্দ করতে, তোমার ছেলে ডোনাল্ডের সুস্বাস্থ্য কামনা করব আমরা।'

'এবং আমার মেয়ের,' সস্নেহে নরিনের দিকে তাকিয়ে যোগ করল সায়মন। 'মা, সব শুনে এই বুড়োর ওপর অভিমান করবি না তো?'

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরল প্রিয়দর্শিনী। 'অবশ্যই না, বোকা বুড়ো আমার,' অন্তর থেকে জবাব দিল ও। 'এখন তোমরা যাও, না হলে আমাকে কিন্তু আবার রাগ করতে হবে।'

একরকম জোর করেই দুই বুড়োকে তাড়িয়ে আবার বিছানার শিয়রে এসে বসল নরিন। রোগী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অবশেষে একসময় মুখ খুলল সে, সেই চিরপরিচিত কৌতুকপূর্ণ গলা।

'এতকাল পর হারান বাবার দেখা পাওয়াটা সত্যিই খুব অদ্ভুত ব্যাপার তাই না?' বলল কর্টেয। 'ল্যারি এবার হাসবে–ও আমার নামকরণ করেছে ডন–বলে আমার জন্যই নাকি হয়েছে মেয়েদের জ্বালাতন করতে; যদিও কথাটা ভুল, তেরেসা ছাড়া অন্য কেউ আসেনি আমার জীবনে।'

'সুন্দরীর কথা ভুলে গেলে?' গাঢ় স্বরে বলল নরিন।

স্মিত হাসল কর্টেয। 'ওর কথা তুমি আবার জানলে কোত্থেকে?' প্রশ্ন করল।

'তুমিই বলেছ—জ্বরের ঘোরে,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার দুহিতা, সাবাডিয়ার দৃষ্টির সামনে আবীর ছড়িয়েছে মুখে।

'আমি বোধহয় অনেক ভুল বকেছি—মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এরকম একেকটা সময় আসে,' একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল কর্টেয, তারপর যখন দেখল মেয়েটা ওর ব্যাখ্যা মানছে না তখন প্রসঙ্গ পালটাল। 'তুমি ঘোড়াটাকে ওই সময় খোঁচা না মারলে টারম্যান আমাকে ঠিকই খতম করত।'

নরিন কোন জবাব দিতে পারার আগেই, বাইরের বহুকণ্ঠের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, তারপর মুহুর্মুহু গর্জে উঠল কয়েকটি পিস্তল। শঙ্কিত চোখে জানালার দিকে তাকাল মেয়েটা, কিন্তু মৃদু হেসে রোগী অভয় দিল ওকে।

'খবরটা মনে হয় ওদের উনি বলেছেন, তাই আনন্দ করছে ওরা,' বলল কর্টেয। 'কিছুদিন সবুর করলেই বোধহয় ভাল করতেন।'

'কেন?' নরিন প্রশ্ন করল, হঠাৎ এই মত পরিবর্তনের কারণ কি তা বুঝতে পারছে না।

'আমার বিদায়ের সময় ঝামেলা হবে,' জবাব দিল সাবাডিয়া। তারপর প্রিয়দর্শিনীকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে কঠিন সুরে যোগ করল, 'তুমি কি মনে কর আমি এখানে থাকব, ছিনিয়ে নেব তোমার উত্তরাধিকার—তবে টারম্যানের সাথে আমার তফাত কোথায়?'

'তুমি চলে গেলে আবার ভেঙে যাবে ওর মন,' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, বুঝতে পারছে নিজের সুখের জন্যেও লড়তে হচ্ছে তাকে। 'আমার সাথে চিরকাল স্নেহময় পিতার আচরণ করেছেন উনি—কিন্তু একটা ছেলের জন্য ওঁর আক্ষেপ বরাবর, নইলে কে সামলাবে এই বিশাল সম্পত্তি।'

কিছুক্ষণ গুম মেরে রইল কর্টেয, ভাবছে, ওর কৃশকায় থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে নরিন বুঝতে পারল ওর অনুনয়ে কাজ হয়নি; ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ওর যা ধারণা, তার নিরিখেই সমস্যার সমাধান করবে ও। একটুবাদে আবার যখন মুখ খুলল সাবাডিয়া, নরিন বুঝতে পারল ওর অনুমান যথার্থ।

'শোন, আমার পথ কঠিন—বন্ধুর।'

নরিন মনস্থির করে ফেলেছিল। ভীরু হেসে নিজের হাত রাখল ওর হাতে, ফিসফিস করে বলল:

'তুমি ঠিক জান—ডন? আমার, তোমার, এই একবচনের শব্দগুলো বাদ দিয়ে আমরা কি বলতে পারি না—আমাদের?'

এক মুহূর্ত মৌন রইল কর্টেয, কল্পনায় ভেসে উঠল আরেকটা নারীমুখ, দেখল তার চোখে গভীর প্রশ্রয়, তারপর ওর হাত কাছে টেনে নিল নরিনকে, ওর উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে মেয়েটা তার লজ্জারক্ত মুখ লুকাল পাঞ্চারের কাঁধে।